চলন্তিকা প্রকাশক • ২১২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীতপনকুমার চৌধুরী
২১২/১, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীব্রজেন চৌধুরী

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
শ্রীকালী আর্ট প্রেস
৪-এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
দি অশোক প্রিন্টিং ওআর্কস্ পক্ষে
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
১৭/১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

নিবেদন

কবি দেবচার্য-রচিত 'ধর্মদত্তা' (রচনাকাল ১৯৫৩, অক্টোবর—১৯৫৭, সেপ্টেম্বর) প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম ; এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরে আজ আমরা যথার্থই আনন্দিত। সুদীর্ঘ (চারশ' পৃষ্ঠার অধিক) কাব্যগ্রন্থপ্রকাশে অনেক বাধা, তার মধ্যে প্রধান বাধা হ'ল অর্থবিনিয়োগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি এই ভেবে, এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে অর্থলাভ আশানুরূপ না হলেও অর্থব্যয়ের সার্থকতা আছে। দ্বাবিংশ সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ধর্মদত্তা' কাব্যের রস যাতে করে সাধারণ পাঠকও গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য গ্রন্থের শেষে আমরা আখ্যান-সংক্ষেপ সংযোজন করেছি। কাব্যে যে সকল পুরুষ ও নারীচরিত্র আখ্যানভাগের সহিত বিশেষভাবে জড়িত—তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। আশা করি, বাংলার শিক্ষিতসমাজের নিকট আমাদের প্রকাশিত কাব্যটি একদিন মহাকাব্যের গৌরবলাভেও সক্ষম হবে। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় অনেকেই আমাদের কাজের সহায়তা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী—তাঁর প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিজয়াদশমী, ১৩৬৭ —প্রকাশক

উৎসর্গ

সোদরপ্রতিম

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

বন্ধুবরেষু—

বিদ্যার সাগর তীরে তীর্থযাত্রী মোরা, দেখা হল
দুইজনে দেব-মন্দির দুয়ারে আসি—সেই ক্ষণে
তুমি ছিলে কুমার কিশোর সুকৃষ্ণকুঞ্চিতকেশ,
তপঃক্লিষ্ট বিদ্যাভারনত। তোমার নয়নে হাসি
সুমধুর, কোমল অধরওষ্ঠে সস্নেহ প্রশ্রয়,
অজানার বাধামুক্ত পুলক-পলকে, স্নিগ্ধনেত্রে
কহিলে আমায়, এস সাথে, লও অর্ঘ্য নিজ করে।
সেইক্ষণ সেইদিন—জানি ফিরিবে না কভু আর,
কালগর্ভে বিলীন অতীত, জীবন-প্রদীপ আজি
ক্ষীণসূত্রে জ্বলে ; মৃৎ-ভাণ্ড শতচ্ছিদ্র, নাহি দুঃখ
তায়। জানি, পথের আঁধার যতই নিবিড় হোক,
পথিকে দেখাবে পথ শান্ত সুধাকর—নিত্য যেথা
নিশানাথ লগনে হাসিছে শীর্ষে জীবনে গগনে।

ধর্মদত্তা

অশোক-চক্রের ইতিকথা

সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার থেকে বেরিয়েছি এমন সময় কানে গেল—

"আরে দেবচার্য যে!"

নাম ধরে ডাকে কে? মুখ ফিরিয়ে দেখি সহাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু হেমেন। ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত এক কলেজে পড়েছি। দুই যুগ পরে দেখা, তবু চিনতে কষ্ট হয়নি। হেমেনের কণ্ঠস্বর, আশ্চর্য, একটুও বদলেছে বলে মনে হ'ল না।

"তারপর, তুমি এখানে? কি ক'রে—কখন এলে?"

এক সময় হেমেনের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ছিল, তারপর কি ক'রে সংসার-চক্রে ঘুরতে ঘুরতে দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে বহু দূরে সরে গেলাম, সে কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। হেমেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচীন ভারততত্ত্বের অধ্যাপক।

অনেকগুলি দেশীবিদেশী উপাধি তার নামের পিছনে। কিছুদিন প্যারিস, লণ্ডন ঘুরে কলম্বোয় কাটিয়ে এসেছে। তার খ্যাতির কথা পরম্পর বন্ধুবান্ধব-মুখে, খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে শুনেছি ও অনুমান করেছি। মনে মনে ভেবেছি কি জানি বর্তমানকাল অর্থাৎ কলিকাল—হেমেন হয়তো বা কোনদিন দেখা হ'লে আমাকে চিনতেই চাইবে না। দু'একবার ইচ্ছে হয়েছিল প্রবাসী হেমেনের ঠিকানা সংগ্রহে মাসিকপত্রিকার সম্পাদকের সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাত-পাঁচ ভেবে আর অগ্রসর হইনি।...

হেমেন আমাকে এক রকম টানতে টানতে তার মোটরে ওঠালো। মোটর হুহু শব্দে ছুটেছে। অতীতের ভগ্নস্তূপ ও স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত সারনাথ। নবীন, বিজন ও আধুনিক ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা রচিত সুন্দর, প্রশস্ত রাজপথ। দু'ধারে আমগাছ। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে ধারে ইন্দারা থেকে জল তুলছে দেহাতি মেয়েরা। মাঘমাসের রোদ্দুর এত মিষ্টি! আমের মুকুল থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

প্রশস্ত প্রান্তরের উপর ছড়িয়ে পড়েছে নীল আকাশের মন্থরগতি সাদা মেঘের ছায়া। মনে পড়ে এইখানে কোথাও অতীত যুগের এক আম্র-বৃক্ষের তলায় বুদ্ধদেব প্রথম প্রচার করেছিলেন তাঁর মৈত্রী-করুণার বাণী।

হেমেন ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁ হাত নামিয়ে পকেট হাত্‌ড়ায়। সিগারেটের কেসটা বের ক'রে ফেলে দেয় আমার কোলে—বলে, ম্যাচিস্‌, দাঁড়া—এই নে···

কখন যে হেমেন, বহুদিনের-অদেখা তুমিত্বের বিভেদ ও দূরত্ব ছেড়ে তরুণ বয়সের একান্ত আপন 'তুই' শুরু করেছে নিজেও বুঝতে পারেনি। আমি কিন্তু সঙ্কোচের জন্য 'তুই' পর্যন্ত উঠতে পারছিলাম না। হেমেন আমাকে প্রকাণ্ড ধমক দেয়।

মন্দ লাগছিল না অনুভূতি। একজন বন্ধু যদি খ্যাতিমান্‌ ও ধনী হয়েও সমান আসন দেয় হৃদয়ের আদান-প্রদানে, তাহ'লে নিশ্চয়ই ভাল লাগে। বিশেষ, আমি সহজ ব্যবহারে সহজেই বশীভূত হয়ে পড়ি। হঠাৎ মনে হ'ল বহুদিন পরে আবার যৌবনের সহজ স্ফূর্তি ফিরে পেলাম। বেনারস সিটিতে হেমেনের পৈতৃক আমলের তিনতলা বাড়ী। হেমেন কিছুতেই ছাড়লো না, নিয়ে গেল জোর ক'রে। ভেবেছিলাম সেইদিন বিকেলের ট্রেনে ফিরে আসবো ক'লকাতায়, কিন্তু পেটুক ব'লে চিরকালই ব্রাহ্মণের অখ্যাতি আছে। বিশেষ, আমার পেটের উপরেই তিল, ছেলেবেলা থেকেই ঘৃত ও ঘৃতপক্ক আহার্যের দিকে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এসেছি। আর সত্যি বল্‌লে···হেমেনের স্ত্রীকে সাক্ষাৎ মহাদেবী ছাড়া অন্য কোন বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। রূপে লক্ষ্মী, রন্ধনে ও অন্নদানে অন্নপূর্ণা এবং বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সরস্বতী যদি একদেহে আপনার সামনে আবির্ভূতা হ'ন তাহ'লে আপনি কি স্বাধীন ইচ্ছায় চালিত হয়ে ট্রেনের টিকিট কেনবার জন্য উদ্যোগী হবেন? নিশ্চয়ই না। একদিনের বদলে এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। হয়তো বা একমাসই থেকে যেতাম, কিন্তু—কিন্তু, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ, 'নিত্য-সংসার-' দেবীর আদেশ—···অমান্য করে দূরে থাকবার উপায় নেই কারুরই। যাক সে কথা।

একদিন মানে দ্বিতীয় দিনে, আরও শুদ্ধ ক'রে বললে বলতে হবে দ্বিতীয় রাত্রে হেমেনের গৃহে একত্রে ভূরিভোজন অন্তে—আকাশভরা

তারা, শিশিরভেজা ধূলো, রাস্তায় শীতের জন্যে লোকজনের চলাফেরা নেই, দূরে একটি শিবের বাহন পুণ্যকামী ভক্তবৃন্দের দানে কস্থাবৃত হয়ে নতুন শহরের প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে যোগমগ্ন, এমন সময় আমি আরাম-কেদারায় আলোয়ানটি জড়িয়ে পা গুটিয়ে বসেছি—কানে এল—"সুরমা, ধর্মদত্তা কোথায় ?" হেমেনের কণ্ঠস্বর, ভুল বোঝা একেবারেই অসম্ভব। ভাবলাম বোধহয় ধর্মদত্তা ব'লে কোনো ঐদেশী মহিলা বাড়ীতে আছেন বা এসেছেন—তাঁরই খোঁজ নিচ্ছে হেমেন। সুরমা আমার সামনেই অদূরে একটি বেতের চেয়ারে আরাম ক'রে বসে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল, উঠে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একটা প্রকাণ্ড সাইজের অথচ সুদৃশ্য প্ল্যাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া খাতা বের ক'রে তাচ্ছিল্য সহকারে সশব্দে ফেলে দিল হেমেনের টেবিলে। ফাউণ্টেনপেন কালির দোয়াতটা গিয়েছিল আর একটু হলেই উল্‌টে।

"আরে, কর কি, কর কি। দেখতো ভাই, তোমার লক্ষ্মী তথা অন্নপূর্ণা কম্বাইণ্ড্ মোটেই অহিংস নন। বাগ্দেবীর প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহ নেই মনে—আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফল, সাধনাও বলতে পার—"

"কি ওটা ? বিষয়বস্তু কি ?"

"বিষয়বস্তু—ভারতের প্রতীক অশোক-চক্রের নিগূঢ় ইতিহাস।"

আমি এবার বন্ধুর পক্ষ নিয়ে সুরমাদেবীকে তিরস্কারের সুরে বলি—"এ আপনার ঘোর অন্যায়। আপনি আপনার স্বামীর বিদ্যার আদর না করেন তাতে ক্ষতি আপনারই। হোল্ ইণ্ডিয়া মায় ইউরোপ-আমেরিকায় যার গবেষণার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে তার লেখাকে অনাদর করা আপনার মতন বুদ্ধিমতীর পক্ষে কি ক'রে সম্ভব তা আমি ভেবেও পাচ্ছি না।"

সুরমা এইবার হেসে ফেলে, বলে—"বুদ্ধিমতী ব'লে যদি মেনেই নিয়েছেন তাহলে অনায়াসে পূরণ ক'রে নিন, এমন কিছু সঙ্গত কারণ আছে যার জন্যে—"

আমি বিহ্বলনেত্রে চেয়ে থাকি। একবার বন্ধুর মুখের দিকে, আর একবার বন্ধু-পত্নীর দিকে মুখ ফেরাই। হেমেন আমার অবস্থা দেখে কৌতুক অনুভব করছে, বেশ বুঝতে পারি। অবশেষে হেমেন হো হো ক'রে হেসে ঘর ফাটায়। এখানে বলা দরকার, হেমেন লম্বায় ছ'ফুট

আর যাকে বলে শালপ্রাংশু মহাভুজ—অনেকটা সেই প্রাচীনযুগের রোমান অথবা মৌর্যযুগের ভারতবাসী—বীর সেনাপতির মতন চেহারা। আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছি অনেকবার, ইতিহাসের চর্চা ছেড়ে তোমার আর্মি কেরিয়ারে গেলেও মন্দ হ'তো না—একদিন ক্যারিয়াপ্পা গোছের একটা কিছু হোতে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।...

"নিগূঢ় ইতিহাস মানে একটা উপন্যাস লিখেছি। প্রেসিডেণ্ট ম্যাজারিকের মত ছিল, উপন্যাসের মাধ্যম ছাড়া অনেক সময় কোন বিশেষ যুগের ইতিহাস ঠিক ঠিক রচনা করা যায় না। আমার উপন্যাসের নায়ক অশোকচক্রের স্রষ্টা শিল্পী মিহিরকিরণ। অশোকের সমকালীন কলিঙ্গের বিখ্যাত ভাস্কর ও স্থপতি মিহিরকিরণ।"

"আর নায়িকা?"

এবার নাসিকাকুঞ্চনের অভিনয় ক'রে সুরমা বলে, "নায়িকা, মধুসূদনের ভাষায় নায়কী, হচ্ছে ডানাকাটা পরী, বিদ্যেধরী। মেনকা উর্বশী সবাইকে ছাড়িয়ে সুন্দরী। অনন্তযৌবনা ধর্মদত্তা!—নিগূঢ় ইতিহাস বটে! এই বই উনি ছাপতে চান—আমার ধারণা, এ বই প্রকাশ হ'লে ওঁর ঐতিহাসিক ব'লে যে মর্যাদা আছে, তা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হবে।"

সুরমার মুখ গম্ভীর।

এতক্ষণে বুঝতে পারি 'ধর্মদত্তা কোথায়' কথার অর্থ। হেমেন আমাকে সমঝদার ঠাউরেছে, শোনাতে চায় তার প্রথম-লেখা উপন্যাস।

"ওহে বলনা তুমি—তোমার তো কলেজে পড়বার সময় সাহিত্যিক ব'লে খ্যাতি ছিল। এটা কি অন্যায় করেছি?"

আমি সুরমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই, প্রশ্ন করি—"আপনি আপত্তি ক'রছেন কেন? স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো ইতিহাস-মিশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছেন।"

সুরমা—"হ্যাঁ করেছেন, আরও অনেকে করেছেন। কিন্তু আপনার বন্ধু যে উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে ইতিহাস-বিরোধী ঘটনা আছে। ঐতিহাসিক হয়েও এরকম—"

আমি বাধা দিয়ে বলি—"কোথায় আপনার আপত্তি, খুলেই বলুন না কেন।"

সুরমা—"প্রথমতঃ ঐতিহাসিক মাত্রেই আপত্তি তুলবেন—অশোক-যুগে মন্দির; মূর্তিপূজা ও দেবদাসী প্রথা ছিল ব'লে কোনো প্রমাণ নেই।"

হেমেন হেসে উত্তর দেয়—"খ্রীষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীর পূর্বেকার কোনো পাথরের মন্দির বা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি, সত্য। কিন্তু, এই যুক্তির বিপক্ষেও যুক্তি আছে।"

আমি—"কি যুক্তি থাকতে পারে ?"

হেমেন—"কাঠের মন্দির যে ছিল না, তাও কেউ সমসাময়িক ভ্রমণকারীর বর্ণনা থেকে প্রমাণ করতে পারবেন না। দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি দেখানো যায়। ইতিহাস যেক্ষেত্রে নীরব—"

আমি—"তুমি বলতে চাইছো, সেক্ষেত্রে কাব্যকার বা ঔপন্যাসিক স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে।"

হেমেন—"এতে আপত্তি করবার কোনো কারণ থাকতে পারে ব'লে তো আমার মনে হয় না। তাছাড়া, ধর্মদত্তা উপন্যাসে মন্দির, মূর্তিপূজা ও দেবসেবিকা-প্রথার অস্তিত্ব বর্ণিত হয়েছে কলিঙ্গে—মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে নয়।

আমি—"অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো, আর্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থল উত্তর ভারত থেকে বহুদূরে অবস্থিত কলিঙ্গে দেবপূজা ও দেবসেবিকার অস্তিত্ব মেনে নিলেই ইতিহাসের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে যাওয়া হয়েছে বলা যায় না।"

হেমেন হাসে, আমার কথার উত্তর না দিয়ে ব'লে চলে—"কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেবার্চনার নামে শূন্য রাজকোষ-পূরণ নীতির উল্লেখ আছে। দাঁড়াও, টেবিলের ওপরেই বই রয়েছে—শ্যাম শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ—....এই দেখ, পৃষ্ঠা ২৪৪, লেখা আছে—দেবতাধ্যক্ষো···দৈবতচৈত্যং সিদ্ধপুণ্যস্থানম্ উপপাদিকং বা রাত্রাবুত্থাপ্য যাত্রাসমাজ্যাভ্যাম্ আজীবেত্।"

হেমেন দম নেয়, সুরমার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে মুচকি হেসে আবার শুরু করে—

"আরও এক যুক্তি আছে। স্বয়ং সম্রাট অশোকের নাম দেবানাম্ পিয়।—দেবতার অর্চনা কি প্রকারের ছিল, তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন, কিন্তু দেবতার অর্চনা যে ছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ইণ্ডো-এরিয়ান জাতির এক শাখা যদি গ্রীকদেশে গিয়ে মূর্তিপূজা ও মন্দির

ক'রে থাকে, তাহলে আর এক শাখা ভারতে এসে মূর্তিপূজা ও মন্দির নির্মাণ করেনি—এ কথা কি ক'রে মেনে নেওয়া যায়? গ্রীকদের কাছ থেকে ভারতীয় আর্যেরা মন্দির নির্মাণ ও মূর্তিপূজা করতে শিখেছে—আমি এই মতের সঙ্গে একমত নই।

কলিঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস এখনও কুহেলিকা-আচ্ছন্ন। মহাভারত-যুগে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় কলিঙ্গরাজ উপস্থিত ছিলেন ব'লে উল্লেখ আছে; তারপর, মহাপদ্ম নন্দের দ্বারা কলিঙ্গের উপর মগধের সাম্রাজ্য-বিস্তার, কলিঙ্গের পুনরভ্যুত্থান, এবং পরিশেষে অশোকের বাহিনী কর্তৃক কলিঙ্গবিজয় ছাড়া বিশেষ কিছু তথ্যাদি জানা যায় না। দিগ্বিজয়ী কলিঙ্গরাজ খারবেলের সময় থেকে আমরা কলিঙ্গের পরাক্রম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারি, এবং অনুমান করা অন্যায় হবে না—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই অনুমান অনুমোদন করেন—মহারাজ অশোক একটিমাত্র যুদ্ধেই ত্রিকলিঙ্গকে পদানত করতে পারেন নি—অনেক লোকক্ষয় ক'রেই তাঁকে জয়মাল্য পেতে হয়েছিল। অশোকের শিলালিপিতে বর্ণিত তথ্যাদি ছাড়া কলিঙ্গযুদ্ধের খুঁটিনাটি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এমন কি, তৎকালে কলিঙ্গের রাজার নামও আজ পর্যন্ত জানা গিয়েছে ব'লে আমার জানা নেই।"

আমি টিপ্পনি করি—"পরিশেষে তোমার বক্তব্য ও নিবেদন—"

হেমেন—"ইতিহাসভক্ত পাঠক-পাঠিকার নিকট—"

আমি—"ইতিহাসের মানদণ্ডে কাব্য বা উপন্যাসকে বিচার না ক'রে সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করাই বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতীর কাজ।"

* * *

প্রধানতঃ হেমেনের রচিত কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে "ধর্মদত্তা" কাব্য আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। হেমেন শেষ পর্যন্ত সুরমার ঘোর আপত্তিতে ভয় পেয়ে উপন্যাস প্রকাশে বিরত হয়েছে।

আমার কিন্তু কাহিনীটা ভাল লেগেছিল, তাই তার উপন্যাসের ছায়া নিয়ে কাব্য রচনা করেছি। আমি আবার উপন্যাস রচনার কৌশল জানি না। কাব্যেও আমার অনধিকার প্রবেশ কিনা তা আপনারা বিবেচনা করবেন।

অতীত যুগে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অতীত যুগের অনুভূতির অংশ গ্রহণে ঐতিহাসিক কাব্যেরও প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এমন অনেক অতীত আছে যা এখনও বর্তমানের মধ্যে নিঃশেষিত নয়। কিছুদিন আগে বুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পুরনো মৃত্যুতিথি পালন করা হ'ল আর আজকাল স্কুলের ছেলেরাও শিখে নিয়েছে, তারাও আপনাকে মুখস্থ ব'লে দেবে—অশোকের প্রদর্শিত পথ ছাড়া জগতের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান নেই, ইত্যাদি। সেই অশোক, অর্থাৎ চণ্ডাশোকের ধর্মাশোক-বিবর্তন কি ক'রে ঘটলো সেই কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত "ধর্মদত্তা" আপনাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে, কি জানি।

পরিশেষে বক্তব্য, কাহিনীর অনৈতিহাসিকতা বা সন-তারিখের গণ্ডগোলের জন্য গালিগালাজ সবটাই হেমেন ও তরুণ বন্ধু (ও আর একজন ইতিহাসের অধ্যাপক) শ্রীমান বিষ্ণুপদ দাসগুপ্তের প্রাপ্য। আমি শুধু কাব্যাংশের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দায়ী। এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠকের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন :

যুগে যুগে হে অশান্ত পথচারী সুদূর-পিয়াসী !
বিরাগে অঙ্গন-ছায়া ছাড়ি যাও অজানা-বিলাসী।
দিবাকর দীপ্তবিভা বিচ্ছুরিত সুনীল রভসে
আলিঙ্গিতা বঙ্গবাণী মধুক্ষরা অমৃত হরষে
বিশ্বকবি পূর্ণ রবি আলোকিত ভুবন বিভোর,
ভবনে ভবনে দীপ জ্বালে আজ অনন্ত কিশোর—
সুধাপায়ী মধুভৃঙ্গ গুঞ্জনিত সুহাস আনন
আলো-অলি এলে দ্বারে, কোথা মম কমল-কানন ?
হে চাতক নভ-চারী ! নবতারা—নীহারিকা-তৃষা !
অসীমসাগরকামী, মরুমূঢ়, হারাইয়া দিশা
হায় বন্ধু, কালস্রোতে এলে ক্ষণে ঘোর অন্ধকার !
নাহি জানি সুধা-ঘট পাবে কোথা অবারিত দ্বার !
কোথা সুধা ! ক্ষুধা-ভূমি মেরু চুমি তরুর মর্মর—
গরজে নিয়ত মেঘ, ঝঞ্ঝাবায়ু, অঝোরে নির্ঝর !

পুনশ্চ—

(ক) যদিও অতিশয় সূক্ষ্মভাবে, তথাপি স্বীকার করি পিগ্‌ম্যালিয়নের ছায়া আছে কাব্যের গোড়ার দিকে স্থানে স্থানে। এজন্য গ্রীকপুরাণ ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়া চক্রবর্তীর নিকট কাব্যকার ঋণী। হেমেনের কাহিনীতে এ ছায়া ছিল না। আমার মতে দীর্ঘকাব্যে যত খুশি পৌরাণিক গল্পের ছায়া পড়ুক না কেন, পাঠকের তাতে আপত্তির কারণ থাকা উচিত নয়।

(খ) দ্বিতীয় কথা, আমার এই কাব্যগ্রন্থ পাঠকের নিকট আদৌ সমাদর লাভ করবে কিনা এ বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা না থাকায়, যে সব বন্ধু কবি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও সমালোচক আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের নাম প্রকাশ করলাম না। শুধু বন্ধুবর শ্রীজীমূতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ ক'রলাম, কারণ মেঘের অন্ধকার ও গর্জনে তাঁর কিছুই আসে যায় না। বন্ধুবরকে সন্তুষ্ট করা বড়ই কঠিন কাজ—বারবার তার এক কথা, এমন কিছু লেখ, যা পড়ে পাঠক বলবে, হ্যাঁ, একেবারে নতুন আঙ্গিক, এরকম আর কেউ লেখেনি।...মনে মনে বলি, একেবারে নূতন আঙ্গিক বোধ হয় পৃথিবীতে কোনো রচনাই রচিত হয়নি। অতীতের কিছু না কিছু ছাপ থাকবেই। অর্থাৎ পুরানো খাদের জল না আনলে স্রোত আসবে কি ক'রে? সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হয়তো একটা পুকুর কাটা যেতে পেরে, এইমাত্র। ...যাই হোক, আমি বন্ধুকে খুশি করতে পারলাম না। চেষ্টা ক'রেও পারলাম না। বন্ধু বলেছিলেন এমন শাড়ী তৈরি কর, যার "প্রান্তিক" এখনও কোনো কবি রচনা করেন নি। আমি স্বীকার ক'রছি (দুঃখের সহিত) নতুন শাড়ীর প্রান্তিক রচনায় আমার কোনই দক্ষতা নেই। তাছাড়া, আমার মনে হয় আঙ্গিকের দিকে অতিমাত্রায় দৃষ্টি দেওয়ায় একটা বিপদও আছে। কোথায় যেন পড়েছি, বোধ হয় ম্যাথিউ আরনল্ডের লেখা প্রবন্ধে, পাঠকের অবস্থা হবে অনেকটা সেই ভদ্রলোকের মতন যিনি বাড়ী যেতে পথে পান্থশালাকেই বাড়ী ভেবে কাটিয়ে গেলেন সারাজীবন।

পান্থশালায় বিলাসের আয়োজন থাকতে পারে—অনেকক্ষেত্রে থাকেও। কিন্তু স্নেহ ও প্রাণের স্পর্শ কি পাওয়া যায়?

(গ) প্রচলিত ইতিহাসে কথিত আছে, অশোক কলিঙ্গযুদ্ধের পরে ভিক্ষু উপগুপ্তের প্রভাবে বৌদ্ধ হন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'অশোক'-গ্রন্থে অন্য অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রয়োজনে আমি দ্বিতীয় অভিমত গ্রহণ করেছি। এই অভিমতে, অশোক কলিঙ্গ-যুদ্ধের পূর্বেই বৌদ্ধ হয়েছিলেন ; কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধের বর্বরতায় অনুতপ্ত হয়ে প্রকৃত অর্থে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে বৌদ্ধ হন। আশা করি ইতিহাসভক্ত পাঠকপাঠিকা এক্ষেত্রেও আমাকে ক্ষমা করবেন।

কাব্যে বর্ণিত চরিত্র

পুরুষ-চরিত্র

মিহিরকিরণ—কলিঙ্গ-স্থপতি ও ভাস্কর
উপগুপ্ত—অশোকের দীক্ষাগুরু
অশোক—মগধ-সম্রাট
রাধাগুপ্ত—অশোকের প্রধানমন্ত্রী
হেরুক—মগধ-বণিক
বজ্রপাণি—কুশলের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কর্মসচিব
কুশল—কলিঙ্গ-বণিক ও ধর্মদত্তার পিতা
রত্নপাল—কলিঙ্গের প্রধানমন্ত্রী
বজ্রদেব—কলিঙ্গের প্রধান পুরোহিত
সুদাস—মিহিরকিরণ-পরিবারের কুলদাস
থগন—সুদাস-জামাতা
পুণ্ডরীক—ত্রিবেণীর কবি
নিরুপম—হেরুক-জামাতা ও মগধ-বাহিনীর সহাধ্যক্ষ
শত্রুজিৎ—কলিঙ্গের প্রধান সেনাপতি
নগ্নজিৎ—ঐ সহকারী
ইন্দ্রভূতি—হেরুক-সচিব
শঙ্করশরণ—হেরুকের কর্মচারী, মৃদঙ্গবাদক ও দাস-উপনিবেশ তত্ত্বাবধায়ক
রোহিদাস—বৃদ্ধ কলিঙ্গ-কৃষক
হারীত—মিহিরকিরণের পুত্র
ভরত—পুণ্ডরীকের ভ্রাতা
অগ্নিমিত্র—তাম্রলিপ্তের সেনানায়ক
অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে: কোদণ্ড, কৈলাসভৈরব, বজ্রসেন, ইত্যাদি সেনাধ্যক্ষ, দূতগণ, কলিঙ্গ ও পাটলিপুত্র ও ত্রিবেণীর নাগরিকবৃন্দ ও আরও অনেকে।

নারী-চরিত্র

ধর্মদত্তা—শেখর দেবালয়ের পূজারিণী
কঙ্কতিকা—কিরাত-রমণী
কারুবাকী—অশোক-মহিষী
মালবিকা, অনুপমা, অনুরূপা—কারুবাকী-সখী
সনকা—রত্নপাল-কন্যা
মালিনী—থগনের স্ত্রী ও সুদাসের কন্যা
মালতী—মালিনী-কন্যা
হেমাঙ্গিনী—পুণ্ডরীকের স্ত্রী
মতিকা—মগধের বারবনিতা
আন্দ্রোমিদা—যবনী ক্রীতদাসী
চিন্তা—মতিকা-কন্যা
মাধবী, বকুল, করুণা, চম্পা, কলিকা, কণিকা—কৃষক-রমণী

ধর্মদত্তা

প্রস্তাবনা

মৃত্যুবর্ণা মহাকালী রজনী পোহায় ;
বসন্তমঞ্জরীমধু পিয়াসী কাননে
নদীমোহানায়, দূরে, নব দ্বীপ জাগে
স্বপন শিহরে তরু-তৃণ-দল মাঝে
মৃদুল পবনে ; দলে দলে চলে উড়ি
স্বর্ণপক্ষ মেলি নভে সিন্ধু-বিহঙ্গম ।
দিক্-চক্রবালে
অনন্ত সমুদ্র নীল—অনাদি আকাশ,
অমেয় তারুণ্য তৃষা—অসীম প্রয়াস
জানায় প্রাচীন সূর্যে নবীন প্রণাম—
'হে পূষণ ! হে সবিতা !
মৃত্যুরে অমৃত দাও ওগো জ্যোতির্ময় !'
দিকে দিকে ধ্বনি—
নগরে সাগরে ধ্বনি—
জয়ধ্বনি—
তামস-তিমির দুর্গে আজি
কে হানে আঘাত ?
লোকেন্দ্র হে কল্পান্তক, জয়তু শেখর !
বাজিছে বিপঞ্চী, বীণা, মন্দিরা, মুরলী,
মৃদঙ্গ । বন্দনা গাহে, নূপুর নিক্কণি
শেখর-মন্দিরে শত কলিঙ্গনর্তকী—
বরারোহা, বামোরু । "জাগো হে নটরাজ !
সত্যশিব হে সুন্দর, জয়তু শেখর !
জাগো হে প্রশান্ত, সৌম্য,
কল্যাণসুন্দর !
খোলো খোলো, খোলো আঁখি,
জাগো হে শঙ্কর !
কলিঙ্গ-নগর-শিল্পী প্রখ্যাত ভাস্কর
তরুণ মিহির

[আঠারো]

রথ হতে নামি ধীরে,
নমিয়া শেখরে,
জপিল দুয়ারে মৌনী আপনা-মগন—
"জাগো হে গণাধিনাথ,
শিল্পী-শ্রেষ্ঠ, লোকবন্ধু,
জয় জয় জয়তু শেখর !···
কোথা শিবা,
কোথা স্বপ্না
মূর্তিময়ী, অপরূপা ?···—
কোন সে গোপন দুর্গে
বন্দিনী, মানসী, জ্যোতির্লেখা ?
হায় প্রভু !—
রাখিয়াছ দিগ্‌ভ্রান্ত করি
সে পতঙ্গে—
স্থূলতনু জটাজালে তব
মোদিত আলসে !
ষড়্‌রিপু-শিলাময় অলঙ্ঘ্য প্রাচীর,—
গগন পরশে চুমি
বিপুল অসুর—
সেথায় কেমনে কীট,
ক্ষুদ্র ডানা মেলি
উড়িবে অধিক ঊর্ধ্বে বায়ুস্তর ভেদি ?
উন্মাদ পবন শ্বাসে
কীটেরা ভাসিয়া যায়
নগরে, প্রান্তরে—
লুলিত শবের পাশে ভুলিয়া শিবায় !
বুভুক্ষিত
নিত্যদিবসের মৃত্যুমাঝে
পশে ওরা
পূতিগন্ধে মজি'।
—জাগো, জাগো—
খোলো আঁখি—
জয়তু শেখর !"

প্রথম সর্গ

["—মেঘকেশী, স্বপ্না, হের, স্ফুরিত-অধরা— !"]

১

অজেয় কলিঙ্গপুরী সাগর-মেখলা,
শিলাদুর্গে সুরক্ষিত প্রাচীন বন্দর।
মিলিত কলহে বহে কলকল্লোলিনী
লাঙ্গুলীয়া, বংশধারা—বেগবতী নদী—
সপত্নী ভগিনী দুই সাগর-প্রেয়সী,
পাষাণ-নিগড়ে রুদ্ধ সুতীক্ষ্ণরসনা।

অদূরে গরজে ক্রুদ্ধ বঙ্গোপসাগর
প্রমত্ত বাসনা মোহে অধীর চপল
তটিনী-বন্ধন হেরি সফেন উচ্ছ্বাসে।
নগর পশ্চাতে নিম্নভূমি, সুগভীর,
তরুহীন প্রান্তর বিশাল, গৃহহীন
কঙ্কর-প্রসার—কবির জীবন যেন
প্রকৃতি প্রকাশে—কণ্টক-বিকীর্ণ পথ,
জনতা-বর্জিত—সাগর শুকালো যবে,
তপন তিয়াসে, আতপ্ত পরশে। দূরে,
প্রান্তর ওপারে, মহেন্দ্র পর্বতমালা—
ঘনারণ্যে ঘেরা, শ্বাপদসঙ্কুল। সেথা,
নব-কবি অভিযান সুদুষ্কর সম

ধর্মদত্তা

দুর্ধর্ষ অটবীচারী কুঞ্জর-পালক
অরাতি নিরোধে রত বিষাক্ত-সায়কে
শিলামৃত্যু গড়ায় নিষাদ, শৃঙ্গে শৃঙ্গে
রহি গুপ্ত স্বদেশ-প্রেমিক ; দুর্গে দুর্গে
নদীতীরে তোসলী সড়কে ভ্রমে সদা
অশ্বারোহী কলিঙ্গগৌরব। মানে নাই
অবনত শিরে মগধশাসন কভু
কলিঙ্গনগর। মহাপদ্ম নন্দ মৃত,
স্বতন্ত্র কলিঙ্গ পুনঃ সফল বিদ্রোহী।
হীনবল নন্দসেনা ক্ষুধায় কাতর
ত্যজিল কলিঙ্গ, বহু অশ্ব, বহু গজ
হারায়ে সমরে। পরাক্রান্ত মৌর্যরাজ
চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, মগধ-সম্রাট—
দিগ্বিজয়ী, ক্ষান্ত তবু কলিঙ্গ-বিজয়ে,
স্মরিয়া দুর্জয় বাধা সুনিশ্চিত হানি।
দুর্ভেদ্য অরণ্য, গিরি, স্রোতস্বিনী তরি'
কে সে জয়ী নাহি গণে লাভালাভ রণে ?
কলিঙ্গনগর-খ্যাতি বাণিজ্যে প্রধান—
শ্রুত মৌর্য-বন্দর সে তাম্রলিপ্ত ম্লান
স্রষ্টা শিল্পী, মহাগুণী, স্থপতি-নায়ক
বাসব কৌশলে। বন্দর-সাগরবক্ষে
ভাসে পোত, জলযান, পণ্যতরী শত—
কলিঙ্গ-নাবিক বলে চালিত সুদূরে—
তাম্রপর্ণী, চম্পা, চোল, কন্যাকুমারিকা—

ধর্মদত্তা

সাগর-বেষ্টিত সিংহল, পাণ্ডীয় দেশে
বাণিজ্য ব্যাপারে—কভু দারুচিনি, কভু
সুগন্ধি তৈজস আদি অন্ন-বস্ত্র-বাহী।

যবে মৌর্যসম্রাট নৃপতি বিন্দুসার
রোগাক্রান্ত অন্তিম শয়নে—ঝঞ্ঝাবেগী
তক্ষশিলা-শাসক 'উজ্জেনী করমোলি'
দ্বিতীয় কুমার লভিলেন সিংহাসন
রক্তস্রোতে ভাসায়ে মগধ—মহামন্ত্রী
খল্লাতক যোগে সুসীম অগ্রজে নাশি'—
শতভ্রাতা, সহোদর বীতশোক বিনা
বন্দী সবে, যাপে কাল অশোক-নরকে—
কলিঙ্গনগরে শিল্পী মিহিরকিরণ,
স্থপতি-বাসবপুত্র, সুপুরুষ, ধনী,
স্বদেশ-বন্দিত—বংশধারা নদীতটে,
কানন-বেষ্টিত সুরম্য ভবনে তার—
পিতৃমাতৃহারা কাটায় জীবন যুবা
কামিনীবিহীন, নিয়ত নিযুক্ত কর্মে
ধনার্জনে রত। শুনি তার স্তুতি, রীতি,
ঋদ্ধি, ধ্যান, দান, লোকমুখে—হেরি জ্যোতি
হেমবিভাতনু, রাজেন্দ্রসদৃশ কান্তি,
সুবিমল চরিত্রগৌরব, পৌরকন্যা
রূপবতী স্বজাতি-তনয়া গুণান্বিতা,
প্রণয়-উন্মুখ, অনূঢ়া বরিতে চাহে

স্বামীরূপে তারে। নাহি দেয় সাড়া শিল্প
বিদিত বিদেশে। অপূর্ব সাধক সম
দেখে নাই কেহ, লিখে নাই কবি কোনে
ছিল কোথা আর সপ্তসিন্ধু জম্বুদ্বীপে
জগতে কোথাও সমদক্ষ বহুগুণী—
কুশল স্থপতি, চিত্রকর বিশারদ,
সুদক্ষ ভাস্কর। মানবী রূপসী ফিরে
বিফল আক্রোশে।

কালস্রোত বহি যায়,
একদিন, যুবা-মনে অনুভব জাগে
বিষণ্ণ করুণ, তরুণ ভাস্কর মৌনী,
দাঁড়ায়ে একাকী, কঠোর-সাধনা-শ্রান্ত
উদাসী মানসে, চাহি দেখে প্রাণস্রোত
বাতায়নপথে, চলেছে ভাসিয়া যেন
নগরী-সাগরে। গৃহে, পথে, তীরে, জলে
নরনারী ভিড়, ছুলিয়া হেলিয়া যায়
প্রমোদীর দল সুবেশা তরুণী সনে
বসন্ত উৎসবে বিলোল-কটাক্ষ-হত
অনঙ্গ-বিহ্বল। আনন্দে কিশোরদল
উঠিতেছে তরী 'পর, কেহ ঝাঁপে জলে ;
লাল দ্রাক্ষা গণ্ড-আভা গড়ায় ধূলায়
বালক-বালিকাগণ অনাদি হরষে।

"ব্যর্থ স্রষ্টা আমি," মিহিরকিরণ ভাবে,
"দেব-দুর্গ-সৌধ গড়ি' ধনের লাগিয়া
আনন্দ কোথায় ? শত শত হর্ম্য কত,
মর্মর-দেবতামূর্তি সৃজিয়াছি আমি।
ভবনে ভবনে শিলামূর্তি সৃষ্ট মোর
পূজে নরনারী। প্রণম্যা জগতে দেবী,
দেবীরূপ দেব লাগি, নরভোগ্য নয়।
রচিতে পারিনি আজো মানবের তরে
মর্মরস্বপনে পরমাপ্রেয়সী-মূর্তি—
শুভাননা মর্মবধূ, শোভনা শ্রেয়সী—
যুগ-যুগ, যুগান্তের লাগি। লভিয়াছি
কোথা আশীর্বাদ শিব, শান্ত, সুন্দরের
প্রসন্ন প্রসাদ,—ধন্য হ'ল সগৌরবে
কোথা নাম ভুবনে ভুবনে, মানবের
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা—মহাশিল্পী
রূপদক্ষ বাসবতনয়, শিবানত
সুন্দর-সাধক, সুন্দরী সৃজিতে নব
অসাধ্য সাধনা, রচিল এ রূপময়ী
অনন্যা মানসী—অতনু উদন্যা জ্বালা
শমিতে মানসে আপনার সৃষ্টিসুখে,
স্বপ্ন দিয়া গড়ি ?"

নূতন প্রেরণা যেন
নবারুণ ছটা আঁধার নিশার শেষে

সহসা পরশে জাগালো শিল্পীর বুকে
অপরূপ ক্ষুধা। নিমেষে আকারহীন
পাষাণ ফলকে শুরু করে যন্ত্রে কাটি'
স্বপন-নায়িকা। নিবিড় গগন নীল,
স্বনিছে পবন, অদূরে সাগরস্রোতে
ভাসিল রূপসী, বরুণের মণিময়
প্রাসাদ ত্যজিয়া। আষাঢ়নীরদ সম
কেশের আঁধার,—বিজলীর দ্যুতি ম্লান
নয়ন-আলোকে, উঠিল সৈকতে সিক্তা,
অঙ্গ টলমল। স্খলিতদুকূলা তন্বী,
রসাল নিটোল কোথা স্তনযুগসম,
মরাল লুকায় লাজে হেরি কার গ্রীবা,
অধর ছাড়িয়া সুধা দেবতা না চায়—
কদলী-কোমল-উরু, নিতম্বের ভারে
কাঁপে ভীরু ক্ষীণকটি বরুণা তরুণী!

শেখরে নমিয়া শিল্পী জানায় মিনতি—
"শিল্পীর সহায় তুমি, বাণীর জনক—
হে করুণাময় শম্ভু! শাশ্বত, সুন্দর,
সত্যশিব হে শঙ্কর, ওগো চন্দ্রমৌলি!
শুভাশিস্ মাগি প্রভু তোমার চরণে,
দাও বর সফল সাধনে, স্বপ্নে যারে
হেরিয়াছি দিব রূপ তারে, নব ছন্দে

লীলায়িতা বনিতা ধরার, স্পর্শে তব
উর্বশী রূপসী মম কল্যাণী কমলা।

ভাবে নাই শিল্পী পূরিবে কামনা তার
দ্রুতগতি এত। সুন্দর-পূজারী-পূজ্য
অনন্ত সুন্দর, শেখর কৃপায় কিবা
পূরিল মানস—অদূর বিজন পথে
জীবন্ত যুবতী, চলিতে ফিরিল কেন
কমল-আননা, কহিতে কহে না কথা
আঁখি নত করি? বিভাবরী অন্তে যবে
বিভাবতী উষা নভে তপন-মোহিনী—
মিহিরকিরণ মুগ্ধ মূরতি-সৃজক
রচে মূর্তি শিলা-শিল্পী ভুলিয়া ভুবন,
আহার বিহার স্নান, নামিল আঁধার
দিবাশেষ-ক্ষণে। প্রদোষ-আঁধার-ক্ষুব্ধ
জ্বালিল প্রদীপ তবু যায় না আঁধার—
শতদীপে নাহি হায় সূর্যদীপ্তি-ছটা!—
অস্থির চরণে নর পদচারী ঘুরে,
আপনার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিপানে চাহি,
কভু ধরি বাহুমূল, হেরিয়া জঘনে,
কটিরে জড়ায়ে কভু স্নেহের পরশে
কেমনে রচিবে ভাবে অধরা-লাবণি।
পুনঃদিন আসে ওই প্রখর প্রভাতে
পুলকে নাচিয়া ওঠে শিল্পীর চেতনা,

ভুলিয়া জঠর-জ্বালা সৃজন-তৃষায়
মর্মরে প্রকাশে পুনঃ মর্মসহচরী
নব প্রেরণায় মাতি, শলাকা চুম্বনে
পরশে প্রণয়ী-কর প্রণয়িনী-বুক
ঠনঠন্ কনকন্ হিয়ার দোলায়।

ভৃত্য আসি খাদ্য রাখি অনুযোগ করে।
পুরাতন কুলদাস—ভয় নাহি তার,
তাড়িত ফিরিয়া পুনঃ মৃদু ক্ষোভে কহে—
"উঠুন এবার প্রভু, জুড়ায় আহার—
কতবার রচিবে সে পাচক ব্রাহ্মণ?—
বারবার ফেলিবে কে অন্নসুধাকণা
সারমেয় ডাকি? অনাহারে, দেহক্ষয়ে
সাধনার হানি, শুনিয়াছি স্বাস্থ্যনীতি
বিজ্ঞ সবে মানে। বিদ্বান হইয়া কেন
দেহে এত হেলা? একি দেখি রূপ হায়!
আঁখি দুটি অনিদ্রায় গিয়াছে কোটরে,
জ্বর-রুগ্ন রোগী যেন চাহিয়া কাতর
খুঁজিছে কাহারে দ্বারে সহসা জাগিয়া!
আপনার মাতাপাশে দিনু প্রতিশ্রুতি—
মৃত্যুকালে কহিলেন, 'সুদাস! রাখিও
অবোধ শিশুরে মোর নিয়ত নয়নে,
ভাবুক লগনে জন্ম, জোতির্বিদ কয়—
অসাধ্যসাধনে তৃষা, কিবা ভুলি' ক্ষুধা

কাটায় প্রহরনিশা স্বপন-মগন—
অন্ধ-আঁখি পিতা যার বুঝি অন্ধ হয় ?…”
জননীপূজারী ছাড়ি’ কাজ কহে হাসি—
“নাহি করি ভয় আঁখির আঁধারে আমি,
জেনেছি আলোক মনে অনির্বাণ সেই
দীপ্ত দিব্যশিখা, প্রাণবেদী সদাতাপী
চির-প্রভাকর ভুলিবে না কভু জানি
আপন কিরণ। জননীর স্নেহ-স্মৃতি
জাগাইলে মনে, না পারি করিতে হেলা
পুণ্যময়ী-স্মৃতি—বল কিবা চাহ ক্ষণে,
করিব আহার।”

ইক্ষুসুরা ঢলঢল
মৎস্য-স্তূপ চুমি, সাধক চলিল ফিরি
মূর্তি-সাধনায়। অর্ধভুক্ত ভক্ষ্য হেরি
ভৃত্য, শ্বাস ফেলি, না পারি ফিরাতে আর
গেল নিজ কাজে। এল কৃষ্ণা বিভাবরী।…

রাত্রিশেষে
দিন আসে,
রহি মূর্তিপাশে,
কাজ করি একমনে
সৃষ্টি-ক্রান্তি কালে
সহসা সরম জাগে যুবা-অনুভবে—
“একি উন্মাদনা! প্রাণহীন মূর্তি পিছু
প্রমত্ত বাসনা! বৃদ্ধ ভৃত্য ভীত চিত্তে

ভাবিছে কি জানি যেন ?"

ডাকিয়া সুদাসে

শিল্পী হাসি কহে,

"উন্মাদ নহি তো আমি,

মোছ আঁখি-লোর ; লও তীরধনু তব,

যাইব অরণ্যে মোরা শিকার-সন্ধানী।"

মহেন্দ্র পর্বতপথে

নিবিড় অরণ্যে

সম্বর হরিণ, নীল গাভী ভল্লুকের,

ব্যাঘ্র পিছুপিছু অনুসরি পদচিহ্ন

চলে দূরে দুইজনে শিকারীর বেশে।

কোথা মনে নবভাব

শিকারে উল্লাস !

অনুক্ষণ মন জুড়ি পুলকে, বিরহে,

টানিছে যাহার হিয়া রূপসী পাষাণী

নাহি জানে ভয়। জন্তুভয়ে সুদাসের

ওষ্ঠ ওঠে কাঁপি, শার্দূল ঝোপের মাঝে

বুঝি সেথা ওই ! ভাস্কর ভাবিছে হায় !

বৃথা দিনক্ষয় ! মূর্তিমতী ওষ্ঠে কেন

নাহি সজীবতা ? নয়নে প্রকাশ চাই

প্রাণের হিল্লোল ! গ্রীবা করি কিবা ক্ষীণ

রূপ যাবে বাড়ি ? অবশেষে সুদাসের

তীরে বিদ্ধ, মৃগ এক লুটিল অদূরে,

নদীতটে পানরত। ভাসিয়া শোণিতে,
সবুজ ঘাসের বুকে ত্যজিল নিঃশ্বাস
ক্ষুদ্রপ্রাণী। আনন্দিত ভৃত্যমুখ হেরি
সমুজ্জ্বল, অধীর, ভাস্কর কহে,

"চল
ফিরি গৃহে। সার্থক শিকারী, মনস্কাম
পূর্ণ তব। রুধিরে রঞ্জিত বন্যজীব
বাঁচিয়াছে মৃত্যু বরি, নাহি খেদ তায়।
মহাকালবরে মৃগ যাবে শিবলোকে
পার্বতী সকাশে। বিশ্বমাতা পালিবেন
তারে, দূর্বাদলে ছাড়ি, মমতায়, স্নেহে,
রাখি পৃষ্ঠে কর, কিরাতের পাপনাশে
পতি-আজ্ঞা মানি। মনের হরিণে মোর
কোথা পরিত্রাণ ? হৃদয়ে ঝলকে সদা
ক্ষরিছে শোণিত, লোহিতসাগর মাঝে
খুঁজি তৃষাজল।"

অবাক সুদাস ভাবে,
"বাতুল প্রলাপ। বিবাহ করেনি যুবা,
নহে সুস্থমনা।" হাসিল চলিতে কাঁধে
ঝুলায়ে হরিণ। দৃঢ়পেশী, বলবান,
জরা-অনাহত, বিবাহিত কুলদাস
সুখী ভার্যাসনে, পুত্রকন্যা মুক্ত সবে
ভাস্কর কৃপায়, পণ বিনা ছাড়িয়াছে,
ঐশ্বর্যে-নির্লোভ—ক্ষেত ও খামারে তারা

প্রতিষ্ঠিত আজ, মেষ ও গবাদি পশু
পালিয়া সঙ্গতি, লভিয়া বসতি যাপে
স্বাধীন জীবন। সুদাস-তনয়-পুত্র
নধর গঠন, আধো আধো ভাষে তার
যেন সুধা ঝরে, তবু ভক্ত সুদাসের
চরণে নিগড়, ছাড়িয়া ছাড়িতে নারে
প্রভুর নিলয়—অঙ্গীকার করিয়াছে
প্রভুমাতাপাশে মৃত্যুক্ষণে, ছায়াসম
রহে সাথী প্রভুর সেবায়। নাহি বুঝে
বৃদ্ধ ভৃত্য প্রভুমনে তৃষা। কেবা বুঝে
ধরামাঝে চাতকেরে হায়! ব্যোমচারী
সে কোন পিয়াসী পাখী নীহারিকা-কামী
উড়িয়া চলে যে ডাকি' রবিরাগে রাঙি'
ভূধরসাগরপার সুদূর গগনে?

বন হতে ফেরা-পথে চাষী কাজ করে।
ক্ষিপ্রকরে শস্য কাটি শিরে শিরে বোঝা
কৃষকতনয়া বধূ ফিরে গ্রাম-গৃহে।
গ্রামপথ দুইদিকে রসাল উদ্যানে
সুগন্ধ মুকুল ঘ্রাণে ভরিয়াছে দিক,
ফুলে ফুলে মধুলোভী ভ্রমরের দল
গুঞ্জরে উড়িয়া, ঝরে সুধা তরুতলে
চন্দননিকুঞ্জে; দলে দলে ধরা 'পরে
চলিয়াছে পিপীলিকা পাইয়া সন্ধান

অগণিত জীবসেনা বসন্তের সাঁঝে,
বরষাপ্রকোপ-ভয়ে সঞ্চয়ী-প্রয়াস!
উদাসী ভাস্কর ভাবে, 'হায়রে সঞ্চয়!
দিনান্তে নিশান্তে শুধু অভাবের ভয়ে
জীবলোক ভুলিয়াছে পরম সুন্দরে।
গগনে সঞ্চিত কোথা রবির আলোক
আলোকপূজারী আমি ভুলিতাম খেদ
সৃজন-আনন্দ-সুধা-সাগরে ভাসিয়া!
নাহি জ্বলে আঁখি মোর নিশার আঁধারে—
বুঝি সে জননী-শঙ্কা সত্য হ'ল শেষে,
পিতার নয়নব্যাধি জন্মসূত্রে পাই,
নিশা-অন্ধ পরিণতি চির-অন্ধ হই!'

নীরব, নির্জন, সদন-দুয়ারে আসি'
শিহরিল যুবা, নিজেরে কহিল নিজে—
'ওরে ও নির্বোধ! ছাড়িয়া চলিলি বনে—
বিজনভবনে একাকিনী, মানিনী সে,
গিয়াছে ছাড়িয়া গৃহ, ফিরিবে না আর।"
সহসা আপন ভ্রম বুঝিয়া ভাস্কর
জিহ্বা দন্তে স্পর্শে লাজে, রুষ্ট নিজ প্রতি,—
"উন্মাদের ন্যায়—ছি ছি, একি চিন্তা মোর!
কোথা প্রাণ আছে যাহে যাইবে ছাড়িয়া?"
দ্রুত পশি' গৃহমাঝে চলে কক্ষে তার
যেথা কোণে রূপবতী মর্মর-নায়িকা

চাহিয়া অপাঙ্গে যেন ব্রীড়াবতী বধূ।
রবিরশ্মি শেষরাগে কাঁপিছে আলোক,
মানসী প্রতিমা পূর্ণ করিল ভাস্কর
আননে, নয়নকোণে শেষ রেখা টানি'।
বামহস্ত প্রসারিত, অন্যে পুষ্পমালা—
নাহিক অধরে তার হাসির আভাস,
শান্ত, মৌন মর্মরের আঁখিভরা তৃষা,
মানবী, প্রেমের ভাবে মূর্তি প্রাণময়ী,
কহিছে শিল্পীরে কিবা নীরব ইঙ্গিতে ?

অস্ত গেল দিনমণি। হাসিছে আরোহী
সুধাকান্ত আঁধার তুরগে মৌনী চন্দ্র,
সিক্তবাসে ঢাকি' তনু কেবা সে তরুণী
বিধুমুখী দাঁড়াল থমকি নদীতীরে
মর্মর সোপান বাহি' ত্বরিত চরণে ?
গাহিছে সুদূরে গীত তরণী-বাহক
নবোঢ়া বধূরে স্মরি প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
কুক্কুর বৃক্কনে জাগে রজনীর সাড়া,
ধ্বনিছে দুন্দুভিঘোষ শেখর-মন্দিরে।

ধর্মদত্তা

দেবদাসী শিবের মন্দিরে
শেখর পূজায় তার কাটিয়াছে কাল—
নগরীর শ্রেষ্ঠিকন্যা
পরমা সুন্দরী।

ধর্মদত্তা

ভারতের কূলে কূলে যত স্থান আছে
সুখ্যাত স্থাপত্যে, রম্য, দেবতা-ভবনে,
সৌকর্যে শোভিত, সর্ব উচ্চে কলিঙ্গের
দেবগৃহশ্রুতি, দারু-স্তম্ভ স্বর্ণময়
নাটবৃত্তে সেথা সুসিত শেখরে সেবে
শত দেবদাসী। পুরোহিত বজ্রদেবে
গুরুবৎ মানি, মন্দভাগ্য, সর্বস্বান্ত
বণিক কুশল উৎসর্গ করিল কন্যা
দেবতাসেবায়, দেবতা-আশিস্‌লুব্ধ,
ধনের আশায়। কন্যা যার পূজারিণী
ধনমান বাড়ে, ধর্মদত্তা দেবদাসী
বালিকা-বয়সে। স্বাস্থ্যবতী, গুণবতী,
নিয়ত ব্যাপৃতা কর্মে জানে না হৃদয়ে
প্রেমের পরশ কিবা স্নেহের বন্ধন।
মন্দিরে কনিষ্ঠা কন্যা মহেশ-সেবিকা
স্নান সারি সন্ধ্যাকালে, আসে এলোকেশী,
লইয়া পূজার ঘট, নববারি ভরি,
হেরিল পূর্ণিমালোকে তরুণ যুবক
মিহিরকিরণ একা। অদূরে সলিলে
মন্দির-সোপান গিয়াছে নামিয়া ক্রমে,
স্তরে-স্তরে, ব্যবধানে, গম্বুজ আকৃতি
আশ্রয়-স্তম্ভের পৃষ্ঠে রাখি বাহু স্থির,
দাঁড়ায়ে একাকী শিল্পী—দেখিল যুবতী।

ধর্মদত্তা

কলিঙ্গদুর্গের-স্রষ্টা-বাসব-তনয়
বিখ্যাত ভাস্কর, দেখিয়া চিনিল তারে
দূর হ'তে নারী। শুনিয়াছে আজি প্রাতে
তরুণের রোগ, সুদাস বিজনে আসি
কহিল তাহারে—'উন্মাদ হয়েছে প্রভু,
রক্ষা কর তাঁরে, শেখর-সেবিকা তুমি
কর পরিত্রাণ। নিশিদিন আপনার
সৃষ্ট মূর্তিপদে, নাহি লও দোষ মাতঃ!
কহি সে গোপনে, অবিকল মূর্তি হেরি
তোমার আকার, রহে সে বসিয়া ক্ষ্যাপা
মৌন সুগম্ভীর। বহুমূল্য অলঙ্কার
রতনে ভূষিত কিনিয়া পরালো প্রভু
পাষাণ-মূরতি-অঙ্গে, বাহুমূলে, গলে,
যেন বা পাষাণী প্রিয়া বিবাহিতা তাঁর।
প্রেমের খেয়াল হেন দেখে নাই কেহ,
সদা মূর্তি-ধ্যানী আহার বিহার ভুলি
জপে সে কাহার নাম বুঝি না'কো আমি—
উন্মাদ হয়েছে ধ্রুব মোর মনে লয়।'

পূজারিণী, আপনা পাসরি', নৃত্যরতা,
গাহে গীত মন্দিরসেবিকা, অগোচরে
কিবা সে দেখিয়া নৃত্য একদা উৎসবে,
অনন্যপ্রতিভাশালী সুদক্ষ ভাস্কর
রচিল রূপসী মূর্তি, যুবতী-আকৃতি

মানসে স্মরিয়া ? নাহি জানি কিবা স্থির
রূপবতী কেবা অর্ধাবৃতা নাটবৃত্তে,
দেবালয়ে, শতনারীমাঝে—সৃজিল সে
স্বরূপা সুরূপা তন্বী বিচিত্র প্রণয়ে ?
পবনে চালিত বীজ সঞ্চারিণী লতা
উদাসী তরুরে কবে জড়ালো বিপিনে
সৃজনমায়ায়, নিবিড় পাদপ ছায়ে
দোলে বক্ষে আজ—জানে না ব্রততী, তরু
অমোঘ নিয়তি ? গগনে ঝলকে যেন
বিজুরী-আলোক-হাসি, মেঘের আড়ালে
তপনে হেরিয়া কভু, দিনান্তলগনে,
বিস্মিত ভাস্করে হেরি বিহ্বলনয়ন—
হাসিল সুদতী ক্ষণে, চকিতনয়না—।
সরমা—নমিল নেত্র সুচারু, সুকেশী।
শিহরে যুবতী মুহু অতনু দোলায়
পুলকে। পরাণ বুঝি ছাড়ি যায় তনু
বিজলীঝলকে···প্রথম-প্রণয়-ভীতা
মন্দির-চত্বর-কুঞ্জে মিলালো আঁধারে।

বিলীনা কায়া ও ছায়া হেরি আনমনে,
শিল্পী ভণে, "মানস প্রমাদ কিবা জানি !
পাষাণীরে প্রাণবতী হেরিয়াছে কোন্
ভাগ্যবান ? কি আশ্চর্য অভিনব ভ্রান্তি !

হেরিলাম যেন অবিকল সেই চারু
বাহু, কটি,—নিতম্বিনী, লাজনতা, ভীরু,
মৃগনয়নার চকিত-চাহনি-দ্যুতি
আলোকিল ক্ষীণদৃষ্টি আঁখিযুগে মোর
বিজলী পরশে হায়, নিমেষ প্রভায়।
স্বপ্নলীনা মনোবধূ! মিলাইলে ক্ষণে
সদ্যঃস্নাতা, সিক্তদেহে নগ্নতা আভাসে,
বহায়ে শোণিত শিরায়! অয়ি কুন্তলে!
দুলালে অলক সাথে হৃদয় আমার
মধুর হিল্লোলে, বরতনু অপরূপ
দেখিব কি আর?" চাঁদের কিরণে জ্বলে
স্রোতের সলিল; মন্দির-চূড়ায় আভা
সুবর্ণ নিশান; অদূরে স্তবক-নম্রা
পুষ্পতরুবীথি। মর্মর-সাধক ধীরে
ফিরি যায় গৃহে। "অনুক্ষণ করি ধ্যান
দেখিনু মানসছায়া মন্দির-সোপানে,—"
কহিল নিজেরে যুবা, ক্লান্ত তনু রাখি'
শয্যা 'পর। মধুর স্বপনভঙ্গে দীন
যথা হারাইয়া রত্নরাশি, চাহে ফিরে
ছিন্নবেশ: হায়রে পিয়াসী!

প্রতিসন্ধ্যা
নদীতীরে ধ্যানী, একাকী ভাস্কর আসে
বিজন-বিলাসী।

ধর্মদত্তা দেখে তারে
বারেবারে কুতূহলে
নয়ন ফিরায়ে।

"গণিতেছে যুবা আকাশের তারকার
সংখ্যা, কিবা জানি—মজিয়াছে রূপে মোর
নাহি মনে লয়। সুদাস কহিল একি
গোপন বারতা! মূরতি গড়িল শিল্পী,
বিখ্যাত ভুবনে, আমারে হেরিয়া কবে
নাহি জানি আমি! পথমাঝে একদিন
মুখোমুখী মোরা—আনমনা উদাসীন
চলি গেল দূরে, ফিরিয়া দেখিল কোথা
মুখপানে চাহি, ছলনায় ঘুরি? আমি,
কুতূহলে, রহিনু দাঁড়ায়ে; আশাহত
ফিরিলাম লাজে। চাহে না জীবন্ত মোরে
গড়িল মূরতি!" বিস্মিতা পুলকে ভাবে
বসিয়া বিরলে, মন্দির-প্রাঙ্গণে সেথা
রজনী-আকুল থরে থরে বিকশিত
গন্ধপুষ্প-মোহে, কাননে অদূরে কীট
শেফালীর বুকে কাঁপিয়া নাচিছে যেন
নর্তকী শিঞ্জিনী—রিমিঝিমি ঝুম্‌ঝুম্‌
মদির আবেশে। বসন্তে শেফালী যথা
পুষ্পহীন তরু, গণিতেছে কাল তার
পুষ্পবতী মাঝে—বন্ধ্যাসম, শূন্যক্রোড়,
কোথা সে কোরক হায়, বিফল জীবন!—

ধর্মদত্তা

অনূঢ়া যুবতীকন্যা অঙ্গ থরথর
বিদূরিয়া বক্ষোবাস, পরশিয়া তনু
কাঁপিল তাপসী।—...
"কোন হেতু বিশ্বনাথ,
সৃজিয়া রমণী করিলেন তারে নতা
কুচযুগভারে? পতির প্রেয়সী ক্ষণে
পীযূষ ক্ষরাতে মুখে সন্তানলালনে
নারীস্তনে প্রাণসুধা দিয়াছে শেখর
শেখর-সেবিকা আমি শেখরে না জানি।'

নিশাঘোর,
কাটে কাল।
মৃদু কণ্ঠস্বর
শুনিয়াছে ধর্মদত্তা সুদাসের সনে,
নিজ কর্ণে
শুনিয়াছে গবাক্ষের পাশে
অলক্ষ্যে আসিয়া নিশি সুদাস সহায়।
কহি যায় উন্মাদ সে, মূর্তিরে চুমিয়া
পদনখে শ্রদ্ধাভরে,
"দেবি রূপময়ি!
আমারে সফল কর হইয়া চিন্ময়ী,
শিলাময়ী
কভু কিবা নাহি প্রাণ পায়?
দেবাশিসে পঙ্গু নর লঙ্ঘিল পাহাড়,

মূকও বাচাল হয়, শুনিয়াছি বাণী,
তবে কেন নাহি হবে প্রাণবতী তুমি ?
পাষাণ শিরায়-শিরে চেতনা-চঞ্চল
শোণিতে শিহরি' উঠি শোণিতে মিশিয়া
আসিয়া লগনে শুভ কহ তবে হাসি ;
ভালবাসো আমারেই, আমি যে তোমার।

তিলে তিলে তিলোত্তমা
গড়িয়াছি তোমা।
তোমা ছাড়া প্রিয়া আর
কোথা বিশ্বে মোর ?
ভবিষ্যৎ,
বর্তমান,
আদি-অন্ত-হীনা
মিলাও আমার মাঝে
ব্যবধান নাই।
দলিয়া, পিষিয়া, চূর্ণি, মহাকাল-রথ
চলে শোনো পথে ওই
অকরুণ ধ্বনি !
অজর অমরে কোথা নাশিয়াছে কালী
প্রলয়ে, বিক্ষোভে, দ্রোহে অক্ষয় অব্যয় ?
সুধাঘটে পান কর, লভ চিরত্রাণ—
এস, এস, সখি এস, খুলিয়া কবরী,

ভুলিয়া সকল লাজ, ঘৃণা, নিন্দা, ভয়—
অনুরূপা তুমি মোর, কে কহে পাষাণী !
মর্মরে সরবে সুর
অসীম সাগরে,
নদীসনে মিলি গায় নাচিয়া তরঙ্গে।
আনন্দ-উন্মাদ সিন্ধু, মৃদঙ্গ সমীরে।
বালুকাবেলায় লুটি জলধি-প্রেয়সী
ছড়ালো অঞ্চল, হের, চঞ্চলা, চপলা—
কভু সে মানিনী ! এলাইল কেশ তার,
চমকি থমকি, নগরী-নিগড়-রোধে
সুতীক্ষ্ণ-রসনা ! কূলে কূলে, মূলে মূলে
উছলি ছলকি, তরুণী বরুণবধূ
বিরহিণী ওই, ফুলিয়া ফুলিয়া ভাঙে,
কপট রোদন, ধ্বনিতেছে কল-স্রোত
সাগর সোহাগে !
কুসুমকাননে আজি
মদির হরষ, নিশিগন্ধা সুহাসিনী
দুলিছে পবনে, মিলন মধুর মোহে
সুরভি-সিঞ্চিতা। মল্লিকা, টগরবধূ
তরুণী শ্যামলী, অসিতারঞ্জন বরে
সুসিত-শোভনা ; জ্যোৎস্না সে লুকাতে চাহে
গন্ধরাজ বুকে, শিহরি স্মরিয়া লাল
জবার কোরক—জেনেছে পবন বুঝি

গোপন কারণ ঃ   তাপিতা কাননবালা
তরু অসহায়, চুম্বনবিলাসী সূর্যে
করিয়াছে দান দেহের শোণিতে লাজ
পুষ্পগণ্ড 'পর ?

নিভিল রজনী-দীপ
বন্দরনগরে,
জ্বলিতেছে কক্ষে কার শতদীপ জ্বালা ?
ঘৃতাহুতি প্রজ্বলিত প্রদীপ আলোকে
শোভিছে অতুলা মূর্তি যুবতী মর্মরে—
যেন কে যুবতী কন্যা বিবাহবাসরে
নয়নে নয়ন রাখে আনতনয়না—
বহু উপরোধে, সরম ত্যজিয়া শেষে,
স্বামী পানে চাহি।   সুদাস বিষণ্ন মনে
ফিরিয়াছে ঘর ভাস্করের গৃহপাশে
সেবক-কুটিরে ; নিদ্রা যায় শ্রান্তিভরে
পাচক ব্রাহ্মণ, অদূরে চত্বরে-শয্যা
বিছাইয়া তার ; মার্জারী, মৎস্যের লোভে,
লঘুপদে লম্ফি' আসে লোমশলাবনি ;
জাগিল কুক্কুর কোণে অশ্বগৃহ পিছে,
অশ্বের হ্রেষায় রুষি, চাহি দ্বারপানে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি,' প্রভুগৃহ প্রহরী সে,
আসিল ছুটিয়া বেগে, দংষ্ট্রা মেলি তার—
উদ্যানে গবাক্ষ-নিম্নে, দাঁড়াইল যবে
ধর্মদত্তা, পুনঃ নিশা, আপনা পাসরি'।

সুদাস চাহিল কৃপা
পূজারিণী পাশে !
কৃপা চাহে নারী আজ শেখরের পায়ে !
বিহ্বল হৃদয়ে। সেথা অশান্ত কল্লোল !
পাষাণ পীড়নে কেবা রাখিবে বাঁধিয়া
তীর ? উন্মাদ জলধি ডাকে আয়, আয়,
ফুঁসিয়া তরঙ্গমালা কহে ডর মিছে,
হেথায় দুলিয়া ছন্দে রহিবি তরঙ্গে
ভাসি। রমণী-তারিণী সিন্ধু—আয় স্রোতে
নামি। নাহি ভয়, সমীর কহিয়া যায়
পল্লবে পল্লবে চুমি, শিহরণ তুলি।
নবদূর্বাদলশ্যাম বসন্ত-পুলকে
বিজলী বিকাশে জ্বলি' পাবক পলাশ
বুঝিবা কহিছে তারে চকিতে হাসিয়া—
পতিরে লভিল কন্যা ত্রিনয়নে জিনি' ?
হৃদয় কল্লোল
ধ্বনিত রজনী ক্ষণে
চন্দ্রমা উজল
ছলছল ছলছল কূলে জলরব,
বালুকা বেলায় ভাঙা পাষাণ প্রাচীর
তরিয়া কম্পিত বক্ষে আসিল যুবতী,
না জানে সুদাস। দাঁড়ালো সভয়ে হেরি
সারমেয় সেথা, উঠিল অঙ্গনে ঘুরি,
সবেগে ছুটিয়া। তবু আসে, ক্ষ্যাপা বুঝি,

ভাবিয়া না পায়, অবশেষে নিরুপায়,
পশিয়া ভাস্করকক্ষে থমকে সুকেশা,
দুয়ারে অর্গল টানি, পশুর আক্রোশে,
সঘন নিঃশ্বাসে।

ধ্যানভঙ্গ মূর্তি-শিল্পী
ফিরিয়া চাহিয়া দেখে অসীম বিস্ময়ে
সুদূর তারকা একি অপরূপ আঁখি!
কাঁপিছে স্পন্দিতবক্ষে স্তনদ্বীপদ্বয়
অশান্ত সাগরমাঝে বসনহিল্লোলে!
পাতাল-তনয়া কোন্, রহিয়া নিদ্রিত
কোটিবর্ষ যুগ পরে জাগিল প্রহরে
ত্রিযামা নিশায়—কাহার করুণাস্পর্শে
সুবর্ণা কুমারী? মেঘকেশী স্বপ্না, হের,
স্ফুরিত-অধরা, জীবন্ত মূরতি ধরি
কহিছে তাহারে ভীরু—

'আমি, আমি, আমি'—
না পারি কহিতে আর, কণ্ঠ রুদ্ধস্বর!

হাসিয়া কহিল যুবা,

"এলে রূপময়ি,
শিলাবতি, লভি প্রাণ, শেখরের বরে?
অনুপমা প্রিয়া মোর, জানি, জানি, জানি।
তোমারে চাহিয়া ডাকি অসীম ক্ষুধায়,
অনন্ত তৃষায় আমি, সুকাতর-তনু,

ধর্মদত্তা

জীবন-নির্ঝর কোথা ফেলিয়া পশ্চাতে
হারাইয়া দিশা মোর খুঁজিতেছি জল ?
বিধূনিছে পক্ষ মোর চাতক মানস
শ্রান্তিহীন নীল নভে। নীহারিকা-কামী
অঙ্গনবিরাগী আমি সে পিয়াসী হায় !
সাগরের বুকে কিবা মগন পাহাড়ে
বিদীর্ণ তরণী মোর, ভেলায় ভাসিয়া
চলেছি একাকী স্রোতে খর রবিকরে !
চারিদিকে শুধু জল গভীর অতল,
কোথা বারি পান করি জুড়াইব তৃষা
আমি ? জলধি ফেনিল লবণাম্বুরাশি
দূর চক্রবালে ওই গিয়াছে মিলায়ে।
তীর কোথা ? নাহি দ্বীপরেখা, তরুশোভা,
ধরণী-মেখলা। মরণ-দুয়ারে আসি
স্মরিনু অমরে, তাই কি আসিলে দূতী
শেখর আদেশে ? মেঘবালা ! হেরি তব
মেঘকৃষ্ণ কেশ, গগনে লালিমা আভা
সীমন্তে সিঁদুর, জাগিয়াছে প্রাণে আশা,
গরজে ভরসা—বরষা সলিলে আজি
মিটাবো তিয়াস।„ উন্মাদ সাধক শিল্পী,
প্রফুল্ল-আনন, নিশাযোগে ক্ষীণদৃষ্টি
প্রায়ান্ধ সমান, শেখর-আশিস্-ভ্রান্ত,
কহি যায় ভাষাস্রোতে প্লাবন সাগর—
উতরোল কলরোল নরনারী-মন—

কেমনে করিবে পূজা শত উপচারে
মানসীরে গৃহে ? নহে যোগ্য গেহ যেথা
বরিতে প্রেয়সী তারে অনন্যা রূপসী,
যাবে দূর দ্বীপে রচিবারে গৃহ নব ;
দুজনে বিজনে, বসিয়া বেদীর পর
রচিত শিলায়, দেখিবে আলসে কভু
বণিকের তরী পালভরে চলে দুলি'
সাগরে ভাসিয়া ; উড়িতেছে নীল নভে
সিন্ধুপাখী, স্রোতোমুক্ত তরুণ প্রভাতে ;
মেলিয়া চিত্রিত পাখা প্রজাপতি কাঁপে
কুসুমে চুমিয়া ; গুঞ্জনে ভ্রমর লুব্ধ
কাননে ঘুরিয়া অভিমানী ; তরুশাখে
কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর কূজন ; তালীবনে,
তমাল বেষ্টিত হরিণী চকিতা ভীরু
হেরিবে ফিরায়ে গ্রীবা প্রেমিকযুগলে ;
গগনে মেঘের ধ্বনি ময়ূরের কেকা,
প্রেয়সী কুশলা গৃহদ্বার রুদ্ধ করি,
সহসা ফিরাবে আঁখি, মধুর মূরতি !—
স্ফটিকের আলোকের স্নিগ্ধদ্যুতি মাঝে
আধো আলো আধো ছায়া আননে তাহার
পল্লব অরণ্য কৃষ্ণ সীমিত সায়রে
ফুটিবে নয়নে কিবা নীল শতদল ?
বেণুকার বীণাপাণি যুগল সঙ্গীতে
কণ্ঠে কণ্ঠে, সুরে সুরে ধ্বনিত মধুর,

ধর্মদত্তা

স্বনিত পবন সনে ঝটিকা দোলায়,
গাহিবে বন্দনা, জীবনের সুন্দরের
আনন্দ অর্চনা। ঝরঝর ঝরে যদি
বাদলের ক্ষোভ, কাঁদে যদি শ্রান্ত মন
দৃষ্টিহারা বিষণ্ণ প্রহরে, ভ্রান্তবোধ,
সর্পতনু-মোহান্ধ নিশীথে,—শিল্পীপ্রিয়া
শিল্পীসাথে জাগিবে প্রভাতে, ধন্যতারা
নরনারী, দিবাকর মিহিরে প্রণমি'।

নূতন প্রেরণাদাতা দেবতা সবিতা,
দীপ্তবিভা প্রখর পূষণ—পিতা যথা
তনয়ে শিখায়, তমোহর, তপ্ত করে
ত্রিভুবন-আঁধার নাশিয়া, নবধর্মে,
নবকর্মে জাগাবে এষণা মহাগুরু
আত্মবোধ, ক্রান্তদর্শী চৈতন্য-চেতনা।
গড়িবে মন্দির কিবা নবদেবতার—
বসুধার বক্ষ হ'তে বিদূরিতে ক্ষুধা,
তৃষ্ণা জ্বালাময়ী, সুধাঘট রাখি কক্ষে
অবারিত-দ্বার—দীন, দুঃখী, তৃপ্ত, মৌনী
সুহাস আননে চলিবে আনন্দে যেথা
অঘোর পরশে?

হাসিছে সুনীল শরৎ
রূপালী কিরণে, মেষলোম-মেঘ ভাসে
সুধাকরে ঘিরি। হেলিয়া দুলিয়া নারী,

বিলাস-আলসে, মেঘবালা, চন্দ্রপ্রিয়া—
গমনে মন্থরা, চুমিছে তরুণে শেষে
ছড়ায়ে অঞ্চল, আবরি কলঙ্ক গণ্ডে
ক্ষণিকা ক্ষমায়। সুদূর বিরহে তার
ম্লান হাসি আঁকা, তারারে ভুলিবে কবে
অংশু নাহি জানে—অভিশাপে স্মৃতিভ্রংশ
কিরণে তাহার, নিজেরে ভুলিতে নারে
হায়রে কামনা! গোপন যৌবন ক্ষয়ে
শশধর ক্ষীণ, ধরিত্রী শশক ধায়
আহত প্রান্তরে। তরুণ-তরুণী তারা
ক্ষয়হীন র'বে—আরাধ্য শেখর যেথা
ঊর্ধ্বরেতা দেব, নিমেষে মদন ভস্ম
করে চন্দ্রচূড়, কামনার বিষ রাখে
নীলকণ্ঠে তার ঃ সত্যশিব সে সুন্দর
স্বয়ম্ভূ অনাদি,—মহাকাল নাশি কাল
কূলহারা স্রোতে গড়িছে নূতন দেশ
ছিল যে মগন, সাগর গভীরে ভূমি
উঠিল কম্পনে, রচে দ্বীপ পরমাণু
মোহানার মুখে—জীবাণুর পরিণতি
সৃষ্টিলয় মাঝে, কত যে জান্তব দেহ
ছিন্নপত্রে ঢাকা পচিয়া গলিয়া এক
ধরণীর বুকে, ধূসর ধূলিকা কণা
বরষা-সরসা, কঠিন কোমলে মিল
বিনাশে উদয়, এক তীর ভাঙে আর

অন্য তীর গড়ে—ভাঙাগড়া কান্নাহাসি
সবার উপর শবযোগী সদানন্দ,
ধেয়ানি তাঁহারে, ধূর্জটীর করুণায়,
দেবদেবে তুষি', লভিবে অমর প্রাণ
করাল আহবে। নাহি গ্রীষ্ম, নাহি শীত,
হিংসার অতীত, পাবক দহেনা দাহে,
অশরীরী কায়া, অজ ও শাশ্বত তারা
কারণে কারণ, জানিয়াছে নিজমূর্তি
লবণসাগরে—সলিলে গলিয়া দেহ
সাগরে বিলীন, চিন্ময় চিন্ময়ী এক
জ্ঞানস্রোতে মিশি, অসীমা প্রেরণামাঝে
নাহি ভেদ আর।......
প্রহর কাটিয়া যায়
রজনী গভীর। চমক ভাঙিলে বালা
মৃদু হাসি কয়—
"পাষাণী চিন্ময়ী কিবা
নাহি জানি আমি। আসিলাম তব গৃহে
শেখর আদেশে।...সত্য বটে, জড়ে প্রাণ
দিয়াছ ভাস্কর, হিয়ার চুম্বকে টানি
আনিলে হেথায়। ডাকিছে বিহগ বুঝি,
পোহায় রজনী এবে, দাও অনুমতি,
ফিরিব এবার। পুনরায় তব গৃহে
আসিব নিশায়।...নাহি দাও বাধা, বন্ধু!
আমি সে তোমার।...দিবসে পাষাণী মূর্তি,

নিশায় মানবী—রহিব তোমার পাশে
চিরদিন আমি···এস, সাথী মোর সাথে
কাননিকুঞ্জে, কাঁপিছে হৃদয় মোর,
কাঁপে ভীরু ভয়ে—মানবীর পথে ভয়
যেথা পতি নাই পদে পদে অন্ধকারে
রজনীপ্রহরে।"

সম্মোহিত শিল্পী যুবা
চলে পিছু পিছু। প্রভুরে হেরিয়া বভ্রু
সলাজে লুকায়, ফিরিয়া আপন স্থানে
রহে মুদি আঁখি। বন্দরের সাড়া জাগে,
ডাকিতেছে কাক, গম্ভীর-নিনাদী ঘোষে
শেখর-দুন্দুভি। উপবন কুঞ্জ পিছে
সহসা মিলালো স্বপন-নায়িকা কোথা?
নিশাভাগে অন্ধপ্রায় ক্ষীণদৃষ্টি তার
রজনী আঁধারে কুঞ্জে দেখে শুধু ছায়া,
শিহরি ভাবিল শিল্পী, 'কিবা কায়া ছিল
কয়েক মুহূর্ত পূর্বে? কারে দেখি আমি
মধুর মূরতি ধরি' এল মোর দ্বারে
কোমল কোকিল-কণ্ঠী? পশু কবে ধায়
অলীক মায়ার পিছু ডাকিয়া সরবে?'

ফিরি গেল গৃহে যুবা
জ্বালিল মশাল;
গতিদ্রুত পথে আসিয়া ফিরিয়া ব্যগ্র
খুঁজিল প্রতিটি কুঞ্জ—কোথা প্রিয়া হায়!

জীবন্ত চলিতে পথে সহসা বিলীন !
ফিরিবে বলিয়া যায়, ফিরে কেবা জানে ?
নহে সে কল্পনা, ছায়া, মানস-বিভ্রম,
ছিল, ছিল, এই ছিল
কোথায় লুকালো ?
মিলালো গগনে কিবা প্রভাতের রবে ?
শত দেবদাসী মাঝে কেবা জানে কারে
শেখর-মন্দিরে কে সে কুশল-তনয়া—
মহেশসেবিকা ?—বিরাগী মিহির সদা
জীবনে উদাসী—ভণিল আপন মনে,
জলস্রোত হেরি, "কে এই সুন্দরী নারী—?
এল কি দেবতা-কন্যা ছলিতে মানবে ?
বুঝি এ কিন্নরী, খেলে মানবের সনে
কুহকিনী ? কিবা আত্মা অতৃপ্ত বিদেহী
নিশি ডাকে লয়ে মোরে নাশেনি সলিলে—
ভাগ্যবলে বলী তাই বাঁচিনু নিশায় ?"

* * *

সবুজ ঘাসের 'পর চলিল ভাস্কর।
কিরণে তরঙ্গভঙ্গে চলিয়াছে স্রোত
প্রথম প্রভাত-সূর্যে দিগন্তে প্রণমি ;
বায়ুভরে আসে এক বণিকের তরী
ক্ষুরধার খরনদী উজানিয়া ধীরে।
কেবা মহাশ্বেতা চয়নে কুসুম সেথা
চিত্রলেখা চারু ? নবারুণ রক্তরাগে

আকাশ রঙীন ; দুলিছে কাননে লতা
মাধবীবিতানে ; পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জে ভরা
ধনীগৃহশ্রেণী, বিলাসীনগর-প্রান্তে
শেখর-মন্দির, সুবর্ণ-খচিত, খ্যাত।
পশ্চাতে মন্ত্রীর রম্য বিশাল ভবনে
হর্ম্যশীর্ষে আনমনে উঠিয়া প্রভাতে—
তনয়া সনকা তন্বী ষোড়শী সুন্দরী
হেরিল ভাস্কর স্থাণু মন্দির-দুয়ারে।
হেরিছে কাহারে শিল্পী সেথায় দাঁড়ায়ে ?—
অনুমানি সনকা সে ভাবিয়া না পায়—
পিতার দুলালী কন্যা, নাহি ভ্রাতা তার,
স্বজাতি-মিহির-মুগ্ধা চপলা, অধীরা—
অবতরি বেগে, পশিয়া মাতার কক্ষে,
দলিয়া বিলাস-সজ্জা, বসন আসন,
ছিঁড়িয়া মুকুতামালা ছড়াইয়া ক্ষোভে,
অশ্রুহীন আঁখিদ্বয়ে আনি অন্ধকার,
স্ফুরিত-অধরা সুভ্রূ, কুন্দদন্তী কহে,
"স্থির জেনো, আয়ুঃ শেষ হইয়াছে মোর।
নাহি আশা রহিব বাঁচিয়া আর। শিরে,
বুকে সদা জ্বালা, অজ্ঞ বৈদ্য কহে তবু,
'কোথা রোগ হেরি! পূর্ণ-স্বাস্থ্যবতী-দেহ—
নাহি গুরু শঙ্কা কিছু, মোর মনে লয়!
মৃত্তিকা প্রলেপি' বক্ষে, তড়াগ সলিলে
সিনান করিলে, নিম্বতৈলে-সিক্ত-শির,

ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে যাইবে যাতনা !
যাইবে, যাইবে, সত্য—যমপুরীদ্বারে,
কহি দিনু তোমা—উহুঃ উহুঃ, শির ছিঁড়ি
যায়, দপদপে বুক—রাখো কর হেথা !—
তথাপি হাসিছ তুমি, চলিলাম তবে।”
হাসি’ খলখল, গাহি পুলকে সঙ্গীত,
শ্বশ্রূ, শ্মশ্রু, বৈদ্যসবে নিপাতি’ নরকে—
চলি যায় সনকা সে নিয়ত অস্থিরা
পিতার সকাশে।···

মন্দির-কাননে ঘুরি
দেবদাসী দত্তা, পাত্রে পুষ্প চয়নিয়া
ফিরিছে মন্দিরে। দেবপূজা আয়োজনে
তরুণী ভৈরবী—নয়নে কাজল-রেখা
সীমন্তে সিঁদুর—স্মিতাননা, এলাইয়া
ঘনকেশদাম, স্কন্ধে বক্ষে, লীলাভরে—
মনোহর মধুর মূরতি !

পুরোহিত
বজ্রদেব,

প্রৌঢ় সুকঠোর,

কহিলেন
রুষ্টস্বরে, আসিয়া সম্মুখে, “ভালে তব
হেরি রাগ সীমন্তে সিঁদুর ! আঁখিকোণে
আঁকিলে কাজল-রেখা, কিবা হেতু তার ?
অনিয়ম কেন কর মন্দির-সেবিকা ?

সীমন্তে সিঁদুর পরে বিবাহিতা নারী
গৃহস্থভবনে ! তোমার আচারে একি
চপল প্রকাশ ! হেরিতেছি তোমা আমি
আনমনা কিছুকাল ধরি। নিশাকালে
নিদ্রাহীনা—কহে ভানুমতী, ভ্রম একা
কাননে তিমিরে ? শুনিতেছি কতকথা
শতজনমুখে, বিশ্বাস করিনা তাহা।
তবু কহি তোমা—ভুলিও না তুমি দেবী,
নহ কভু সামান্যা মানবী। দেবদাসী—
দেবপূজা ফুল—জীবনসৌরভে তব
পিতৃকুল করি ধন্য,অন্তিমে লভিবে
মুক্তি, শিবলোকে স্থিতি। পার্থিব আকাঙ্ক্ষা
মিথ্যা—ত্যাগী শঙ্কর, নিয়ত ধ্যানমগ্ন
যোগীশ্বর তাঁহারে ভজিলে লভ্য যেথা
অনন্ত প্রশান্তি—মূঢ় যুবতি !—পরম
শরণ সেই প্রশান্তে সঁপিয়া নিজেরে
লভিতে ভৈরবী-কাম্য নাহি চাহ তুমি !
শুনিনু কিবা সে কথা বেদমতি পাশে ?
তর্ক কর, জ্ঞানহীনা !—শেখরের নামে !
কহিলে সাধনা ভ্রান্তি !—ধর্মদত্তা নহ !
অধর্মে ধনের লোভে পিতা পাপ করি
দিয়াছে আঁধারে সঁপি ? নাহি তব আশা
লভিবারে শেখরের আশীর্বাদ কভু ?
শেখর-নিয়ম মোরা প্রতিপদে দলি,

করিনা শেখরে পূজা, মোরা মূর্খ সব,
জানিনা সত্যেরে যেথা পূজিব কেমনে ?
অবোধ বালিকা ! বলো সত্য, কিবা হেতু
তোমার বিকার ? হেরি মোরা সবিস্ময়ে
না পারি বুঝিতে ? পবিত্র স্বভাব তব
জানে রাজপুরী, না করি সংশয় তাহে,
তবু প্রশ্ন জাগে—
উন্মাদিনী প্রেমে শুধু
নিন্দে দেবতায়।”
ধীরে কহে ধর্মদত্তা—
“হেরিয়াছি কিবা জানি শিব ও সুন্দরে
দেবতা মহান, জানি কিবা নাহি জানি
শাস্ত্রতত্ত্বসার—জানি ধ্রুব,—শিব সত্য,
নহে মিথ্যাময়। জীবনচেতনা মাঝে
মহান প্রকাশ—জীবন ছাড়িয়া কবে
মোহন মূরতি চরম নিগ্রহে চাহে
প্রাণ বলিদান ? চরম নিগ্রহে যদি
মিলিত শেখর, কেন বা মন্দির গড়া
সুবর্ণে খচিত, কুসুম চয়ন করি
নিত্য দেবপূজা ? সৃষ্টি ব্যর্থ, মাতৃতনু
সুধা নাহি জানে, ধনীরে তুষিতে নিত্য,
নৃত্য-গীত-মোহে, শেখর পূজায় পূজি
কামুক-নয়ন ! মূঢ়মন অন্ধ মোহে
রাখিয়াছে যেথা জীবন স্বপন মোর

প্রস্তরে বাঁধিয়া, যেথা দেশ মিথ্যাচারে
করে সত্যহানি, শেখরের রুদ্ররোষে
নাহি রবে কালে—মহাকাল-স্রোতে ভাসি
মন্দিরের লয়—সময়-সমুদ্র ঘোষে
নগরীর নাশ।”
বিস্ময়ে বিমূঢ় রোষে
শৈব বজ্রদেব দেখিলেন নারী-ওষ্ঠে
বক্রহাসি আঁকা, অরুণ কিরণে দীপ্তা
পরমা রূপসী। শিরায় শিরায় বহে
কামনা-শোনিত, শিব, শিব—কহি প্রৌঢ়
ফিরালেন আঁখি, নিজেরে শাসিয়া দন্তে,
দংশিয়া অধর, ধর্মান্ধ আচারনিষ্ঠ
কহেন ব্রাহ্মণ—“ধর্মদত্তা, তুমি দেবী,
নাহি ভয় তব। প্রবৃত্তি দমনে ধর্ম,
মহামুক্তিলাভ, দেহের লালসে গতি
নরকে নিবাস—জানিবে পরম সত্য,
কহি বৎসে, শোনো। নটরাজ শেখরের
প্রীতি তরে তুমি, নৃত্যগীতে শান্তি দাও
অজ্ঞানী মানবে—কামুক নয়ন কোথা—
মানসবিভ্রম!—নৃপতি, অমাত্য, প্রজা
শেখরের দাস, ধর্মের অধীন সবে—
সাহস নাহিক কারো পরশে তোমায়,
পরশিবে যেবা তোমা তুষানলে মরে।”

ধর্মদত্তা

নতজানু নমি পদে ধর্মদত্তা কহে—
"দিন ভিক্ষা, যাব ফিরি সমাজের মাঝে।
সংসারের শতকাজে নিজেরে জড়ায়ে
করিব জীবনে স্নান সুখ-দুখ-স্রোতে।
হাসিব, কাঁদিব আমি আশা-নিরাশায়—
রোগে, শোকে, দৈন্যে, তাপে—দিন
মোরে ছাড়ি,
সেও মোর ভাল জানি, নহি দেবী আমি।
পাষাণমন্দিরে, রহি হেথা রুদ্ধশ্বাস,
উন্মাদিনী নাহি হই—কিবা জানি তাহা ?
কৃপা মাগি' গুরুদেব! মোক্ষ নাহি চাই।"
সুগভীর বজ্রদেব
বজ্রকণ্ঠে কহে,
"উন্মাদিনী হইয়াছ বুঝিলাম আজি,
পাপীয়সী ওরে দুষ্টা! কহি তোরে তবে,
ভাস্কর যুবক সনে প্রেমালাপ তোর
শুনিয়াছে কঙ্কাবতী অনুসরি পিছু।
কতদিন, কতবার কহিল আমারে,
করিনি বিশ্বাস; এই ক্ষণে জানিলাম—
সত্য তার বাণী। নাহিক সন্দেহ আর।...
ভাস্কর! ভাস্কর অতি সামান্য মানব,
শেখরে প্রদত্তা নারী—এত ক্ষুদ্রে মোহ!
নহে সে নৃপতি, মন্ত্রী, পুরোহিত কিবা,—
বুঝিতাম সমর্পণ অতি উচ্চে বরি—

কামনায় দগ্ধ মন তারুণ্য উচ্ছ্বাসে,
ক্ষণিকের মোহবশে—প্রবীণা-বয়সে
ছিল আশা তবু লভিবার পুণ্য পুনঃ
আচরি' নিয়ম। ক্ষমিতাম বুঝি সেই
ক্ষণিকের মোহ, জানি আশা দুর্নিবার
শ্রেষ্ঠি-কন্যা-মনে। কৃপা চাস্ মোর পাশে
ওরে লাজহীনা! করিলাম ক্ষমা তোরে—
নাহি পাবে ক্ষমা পরশিয়া যেবা দেহ
করিয়াছে পাপ নিন্দনীয়, অতি দৃষ্য—
কল্পনায় স্মরি' যাহা নিমেষের তরে
শির টলে ধার্মিকের, রুদ্ররোষ ভয়ে—
অতি ঘৃণ্য দেবদ্রোহী!! নাহিক নিস্তার!!
হইবে বিচার!!—মহাপাপী কামকীট
চুমিবে অনল!!—তুষদগ্ধ ভস্মকণা
ধরাতলে চিহ্নহীন যাইবে মিশিয়া,
সেইক্ষণে শান্ত হবো, তোরে কহি আজ!!...

সেইক্ষণে
মন্ত্রিগৃহে
কহে রত্নপাল

প্রভাতে ভাস্করে ডাকি রত্নবেদী 'পর,
"মিহিরকিরণ!
বন্ধুপুত্র তুমি মোর।
নহে অবিদিত তোমার পিতার ইচ্ছা
লইতে কন্যারে মম পুত্রবধূরূপে

নিজগৃহে তার। করি নাই অঙ্গীকার
সেইদিন, জানি বিবাহে অসম মিল
সুখময় নয়। কিন্তু অপুত্রক আমি,
ভাবি আজ অন্য কথা মনে, কিবা জানি
অতুল ঐশ্বর্যে ধনবতী কন্যা মোর
হইবে হয়তো সুখী পাইলে তোমায়—
তোমার সৃষ্টির পূজা করে সে মানসে—
জানিয়া নিশ্চিত এবে আমন্ত্রিনু তোমা ;
কর যদি অঙ্গীকার মোর গৃহে র'বে
পত্নীসনে চিরকাল যতদিন রহি
জনকজননী মোরা জীবিত ধরায়,—
বরিতে জামাতা-পদে নাহি বাধা আর।"

সবিনয়ে শিল্পী নমে,
পদধূলি লয়।

ভাবিলেন মন্ত্রী বৃদ্ধ, আশীর্বাদ মাগে
লুব্ধ যুবা—উল্লসিত বাসব-তনয়।
একী কথা ক্ষুদ্রমুখে শোনায় মিহির—
সম্পদ চাহে না শিল্পী! নাহিক কামনা
কোনো! ধরামাঝে পূর্ণতায় ভরিয়াছে
হৃদয়, তনু ও আত্মা? দেবতার বরে ??
সরোষ আননে বৃদ্ধ রহেন নির্বাক,
উদ্ধত যুবকে হেরি পূর্ণ উদাসীন
তাঁহার প্রস্তাবে, যেথা অন্যে বর গণে,
চলি গেল নিজগৃহে গোপন গৌরবে—

মহামন্ত্রী কূট-শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া না পান,
নিগূঢ় কারণে কোন মিহির বিরাগী

*   *   *

পুরোহিত বজ্রদেব ভ্রূকুটি নীরব—
সভয়ে তরুণী কাঁপে, ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
সায়াহ্নে আরতিকালে আসে যুবরাজ
পাত্রমিত্র অনুচর সহ। দেবগৃহে
নৃত্য করে দেবদাসী ধর্মদত্তা ধীরে,
ভজন গাহিছে রন্না সুমধুর তানে
সুগায়িকা। 'কোথা প্রাণ নৃত্যে আজ!' ভনে
যুবরাজ। কূটমন্ত্রী নীরবে হেরিয়া
দৃশ্য, চলিলেন ফিরি বজ্রদেব সাথে।

*   *   *

ঘিরিল প্রহরীদল ভাস্কর-ভবন
প্রত্যূষে, মন্ত্রীর আদেশে। দেবতা-শত্রু
মহাপাপী, মৃত্যুদণ্ড তার—তুষানলে
ভস্মীভূত শোধিবে সে ঋণ, তিলে তিলে
দগ্ধতনু, বরি মৃত্যু চূড়ান্ত নিগ্রহে।
পাপের ক্ষালন তরে নাহি অন্য বিধি।
দাবানল সম জনরব রটি যায়
নগরে, প্রান্তরে,—কলিঙ্গদুর্গের স্রষ্টা
বাসব-তনয় মিহিরকিরণ, শিল্পী,
হীন অপরাধী! কহিল নগরপাল,
জনতা হেরিয়া, "পলায়ন করিয়াছে

যুবকযুবতী, মন্দির, ভবন ছাড়ি।”
কোথা গেল তারা ? কুলদাস সুদাস সে,
স্মরিয়া শেখরে, একান্তে প্রণাম করি
দেবতায় রহিল নীরব। শতপ্রশ্নে
কহে:ভৃত্য, ‘নাহি জানি আমি’, নিশাঘোরে
নিদ্রা যাই যবে, চলিল কোথায় প্রভু—
দেখি নাহি তাঁরে ; নির্দোষ আমার প্রভু,
মিথ্যা অপবাদ। অধর্ম করিবে কভু,
নাহি মনে লয়। সংসারবিরাগী নর
হইল সন্ন্যাসী, ডুবিয়াছে ধর্মদত্তা
ব্যর্থপ্রেমে তাঁর,—খুঁজিলে হ্রদের জল
মৃতদেহ পাও, যাও যাও, সেথা যাও !
কেন অকারণে ভিড় কর হেথা সবে
ভবন ঘিরিয়া ? ধিক ! ধিক !! শত ধিক !!!
পৌরভূমি সুবিখ্যাত যাহার সৃজনে—
ভুলিলে কেমনে তাঁরে কলঙ্কপ্রমোদী !!!!

* * *

সরমে কেহবা যায়, কেহ দেয় গালি ;
প্রহরী সুদাসে ধরি শৃঙ্খল পরায়।
কারাগারে নির্যাতনে বৃদ্ধ জ্ঞানহারা
তবু না কহিল কথা প্রভু কোথা তার।

[প্রথম সর্গ শেষ]

দ্বিতীয় সর্গ

[কুসুমকাননে ঘেরা
কুটিরসমূহে হাসিছে রচনা তার
ধরণীর বুকে ।—···]

কৃষক সুকুল, জ্যেষ্ঠ, সুদাস-তনয়,
সুদক্ষ নাবিক, তরণী বাহিয়া যায়
শালতরু বনে। উজানিয়া নদীস্রোত
প্রবল প্রয়াসে, ছয় ভ্রাতা দাঁড় টানে
মহাভুজ ; সদা আশঙ্কিত, ফিরি দেখে
বারেবারে, তরু-অন্তরালে কিবা আসে
আরক্ষা-বাহিনী অনুসারী। ওই বুঝি
অশ্বারোহী আসিছে ছুটিয়া নদীতীরে—
নহে কিবা ক্ষুর-ধ্বনি উহা ?—তরী এক
আসিছে পশ্চাতে, হের ওই ! —কহে ওরা,
ক্লান্ততনু, ক্লিষ্টকর, সরণী-ক্ষেপক
তরঙ্গ-বিরোধী।
অবশেষে উপনীত
বনপ্রান্তদেশে, রাখিয়া গোপনে তরী
রজনী আঁধারে, ধায় দল দ্রুতবেগে
রাজরোষভয়ে। অদূরে অরণ্যে কোথা
ফেউ ডাকে ভয়াকুল ব্যাঘ্রগন্ধ-ভ্রাতা
কাতর বিলাপী ; কভু সর্প ফুঁসি ওঠে

চক্র ধরি রোষে, কোমলাঙ্গী পৌরকন্যা
বিদীর্ণবসনা, কণ্টকিত গুল্মশাখে
প্রতি অঙ্গে জ্বলি, প্রতি পদে টলি পথে
পিচ্ছিল কর্দমে, মগ্নজানু কভু গর্তে
বরষা সলিলে, মশক-পতঙ্গ-বিষে
জ্বরতপ্ত-ভাল, শম্বুকের ক্ষুরধার
দলিয়া আহতা—রক্তপায়ী জলজীব
শোষিছে শোণিত—তবু আশা হাস্যময়ী
উজলনয়না স্বপ্না, আসিল রূপসী
কৃষক-কুটিরে, রজনী গভীরে যবে
চন্দ্রের আলোক নাশিছে আঁধার ঘন
ক্ষীণ তেজে তার, কাঁপিছে কনকচাঁপা
তমাল চুম্বনে, মুকুলিত শাখাচ্যুত
ঝরিছে রসাল, পনসের মাতৃবুকে
অগণিত শিশু—স্তনাগ্রে ঝুলিছে স্তব্ধ
পীযূষ-পিয়াসী, সুরভি ছড়ায় দূরে
নিশিগন্ধবহ চম্পক-মল্লিকা-লুব্ধ
কামিনীবিলাসী। বিস্ময়ে রুচিরা হেরে
কুটিরপ্রাঙ্গণ—মৃত্তিকা গোময়ে লিপ্ত—
পবিত্র সুন্দর।...'নহে কি অপূর্ব ইহা'—
কহিল যুবতী। হাসিল ভাস্কর মৌনী
চকিতে ফিরিয়া। * *

দুর্গম বনের দেশে,
রাজা নাহি কেহ যেথা, সেথায় চলিল

স্থদাসের দল, লুক্কায়িত রাখি যত্নে
প্রেমিক-প্রেমিকাদ্বয়ে শকটে, নৌকায়,
কভুবা আবরি শস্যে। মুক্ত কুলদাস
গ্রামদেশে ফিরি, ডাকিয়া সন্তানে সবে,
কহে, "চল'—দীর্ঘশ্বাস ফেলি,—"রাজ্যসীমা
ছাড়ি', দূরে,—বহুদূরে বিজন অরণ্যে।
নৃপতির চর আসিবে হেথায় স্থির—
নাহি আসে এইক্ষণে কিবা জানি তাহা ?
অশ্বারোহী দল এক হেরিনু পশ্চাতে
কণিকা বন্দরে।—যাপে নিশা বর্মধারী
সুরামত্ত মশাল সম্মুখে—নাহি আশা
রাজরোষে ত্রাণ লভিবে হেথায় রহি।"

* * *

পরদিন আরক্ষা-প্রহরী অশ্বারোহী
আসিল সন্দেহভরে কৃষকের গ্রামে ;
শূন্যগৃহ হেরি' ভাঙিল গৃহের দ্বার
পদাঘাতে, প্রতিবেশী কৃষকেরে ডাকি
কহিল পরুষকণ্ঠে বাহিনী-নায়ক,
গরজি সহসা—"সবে হেথা পাপী তোরা !
জ্বালিলে গ্রামেরে শেষে নিশানা মিলিবে,
দেবদ্রোহী—রাজদ্রোহী তারে লুক্কায়িত
রাখিস গোপনে !—রাজরোষে, ধর্মরোষে
কিবা নাহি ভয় ?"
কহে বৃদ্ধ রোহিদাস,

গ্রামের মণ্ডল, "মোরা চাষী, নাহি জানি—
দেখি নাই কারো। নবাগত কোথা হেথা ?
আসিল সুদাস ; নিশাযোগে নিদ্রা যাই,
গিয়াছে চলিয়া, ফেলিয়া সোনার ধান,
গৃহদ্রব্য বহু। কিরূপে বুঝিব মোরা,
রাখিলে গোপনে, গৃহের বাহিরে যবে
নাহি আসে কেহ ? মোরা চাষী—চাষ করি,
সদা ভয়ে রহি। বাঁধ ভাঙে, ভাসে ক্ষেত,
ব্যাঘ্র টানে ছাগ ; মেষ, গাভী, মহিষের
শত্রু নহে এক, কুম্ভীর কুটির পিছু
হামা দিয়া আসে, কখন লইবে কারে
কেহ নাহি জানে ; জ্বরে জ্বলি অহরহঃ
প্লীহা দেহে বাড়ে, সাপ কাটে স্থলে প্রাণ
হাঙরেরা জলে, মাটির লবণে ক্ষয়
বাঁশখুঁটি নড়ে—ঘর রাখি, নিজে বাঁচি,
অন্যে খোঁজ নিব এমন সময় কারো
নাহি বনদেশে। বৃথা দোষ নাহি দাও—
দেবভক্ত মোরা। দেবদ্রোহী-সহযোগী !
বজ্র পড়ে শিরে—নাহি কহ হেন কথা
আর যাহা বলো, রাজার আশ্রিত মোরা—
চির অনুগত, বহুরণে যুদ্ধ করি
কৃষি করি আজ, নাহি জানো কিবা মোরে—
আমি রোহিদাস !"

আরক্ষানায়ক রূঢ়

নাহি শুনে কথা—বাঁধিয়া মণ্ডলে লয়
অশ্বারোহী সেনা। মণ্ডলের সাত পুত্র
রোষে রুখি পথ ছিনায়ে লইল বৃদ্ধে
অসীম সাহসে। গ্রামবাসী অন্য সবে
যোগ দেয় সাথে, নিবিড় অরণ্যদেশে
মুষ্টিমেয় তারা, অশ্বারোহী সেনা ভয়ে
পলাইল দূরে। "সর্বনাশ," কহে বৃদ্ধ,
"ঘটালে প্রমাদ! আসিবে আবার জেনো
সংখ্যাবলে বলী! রাজকার্যে বাধা দিলে,
যুক্তি পেল ক্ষণে উজাড় করিতে গ্রাম—
ভস্মমাঝে লয়!"

মূর্খ চাষী ভীত মনে
লুকাইল বনে। আসিল সৈনিক দল
পক্ষকাল পরে। লুণ্ঠন করিয়া শেষে
ভবনে ভবনে, জ্বালায়ে কৃষক-গ্রাম,
ফিরিল দাপটে। সর্বস্ব হারালো চাষী,
কাঁদে নারী, শিশু। রোহিদাস-কন্যা এক,
বিধবা যুবতী, সত্যবতী, সুরূপা সে—
নাহি খোঁজ তার। গৃহীতা বাঁচিল কিবা
রজনী আঁধারে ঝাঁপায়ে তটিনীস্রোতে
মরণ বরিয়া?...চলিল কৃষক ওরা
ফেলিয়া অতীত, অনির্দেশ লক্ষ্যপথে
সুদাসের পিছু, দুর্গম অরণ্যমাঝে
শ্বাপদ-সঙ্কুল, অনুসরি' পদচিহ্ন

কভু লুপ্ত কভু স্পষ্ট সরস কর্দমে।

*　　　*　　　*

প্রত্যূষে হেরিল শিল্পী মিহিরকিরণ—
ধর্মদত্তা সদ্যঃস্নাতা, কুটিরদুয়ারে
শুনিছে কাহিনী—কহি যায় একে একে
কৃষকেরা আসি আভূমি-আনত-শির,
লুটায়ে ধূলায়। অবশেষে কহে বৃদ্ধ
রোহিদাস কৃষক-নায়ক করজোড়ে,
কম্প্রকণ্ঠে, "দেহ আজ্ঞা মাতঃ শুভ দিনে!
শুভক্ষণে, কৃষিক্ষেত্র করিব সূচনা
বিশাল অরণ্যে মোরা। বনদেবী মাগো!
হেথায় তোমার রাজ্যে রহিব আমরা,
রচিয়া বসতি। তোমার প্রার্থনাবলে
রাশি রাশি মীন জালবদ্ধ হোল কাল,
নাহি কভু পাই। মৃগমাংস, মধুভাণ্ড,
অজস্র সম্ভার—বনমূলে পূর্ণ এবে
সবার ভাণ্ডার, মিটিল জঠরজ্বালা—
নাহি ভয় আর অনাহারে রহি বনে
মরিব ক্ষুধায়। নাশি' তরুমূল সেথা
গড়িব সোনার ক্ষেত পশুবলে বলী।
গাভী ও বলদ হানি হয় নাই কোনো,
ভাগ্যক্রমে ধান্য-বীজ আনিয়াছি সাথে,
কুটুম্বে মিলিনু পথে, কহে ক্ষোভে তারা,
আসিবে লগনে সবে, পাপদেশ ত্যজি,

যেথায় ধর্মান্ধ রাজা, ধর্ম ধর্ম করি
আচরে অধর্ম নিজে—অবিচার ঘোর !
নাহিক বিবেক হায় ! নারীমান নাশে !
প্রাচীন আবাস-গৃহ অগ্নিদগ্ধ করি
লুণ্ঠিল, হরিল মত্ত পাশব পীড়ক—
নাহি দয়া, নাহি মায়া, নাহি জ্ঞান যেথা—
সেথা আর ফিরিব না কভু। কিবা পারি,
কভু পারি তোমার আশিসে, বাহুবলে,
বহু মিলি রচিতে আশ্রয়—নবগ্রাম,
শস্যেভরা, শান্তিময়—পুনঃ, পিতৃভূমি
পাবে দীন ভাগ্যহীন কৃষকসন্তান।”
লভিয়া আশ্বাস চলি যায় কৃষকেরা,
সুস্মিতা স্নেহের সুরে করিল বিদায়,
মধুরভাষিণী। ভিক্ষা চাহে আশীর্বাদ
দেবতাসকাশে পূজারিণী। গ্রামী হেতু
নমিল মানসে নারী, শেখর-চরণে
এলোকেশী ছিন্নবেশ, তবু সে রূপসী
অনুপমা, কহে ধীরে আনত বদনে,
শিল্পীরে হেরিয়া মৌনী সুবর্ণবরণা,
“মোর লাগি ধ্বংস হের চারিদিকে আজ,
গ্রামগৃহ ছাড়ি, দলে দলে আসে ওরা,
মন্দভাগ্য, বিনাদোষে হারাইল হায়
পিতৃভূমি ! সুন্দরপূজারী সুবিখ্যাত
তুমিও আসিলে হায় আমার লাগিয়া

ত্যজি ধনমান গৃহ যেথা খ্যাতি নাই,
নাহি আশা গৌরবের—স্বজনবিচ্যুত
তোমারে টানিয়া নিচে আনিলাম কোথা—
ভাবিয়া ভুবনে রহি নাহি লিপ্সা আর।"

ইঙ্গিতে কহিল শিল্পী, "অনুসরি' এস
মোর সনে সেথা নদীতীরে।" রূপকার,
রূপবতী নীরবে যুগল চলে ধীরে
স্রোতস্বতী-তীর বাহি' অদূর অরণ্যে,
যেথা আলো খেলে ছায়াসনে, ঘনকুঞ্জে ;
বনতরু, শাখে শাখে ফলভারানত,
আনম্র নয়নে হেরে কুমারী কামিনী
পিনদ্ধযৌবনা ; ঘিরিয়াছে বনদেশ
শাখানদী ঘুরি চারিদিক, জলেস্থলে
যেথা দ্বীপ প্রকৃতিপ্রচ্ছদ, মনোহর,
মিলায় প্রেমিকমন মিলনমায়ায়,
শতচক্রে গুঞ্জনিছে নিদাঘভ্রমর,
কোকিল-কোকিলা মত্ত, গাহে সুধাসুর,
দোয়েল পাপিয়া টিয়া, বনানী আকুল ;
পার্বতী নাচিছে যেথা তটিনী বসন্তে
নর্তকী—রূপসী সদা কুলু কুলু কুলু
হাসিয়া ছুটিয়া চলে উপলমুখরা।

'লভিনু তোমারে, সার্থক সাধনা মোর,

খ্যাতি নাহি চাই'—মিহিরকিরণ কহে,
মৌনভঙ্গে, "সজলনয়না, ত্যজ খেদ
আমার লাগিয়া। বিজন অরণ্যশোভা
অসীম সাগর সম সুদূর প্রসার
নগরনিবাসী কোথা হেরিনু নগরে?
স্বজন আমার নাই তোমারে ছাড়িয়া,
সুদাস বাহিরে! আলয়ে আসিত যারা
বিনম্রবদনে, আসিত ধনের আশে—
স্নেহবশে নয়। স্বজন হইতে শ্রেয়ঃ
সুদাস তনয়, কৃষক সমর্থ সবে
বাহুবলে বলী, কর্মঠ যুবক শত
নহে পরাঙ্মুখ কঠোর শ্রমের পিছু
লভিবারে ফল, হেথায় প্রেরণা মোর
নিত্যসহচরী।...
কৃষকের ক্লেশে ক্লিষ্ট
কোমলহৃদয়, কাঁদে সে করুণা তব—
জানি ব্যথা তার। দেবীর আশ্রিত ওরা
রবে চিরদিন, আঘাতে আঘাতে ক্ষুব্ধ
চেতনা-জাগ্রত অধর্মপীড়িত ধরা
ধরিয়া আহবে, যুগে যুগে কর্মে রত
কোটি মৃত্যু বরি, রচিবে প্রলয়মাঝে
নব সমাবেশ। হের দূরে, জ্বলিতেছে
দীপ্ত দাবানল—ঘনতরু, গুল্মরাজি
নিমেষে নাশিয়া! লেলিহান বহ্নিশিখা

পরশে আকাশ। ধূম্রবর্ণ বজ্রমেঘ
জটাজালে আবরিছে সূর্যতেজ। ক্ষিপ্র,
বিস্তারিছে দীর্ঘ ছায়া ধরণীর বুকে!
বরষাবিরোধে বহ্নি নির্বাপিত আজি,
জ্বলিবে অরণ্য পুনঃ খররৌদ্রতাপে।
একদিন আসিবে সেদিন, হবে দীন
বিজয়ী নবীন, নবধারা-রচয়িতা
প্রাচীন ত্যজিবে। ওই শোনো বহে নদী
বেগবতী, বরষাভীষণা উন্মাদিনী,
ছড়াবে বিনাশ, মিলিবে সাগরে বৃথা
দুকুল টুটিয়া, প্লাবিয়া কৃষকক্ষেত্র,
সুদূর প্রান্তর!

শাসিবে ইহার স্রোত
কেবা সে স্থপতি রচিবে সুবর্ণভূমি
বন্যা-পরিত্রাতা? পারি কিবা নাহি পারি
নাহি জানি তাহা,—কোথা রাজবল হেথা,
কোথা লোকবল? জাগে সে বাসনা মনে
স্থপতি-নায়ক আমি, নবপ্রেরণায়,
রচিব এদের লয়ে স্বপনের দেশ,
যেথায় প্রচুর খাদ্য প্রকৃতি-বিজয়ে
রহিবে ভাণ্ডার পূর্ণ ক্ষুধার্তসেবায়,
দেবতার পূজাতরে পরমান্নসুধা,
মানবের জঠরের মানসের দাহে
শমিতে পৌরুষ মোর সদাব্রতে রতি—

স্বজনে রাখিয়া যাবো শাশ্বত স্বাক্ষর
শেখরের কৃপা কিবা বাণীর আশিসে
শিহরে হৃদয় মোর নব·চেতনায়
নবরূপে সুমহান পূজিতে শঙ্করে।
কামনা দেহের তীরে নহি মোরা এক,
জানে না নিন্দুকদল, কহে ধর্মদ্রোহী।
তুমি জানো শুধু সেই নিগূঢ় আমারে—
স্মরিয়া স্মরারি-রূপ, দুর্লভ-সাধনা,
দুর্গম, দুরূহ পথে একান্ত পথিক
জুড়াই জীবনজ্বালা মানস নির্ঝরে—
রতিরে জিনিতে রতি শিল্পীর প্রয়াস—
আনন্দে গভীরে মোর অসীম সুন্দর
ভুলালো সকল ব্যথা—কোথা ক্ষোভ আর,
কোথা কাম্য শ্রেয়ঃ ?”...

*　　*　　*

নীরবে তরুণী চাহে
তরুণ-নয়নে, ফিরিয়া ভবনে, কহে
ঈষৎ হাসিয়া, “পার্বতী দেবীও নহে
বাসনা-অতীত, শঙ্কর জনকে তাই
কুমারসম্ভব। অসীম সুন্দর তব
অনন্ত নিস্ফল।”
সহসা ছুটিয়া গৃহে
বিলীনা রূপসী, চকিত ভাস্কর কাঁপে
শিরায় শিরায়। চলিল কৃষকমাঝে

ভুলিতে কামনা। অদ্ভুত সাধকশিল্পী,
দৃঢ় তার পণ—সত্য ও শিবেরে খোঁজে
সুন্দরের মাঝে, দেহের কামনা ত্যজি'
ব্রহ্মচারী নর, রূপসী তরুণী মায়া
টানে পিছু তায়। নিয়ত নিয়োগী যুবা
কৃষকসহায় রচিল গহন বনে
স্বপ্নদেশ তার, কাটি খাল, রচি সেতু
শালতরু দিয়া, শিলারোধে নদীস্রোত
ঘুরাইয়া দূরে, গড়িয়া পাষাণ যোগে
গ্রামের সরণি, নিবাসে নিবাস যোজি'
বিশাল প্রান্তরে।
কুসুম কাননে ঘেরা
কুটিরসমূহে হাসিছে রচনা তার
ধরণীর বুকে। পটে আঁকা ছবি এক
অনন্ত তরুণ ছুড়িয়া আবির রাগে
রাঙায়েছে বীথি—কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পবালা
মেলি স্নিগ্ধ আঁখি, চাহিয়া পথিকপানে
লাজনতা ভীরু, শিহরে কিশোরী শাখে
পবন হিল্লোলে, আনতা কহিতে নারে
গোপন বারতা—খিলখিল হাসে ক্ষীণা
নটিনী তটিনী। অবুঝ পথিক হায়!
বহে না পবন, বহে না তটিনী ক্ষোভে
প্রখর প্রহরে—ছলছল শুধু জল,
খেয়ালী সাগর ফিরালো জোয়ারে স্রোত

মিলন-বিরাগী। সুনীল সাগর কিবা
মহামুক্তিকামী দেহের বন্ধন ত্যজি'
খুঁজিছে অসীম, ব্রহ্ম অণ্ড নভোলীন
বসুধা বিলীন, পরমা বিরতি চাহে?
নাগিনী কামিনী যেথা সহস্রফণায়
ফুঁসিছে গভীরে তিমি তিমিঙ্গিল ক্ষুধা
চঞ্চলচেতনা—হাঙরের দন্তক্ষতে
ক্ষরিছে শোণিত, মুমূর্ষু মেদিনী ভয়ে
মুদিয়া নয়ন গণিছে মরণ সদা
মহাদ্বন্দ্ব মাঝে, নিত্যগ্লানি পৌরুষের
নারীমেধ-বলি—না পারে রাখিতে যেবা
জননী-দুহিতা দানবের মানবের
নিয়ত আহবে, অত্যাচারী পাশবের
কলুষ পরশে কলঙ্ককালিমা স্মৃতি
কে পারে ভুলিতে? হায় শিল্পী! হায় মূর্তি
পাষাণী চিন্ময়ী! ক্রন্দসী আবরি রাহু
সুধাঘটচোর করিয়াছে পান বলী
অসুর অমর, ছিন্নশিরে ছিন্নমস্তা
না পারে ধরিতে—বিষ্ণুমায়া চক্রপিছে
আজিও বিফল!

*　　*　　*

না পারি সহিতে আর
বিচিত্র বিরতি ধর্মদত্তা পশি' গৃহ
রজনী আঁধারে, ঝাঁপায়ে ভাস্করবুকে

রাখি স্কন্ধে শির মেলিল কোমল আঁখি
স্বপনে জননী। শাবকে পালিছে স্নেহে
রক্তচঞ্চুপুট, পলাশকুসুম যবে
বসন্ত রঙীন প্রণয়ী মধুপে চাহে
মধুচক্ররাণী।

প্রাণস্রোত বহি যায়
অনন্ত সায়রে। ফেনিল তরঙ্গ নভে
রজত আভাস। মিলিত বাসনা রচে
ঊর্ণনাভমোহে বধূর মধুর মায়া,
চন্দ্রকরোজ্জ্বল আরণ্য কুটির ঘিরি।
ধীরে ধীরে দিন রজনী প্রণয়ে লুব্ধ
বিচিত্র নবীন, কামনা-সফল-সুধা
আনন্দ বিভোর পার্বতী জিনিল হরে
কঠোর সাধিকা। অন্নপূর্ণা অন্নদানে
সেবিল শেখরে। রজনী-মোহিনী কভু
কামিনী চঞ্চলা, মানিনী কভুবা রোষে
নীরব হেলায় রাখে সে পুরুষে দূরে
গম্ভীর আননে, হাস্যময়ী পুনঃপ্রাতে
গৃহকর্মরতা আলিম্পন আঁকে চারু
অঙ্গনে, প্রাঙ্গণে, মনে। মানসে তাহার
দরিদ্রকুটির স্বর্ণ ঝলমল সদা
সম্রাট প্রাসাদসম। স্বর্গপ্রভালীন
ছায়াপথ—ক্ষীণ জ্যোতি নারীরে ভুলায়,
অমরা হেরিছে ওই গগনের পিছে—

পুষ্পিতা-বনানী মাঝে আকর্ণ নিশ্চল,
চকিত নয়নে তার জোনাকীর আলো—
সরস তৃণের পর সহসা থমকি
হরিণী গর্ভিণী যবে গমনে মন্থরা,
ধর্মদত্তা দাঁড়াইল গৃহদ্বারে আসি।

তালপত্রে লিখি যায় উদাসী মানব
আপন মনের কথা প্রদীপ আলোকে
পাইয়া পায়নি যাহা অশান্ত মানসে।
শিল্পীর বেদনাবোধ আকুল চঞ্চল
বিচিত্র বাসনা ঘিরি, মিলায় স্বপনে
মধুর মূরতি, হায়, ধরণীধূসর
দিবসের, নিশীথের, বিষণ্ণ ছায়ায়!
রবিরশ্মি সমাকীর্ণ অরণ্যের পথে
একদা দেখিল যুবা ধূলিকণা অণু
অনাদি তপন সাথী তরু অন্তরালে
ভাসিছে কিরণে। শ্যামল তমালতরু
ঘনপত্রে ঢাকা, অরণ্য বৃক্ষের মূলে
রাখি শির তার, নিদ্রিত জাগিল নর
ধূলায় মলিন। নদীজলে ধৌত শির,
পুনরায় চলে বেগে সভয়ে ফিরিয়া
হেরিয়া কুম্ভীর আতপ্ত বালুকাতটে
মুদিত-নয়ন। প্রান্তরে সবুজ চিহ্ন
মৃগরক্ত লাল—নিশীথে শার্দূল এক

বধিল ক্ষুধায়—দীর্ঘশ্বাস ফেলি শিল্পী
পুনঃ পথে চলে। উড়িয়া গগনে শ্রান্ত
প্রজাপতি কাঁপে রামধনুরাঙা নভে
আলোকে জ্বলিয়া ; কৃষ্ণচূড়া শোভা হেরি
কুমারী হরষে কিশলয় কমলিনী
পবন-বন্দিতা বিজন সরসীবুকে
নাচিছে দুলিয়া ; কোথাও মন্দার লাল
বসন্তপুলকে ছড়ায় পথিকে চুমা
ফুলরেণু রমা, কামিনী কনক চাঁপা
নিশিগন্ধা ঘুমে অটবী-অশোক পার্শ্বে
মদালস-তনু ; দাদুরী গ্রাসিয়া স্ফীত
খুঁজিছে বিবর সর্পেরে নাশিতে নারি'
সুন্দরী মোহিনী, ময়ূরী ময়ূরে ডাকে
কেকা উচ্চঃস্বরে।
কভু রুদ্র, কভু শিব—
ভয়াল সুন্দর !—ধরণীসৃজন-লীলা
কে পারে বুঝিতে ? প্রাণী জীবে, সদা শিবে
বিনাশে বিনাশ—কোথা সে অমূলতরু
বীতশোক-ছায়া, জীবন-মরণ-কূলে
কর্ণধার কোন, লইবে ধরার নরে
নন্দনকাননে, মন্দাকিনী-নিত্যস্নাতা,
পারিজাতপুষ্পবেণী, অমৃত-ভবনে,
অনাদি-নন্দিতা যেথা অনন্ত-মোহিনী ?

সুধাকণ্ঠী কহে ধীরে দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
"ওগো ও সাধক, ভাবনা-প্রেমিক! এস,
ভুবনে এবার, ভুলিতে ভবের জ্বালা
ভবদেবে কহ, কেনবা রচিল দেব
মায়ার ধরণী—নিমেষে গড়িতে পারে
সৃজন-লীলায়, সেজন—সৃজনে কেন
রুদ্ররোষে দহে—দাবানলে, ঝটিকায়,
ক্রূর বুভুক্ষায়, জর্জরিয়া তনুমন
অশিব-ধারক? বৃথা চিন্তা অনুক্ষণ
সারতত্ত্ব ভুলি,' কুটির-প্রাঙ্গণে হেথা
প্রেম কামধেনু—সুধাস্রোতে তবু হায়
সদা বিষ হের, ভুলিতে নারিয়া তব
ধরিত্রী-চেতনা! কেবা তুমি গর্বে অন্ধ
লইবে সাহসী ধরণী-বেদনা-ভাগ—
যেথা দেব সুন্দর শেখর লীলাময়
রচিলেন এ ক্রন্দসী বেদনা ছড়ায়ে,
দিকে দিকে দিগন্ত-প্রসারী? দিবানিশা
জ্বলে ভেদ আঁধারে আলোক, মৃত্যুমাঝে
সমুজ্জ্বল নিত্যনব জীবনপ্রকাশ—
আদিশিল্পী স্রষ্টা কিবা উন্মাদ সৃজক?
কোন সে কারণে প্রসব ব্যথায় নীল,
তবু মাতা চাহে ধরিতে সন্তানে বুকে
মৃতামৃত-ক্ষণে? কিবা সে গোপনচারী
মহিমা প্রভাব নিজেরে বঞ্চিত করি

প্রাণী প্রাণে রাখে ? ব্যাঘ্রী কবে গ্রাসিয়াছে
শাবকে তাহার ? সর্প কোথা দংশিয়াছে
অণ্ডভারে জ্বলি আপন সন্তানদলে
জঠর-ক্ষুধায় ?
ওঠ ওগো, কিবা শোনো ?
নিশাঘোর, কুটির নির্জন। সুদাসেরে
কহ ডাকি আসিতে হেথায়। মালিনীরে
চাহি আমি, রহিবে নিশীথে গৃহসাথী,
কিবা কহি আর—!”
আকস্মিক বেদনায়
কণ্ঠ রুদ্ধস্বর, টলিছে ধরণী তার—
স্খলিতবসনা, আসন্নপ্রসবা নারী
লুটাইল দ্বারে, ক্লিষ্টমুখে কম্প্রওষ্ঠ
কুন্দদন্তে চাপি।’—......
—অপূর্ব মূরতি একি
সৃজিল শেখর! পুরুষ প্রকৃতি মাঝে
নাহি কেহ আর, কোথা হোতে আসে শিশু
পরমাণু কায়া ? তিলে তিলে বৃদ্ধি তার
রহস্যলীলায়, অন্ধকার গহ্বরের
স্নায়ু চর্ম ভেদি’, গরবিনী রূপসীর
স্ফীতোদর-তনু, কালিমা আঁখির কোণে
স্তনাগ্রে আঁকিয়া, কলঙ্ক রূপের হানি
বিফল প্রয়াস আবরি রাখিতে দেহ
ধরিত্রী জননী সরমে মরিয়া লাজে

হারায়েছে ক্ষুধা ! সভয়ে আনন্দে দোলে
চঞ্চল ধমনী, শিরা-উপশিরা ক্ষুব্ধ
শোণিতে ঝলক—জীবন সাগর ডাকে
টুটিয়া বন্ধন বাহিরিতে চাহে আজ
প্রাণস্রোত-নদ। নির্ঝরপ্রবাহরোলে
সুদূর বারতা ধ্বনিত মিশিয়া যাবে
হেমন্ত প্রভাতে, উদিছে দিগন্তভালে
নব প্রভাকর, গাহিছে অরণ্য জাগি'
দিবা আবাহন, মিলায় রজনী-তারা
নীরবে কাঁপিয়া।

উদ্বেল অধীর হিয়া
ভ্রমিছে ভাস্কর প্রাঙ্গণে অরণ্যে কভু
নদীতীর বাহি', কহিছে কিবা সে জানে
সুদাসে ডাকিয়া, দিবাভোর মালিনীরে
জিজ্ঞাসিয়া কহে, আছে কিবা শিশু সহ
বাঁচিয়া এখনো ধর্মদত্তা, আহা রুগ্না,
ক্ষীণতনু অতি ?

হাসিয়া মালিনী কহে,
"নাহি প্রয়োজন এত ঘন আসি দ্বার
খোঁজ করিবার যেথা নারী লাজে মরে
প্রসূতি আতুরা। পুরস্কার বিনা কোথা
অধিকার মিলে, কেবা হেরে পুত্রমুখ
সুবর্ণবিহীন ?"

সুবর্ণ গোলক এক

সুদাস আনিয়া দানিল প্রভুর করে
যতনে রক্ষিত, কহিল হাসিয়া দাস—
"আপনারি দান। দরিদ্র কৃষকে ইহা
অসম বিলাস, রাখিলাম সুগোপনে
চর্মপেটিকায় সুকুলজননী পাশে,
ছিল যে বাসনা, প্রভুর তনয় হেরি
দিব উপহার। সুবর্ণ গোলক আজ
গণিনু সার্থক বরিতে ভ্রাতা সে ক্ষুদ্র
স্বপনকুমারে। বহুদিবসের আশা,
গভীর প্রসাদ পাইব জীবনে কবে
ভাবিয়াছি মনে—মরণের পূর্বে কিবা
দেখিবারে পাই প্রভুবংশধারাবাহী
আনন্দ দুলাল।"
আনন্দে মাতিল গ্রাম,
মাদল বাজায়, বাজাইয়া জয়ঢাক,
ফুকারিয়া শৃঙ্গ মহিষের পৃষ্ঠে উঠি
নাচিতে নাচিতে, কেহ বা কচ্ছপ পৃষ্ঠে
দাঁড়াইল রঙ্গে। শকটে কেহবা যোজি'
গতিপ্রতিযোগী বলদে তাড়িল বেগে
গোচারণ গোঠে। কেহবা লইয়া বাঁশী
বাজায় মধুর মূরলীমোহন শ্যাম
ঘনানন্দে স্মরি। সুদাস-তনয়া কৃষ্ণা
মালিনী সধবা মালতী-জননী সেবে
প্রসুতি-কুটিরে পঞ্চপুত্রকন্যামাতা

অভিজ্ঞা রমণী। প্রৌঢ়া রসিকা উচ্ছল,
হাস্যবতী, প্রাণময়ী হাসায় দত্তারে
কহিয়া কাহিনী শত, পরায়ে কাজল
নবজাতকের চোখে, হিমনিশাশেষে
রচি' অগ্নিতাপ, নিদ্রিত মাতারে কভু
জাগায়ে লগনে পিয়াইতে বক্ষঃসুধা
জাতক-পালিকা।

সদ্যোজাত শিশু তারে
হেরিয়া ভাস্কর গম্ভীর নীরব কেন,
ধর্মদত্তা ভাবে। ছিন্নকন্থা মলময়,
পিপাসা অসীম, পরিত্রাহি করে রব
স্তনমুখে নাই—শিশুরে চাহে না শিল্পী
গোপন মানসে। মানসী-গর্ভিণীতনু
দেখিয়াছে স্বামী অসুন্দর স্ফীতি মাঝে,
মিটিয়াছে তৃষা একদা উন্মাদ ক্ষুধা—

পরিচয়-ম্লান নিত্য দিবসের ভস্মে
গিয়াছে নিভিয়া বহ্নি গোপন মানসে—
তাই কি নীরব? কোথা চিরতরে তনু
রমণীর, রহে কুমারীকুসুমকায়া,
আকুঞ্চনহীন? স্তনের পীযূষভারে
অবনত দেহ ঢাকিতে পারে কি তার
নব রূপান্তর—পুষ্পিতার পরিণতি
বসন্তবিদায়ে—নিদাঘতপন-তাপে
ফলভারানতি?

ধর্মদত্তা

কোথা হতে আসে প্রাণ,
ভাবিছে ভাস্কর, জীবন মরণ পার
চির-অন্ধকার ফেনিল সমুদ্রে ঘেরা
অভেদ্য প্রাচীরে দাঁড়ায়ে প্রহরী কোন,
অতন্দ্র রাখিছে দ্বার মানবে নিবারি ?
যুগে যুগে নাহি জানে দুরন্ত জিজ্ঞাসা,
ফিরিয়াছে ব্যর্থকাম ! প্রবেশ নিষেধ
সেথা জাদুকর দ্বারে জমেছে কঙ্কাল,
ভেঙেছে হৃদয় কোটি পরার্ধ অর্বুদ,
ঘুমায়ে পড়েছে বিন্দু বিপথে মদির।
বারে বারে বিফলতা কেহ নাহি জানে,
কেহ নাহি জিনিয়াছে অসীমা সমরে
ধরার সীমার বোধে বাঁধিতে বিহগ—
সুবর্ণ রহস্যপাখী অচিন প্রাচীন
রহিছে পিঞ্জরে কোন শোণিতে মিশিয়া,
কহিয়া কহে না কথা কিসের লীলায়
কিরূপে মিলায়ে অণু পরমাণু ভেদে
রচিল প্রথম রূপ আদিম ভাস্কর ?
অনাদি অনন্ত যুবা, অসীমা সুন্দরী—
হেরিল সাগরকূলে কোন সে সাগর
উল্লাস' তরঙ্গে নীল উঠিল কাঁপিয়া
সৃজনবিলাসে মোহে কিবা সে হরষে
বিরহী-শেখর-হিয়া জড়ায়ে শিখায় ?
অসহ প্রণয়তাপে জনমে সবেগে

গ্রহতারা সূর্যচন্দ্র অগ্নি বায়ু দিক,
নাশিল অঘোর ঘোরে তিমিরে আলোক
হাসিল লগনে বায়ু গগনে কাঁদিয়া।
শোষিত সাগর-বারি রবির চুম্বনে
বসুধা গর্ভিনী যবে তরুণী শ্যামলী
অগণিত সূর্যশিশু জঠরে ধরিয়া—
বিচিত্র বিকাশ—কাননে পাদপে তৃণে
ভয়াল মধুর, খেচর, ভূচর, নর,
গন্ধর্ব দানবে সৃজিল মোহিনীমন্ত্রে
বাসনাচঞ্চল পরমা প্রকৃতি মায়া
মহামোহময়ী, মহাবিদ্যা, মহাসুরা,
ত্রিগুণধারিণী। ক্ষুধার্ত হিংসায় প্রাণী
বধিছে প্রাণীরে, লেহিছে কভুবা স্নেহে
সন্তানে, সাথীরে, মীন কূর্ম, সিংহ, ব্যাঘ্র,
হস্তী, মৃগ-যূথ—নাহি সংখ্যা প্রাণী কত
ধরামাঝে রহে, সাগর উদ্বেল হিয়া
ধরিয়া নাগেরে—বাসুকীঅনন্তপ্রজা
সন্তরে ভাসিয়া, ডুবিয়া, ফুঁসিয়া স্রোতে
প্লাবনে সরোষে, সঘনে গরজে মুহু
অশান্ত ঝটিকা—প্রেতে প্রেতে রণে কভু
দিতে করতালি আসে সে যুবতী ক্রূরা
নিমিষে হরিবে প্রাণ নিঠুরা নিয়তি।

[দ্বিতীয় সর্গ শেষ]

তৃতীয় সর্গ

["মিটিয়া মিটেনা হায় অশান্ত মানসে
অনন্ত রূপের তৃষা সসীমায় জ্বলি !"]

দিন যায়, রাত্রি আসে, পুনঃ দিবা ঘুরি
ছুটিয়া চলিল মাস বর্ষযুগ বুকে ;
একদা হারায়ে পথ বনমাঝে ভ্রমি'
চলিতে বিপথে শেষে আসিয়া সুদূর
ভাস্কর হেরিল নারী কিরাত যুবতী
ঘোরকৃষ্ণা বক্ষে তৃষ্ণা অঙ্গ ঢলঢল
প্রতপ্ত চৈত্রের তাপে কৃষ্ণচূড়া-ছায়ে
রাখিল বল্কলবাস, অলসগমনা।
অদূরে বালুকাগিরি, তটিনী নির্ঝর—
মিলিত তড়াগে যেথা মধুর আলসে
বাজায় কিঙ্কিনী স্রোত পাষাণ চুমিয়া,
মুক্তবেণী, শ্লথতনু, প্রতিবিম্বসুখে—
খুলিয়া তনিমাশোভা লাজহীনা শ্যামা
একান্ত নির্জনে, সহসা ফিরাল আঁখি
পদধ্বনি শুনি।
বিবসনা নারী একা,
ললাম মূরতি তার, শিল্পী অপলক
না পারে রহিতে, না পারে ফিরিতে ক্ষণে,
অলক্ষ্যে হেরিয়া দৃশ্য সুরূপ-পূজারী।
মর্মমাঝে যুদ্ধজয়ী কহে পুণ্যবোধ—

"বিবসনা নারী হেরে নহে ভদ্র সেই।
ধর্মদত্তা প্রিয়া মোর পরমা সুন্দরী—
তাহারে জিনিবে রূপে কোথা সে রূপসী ?"
চলিল ফিরিয়া গৃহে ফিরায়ে নয়ন।
অবিশ্রান্ত চলে পথ, নাহি থামে আর।

প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজে ঘর্মকলেবর
ধূলায় ধূসর স্বামী, হেরিয়া প্রাঙ্গণে
আসিল ছুটিয়া দত্তা ব্যজন লইয়া ;
অঙ্গনে আসন পাতি আনিল সলিল ;
স্বামীর চরণ ধৌত মুছিয়া অলকে
শুচিস্মিতা স্বামী-মুখপানে চাহি দেখে
কেশবতী কমললোচনা। ফিরি যাবে
গৃহকাজে পুনঃ, দুয়ারের পার্শ্বে স্থির,
দাঁড়ায়ে নীরব, সহসা লইল শিল্পী
প্রেয়সীরে টানি, আপনার বক্ষমাঝে—
অধীর আবেগে। চুমিল অধরে, গণ্ডে—
নিষ্ঠুর প্রণয়ী।
বিস্মিতা কহিল হাসি',
"কিবা ভাগ্য আজি—প্রবীণা দাসীর ভালে
নবীন কিরণ ! ছাড়ো এবে, আছে কাজ,
একি পরিহাস !—দিবালোকে প্রেমলীলা
কর সে খেয়ালী ! ক্রীড়ারত হের সেথা
বাহিরে তনয় তব হারীত কিশোর !

আসিবে এখনি জানি, মরিব যে লাজে!"
আপনারে মুক্ত করি চলিল গৃহিণী
গরবিনী, পুত্রে ডাকি কহিল সস্নেহে—
"স্নানজল আনি দাও পিতারে তোমার।"

দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র, হেমবর্ণবিভা—
নম্র, শান্ত, স্নিগ্ধমূর্তি, পলাশলোচন—
পলাশলোচনে নত সমাহিত, ধীর।
'এমন বালক কোথা দেখিয়াছে কেহ?'—
কহে সে সুদাস গর্বে বিদেশী বণিক
হেরুকে সম্ভাষি'। বণিক হেরুক, প্রৌঢ়,
মগধ-ধনিক, খ্যাত, ভিড়ালো তরণী,
জনশ্রুতি শুনি, আসিয়া বাণিজ্য লাগি
গভীর অটবী মাঝে। নব সমাবেশে
গড়িয়া উঠিল যেথা ধান্যের আকর
লইবে বস্ত্রের মূল্যে ক্ষুধা-অন্ন যত
সুবর্ণে লভিতে লাভ বুভুক্ষু কলিঙ্গে,
প্লাবনে ভাসিয়া দেশ জ্বলিছে জঠরে।

বালক ভরিল ঘট নদীতীরে নামি।
নিবারি সুদাসে কহে, মধুর হাসিয়া
বলিষ্ঠ কিশোর, "নাহি দাও বাধা, তাত!
পূজাতরে লই ঘট, মাতৃ-আজ্ঞা পালি।
নহি পঙ্গু, খঞ্জ আমি,—লইব হেলায়।"

বণিক হেরুক ভণে আপনার মনে—
"কুশল! কুশল!! অবিকল সেই মূর্তি !!!
কিশোর কুশলে হেরি এই সুবিজন,
সুদূর, অরণ্যে? কেবা এই তীক্ষ্ণনাসা
স্বর্ণকান্তি অপূর্ব কিশোর কৃষকের
গৃহে? শুনিয়াছি লোকমুখে, দেবদাসী
ধর্মদত্তা, কুশলতনয়া—পলাতকা,
শেখরমন্দির ত্যজি'। শিল্পী—মহাপাপী
মিহিরকিরণ, নাহি ডরে দেবরোষ,
মজাইল যুবতীরে অবৈধ প্রণয়ে
বাসব-তনয়। জীবিত মৃত বা যেবা
লইবে ভাস্করে কেহ কলিঙ্গত্নয়ারে
লভিবে সে পুরস্কার মহার্ঘ বাটিকা,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা—নৃপতিসকাশে।
পারে নাই কেহ আজো ধরিতে ভাস্করে
কলিঙ্গ বাহিরে, রহে সে লুকায়ে ধ্রুব
সহস্র যোজনব্যাপী অটবী মাঝারে,
নাহিক সংশয়। সুকৌশলী যুবা, ধনী,
বিখ্যাত স্থপতি। কিবা জানি মিলে হেথা
রহস্যসন্ধান, বালকের সূত্র ধরি,
পরিচয় খুঁজি?"
মনোহারী দ্রব্যে লুব্ধ
নির্বোধ কৃষক আসে যায়, রাশি রাশি
মাপে ধান্য, বিনিময়ে দানি, নদীতীরে।

ধর্মদত্তা

বসি বেত্রাসনে, বঙ্কিম অধরে ক্ষত,
কোটরে নয়ন, সবল বলিষ্ঠ দেহ
কহিল হেরুক মৃদুহাস্যে, "কৃষ্ণবর্ণ
কৃষকের গ্রামদেশে হেথা, কহ কোন্
পরিচয় পিতার ইহার ? শূদ্রকন্যা
কারে কবে বরিল ব্রাহ্মণ, জন্ম নিল
অপরূপ সুবর্ণ কুমার ? ঘুরিয়াছি
বহুদেশ কর্মব্যপদেশে, দেখি নাই
এত রূপ বালকে কোথাও। ভ্রম জাগে,
দেবপুত্র আসিয়াছে স্বর্গ হ'তে নামি।"

হেরুক মগধবাসী বাণিজ্যের হেতু
কলিঙ্গে বসতিযোগে জানে দুই ভাষা,
মাতামহ পরিচয়ে কুশল-সন্ধানী
জানিল সুদাসমুখে সূত্র মূল্যবান।
দুর্ভেদ্য অরণ্য মাঝে কলিঙ্গ বাহিরে
চতুর সুদাস বৃদ্ধ অচতুর ক্ষণে
কহিল গরবে মাতি'—"মোর প্রভুসুত,
কুলদাসে কহে তাত, শুনিয়াছে কেহ
এমন মধুর বাণী ? মাতা দেববালা,
নহে শূদ্রকন্যা, ব্রাহ্মণ অধিক গুণী
পিতা সত্যশিব ! প্রভু, দীনজনবন্ধু
স্থপতি-নায়ক, গড়িলেন বুদ্ধিবলে
নবগ্রাম স্বপ্নপুরী হেথা বনদেশে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মাতা ভগবতী
যেন বা সম্মুখে, শেখরভবনে হেথা
শুনান কত সে কথা বিচিত্র কাহিনী,
মহাভারতের কথা রামায়ণ-গান ;
প্রভুর তনয় গাহে সুকণ্ঠ সঙ্গীত,
এমন মধুর গীত শুনিয়াছে কেবা—
স্বপনে ভাসিয়া যাই স্বরগের দ্বারে,
ভিন্ন স্বর্গ নাহি চাই, পূর্ণমনস্কাম !"

চতুর বণিক উঠি যায় বাক্যহীন
উদাসীন অভিনয়ে। আহত সুদাস
কহিল অনুচ্চ কণ্ঠে, "শ্রেষ্ঠী মহাশয়,
বিশ্বাস হয়নি যেথা দাসের বচনে
সন্দেহ ভঞ্জন হোক, আসুন মন্দিরে
স্বকর্ণে শুনিতে গীত সন্ধ্যারতি যোগে।
স্বচক্ষে হেরিয়া রূপ ধরিত্রী দুর্লভ
করুন বিচার শেষে কহিয়াছি মিথ্যা
প্রলাপ বচন কিবা কণিকা কণায়।
না হয় আরেক দিনে ছাড়িবেন তরী—
ধান্য, যব—পণ্যভার ভরিয়া দিবসে,
রহিয়া নিশায় আজি, যাইবেন প্রাতে।
নিশাক্ষণে ভয় বাঁকে, বালুচরে বাধা,
অসম গভীর নদী—লোকালয় ছাড়ি
রহিবে তরণী বৃথা।"

এত বলি বৃদ্ধ
কুলদাস গেল ফিরি নিজগৃহে তার—
প্রভুগর্বে ফুল্লমন। ভুলি সতর্কতা,
বিপদ সঙ্কেত, আনিল বণিকে ডাকি
আরতির ক্ষণে দেবতাসদনে। শিশু,
বৃদ্ধ, যুবা আনন্দ-উচ্ছল, সন্ধ্যারতি
করে দত্তা নৃত্যপটীয়সী, দীপমালা
লয়ে করে দেবতাসেবিকা ; গাহে গীত
কিশোর হারীত ; মুরলী বাজায় শিল্পী
সুদক্ষ বাদক। মৃদঙ্গে মধুর বোল
তুলিতেছে সাথে সুদাস-তনয়া-পতি
গম্ভীর থগন। মালতী কিশোরী কন্যা
শঙ্খধ্বনি করে মুহু থগন-দুহিতা,
লাবণ্যপ্রতিমা, চারুবাহুকুচযুগ
কিশলয় সম, কম্পিত, রুধিয়া শ্বাস
অধীর পুলকে। নাচে ছন্দে তালে তালে
বালকবালিকা, সধবাযুবতী-স্বামী
কৃষক সবল। সিনান সারিয়া শুচি,
বসন পরিয়া নব, আসে দলে দলে
কৃষকের বধূ। ক্ষণিকের তরে ওরা
হবে নতশির, ধর্মদত্তা পতি পুত্রে
সদেহ দেবতাজ্ঞানে জানাবে প্রণতি।
জীবনমরণ-মাঝে দুলিল পরাণ
একদা অরণ্যে কুটিরে কুটিরে শঙ্কা,

কৃষকেরা ভরে যবে আসন্ন বিচ্ছেদ,
বিশল্যকরণী সম ওষধি প্রয়োগে
হরিল রোগের জ্বালা, রাখিল পরাণ !
দেবী ! দেবী !! নাহিক সংশয় কোনো
কৃষকের মনে—শেখরসেবিকা দত্তা,
কৃষকবান্ধব শিল্পী বাসব-তনয়
শাপগ্রস্ত স্বর্গচ্যুত দেবতা-দম্পতি।
ফিরি যাবে স্বর্গধামে শাপবিমোচনে।
মানব কভু কি পারে রচিতে সায়র
ঘুরাইয়া খরনদী ? ক্ষেত্র স্বর্ণময়,
ভরিয়াছে সবাকার ভাণ্ডার আগার,
আকণ্ঠ পীযূষপায়ী সদা উল্লসিত
বৃক্ষমূলে ধেনুচারী রাখাল বালক
পুষ্টকলেবর বাজায় বাঁশরী ওরা
সুমধুর রবে, হেরি গাভী তৃপ্ত তৃণে
নদীতীরে, শ্যামল প্রান্তরে, স্বপ্নগ্রামে
প্রৌঢ় হাসে, পিতামহ যাইবে শতায়ুঃ,
সবারে রাখিয়া।…
জাগিল সহসা ক্রুদ্ধ
আনন্দমগন, তন্দ্রাচ্ছন্ন সারমেয়।
ঝাঁপায়ে সবেগে বণিকের স্কন্ধদেশে
রাখি নখভর, দাঁড়ালো শানিতদৃষ্টি
দন্তাল ভয়াল।…

সমবেত কণ্ঠরব

কোলাহল শুনি ধর্মদত্তা আশঙ্কিতা
আসিল নামিয়া ত্রস্তে মন্দিরপ্রাঙ্গণে।
সারমেয় ব্যাঘ্রসম ভীষণদর্শন
দীর্ঘাকৃতি দুঃসাহসী কিরাতের দল,
একদা দুর্যোগে আসি গ্রামের অতিথি,
ফিরি গেল গৃহে যবে সারমেয় ত্যজি,
রহে বদ্ধ সেই হতে হারীতের সাথী ;
ক্ষুধার্ত শার্দূল এক পশিল প্রাঙ্গণে,
হরিতে চাহিল প্রাণ শিশুরক্তলোভী,
সারমেয় রণিল শার্দূলে ঘোররবে
হুঙ্কারি' বিক্রমে ; সমাকৃষ্ট গ্রামবাসী
প্রতিবেশী-আর্তনাদে, কৃষক আরাবে
পলাইল বনমাঝে শার্দূল চকিত
সভয়ে ; সেবিল মাতা সজলনয়না
রক্তাপ্লুত সারমেয়ে, ঔষধি প্রলেপি
বুলাইল গাত্রে কর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।
তিরস্কারে সারমেয় নামিল ধরায়,
শ্রেষ্ঠিস্কন্ধ ত্যজি ক্ষুণ্ণ, গরজে ফুলিয়া।
"রূপবতী অপরূপা, অগ্নিশিখাসম,
প্রদীপ্তযৌবনা !" ফিরি গেল দণ্ডপরে
তরীগৃহে মগধবণিক, ধনশালী
কামুক হেরুক—বিনিদ্ররজনী প্রৌঢ়,
কামিনী-কাঞ্চন-লুব্ধ, জপে মন্ত্র মনে

কুটিল কুচক্রী "কিরূপে লভিব কাম্য
যুগল বিহগ, হানিয়া গোপন শর
অব্যর্থ-সন্ধানে। তিলে তিলে উপচয়,
সহস্রে সহস্র হয় অযুত নিযুত ;
ত্যাজ্য নহে প্রাপ্যকড়ি, কমলা-দুয়ারে ;
রূপবতী সদাভোগ্যা অনাত্মীয়া মাঝে।"

সেইক্ষণে নিদ্রাহীন ভাস্কর একাকী
পদচারী ভ্রমে ঘুরি নিজকক্ষে তার ;
সন্তানের পার্শ্বে মাতা কর্মশ্রান্ততনু
ঘুমায় অঘোরে দত্তা, নাহি দ্বন্দ্ব মনে,
কক্ষান্তরে, স্বপ্নলীনা স্বামী-গরবিনী।

যৌবন স্বপনভঙ্গে অধীর ভাস্কর
সুন্দর-পূজারী ভণে নিদ্রাহীন-আঁখি—
মিটিয়া মিটেনা হায় অশান্ত মানসে
অনন্ত রূপের তৃষা সসীমায় জ্বলি !
দেহের কামনা মাঝে ধরিতে রূপসী
মুকুল ঝরিয়া যায় বৈশাখী প্রলয়ে !
কামনা, কামনা শুধু, ফেনিল কামনা—
তরঙ্গে তরঙ্গে তার অকূলে, উচ্ছ্বাসে,
ডুবিল চেতনা-তরী, ছন্দোরীতি, প্রীতি,
হায়রে ! অধীর যন্ত্রী সবেগে ঝঙ্কারি'
ছিঁড়িল বীণার তার প্রমত্ত বাদক !

ধর্মদত্তা

তৃষিত চাতক বদ্ধ দিবস-পিঞ্জরে—
কোথা বা ফটিক জল নিশিকুঞ্জে ঝরে?
বৃথা এ বিলাপ!—অমৃত পিয়াসী আমি
প্রমথ-কাননে! অলস করিনা কাজ
অরণ্যে ঘুরিয়া, শায়িত শয্যায় কভু
উঠিয়া বসিয়া চাহি সে পাইতে কিবা
দিবসে নিশায়? একদা নৈষ্ঠিক শিল্পী,
কঠোর সাধক, উপভোগে ভুলিয়াছি
পূর্ব-নিত্যাভাস। রক্তের আস্বাদ যেবা
পাইয়াছে ক্ষণে শার্দূল-শাবক কবে
প্রলোভন ভুলে? ঘৃতাহুতি যজ্ঞকুণ্ডে
নহে দীপ্তশিখা, নহে সে অনল বনে
দাবানলত্যুতি পুড়ায়ে কণ্টক-বাধা
জাগাবে নিদ্রিতে নব সবুজ প্রান্তরে,
নহে সে কুটিরে কম্প্র নিশার প্রদীপ
কুমার কিশোর ভালে আঁকে রাজটীকা
গর্বিতা জননী; প্রণয়-শ্মশানে জ্বলে
রাবণের চিতা ধিকি ধিকি, সিন্ধুতীরে,
বর্ষদাহে, জ্বলিতেছে আজো, অনির্বাণ।
সৃজন-কৃপণ কোন কৃষক একদা
গৃহকোণে রাখি দিল অনির্বাণ তাপ,
মৃৎভাণ্ডে সেথা রহে যুগযুগান্তর!
পিতাপুত্র, পৌত্রসুতে ভুলায় আগুন,
ভুলায় লোহিত শিখা ভুবনমোহিনী,—

রচিছে সৌগন্ধীস্বাদু মায়ামৃগরস
মিলিবে লগনে শুনি মদিরাবিলাসী,
রসনা-লোলুপ চিতে জাগিয়া অবোধ,
তুষাগ্নি-তাপিতামিষে চাহিল নিশায়।

জীবন-প্রবাহ-সুরে করুণ রোদন,
কুসুম-কোরকে কীট সফল বিফল
গড়ায় ভূমিরে রসি' লুলিত রসাল,
রোধিছে ধান্যের শ্বাস কোটিবন্যতৃণ,
করবী বুকে সে হায় মধুবিষ রহে,
আলোক নিভিয়া যায় সায়াহ্ন-ছায়ায়,
দিনেরে ঘিরিয়া ওই তমিস্রারজনী !
চলিল ভাস্কর প্রাতে ধনুক লইয়া
অরণ্যে শিকারী। মানস অস্থির সদা
চাহে নিত্য নব, জ্বলিয়া জ্বলিতে পুনঃ
স্বপন-বিভোর। 'অতীন্দ্রিয় মধুঘট
ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া, কোথা, নর—কোথা তাহা
খুঁজিবে ধরায় ? দিবসের রজনীর
ক্লান্ততনু ঘিরি কোথা সে সান্ত্বনা হায়
চিরানন্দঘন ? ধরণীর পূর্ণানন্দে
জন্ম-অধিকার রাখিল বঞ্চিয়া কোন
অনন্ত অসুর বিষ্ণু-কর্ণ-মল-জাত
যুঝিছে বৈষ্ণবে আজো যুগে যুগে বলী ?
সৃজনারি রক্তবীজ পরমাণু সাথে

মিশিয়া গিয়াছে কিবা চিরদিন তরে
মানব-অন্তরে, নাহি আশা আর
পরমা মানসী প্রিয়া অধরা রূপসী
মানবভবনে কভু আসিবে জীবনে ?
ফুলিয়া ফুঁসিয়া নীল গরজে সাগর,
কাঁপিছে ধরণী, কাঁদে কোটি কোটি প্রাণী ;
রণিত সুদূরে ধ্বনি কালান্ত বিলয়,
নাশিবে করাল মৃত্যু জিঘাংসু প্রহরে
মানবের স্বপ্নসৌধ শতাব্দী সাধনা,
ছড়াবে লেলিহ জ্বালা চূর্ণভস্ম শেষ,
নিত্যপাপে ক্রুদ্ধদেব ক্ষমাহীন শূলী
বাজাইছে রুদ্রবীণা ভৈরব-শেখর ?

উড়িছে বায়স ডাকি অকরুণ সুরে
দিবানিশা ভ্রান্তি ক্ষণে। পেচকের ধ্বনি
ধূর দিগন্তে মিলায়। অরণ্য কম্পিত—
শার্দূল গরজে ঘন, করি-যূথ নামে
উপাড়ি কানন তরু সৃজিয়া তাণ্ডব,
ছিটায়ে হ্রদের জল, নাশি বৃক্ষশাখা।
দানব দন্তুর বনে মাতিয়াছে রণে—
কুম্ভীর শার্দূলে টানে, ব্যাঘ্র অজাগরে,
গণ্ডার শানিত খড়্গ আসিছে উন্মাদ
দলে দলে রণে পশু পাশব অমর্ষে !

পিষিবে, দলিবে প্রাণ, ভাঙিবে বেষ্টনী,
জাগো, জাগো অধিবাসী ঘুমায়ো না আর !
লও তীর ধনু সবে, বিনাশ-নাশিনী
দনুজ-মর্দিনী দেবী কোথায় লুকালো
জননী, রজনী ঘোরে তিমিরান্ধকার ?
ওগো জ্যোতির্ময়ী কেবা পলাতকা ভীতা
পাশব দশন হেরি চলিয়াছ দূরে
উড়ায়ে অঞ্চল ছায়া নভ-নীলিমায়,
ছড়ায়ে কুঞ্চিত কেশ রমণী বিকাশ ?
অরণ্য বিস্তারে শিরে এলোকেশী কোন
দিগন্তে মিলায়ে যাও অমিয়া-মাধুরী !—
রঞ্জিত চরণে তব নূপুর শিঞ্জিনী:
বাজিছে হৃদয় মাঝে বিরহ বিধুর।

দাঁড়াও, দাঁড়াও ওগো ক্ষণিকা বালিকা ?
মাতা কন্যা নহ পত্নী, নহ তুমি সখী।
যুগে যুগে যুগান্তরে নিস্ফল সাধক
মিহিরকিরণ আমি তোমারে না জানি,
স্তিমিত জ্বলিয়া জ্বলি মহাশূন্যে ঘুরি।
জন্মজন্মান্তর-ভোগ ঘুচাইব কবে
পাশব খাণ্ডব দাহে ঘৃতাহুতি রোগ,
লভিব শীতল মৃত্যু তমিস্রা সায়রে
নিভিয়া মগন কিবা রোগজীর্ণ তনু ?
কহ, কহ, কোন ক্ষণে সারদে শুভদে !

বরদানি' ঘুচাইবে অন্তর বেদনা ?'
সৃজন-উন্মাদ শিল্পী বিচিত্রমানস
হুতাশন রুগ্ন সম বিজনে বিপিনে
জানায় মিনতি তার শেখরে স্মরিয়া।
করুণ ব্যাকুল সুর ক্রমশঃ গগনে
ছড়ায়ে মিলায় ক্ষুব্ধ পবন হুতাশে।
কোথা সে গাণ্ডীবী বীর মাধবে মিলিত
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বন জিনিয়া আহবে
হুতাশন ভ্রাম্যমানে বুভুক্ষা মিটাবে ?
পশুতারা অগণিত অমেয় সবল
এখনো বিরাজে বনে, নিভায় আগুন,
শুভে শুভে বারিক্ষেপে নাগফনা পিছে,
শতদানবের ভয় কোথা হ'ল ক্ষয় ?
মাধববিহীন নরে কোথাবা আশ্বাস
দূরিবে দৈত্যেরে মিলি তিমিরহরণ,
নাশিবে অবিদ্যা ঘোর অজ্ঞান আঁধার
আলোকে দীপিয়া দিক, গৃহে গৃহে জ্বালি
হোমানল ?

চলিতে অরণ্যে আনমনে
কখন আসিল শিল্পী সরসীর তীরে,
হেরিল কিরাত নারী পুনঃ লাজহীনা
ছাড়িয়া বল্কলবাস সুদৃঢ়-যৌবনা,
সিনান সারিয়া তীরে উঠিতেছে শ্যামা,
জলঘট কক্ষে তার নিবিড়-কুন্তলা।

পরিয়া বল্কলবাস ফিরি যাবে গৃহে
অদূরে কিরাতগ্রামে, যেথা স্বামী তার
ব্যাঘ্রাহত—পঙ্গু, অন্ধ, প্রৌঢ় সুরাপায়ী,
তিরস্কারে, অভিযোগে বিষাইয়া দিবা,
নিশাভাগে ব্যর্থকাম জ্বালে বহ্নিশিখা
রমণী-হৃদয়ে,—শিরায় শিরায় দাহ
গরলে জ্বলিয়া, রমণী লুকায় রোষে
মানস-বিবরে—কালভুজঙ্গিনী সম
ললাম মোহিনী কৃষ্ণা, ক্ষমাহীন ক্ষোভে
বাহিরিয়া, দংশিবারে চাহে ভাগ্যহত
যেবা আসে অমাঘোরে পূর্ণিমায় কভু।
সহিতে নারিয়া তার কালকূট জ্বালা
ফুঁসিল সর্পিণী ক্ষোভে হেরিয়া ভাস্কর
বৃক্ষশাখা-অন্তরালে ধানুকী সুবেশ
ঘুরায়ে আনন লাজে চলি যায় দূরে।
জানিয়াছে কিবা তার গরল অন্তরে—
বাহিরে দেখিতে চিত্রা মনোহর শোভা
লীলায়িতা নাগিনীর পেলব পরশ
জড়াইয়া কটিস্কন্ধ চুমিবে অধরে
মৃত্যুনীল যাতনার রিক্ত দীর্ঘশ্বাস ?···
সহসা রোদনধ্বনি অরণ্যের মাঝে
ভয়ার্ত, ব্যাকুল ! থমকি দাঁড়াল যুবা
ধানুকী কুশল, ফিরিল শুনিয়া পুনঃ
উচ্চ কলরোল, দ্রুতগতি অনুসরি

নারী-কণ্ঠস্বর হেরিল সুমুখে দূরে
মত্ত করিযূথ। আসিছে সবেগে কিবা
হেরি রমণীরে? সভয়ে কাঁপিছে শ্যামা
বেতসলতিকা, লুটাল ভাস্করবুকে
জড়ায়ে যুবায়, ছড়ায়ে কুন্তলদাম
নাগফণা সম। ক্রমশঃ ঢলিয়া পড়ে
জ্ঞানহীনা যেন। অভিনেত্রী চিরন্তনী—
রমণী-ছলনা! বুঝিবে কেমনে যুবা?
বাহুবলে বলী, ক্ষিপ্র, তুলি রমণীরে
আপনার স্কন্ধদেশে লয়ে শির তার
ছুটিল সবেগে। অতিবৃদ্ধ বট এক,
ঝুলে শ্মশ্রু ঝোরা; ধনুকতূণীর তীর
রাখি তরুতলে, অতি ক্লেশে উঠে যুবা
নারীতনু বহি'। শাখা 'পরে নাহি ভয়,
করী করাঘাতে পারিবে না কভু এবে
নাশিতে মানবমানবী দোঁহে। মিলিত,
স্পন্দিত কহিছে হৃদয় হৃদয়ে যবে
ধুক্ ধুক্ ধুক্, ভুলিল রমণী নর
ক্ষণকাল ভেদাভেদ জ্ঞান, অবলুপ্ত
কামনা চেতনা। কালে কালী বক্ষোলীনা
কালিমা অতীত—প্রকৃতি পুরুষ তরে
রচে নাই মোহ, দেহে দেহে রোমকূপে
জাগায়ে হরষ, বিলোল কটাক্ষে প্রাণ
করিয়া চঞ্চল, হিল্লোলে, ঝটিকাবায়ে

প্রমত্ত আবেগে, দুলাইয়া চিত-শাখা,
ঝরায়ে মুকুল।
চলি গেল করিযূথ
বৃক্ষতল দিয়া, শুণ্ডে শুণ্ডে উপাড়িয়া
শত ক্ষুদ্র তরু, ভাঙিয়া, দলিয়া শাখা,
পত্রগুল্মরাজি, মাতিল মহোৎসবে।
মিলালো প্রান্তরে পদধ্বনি বিকম্পিত
আরণ্য উল্লাস, জাগিল ছলনাময়ী
চেতনা লভিয়া। ধীরে খুলি আঁখিযুগ
ছাড়িয়া যুবায়, বসিল শাখার 'পর
প্রশস্ত বিস্তারে, রচিয়াছে শয্যা যেথা
বিশাল শ্যামল বট যেন বা কৌতুকে
সুবৃদ্ধ প্রমোদী। প্রকৃতি প্রশাখাপ্রিয়,
আবরিতে চাহে তরুরে শাখারে সদা
জীবনপ্রেমিকা। মুদিল ভাস্কর আঁখি,
হেরি পূর্ণা যুবতীর অর্ধনগ্ন শোভা,
ঢলঢল কমনীয় তনু। চারুকটি
নিতম্বিনী প্রভিন্ন বল্কলে চাহি রহে
উদাস-রহস্যময় নীরব ইঙ্গিতে।
গলদেশে দোলে মালা কানন-যূথিকা,
কর্ণমূলে রৌপ্যবৃত্ত, বাহুমূলে লতা
সিনান-সজল কেশ সুঠাম তরুণী।
সুগভীর অচঞ্চল সরসীর বুকে
ছায়াঘন পল্লবিত আঁখিতারা স্থির

নাচিছে আলসভরে কভু বা প্রশ্বাসে
পবনহিল্লোলে মৃদু দুলিয়া দুলিয়া,
গড়ায় হৃদয়-ঢেউ আঘাতিয়া তট,
চুম্বক লইতে চায় হৃদয়ে হৃদয় ;
হাসে লৌহকৃষ্ণা হেরি ভাস্করের দ্বিধা,
নীতির প্রাচীর পিছে নয়ন মুদিয়া
স্মরিছে কাহারে ভীরু কাতর মানব ?

* * *

ফিরিল ভাস্কর যবে নিশাঘোরে গৃহে
ধর্মদত্তা চমকিতা কহিল সুন্দরী—
"শেখরের বেণ্ুকার, নাহি দেখি তোমা
প্রভাতে, সন্ধ্যায়, কিবা ভুলিলে শেখরে ?
তোমারে চাহিনু আমি আসিয়া প্রভাতে
প্রণাম করিব পরি' নবীন বসন,
হারীত সুদাস সবে খুঁজিল তোমায়,
খুঁজিছে এখনো তারা অরণ্যে ঘুরিয়া
দলেদলে কৃষকেরা লইয়া মশাল।
কোন্ পথে কোন্ দিকে ধানুকী কুশল
চলিলে ফিরিলে তুমি সবার অলক্ষ্যে ?
তূণীরে সকল তীর রাখিয়া অব্যয়
বধিয়াছ বুঝি বনে কৃষ্ণনয়নারে
রোধিয়া কণ্ঠের শ্বাস বাহুআলিঙ্গনে ?
শ্যামল তৃণের মাঝে মেলি ভীরু আঁখি
হেরিয়া তোমার রূপ, মৃগী মুগ্ধমনে

লুটালো চরণে তব, তুমি কৃপাময়
ছাড়ি দিলে কিবা তারে করুণাকাতর?
মৃগয়া করিতে যাও সুন্দর-সাধক!
শুনিয়াছি গর্ব তব প্রহরে প্রহরে,
দেখি নাই কভু তোমা মৃগয়া-সফল।”
অধরে মধুর হাসি ভাস্কর-প্রেয়সী
জানেনা আঘাত তার শব্দবাণ পিছে,
গৃহিণী সেবিকা দীপ্তা প্রদীপ আলোকে
আনিয়া আহার্য রাখে স্বামীর সম্মুখে।
দুয়ারে অর্গল টানি মিহিরকিরণ
লইল দত্তারে বক্ষে ঝটিকা আবেগে,
ভুলিয়া জঠরক্ষুধা নীরব নির্বাক।
ধর্মদত্তা কহে ক্লিষ্টা, “নহ কৃপাময়—
প্রমাণ পাইনু এবে। কহি করজোড়ে,
হইয়াছে নিশাঘোর, অভুক্ত এখনো,
আহার করিবে চল। ভুলিয়াছ কিবা
উপবাসে কাটে মোর দিবানিশি জাগি?
রমণীর সদাচারে অত্যাচারী তুমি
অরণ্য-নেশায় মাতি ভুলেছ অবলা
অধমা দাসীরে তব।...একী বিড়ম্বনা!
অসময়ে একী খেলা—কারে তুমি চাও
পাও নি আজিও যারে তনয়-জনক?
ছাড়ো, ছাড়ো, কহি তোমা, করি প্রণিপাত,
ওই আসে, লোককণ্ঠ শুনিতেছি দূরে,

মশাল লইয়া ফিরে হারীত সুদাস,...
নাহি কি শরমবোধ—আসিয়া দেখিবে
দুয়ার অর্গলরুদ্ধ—মরিব যে লাজে !
ওগো ছাড়ো, ছাড়ো মোরে—করি অনুনয়...

রূপোন্মাদ শিল্পী কিবা নাশিল প্রমাদে
বাহুর পীড়নে দলি মানসীরে বুকে ?
জানিতে চাহিল ক্ষণে জোনাকী আলোক
জ্বলিছে যুবতীনেত্রে কোন সে তারকা
ছায়াপথ-জ্যোতি, অমেয় অমিয়া স্নিগ্ধ,
সুনয়নী সকরুণ ক্লিষ্ট দৃষ্টি মাঝে—
অধীর উল্লাসে মত্ত সুন্দর-সাধক
নাশিল সৃষ্টিরে কিবা তিলে তিলে গড়ি ?

নিভিয়াছে দীপ গৃহে পবনে কাঁপিয়া,
তিমির আঁধারে ঘোর মানস আঁধার
যুবক আনিয়া বারি ছিটাইয়া চোখে
ফেলিল স্বস্তির শ্বাস—প্রাণবায়ু বহে।
ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ নাড়ী, অনুভবি শিরা,
প্রিয়াবাহু সুকোমল সন্তর্পণে ধরি—
যেন বা নিজের স্পর্শে নিজেরে ডরিয়া—
ভাস্কর লইল ক্রোড়ে ধর্মদত্তা-শির,
কুসুমিত বেণী স্রস্ত ক্ষুণ্ণ শিরশোভা,
হেরিয়া বিবর্ণ গণ্ড, পাণ্ডুর অধর,

অনুতাপে ম্রিয়মাণ ব্যাকুল ভাস্কর
রহে বসি নিমগন চিন্তা-জরজর—
আপনার অসংযমে বিস্মিত, লজ্জিত !
'ছি ছি, একী আচারবিহীন তনুতৃষা,
তামস আবেগ !—বিবর্ণ পঙ্কিল বারি
স্রোতহারা যায় কভু সাগর-সঙ্গমে ?
সুন্দর-পূজারী নহি, আজিও পাশব !'...
হারীত সুদাস আদি ফিরিয়া ব্যাকুল
প্রশ্ন করে কিবা গতি কোন্ সে কারণ
জননী শায়িতা রহে নয়ন মুদিয়া।
কহিবে কারণ কারে—নতমুখে শিল্পী
নিরুত্তর, সহসা জাগ্রতা, আঁখি মেলি
জননী গৃহিণী কহে, "নাহি ভয় কোনো—
উপবাসে হারানু চেতনা। হইয়াছি
সুস্থ এবে, নাহি গ্লানি আর। যাও সবে
গৃহে ফিরি—ক্ষুধিত, তৃষিত, ক্লান্ততনু
অরণ্যে ঘুরিয়া। মিটাবো সবার ক্ষুধা
আমার ভাণ্ডারে, নাহি আয়োজন তার,
তাই কহি, যাও এবে, কিন্তু এসো যেন
কালি প্রাতে লইতে প্রসাদ—রহ, রহ—
রহ ক্ষণকাল সবে—ভুলিলাম, হের,
বণিক-প্রদত্ত মিষ্ট গোধুম-লাড্ডুক।
আছে গৃহে পূর্ণভাণ্ড, দিব তাহা আনি।"
ধর্মদত্তা উঠি যায়, না মানি নিষেধ !

নিবারিতে চাহে কৃষকেরা, কহে, "মাতা,
কেন কর ক্লেশ, সবাকার গৃহে যেথা
আছে অন্নজল ? তোমারি আশ্রিত মোরা,
তোমারি পুণ্যের ফলে লভিয়াছি সবে
সুবর্ণ ফসল—পৃথক কোথায় কার
অন্নের সঞ্চয় ? তোমারি অর্জিত ধনে
আমরা যে ধনী।"
হাসিয়া লাড্ডুক ভাগ
দেয় সবে নারী। "যাও সবে গৃহে ফিরি!
উদ্বেল অধীর প্রতীক্ষা করিছে মীরা,
মালিনী, মাধবী, বকুল, করুণা, চম্পা।
মুকুল, কণিকা, নব-বিবাহিতা বধূ
কিবা জানি, নিশাঘোর, ডরে অন্ধকার
বিজন নিবাসে! চূড়ামণি, চন্দ্রকীর্তি!
শীঘ্র যাও ফিরি। কেন বা শরমে হেথা
রহ দাঁড়াইয়া ? নাহি ভয়—কহি পুনঃ,
মরিব না কভু, তোমাদের পৌত্রমুখ
না হেরি নয়নে।"
একে একে কৃষকেরা
চলি গেল গৃহে। স্বামীপুত্র কুলদাসে
পরিসেবি সবে, অন্নশেষ রহে যাহা
ভুঞ্জিয়া নিশায়, সারি কাজ, ক্লান্ত—শ্রান্ত—
নিদ্রাবশে নারী যবে এলাইল তনু
আপন শয়নে, ভাস্কর আসিল কক্ষে,

প্রদীপ আলোক জ্বালি হেরিল তনয়
কিশোর হারীত রাখিয়াছে সুপ্তিমাঝে
আপনার বামহস্ত জননীর গলে
স্বপনে সুহাস। দেখিছে কাহারে পুত্র
নন্দিত-বদন কর্পূরধবল-কুন্দ
প্রসন্ন শেখরে? সরল বিশ্বাসে শিশু
লভিল যাহারে, কোথা মিলে অখণ্ডিত
বিচার মানসে! বিচার, বিচার, হায়!
জ্ঞানযোগী পায় কিবা পরম সান্ত্বনা
জানি দুঃখ-মূল? একি জ্বালা, জীব-জ্বালা!
নাহি জানি আজো, কেন যে বাসনা রহে
লুকায়ে নাগিনী, ভবন-বিবরে কবে
দিনু তারে স্থান, কোন্ সে অশুভ ক্ষণে
স্বর্গসুখ-নাশে অগোচরে প্রবেশিল
কালভুজঙ্গিনী, মানবমানস-মোহা,
তামস গরল তার ঢালিতে সরোষে?
সৃষ্টিতরে কামনী সে, নাহি জানে কাম,
জননী গৃহিণী প্রিয়া প্রকৃতির কাজে,
নহে স্রষ্টা আপন প্রভাবে। শুনিয়াছি
বহু নর রমণীসদৃশ, চাহে তারা
নিত্যকর্মী সুখশান্তি-নীড়। কিবা জানি
পায় ওরা চাহিয়াছে যাহা, সংসারের
শত কার্যে, ইহসুখ-কামী? কুলদাস
সুদাস কহিল মোরে সবে সুখী তারা,

ধর্মদত্তা

নাহি জানে দুঃখ কোনো হেথায় আসিয়া,
লভিয়াছে পূর্ণানন্দ সিদ্ধমনস্কাম।
নাহি বাঞ্ছা স্বর্গসুখে, হেথায় রহিবে,
হাসিবে, কাঁদিবে কভু, নাহি ক্ষোভ তায়।
কত না কর্মের নেশা কৃষকের রহে,
প্রভাতে উঠিয়া ছোটে হলধর ওরা,
বারি ধরি ক্ষেত্রবুকে সময়ে ছড়াবে
বীজধান্য, রোপিবে কোথাও ক্ষেত্রমাঝে
আলোড়িত সুকর্ষিত সলিলে কর্দমে,
নিবারিয়া বন্যাজল, পশু-অত্যাচার,
নিবারি আপন গাভী, ছাগমেষ আদি,
পালিয়া শস্যের শিশু অশেষ যতনে।
সারাক্ষণ ব্রতী ওরা, কোথা অবকাশ,
জানিয়াছে ধর্ম সত্য, ধর্মপ্রিয় সদা—
পালিত জননী-স্নেহে দেবীর আশ্রিত।
আমারে বরিল দত্তা স্বামীরূপে কিবা
শেখরের প্রেরণায়? কূলবতী স্রোতস্বতী
প্লাবন-রহিতা—প্রকৃতি শোভনা রীতি
আমারে শিখায়, ধরিয়া সন্তান গর্ভে
নবীন মানব?

আনিল ডাকিয়া পুত্র,
প্রণমি চরণে, সন্ন্যাসী সে উপগুপ্তে;
বৌদ্ধ ভিক্ষু এক চলেছে একাকী বনে
দূরদেশ পথে। কহিনু তাঁহারে আমি—

"কোথা সত্য তব—উন্মাদ নহ কি তুমি
খুঁজি' ত্রাণ বৃথা? ধরার সীমার মাঝে
ছিল যে অসীম তাহারে ছাড়িয়া পথে
হে ভ্রান্ত পথিক!—সবুজ প্রান্তরে নীল
আকাশের মায়া, নদীজল ছলছল
চঞ্চল পবনে, সমীরে ভাসিয়া আসে
বিহগ-কাকলী, প্রভাতে নবীন সূর্যে
দিগন্তে বিভাস—আলোকিত আঁধারের
কম্পিত, ঝঙ্কৃত—বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রস—
বাস্তব ত্যজিয়া—শূন্যপথে ছাড়ি যাও
মুকুতা-মালিকা?" কহিল আমারে ভিক্ষু,—
"ভ্রাতঃ, কোন্ হেতু রাখিয়াছ গৃহে সেথা
ধনুক তূণীর, বধিবে শার্দুলে কিবা
বরাহে দন্তুর?" কহিনু তাঁহারে যবে,
হাসি মৃদুমৃদু জিজ্ঞাসিল সৌম্যমূর্তি,
"বধিয়াছ কিবা শার্দূল বরাহ দুই
রহে যে অন্তরে?…কেমনে রহিবে তবে
আপন ভবনে? হরিণ রঙীন বাঁধা
দুয়ারে যাহার, তাহারে ভুলায় কভু
মায়াবী মারীচ?"…চলি গেল বৃদ্ধ ভিক্ষু,
দেখিনু আননে জ্বলিতেছে দিব্য বিভা,
মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকবসন-শোভা,
শিখাসম কাঁপিয়া গগনে মিলাইল
চক্রবালে। কণ্টকে আবৃত বনপথে

ফিরিনু অবশ দেহে আপনার গৃহে।···
শুনিয়া ধর্মের বাণী কেবা ধর্ম লভে ?
বাসনা ছাড়িলে তবে বাসনারে ছাড়ি—
কিরূপে মিলিবে মোর চিরপরিত্রাণ ?
কোথায় নির্বাণ হায় ধারণে গৈরিক !
গৈরিকধারক কত অসাধু সে রহে।
কিরূপে নাশিব মূল মনের গভীরে
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অসূয়া উপাড়ি ?
কোথা পথ জানি ? শেখরের কৃপা বিনা
কোথা আশা কার ?”······

শেখর, শেখর জপি
ফিরিল ভাস্কর আপনার কক্ষমাঝে !
“চাহিব না কিছু আর, চাহিব না কভু
দেহের বন্ধন মাঝে দেহাতীত-সুধা—
পাইয়াছে কোথা নর মরলোক মাঝে ?
চাহিনা বাসনা তবু চাহে সে আমায়,
ঘিরিয়া ঘুরায় মোরে জন্মচক্রপথে,
কোটি যুগ বর্ষ শেষে ঘুরিতেছি আজো
আবদ্ধ মায়ার জালে ঊর্ণনাভ মোহে।
ছেদিব মায়ার জাল কভু কি জীবনে
অলসমানস ? জানিয়াছি নিজরূপ
ভণ্ড প্রতারক, নিজেরে কহিনু সাধু—
হায় পাপী মন ! নিজেরে গণিনু জ্ঞানী—

হায় জ্ঞানহীন! নাহি গুণ, নাহি পুণ্য
নাহি অধিকার লভিব তপস্যাবলে
শেখর-আশিস্। শেখর, শেখর কোথা—
নাহি পরিত্রাণ! মায়ামৃগ পিছু আমি
সদা ঘুরি মরি। দেবী সে পাষাণ-মূর্তি
দেবতা কল্পনা। কহিয়াছে ভিক্ষু মোরে—
দেবতা-দুয়ারে ভিক্ষা বৃথা অনুনয়।
গ্রহতারা ঘুরে বর্ত্মে আপন নিয়মে—
আঁধার নিশায় কোথা আলো জ্বালে রবি?—
আগুন, আগুন জ্বালো, হে বহ্নি-সাধক,
তবে সে আঁধারে আলো হেরিবে নিশায়।...
বিনিদ্রনয়ন ফিরি শয়নকণ্টকে—
উঠিছে বসিছে শিল্পী, অশান্তমানস,
স্বপ্নভীতা ধর্মদত্তা জাগিল সহসা।
আঁধার রজনী ঘোরে ক্ষীণ চন্দ্রভাতি,
পড়িয়াছে দূর বনে কুটির-অঙ্গনে
দুয়ারে গৃহের কোণে অশরীরী ছায়া,
মেদুর আকাশ বুঝি ঝরিবে অঝোরে—
কদলী কদম্ব কুঞ্জ শিহরে নিথর।
শুনিয়া কাননধ্বনি সুদূর কম্পন,
সন্তর্পণে পুত্রহস্ত সরায়ে যতনে,
আসিল স্বামীর কক্ষে কমললোচনা—
নীবিবন্ধ-শ্লথ-বাস লুণ্ঠিত-অঞ্চল।
হরিণী অবলা কারে বধিল শার্দূল;

পান করি রক্তলাল গরজে উল্লাসে ?
কিবা সে—হরিণী নহে, হরিণীর সাথী
হরিণে নাশিল ব্যাঘ্র জিঘাংসু নির্দয় ?
শিশু মৃগ একা বনে মূর্ছাহত রহে—
সভয়ে ছুটিতে ভঙ্গ আহত চরণে
তরু-গুল্মে রুদ্ধবেগ পতিত ভূতলে ?
হেরিয়াছে ধর্মদত্তা স্বপ্নমাঝে ছবি—
শিশুমৃগ, মাতাপিতা হারায়ে একাকী
কাতর বিহ্বল রবে লুটালো চরণে
কুটির-প্রাঙ্গণে পশি ! কোথা মৃগশিশু—
এযে পুত্র তার !—নিমিষে মৃগের কায়া
মানবে মিলায়।…
পদধ্বনি চমকিত
ফিরিল ভাস্কর ! রমণী, জড়ায়ে কণ্ঠ
স্বামীর অধরে আঁকিল চুম্বনরেখা।
জ্বালিল প্রদীপ—সিক্তভাণ্ড ঘৃতপূর্ণ—
জ্বলে দীপ্ত দীপশিখা। ঘনালো রজনী।
“আসিলে আপনি, যুগান্তে, নিশীথ-মোহে—
একি অভিনয় তব ?”—কহিল ভাস্কর।
হাসিল রমণী, নয়নে নয়ন রাখি,
লইয়া স্বামীর কর আপনার করে।

[তৃতীয় সর্গ শেষ]

চতুর্থ সর্গ

["....গোধূলি উষায় ভেদ
নাহি মানে রবি—অস্ততেজ দিনকর
ঢলে সে রজনী-মুগ্ধ তামস-তিমিরে।..."]

মাতিয়াছে কৃষকেরা বসন্ত-দিবসে
আবির গুলিয়া রং খেলে গোচারক
পথে পথে, দলে দলে। গৃহে গৃহে ধ্বনি
আনন্দ মুখর, রঞ্জিত কর্দমে কেহ
লয় প্রতিশোধ গোময় ঢালিয়া শিরে
অতর্কিতে ; কেহবা মহিষপৃষ্ঠে বসি
সুমধুর বাজায় মুরলী ; কুঞ্জে কুঞ্জে
ডাকিছে কোকিল কুহু ; ভগ্ন বৃক্ষশাখে
বায়স বিরাগভরে বসিয়া নীরব
সহসা ডাকে সে উচ্চে, হেরি, অপরূপ
পৌঢ়-কঙ্ক-বেশ : দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি
বহুরূপী সাজি চমক লাগায় গুণী,
চাহে উপহার।

প্রণমিল ধর্মদত্তা
স্বামীর চরণে, বসন্ত-উৎসবে, দিব্য
বসন পরিয়া। বিমুগ্ধ মিহির হেরে
উষা মূর্তিমতী, ছড়ায়ে অঞ্চল চারু
সীমন্তিনী হাসে, তরুস্কন্ধে রাখি ভর
আলোক-বন্দিতা। জড়ালো জননী স্নেহে
তরুরে, তনয়ে !

থগন আনিল গৃহে
যুগ্ম মৃগমৃগী। জালবদ্ধ ক্ষেত্রমাঝে
নিশাযোগে। কহিল মালিনী, "হের,
মৃগী এ গর্ভিনী। মনে লয় মাসশেষে
মুক্ত হবে প্রাণী।—নাহি নাশে ব্যাঘ্র যাহে,
প্রাচীর-বেষ্টনে রাখো গো যুগলে সেথা
ভবন-প্রাঙ্গণে ; পালিব যতনে আমি।"
আকুঞ্চিয়া আঁখি, গম্ভীর থগন কহে,
তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে—"হেরুকে বিক্রয় করি
মিলিবে রতন। ধনিক বণিক পুনঃ
আসিয়াছে গ্রামদেশে সাজায়ে সম্ভার
শত তরী সহ ; ক্ষণকাল বুদ্ধি তব
রাখো ওষ্ঠে ধরি, জিহ্বারে বাঁধিয়া অগ্রে
শাল দন্তমূলে।" "আহা কিবা রূপ!" কহে
মালিনী সরোষে ফুঁসিয়া—"গন্ধর্ব কোন্,
আ মরি এলেন স্বর্গধাম ছাড়ি হেথা
দেবতা কার্ত্তিক ?" হি হি হাসে রাখালেরা,
কুতূহলী। নাচে রোষে হরিণ-হরিণী।
শৃঙ্গী মৃগে রাখা দায়, রজ্জু বলে বাঁধি
গৃহের প্রাঙ্গণে। শুনি কলরব মহা,
ভাস্কর, হারীত, দত্তা উঠিল অঙ্গনে,
যুঝিতেছে মৃগসাথে কৃষক থগন,
হেরিল হারীত। এড়ায়ে পশুর শৃঙ্গ,
সবল থগন দমিল আরণ্য মৃগে

অবশেষে, চারিপদে বাঁধি, সুকৌশলে।
অধীর আরাবে মৃগী ক্ষীণাঙ্গিনী
করুণ নয়নে চাহি, ঘোষে প্রতিবাদ,
বিলাপ কাতর সুরে বেদনা-বিহ্বল।

বালক বিনয়ী, প্রসারিয়া স্বর্ণমুদ্রা,
কহিল খগনে, "মৃগমৃগী দাও মোরে
বিনিময়ে বিকি।" মুদ্রাদ্বয় স্বর্ণময়
নিক্ষেপি সম্মুখে, হেরুক বিলাসীবেশে
দাঁড়ায়ে পশ্চাতে, কহিল সুদৃঢ়স্বরে,
"মূল্য যেবা দিবে যাহা, দিব ঊর্ধ্বে তার।"
অবাক্ হারীত কহে, "ছাড়ি দিব বনে।
বনপশু বনে যাক আপন নিবাসে।"
খলখল হাসে শ্রেষ্ঠী, ছলনা-চতুর,
কহিল, "কিশোর মম, রাখো মুদ্রা তব,
দিনু তোমা মৃগমৃগী, স্বর্ণমূল্যে কিনি;
নাহি বাধা—ছাড়ো, রাখো—যেবা ঈপ্সা তব।
কিবা ইচ্ছা জাগে আর, কহ মোরে তাহা,
মিটাইব সাধ। ভদ্র, কিবা নাম তব ?...
এমন কিশোর, আহা, হেরিয়াছি কোথা—
ধন্য পিতা মহামতি, গুণাঢ্যা জননী!"

বিমুক্তবন্ধন ধায় বেগে মৃগমৃগী
অরণ্য মাঝারে। রাখিয়া বালকস্কন্ধে

আপনার কর, কহিল চতুর শ্রেষ্ঠী—
"কহ ভদ্র, কিবা কাম্য আর, মিটাইব
সাধ তব, আজিকে উৎসবে। লব ভাগ
তোমার আনন্দে। কহ, নবীন কিশোর
শরম ত্যজিয়া তব। বিচিত্র রঙীন
তরী 'পরে আছে কত মহার্ঘ উষ্ণীষ,
পরিয়া উৎসবে যাহা মগধতরুণ
গর্বভরে ভ্রমে রাজপথে ; অথবা কি
লবে তুমি ঘোটক-শাবক, আনিয়াছি
সাথে মোর নধরগঠন ?"...

নম্র-আঁখি

কহিল হারীত ফিরিতে ভবন-পথে,
গৃহদ্বারে আসি, "আসুন ভবনে তবে
পিতার সকাশে। নাহি জানি কাম্য কোন্
রহে মোর অপূর্ণ ধরায়। জানি লব
পিতারে জিজ্ঞাসি' ঈপ্সা স্পৃহনীয় যাহা,
নহে অনুচিত আজিকার এ উৎসবে।"

মৃত্তিকা-অঙ্গনে উঠি, বেত্রাসন টানি,
সুকৌশলী শ্রেষ্ঠী কহে, শিষ্টাচার-শেষে—
"ধন্য, ধন্য! ধন্য পিতা সন্তান-জনক!
ধন্য, ধন্য! ধন্যা মাতা সন্তান-জননী!...
দেখিয়াছি কোথা সম প্রশান্ত বদন
সহৃদয় সরল কিশোর।...ছাড়ি দিল

মৃগমৃগী দানিলাম তারে, স্বর্ণমূল্যে
ক্রয় করি সম্মুখে তাহার। কহিলাম,
'কহ কিবা লিপ্সা আর—মিটাইব সাধ
আনন্দের দিনে।' কহিল নির্লোভ শিশু—
'জানি লব পিতাপাশে ঈপ্সা স্পৃহনীয়।'
এমন মধুর ভাষা শুনিয়াছি কোথা
বালকের মুখে? জানি লবে পিতাপাশে
ঈপ্সা স্পৃহনীয়! হেরিয়াছি কত স্থান
স্বদেশে বিদেশে—তাম্রপর্ণী, যবদ্বীপ—
পাণ্ডীয়, কেরল—ভ্রমিয়াছি অঙ্গে, বঙ্গে
কোশলে, গান্ধারে—দেখি নাই শান্ত, ধীর
পিতৃভক্ত কিশোর এমন! হেন রূপ
আছে কোথা নৃপতি-তনয়ে?"

স্থানত্যাগ
করি যায় লাজুক হারীত। মৃদুহাস্য
শিল্পী পিতা রহিল নীরব। স্মিতাননা
কহে দত্তা—"নাহি উপচার গ্রামগৃহে
নগর-বণিকে বরি মোদের নিবাসে,
যোগ্য সমাদরে।"...

নৈবেদ্যপ্রসাদ তুলি
সসম্ভ্রমে, জপিল স্বগতঃ কামকীট
রূপদগ্ধ—ওগো ও সুন্দরী, তব করে
যাহা মিলে মিলিবে কোথায় ভোগ্য সম
নগরভবনে?' কহিল প্রকাশ্যে খল—

সহসা রাখিয়া শির দত্তার চরণে,
পরশি চরণযুগ পেলব কোমল,
আঁকিয়া হৃদয়ে, ভালে, পদরজঃ চুমি—
"একি কথা কহ দেবি! আমি দাস তব।
দাসানুদাস। শুনিনু মহাগুণান্বিতা,
দৈববলে বলী—নহ সামান্যা মানবী
তুমি। বনদেবী! কহে কৃষকেরা মোরে,
তোমার প্রার্থনাবলে ওরা সবে ধনী,
তোমার ওষধি নাশে সর্বরোগজ্বালা,
তোমার অঙ্গুলিস্পর্শে শাক-অন্ন সুধা।
কহে সর্বজন হেথা। দ্রৌপদী পরশে
ধন্য হরষিল অন্ন যেথা দুর্বাসায়,
সেথা—আমি ক্ষুদ্র নর মরি লাজে, দেবি,
শুনি তব বাণী। নগরের ভোজ্য স্বাদু?
ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! ভুঞ্জি নিত্য, নীরস বিস্বাদ—
প্রকৃত সুখাদ্য মিলে প্রকৃতি-নিলয়ে।"
অদূরে অঙ্গনে বসি, কহিল সুদাস
হাসি—"মাতাহস্তে অন্ন সুধা—সত্য বটে
অতি সত্য ইহা।" যুগলে প্রণমি পুনঃ,
হেরুক বিদায় লয় ক্ষণকাল পরে,
ভণিল আপন মনে তরীগৃহে ফিরি—
"নারীমনে রোপিয়াছি বিশ্বাসের বীজ,
বন্দিয়া তনয়ে, প্রণমি যুগলপদে
ভক্তিনম্রশির। কিবা মন্ত্রে লক্ষ্যভেদ—

নাহি জানি আজো, জানিব ক্রমশঃ ইহা।”
জপিল সুদাস—“দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী—
নাহি পূজি তারে! দেবদাসী দেবকন্যা,
মিলে না তুলনা।”... ... ...
“পত্নীকন্যা লয়ে সাথে
এসেছে বণিক মহৎ-হৃদয়!” “দাতা,
সুমধুরভাষী, অতুল ঐশ্বর্য তবু
গর্বহীন।” “শিশুগণ-প্রিয়, হাস্যময়
সদা।” “বহুজন-প্রতিপালক সুধর্মা,
দেবভক্ত, দীনবন্ধু!”...কহে কৃষকেরা
নদীতীরে স্নানার্থী। কুটিল শস্য-ক্রেতা
জিনিয়াছে কৃষকের মন, উচ্চকণ্ঠে
গ্রামশোভা গুণগান গাহি, পুত্রকন্যা
শিশু সবে দানি উপহার, পুত্তলিকা
বিনামূল্যে বিলায়ে উৎসবে। জিনিল সে
গ্রামবাসী সবে মনোহারী দ্রব্য নানা
বিকিয়া সুলভে, কিনিয়া মহার্ঘ ধান্য
তাম্রখণ্ডে, কভু বা রজতে। নাহি বুঝে
অবোধ অটবীচারী বণিক-ছলনা।
আনে কেহ হস্তিদন্ত শুভ্র, মৃগনাভী,
ব্যাঘ্রচর্ম, দারু গন্ধবহ। ফিরি যায়
পরম সন্তোষে, বসন, দর্পণ লভি,
সরল হৃদয়। ... ...
পাটলিপুত্রের প্রান্তে

ধর্মদত্তা

ভাগীরথীতীরে কদম্ব কেতকীকুঞ্জে
সুশীতল গৃহ দানিবে হেরুক, লুব্ধা
বারাঙ্গনা পাপচক্রে মিলিল মতিকা।
গৃহস্থ বধূর রূপ, সুবেশা, সুরূপা
তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠ, সীমন্তে সিঁদুর
কহিল মতিকা, ভাস্কর ভবনে আসি,
হাসি মৃদু মৃদু, "হারীত-জননী হেরি
পাকগৃহ-দাসী, অনুক্ষণ কর্মে রত।
কভু না হেরিনু তব ক্ষণেকের তরে
অবসর, রূপ-প্রসাধনে! আমরাও
গৃহনারী—মোরা কিবা করি না রন্ধন?
রচি না শয্যা কি কভু নিজহস্তে গৃহে?
নহি তবু গৃহদাসী আবদ্ধ শৃঙ্খলে
ক্রীতদাসী সদা। নিত্য প্রয়োজনে রহে
পাচক ব্রাহ্মণ সবাকার গৃহে, রহে
দাসদাসী সামান্য ভবনে।—রাজ্ঞীসম
রূপবতী—পাচিকা ভৃতিকা!—বনমাঝে
হেরিলাম অচিন্ত্য এ দৃশ্য, নিজচক্ষে।—
স্বর্গের উর্বশী, ক্ষয়িছে লাবণ্য তার
বৃথা কাজে, অকারণে—হায় বিধিলিপি!"
কটাহ-ধারিণী, ঢালি তপ্ত মীনস্তূপ
সুদৃশ্য প্রস্তর-পাত্রে, কহিল গৃহিণী,
"স্বামী তব ধনবান, পার যাহা তুমি
নাহি পারি মোরা। বিত্তহীন গ্রামবাসী—

কেমনে চলিবে দিন পরিশ্রম বিনা ?”
বারাঙ্গনা, অভিনেত্রী মতিকা, কহিল
কপট গাম্ভীর্যে, “শুনি, অপূর্ব কুশল
হারীতের পিতা, শিল্পী, বিখ্যাত ভাস্কর,
স্থপতি-নায়ক। ঐশ্বর্য লেহিত, জানি,—
শিল্পীরে চরণে—পাটলিপুত্রের ধনী
ভাস্কর-পূজারী। ধনিক বিলাসী কত
মর্মর-প্রেমিক, রচে উপকণ্ঠে রম্য
প্রমোদ-ভবন।”

বারনারী কহি যায়
বচন-কুশলা—“ভাস্কর, স্থপতি, শিল্পী—
বিরাট প্রতিভা, বিনাশি' সুযোগ তার
রহিলেন সুদূর অরণ্যে। গ্রামে কেবা
মূল্য দিবে সুন্দর-সাধকে ? রহে ইচ্ছা,
নাহি শক্তি। কহি সত্য কটু, নাহি লও
দোষ বাক্যে, 'মধুরভাষিণী'—নাহি খ্যাতি
মোর। মূল দোষে দোষী তুমি—অঞ্চলের
নিধি করি রাখিয়াছ স্বামীরে তোমার
নিয়ত বন্ধনে বাঁধি। জানিনা ভগিনি
সন্তান-জননি! কোন রসে মজি আজো
নারিলে ভুলিতে ক্ষুধা রজনী-তিয়াস!
দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রে রাখিয়া অজ্ঞানী
বিজন বিপিনে হেথা বিদ্যাচর্চাহীন,
চাহ শুধু স্বামীসঙ্গ-সুখ! ভবিষ্যৎ—

ভবিষ্যৎ কোথা গড়িবে পুরুষ তার,
নির্বিকার যেথা, মাতা পত্নী ধর্ম ভুলি
রমণী নীরব ?···তনয়-কল্যাণ লাগি
কহগো স্বামীরে তব ভাবিতে বণিকে,
প্রতিষ্ঠিত-চিন্তার জনক রাজদ্বারে,
গণ্যমান্য মগধে, ভারতে। অট্টালিকা
সুবিশাল, প্রাসাদ সমান, রহে কত
শূন্য কক্ষ নিয়ত ভবনে—রহ তুমি
নিঃসঙ্কোচে স্বামী-পুত্র লয়ে সগৌরবে
ভগিনী সম্মানে। মিলিলে সৌভাগ্যযোগ—
মিলিবে অগৌনে জানি—যেও অবশেষে
আপন আলয়ে।···

মোদের ভবন পাশে
নগর উপান্তে, রচিও স্বামীরে বলি
প্রেমের বিচিত্র নীড় ভাগীরথী-তীরে,
চিত্রপটে আঁকা সেই উদ্যান-বাটিকা
চাহিনু জীবন ভরি পাই নাই আজো—
নাহিক মগধে সম সুদক্ষ স্থপতি
দানিতে বাস্তব রূপ স্বপনসদনে,
গাভীস্তনে বারি ঝরে, মূরতি সুন্দর,
যেথায় কাননে ঘোরে ময়ুরময়ুরী,
ভবন-প্রাচীরে উঠি, ফিরি কুতূহলী
হেরিয়া পথিকে ক্ষণে অনিমেষ আঁখি
চকিতে ছুটিয়া ধায় কস্তুরী হরিণ,

যেথায় তড়াগে ভাসে মরালমরালী
তুলি শুক্ল-গ্রীবা, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ডাকে
রঞ্জিতচরণচঞ্চু প্রভাত পুলকে !···
মনোহর আর্যাবর্ত-সম্রাট-নগর
বিচিত্র পাটলিপুত্র—গভীর পরিখা
চারিদিকে, সম্মুখে জাহ্নবী, রাজপুরী
বিপুল বিশাল, জগতে নাহিক হেন
জনপদ আর। আনন্দে হেরিবে তুমি
সজ্জিত বিপণিশ্রেণী, থরে থরে শোভা
ঝলসিবে আঁখি তব দ্রব্যের সম্ভারে
অগণিত জনস্রোতে প্লাবিত সরণি,
কভু বা হেরিবে তুমি ভবন মহান
সুবর্ণে মণ্ডিত ; রথচক্র ঘর্ঘরিয়া
চলিয়াছে বেগে দর্পী সেনা সপৌরুষে ;
অশ্বারোহী যুবক তরুণ পথে পথে
ভ্রমে ঘুরি রোধিয়া শকটে, নিয়ন্ত্রিয়া
জনতার স্রোত ! গজ 'পরে রত্নময়
বসি স্বর্ণাসনে মগধসম্রাট, বীর,
মহান বিক্রমী দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী,
অবতরি দেবতা-আলয়ে লন অর্ঘ্য
নতশিরে। পূজারী ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাভরে
নমস্কার করি, উল্লসিয়া জনতায়
সমাজ-উৎসবে, জানান বিনতি তাঁর
বিবুধের প্রতি করজোড়ে। সমুদ্বেল

সিন্ধু যেন, বিঘোষে জনতা সমস্বরে
হর্ষভরে সম্রাটের জয়।···

শত কথা

আরো কত কহিল মতিকা, সুচতুরা,
অভিজ্ঞা রমণী, জানে কামিনী-কামনা,
সুপ্তশত গোপন অন্তরে। ক্ষণপরে
ফিরিল রমণী যবে জলযান-গৃহে
বিদায় মাগিয়া, গৃহিণী,—জননী দত্তা
ভাবে আনমনে, "সত্য. মেধাবী তনয়ে
রাখিয়াছি বঞ্চিত। আচার্য নাহি হেথা
নিবিড় অরণ্যে? যাইবে বালক কোথা
বিদ্যালাভ হেতু সমুৎসুক? স্বামী মোর
অনুপম ভাস্কর—স্থপতি, মহাশিল্পী—
বিরাট প্রতিভা—হেথায় জীবন তার
খ্যাতিহীন, ধনহীন বিজন বিপিনে!"
কহিল ভাস্করে শ্রেষ্ঠী পরদিন আসি,
সম্ভ্রমে সম্ভাষি', "শুনিয়াছি মহারাজ
প্রিয়দর্শী অগ্নিভয়ে গড়িতে চাহেন
নব রাজপুরী শিলাময়। গুপ্তকথা
শুনি লোকমুখে, দাসীবংশ-জাত রাজা
মুরার প্রপৌত্র চণ্ডাশোক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
যুবরাজ সুসীমে নাশিয়া কূটচক্রে,
লভিলেন সিংহাসন দ্বিতীয় কুমার
মহামন্ত্রী খল্লাতকযোগে! কীর্তিলোভী

চাহেন অখ্যাতি-নাশ সুকৌশলে। শুনি,
লোকমুখে নানা প্রচারণা, করি নাই
বিশ্বাস সকলে, নহি সরল বিশ্বাসী
আমি, তবু সত্য ইহা জানি, আসিয়াছে
সুযোগ স্থপতি প্রতিভাধরে। লভিবে
যেবা ভাগ্যবান প্রাসাদ-নির্মাণভার
ঐশ্বর্য ললাটে তাঁর, নাহিক সংশয়।"
বাক্যহীন হেরিয়া শিল্পীরে কহে শ্রেষ্ঠী
পুনরায়, সুগম্ভীর মুখে, "মহাগুণী—
শুনিনু সুদাস পাশে স্থপতি আপনি!
কেবা জানে কার ভালে রহে কর্মযোগ!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পমূর্তি প্রস্তর-নির্মিত
হেরি হেথা সর্বত্র, আশ্চর্য সুন্দর সে
অতি মনোহর স্থাপত্যশৈলী! নাহিক
যেথা রাজবল, লোকবল—রচিলেন
এ বসতি—অসামান্য, অপূর্ব ক্ষমতা,
হেরি নাই সমদক্ষ স্থপতি কোথাও,
ঘুরিনু কত না দেশ বাণিজ্য ব্যাপারে।—
কহিব অকুণ্ঠচিত্তে মহারাজপাশে
ফিরিয়া পাটলিপুত্রে।—রাজসভামাঝে
আছে কিছু সামান্য প্রতিষ্ঠা, সভাসদ
গণ্য আমি করদাতারূপে। শত শত
স্বর্ণমুদ্রা—থাক সে কাহিনী, কহি আমি,
সৌভাগ্য-সন্ধানী যান অবিলম্বে এবে

সম্রাটসকাশে। সময় সুযোগ কভু
আসে না'ক বারে বারে, শুনি শাস্ত্রবাণী।"
নিরখি হেরুকে, শিল্পী—মূরতি-কুশল,
কহিল একাগ্রদৃষ্টি—"বৃত্তি নাহি চাই
ভ্রাতৃহন্তা নরাধম পাশে। মানবের
শ্রেষ্ঠধন মানবতা ত্যজি হীন চক্রী
দুরাচার যেথা লভিল শোণিতে রাজ্য
পাপাশ্রয়ী—বৃত্তিভোগী তার!—হোক প্রাপ্য
লক্ষমুদ্রা, নাহি লিপ্সা মোর।..."

"এতদিনে
জনম সার্থক," চকিত হেরুক কহে
সবিনয়ে, প্রণমি ভাস্করে, "পদধূলি
দিন মোরে। হেরিলাম যথার্থ শিল্পীরে
সেই সত্যনিষ্ঠ আদর্শ পূজারী নর
নির্লোভ নিস্পৃহে। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ অর্থ
যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সম্মান। মানবের
শ্রেষ্ঠধর্ম মানবতা ত্যজি' আছে কিবা
কাম্য শ্রেয়ঃ নশ্বর জীবনে? সত্য, সত্য,
পাপাত্মার বৃত্তিভোগ পরিত্যাজ্য সদা।...
তথাপি কহিব ইহা, মিথ্যা অপবাদ
দিয়াছে সকল যুগে মহতে সুনীচ।
সীতাদেবী কলঙ্কিনী রটিল অখ্যাতি—
ত্রেতাযুগে, কলিযুগে নাহিক প্রভেদ,
শুনিয়াছি তথাগতে দুর্নাম। রটালো

হীনমতি দেবদত্ত, কুলটা-সংযোগে।
নাহিক প্রমাণ স্থির, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী
সম্রাট অশোক। কহে কেহ রোগজীর্ণ
ক্ষীণতনু বরিল মরণ যুবরাজ
প্রকৃতি-নিয়মে! কেহ বলে, সুরামত্ত
পরম লম্পট ঝাঁপায়ে পড়িল নিম্নে
সুউচ্চ ত্রিতল হ'তে একদা প্রমাদী,
আপন মানসঘোরে। কুমারের শব
হেরিয়াছে বহুজন পাষাণ-চত্বরে
শুনিয়াছি তাও, লোকমুখে। প্রিয়দর্শী
কিবা পাপী দেব-ভক্ত নত! জনরব—
জনরব—নাহিক প্রমাণ অকাট্য সে
অশোক-বিরোধী। বিদ্যাপ্রিয়
মহাবীর গুণী, দেবদ্বিজে অনুরাগী—
হেরিয়াছি তারে নিজ চক্ষে, বিতরিতে
নিজ হস্তে খাদ্য বস্ত্র আর্তজনমাঝে।
সমতায় মমতায় নাহি তুল্য কেহ—
মগধের, ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি—
কহিল অমোঘতিষ্য, পণ্ডিত সুজন
অদ্বিতীয় জ্যোতিষী। নৃপতি দেবপ্রিয়
অসাধ্যসাধক—গান্ধার-বিদিশাব্যাপী
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশাসিত, নিত্যশান্ত,
সমৃদ্ধি-উজ্জ্বল—বিচিত্রসৃজন-ধর্মী
রচিলেন কত তরুলতা-সুশোভিত

নগর-উদ্যান, পন্থা নব প্রসারিত
দূরদেশ যুক্ত করি রাজধানী সাথে,
অরণ্য, ঊষর মরুভূমি অতিক্রমি',
নাশিয়া পর্বত বাধা, নির্মিয়া যোজক
সেতু, জলাভূমি পথে, কভু ঘুরাইয়া
ভাগীরথী, যমুনার স্রোত, কৃষিকার্যে
সহযোগী স্থপতি-নিয়োগী—সমতুল্য
মহারাজ কীর্তিমান কোথা ধরামাঝে,
কহে কেহ, শুনিয়াছি তাও। ভগীরথ—
ভগীরথ-সম রাজা ঘৃণ্য পাপাচারী ?
কহে বিজ্ঞজন, পুণ্যবান কোথা আর
রহিল জগতে ? পাপাচারী কিবা রাজা
মাতৃভক্ত, নত,—পদ-পূজা করি নিত্য,
নিষ্ঠাভরে সদাব্রত আচরে নিয়ম ?
নাহি জানি গুপ্তকথা মানবমনের,
কহে মন নহে সত্য অশোক-অখ্যাতি !”
ধূর্ত, শিষ্টাচারী হেরুক চলিয়া যায়
বিদায় মাগিয়া। শুধায় স্বামীরে দত্তা
বাহিরে আসিয়া, ব্যগ্রকণ্ঠে, “কিবা স্থির
করিয়াছ, ত্যজিবে সুযোগ ? মৌনী কেন ?…
এমন সুযোগ কভু আসিবে কি আর ?
লভিবে অমর যশ ইতিবৃত্তে লিখা—
মিহিরকিরণ শিল্পী—ভাস্কর—স্থপতি—
গড়িল প্রাসাদ নব মর্মরস্বপনে !

স্মৃতির পঞ্জরে নিত্য মানবের মনে
রহিব বাঁচিয়া আমি, ভাস্কর-প্রেয়সী !
কত না চারণ মোরে করিবে বন্দনা
শতগীতি মাঝে ! অতীত প্রেমিক কবি
নেহারি সৃজনে সৃজক-প্রেরণা মূলে
স্মরিবে আমায় !...”

রমণী নর্তকী ঘুরে,
অধরে রঞ্জিতা, তাম্বুল-করঙ্ক চারু
রাখি পাত্র ধীরে। সুগন্ধ তাম্বুল এক
আনমনে লইয়া বদনে চিন্তামগ্ন
চমকে ভাস্কর। সদ্যোজাগরিত-সম
কহিল আলসে—“ছাড়িয়া যাইতে তোমা
নাহি মন চায়। ধনের সাধক নহি—
রূপের কাঙাল। লভিতে চাহিনু যারে
পাইনু কোথা বা তারে হিয়ার মাঝারে ?...
“রাখো, রাখো কাব্য তব,” কহিল রূপসী,
কপট বিরাগ ভরে ভ্রূভঙ্গ-ভ্রমরা,
বিলোল সায়কে বিধি নিরস্ত্র মানবে,
“ধন বিনা কোথা সুখ জগতে মহান
লভিয়াছে নরনারী গৃহীর জীবনে ?
শুনিয়াছি মুনি ব্রহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক্য
লভিলেন স্বর্ণ পুরস্কার গাভী-শৃঙ্গে
জনক-সভায়। সহস্র সুবর্ণ শৃঙ্গী
ধেনুদল ত্যজি কোথা জ্ঞানী ঋষিগণ

ফিরিলেন গৃহে ? রাজত্ব ত্যজিয়া বুদ্ধ
সুগত সন্ন্যাসী শ্রমণ বিহার তরে
লন ভিক্ষাদান। ধর্ম, অর্থ, কাম—
সমান সেবনে মোক্ষ, কহে শাস্ত্রকার।
অলস হইয়া বনে মায়ামৃগ মোহে
রহিবে কেন বা তুমি অখ্যাত, নির্ধন ?
সময়ে আলস্যত্যাগী সাফল্য-বিজয়ী,
অকালে অক্লান্ত কর্মী বিফল সাধক।
চলিলে ভাঁটার স্রোতে ধায় বেগে তরী,
খরনদী উজানিতে তরণী মন্থর।"
গোপনকামনা-দগ্ধ বিপিনবিহারী,
পৌরুষ-আহত শিল্পী কহে ক্ষুণ্নস্বরে—
"বণিক-তনয়া তুমি, গাহ অর্থ-স্তুতি
জন্ম-অধিকারে। শাস্ত্রবাণী লয় সবে
পাপী পুণ্যবান। কোথা পাপী দুর্যোধন
মানিয়াছে নিজ পাপ নিজ মুখে তার ?
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রণ—কহেন শ্রীকৃষ্ণ,
বিষ্ণু-অবতার ! পূজা করি মোরা শাস্ত্রে
না পারি কহিতে, পঞ্চস্বামী দ্রৌপদীর,
সখা ভগবান। জারজ সন্তান শুনি
ধর্মের নন্দন—পাণ্ডবগৌরব, ক্লীব,
দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির !—বুঝি না সঙ্গতি।
মানদণ্ডে কেবা সেবে ধর্ম অর্থ কাম ?
শাস্ত্রজ্ঞ তাপস পরাশর—লইলেন

কেবট কন্যারে টানি কুহেলি মাঝারে
খেয়াতরীপর! অনন্ত লীলায় প্রভু
কৃষ্ণ-ভগবান, গোপিকারমণ তিনি—
লুকালেন রমণী-বসন, ক্রীড়ামোদী
গোপযুবতীর সাথে, যমুনাপুলিনে।
দীনবন্ধু দয়াময় ভুবন-তারক!—
কোথা ত্রাতা হেরি তাঁরে বুভুক্ষু কলিঙ্গে!
অনাহারে অনশনে মরে লক্ষ লোক—
জীর্ণ শীর্ণ অস্থিসার, নাহিক ভরসা
ফসল সফল হবে নূতন বপনে—
বন্যায় প্লাবিত ভূমি—নাহি ঝরে জল!...
দরিদ্রে বঞ্চিত করি যেবা ধন লভে
নৃপতি বিলাসী—সেই ধনে লভি ভাগ
কোথা পাবো প্রশান্তি মানসে? অভিলাষী
পূর্তশিল্পী হারাবে সুযোগ; শাপ দেবে
ওরা সবে, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, ঈর্ষানলে জ্বলি।
আকিঞ্চন করি কেন আকিঞ্চন লাগি?"
বিস্মিত গৃহিণী বলে, "কি যে কহি যাও?
উন্মাদ প্রলাপ তব শুনি কিছু কাল।
সহজ সরলভাবে কহিনু তোমায়—
অর্থের অভাবে পঙ্গু গৃহীর জীবন,
পদে পদে অনটনে শিল্পের ব্যাঘাত,
কঠোর দারিদ্র্য নাশে প্রতিভা-অঙ্কুর।
আমার বচনে মিথ্যা, নাহি কণা অণু।

ধর্মদত্তা

বণিক-তনয়া বলি, বৃথা দোষারোপ
করিলে সরোষে তুমি! নাহি বুঝি তোমা।
একদা সহসা নহে, শুনি অভিযোগ
প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি উষা—কণ্ঠস্বরে তব।
অপরাধ কিবা করিনু অজ্ঞাতে আমি
দেবতা-চরণে?—কেন অকারণ এই
অকরুণ রোষ তব? কঠোর সাধক
ব্রহ্মজ্ঞান-তেজে বুঝি বিদূরিতে চাও
পরাশর শ্রীকৃষ্ণের নারী-অপরাধ—
চিতায় নারীরে দহি অশ্রুমতী-তীরে?”—
কহিল স্বামীর বক্ষে সহসা ঢলিয়া
রমণী, চপলহাস্যে। ছলছল স্রোত,
নটিনী তটিনী বধূ মিলায় সাগরে।
কেশবতী জানে রীতি জিনিতে পুরুষ,
বরুণবলয়ে স্কন্ধে রাখি শির তার,
স্থিরাননা চাহি ঊর্ধ্বে দরশশোভিনী।
বনপুষ্পে সুসজ্জিতা, আসিয়া দুয়ারে
থমকে রমণী কৃষ্ণা। চকিত ভাস্কর
হেরিল মূরতি, বিজলী ঝিলিক ঝলে
যেন বা চমকি সুদতী-অধর-ওষ্ঠে,
অলকে নয়নে কৃষ্ণ গগনে সহসা।
শিহরে কামনাবীজ মৃত্তিকাগহ্বরে
বরষাসজল স্ফূর্ত নবীন হরষে;
তমোময়ী নাগিনীর লীলায়িত তনু

আঁধার অধরে সে কি অসহ গরল,
যাতনা-কাতর বিষে কাটিবে রজনী,
তথাপি তপন মুগ্ধ তামস তিমিরে
প্রভাময়ী-ত্যাগী ধায়, হায়রে অবোধ !

দিবাসম দীপ্তবিভা ভবন-কামিনী
চকিতে সরিয়া লাজে স্বামীবক্ষোলীনা
আসিল প্রাঙ্গণ-দ্বারে, কহিল সম্ভাষি'—
"এস, এস ! কহ শুভা কোন্ প্রয়োজনে
আসিয়াছ হেথা ? আনিয়াছ শুকসারী
কাকাতুয়া ! বিক্রয় করিবে বিনিময়ে
ধান্য লয়ে ? ধান্য নাহি চাও ! লবে কড়ি ?...
দশ কুড়ি ! উচ্চ মূল্য তব ! অতি-মূল্যে
পক্ষী-ক্রেতা হেথা কোন্ জন ? কোন্ গ্রামে
বাস তব ?—দেখিয়াছি তোমা, পূর্বে কভু,
নাহি মনে লয়।" চলি যায় কিরাতিনী
দর্পিতা ফণিনী, স্কন্ধদণ্ডে উঠাইয়া,
বিহগ-পিঙ্গরে—পেলব কোমল অঙ্গ,
নিতম্ব দুলায়ে, চলিতে ফিরিয়া পথে
ফিরায়ে নয়ন, হানিয়া বিষাক্ততীর
যুবক-হৃদয়ে। নির্বাক স্বামীরে ভাষে
ধর্মদত্তা ক্ষোভে, "শিষ্টাচার নাহি জানে
বন্যা কিরাতিনী। চাহিল অন্যায় মূল্য
ক্ষুদ্র পক্ষী আনি। চলি যায় রুষ্ট-আঁখি,

না কহি' বচন !" গম্ভীর ভাস্কর কহে,
"বেলা দ্বিপ্রহর—ভোজন করাও এবে,
যাক বন্যা বনে। কিবা প্রয়োজন তব
শুকসারী লয়ে ? শতকর্মে তৃপ্ত নহ,
নিয়ত অধীর, বর্ধিতে দিবসক্লেশ
হেরি আকিঞ্চন। রমণীস্বভাব-দোষ—
লূতাতন্তু-পাশে জড়ায়ে পুরুষে কভু
উর্ণনাভমোহে,—কভুবা পিঞ্জরে টানি,
রচি কারামোহ,—নিয়ত শৃঙ্খলে বাঁধি
অকারণ ক্লেশ দাও মানবে বিহগে !"
ধর্মদত্তা উত্তরিল শ্লেষে, সাজাইয়া
ভোজ্যদ্রব্য স্বামীর সম্মুখে—"অভিযোগ
করে নর জিহ্বাদোষে, মুদিয়া নয়ন,
ভুলিয়া বাস্তব রূঢ়—আত্মপ্রবঞ্চক।
ভবনে পিঞ্জরে রাখি নিয়ত নয়নে—
নিবারি বিহগে ভয় শ্যেনচঞ্চু-ক্ষত—
মোদের রচনা নহে লূতাতন্তু-পাশ।
বাতায়নে যাপি নিশা পবন-সেবিত
কহিলে উষায় জাগি, 'ভাঙো কারাগার।'
পিঞ্জরবিহনে কোথা শুকসারী সুখী ?
অরণ্যতরুর শাখে নাগিনীর ভয়
কালকূট বিষ তাহে—ভুলিয়া অধীর
দূষিছ যদৃচ্ছা ক্ষণে ভাবনাবিহীন—
বন্ধন বাহিরে মৃত্যু জীবনবিলয়।"

স্বগতঃ ভাস্কর ভণে, "অনুমানে কিবা
গৃহের রমণী পরকীয়াপ্রীতি-চিহ্ন
পুরুষ-মানসে ? সেথা অমানিশা ঘোর,
নাগিনী মোহিনী কৃষ্ণা বিজন বিপিনে
নীরব পেলব অঙ্গে উঠিয়া শাখায়
দংশিতে, পশিতে চাহে শুকসারী-নীড়ে।"
প্রকাশ্যে কহিল হাসি, আহারে বসিয়া—
"কালকূট-বিষ-মৃত্যু নাহি ডরি আমি।
জানিতে বাসনা মোর কিবা সে কারণ
সুধাঘট-ত্যাগী মরণ-গরল-পায়ী
সিতকণ্ঠ নীল লইলেন বক্ষে তাঁর
নাগিনী-মালিকা।" "উদ্ভট মানসে তব
মায়ামরীচিকা-মোহ।"—কহিল স্বামিনী।

... ...

[চতুর্থ সর্গ শেষ]

পঞ্চম সর্গ

[······ভাস্কর হেরিল ছায়া
প্রথমা প্রিয়ার······]

অবাধ্য যৌবন হায় চির-দুঃশাসন
অশান্ত তুরগ যথা। 'নহেক উচিত',
কহে ধর্মবোধ ; উপভোগ-লিপ্সা হাসে।
'ধর্মাধর্ম, পুণ্যবোধ সমাজ-রচনা,'
কহে মোহ, আত্মপ্রবঞ্চক। হীনজ্যোতি
তপন, গগন যবে সায়াহ্ন-ধূসর,
কালকূট কৃষ্ণ বিষে জর্জরিত হিয়া,
নবরাধা কায়াসুখ টানিল পুলিনে।
সেথায় বসিয়া একা কিরাতিনী হাসে,
বৃক্ষশাখে ঝুলাইয়া পক্ষীদণ্ড তার।
"জানি সে আসিবে তুমি, রহিনু হেথায়।"
কামিনী কামনা-মূর্তি কহিল যুবতী,
পীবর নিতম্বে দুলায়ে বল্কলবাস,
কুসুমশোভিনী। ঘনতরু-গুল্ম-ময়
চলিতে অরণ্যমাঝে দেখাইল পথ
কিরাতিনী অরণ্য-দুহিতা, দ্রুতগতি
পরিচিত পদে। "ধর কর," কহে যুবা,
"সায়াহ্ন-আঁধারে আমি প্রায়ান্ধসমান।"

... ...

নারী-স্কন্ধে কাকাতুয়া গম্ভীর নীরব,

শুকসারী ভীতদৃষ্টি হারায়েছে ভাষা,
ভয়াল আঁধার নামে, পদধ্বনি দূরে,
মর্মরিছে শালবন শুষ্কপত্র 'পর।
জ্বলিতেছে গ্রাম যেন অরণ্যের বুকে,
কুণ্ডে কুণ্ডে বহ্নি-শিখা বিদূরিতে ভয়
নখীদন্তী-বন্যলোভ ক্ষুধার্ত নিশীথে।
শালতরু উচ্চমঞ্চে উঠিয়া কুটিরে
কিরাতিনী কঙ্কতিকা হেরিয়া স্বামীরে
অচেতন—মৃদু হাস্যে ত্বরান্বিতা ফিরি
আমন্ত্রিল প্রণয়ীরে তৃণশয্যা 'পর।
লোকচক্ষু অন্তরালে মেষ-গৃহ পিছে৽
ঘনআম্রকুঞ্জে ঘেরা বিজন প্রাঙ্গণে।
নিদ্রামোহে প্রৌঢ় স্বামী ঘুমায় অসাড়,
রহিবে নিদ্রার ঘোরে ওষধির গুণে
সারাক্ষণ রজনীপ্রহরে। মোহচূর্ণ
সুরাপাত্রে মিশাইল যেথা—নাহি ভয়।
তালীরস ফেনিল উচ্ছল—স্বামী অন্ধ
পঙ্গু, খঞ্জ, জ্ঞানহীন—কোথা বাধা আর?
সুরামত্ত গ্রামী দূরে বাজায় মৃদঙ্গ;
কুক্কুর কুক্কুট সবে ঝিমায় অনড়;
গাভী মেষ ছাগ আদি রোমন্থন-রত;
ঝিল্লীরব-মুখরিত অরণ্য আরাবে
মিলায় মিলন-লুব্ধ পবন-নিঃশ্বাস;
সুদূরে গরজে মেঘ গুরুগুরু রবে,

যুবকযুবতীহিয়া ময়ুর-ময়ূরী
পুলকে শিহরি নাচে আদিম ক্ষুধায়।

বিজলী চমকে শঙ্কা ঝটিকাআভাস,
আসিবে না কেহ আর গৃহের বাহিরে
এ ঘোর তিমিরে। যাপি নিশা তন্দ্রাসুখে
ফিরিবে প্রভাতে, জানিবে না কেহ যবে
কোথা শঙ্কা আর? ভাস্কর ভাবিছে মৌন
সত্যের পূজারী, জীবনে প্রথম মিথ্যা
বলিবে কেমনে? মত্তকরীদল ভীত
রহিল বৃক্ষের 'পর সারানিশা জাগি?
ফিরিবে ভবনে, ছিল না উপায় কোনো
রজনী-আঁধারে? পালিত শাবক ব্যাঘ্র
শৃঙ্খলিত দ্বারে—তরুর আঁধারে হেরি
চকিতে সভয়ে, জড়ায়ে নারীরে বক্ষে,
সায়ক-সন্ধানী, শুনিল আশ্বাসবাণী
অধরে চুম্বিত—"নাহি ভয়, বন্য প্রাণী
পালিত গৃহের। পালিয়াছি শাবকেরে
বধিয়া জননী।" প্রহারিল যবে ব্যাঘ্রী
ক্রান্তকে নখরে, শোণিতে ভাসিছে স্বামী
হেরিয়া রমণী, বনরানী কঙ্কতিকা,
ভীতিশূন্যা, তুলি লয়ে ধনু নিজহস্তে
বধিল ব্যাঘ্রীরে মরমে বিঁধিয়া। দক্ষা
ধনুকধারিণী—দিকে দিকে কিরাতেরা

প্রচারিল নমি—দেবীর কালিকা-অংশে
জনমে ব্যাধিনী। একাকিনী পুত্রহীনা—
কাটে তার কাল—নরনারী ভীত শিশু
দূরে সরি রয়। বিকলাঙ্গ স্বামী অন্ধ,
সুরাসক্ত সদা, জ্বালায় তাহারে খঞ্জ
দর্পী, তিরস্কারী। কঙ্কতিকা চাহে ক্ষোভে,
হত্যা করি স্বামীরে জুড়াবে হিয়াতাপ,
নাহি সহে আর। সুরাসাথে মিশ্রবিষে
মৃতপ্রায় চিরনিদ্রা যাক—নিমজ্জিতা
হ্রদে নগ্না জপে নারী যবে—এল শিল্পী,
বাঁচিল ক্রান্তক। একবিন্দু সুধা ঝরি
বিনাশে বিনাশ। শেখর সুনীলকণ্ঠ
স্ফীতশিরা শ্রমে হরিল নাগিনীক্ষোভ
মন্ত্রমুগ্ধ করি, বঙ্কিম বলয় যেন
দোলে কণ্ঠহার, দুলিল যুবকবক্ষে
নিবিড়কুন্তলা। অন্ধস্বামী অন্ধকারে
হেরি অসহায় গোপনপ্রণয়-লুব্ধা
পুলকে চঞ্চলা আঁধারহৃদয়ঘোরে
মজিল নেশায়। কিরাতিনী সধবা সে
হইবে জননী, জানিবে না গ্রামী কেহ
গোপন প্রণয়। খঞ্জ পতি ব্যর্থ নর,
তবু স্বামী তার—রহিলে জীবিত, রহে
সমাজসম্মান। আর্যনরে মিলিতা সে
ক্ষেত্রজ-জননী, অটবীনায়ক-মাতা

হইবে লগনে, প্রণয়ী পুরুষ তার
রাজেন্দ্রসমান। মধুর স্বপনে মুগ্ধা
ভুলিল গরলজ্বালা মানসে তাহার,
স্বজন মোহন মোহে রাখিল জীবন,
স্বামীরে দানিয়া সুরা নিদ্রা-চূর্ণ সাথে।

যবে ধর্মদত্তা, সন্ধ্যারতিকৃত্যশেষে
ফিরিবে আপন গৃহে মন্দির অদূরে,
সকন্যা মতিকা কহে বিদায় মাগিয়া—
"চলিনু আজিকে মোরা, আসিব আবার।"
পশ্চাতে হেরুক ভাষে, "অমানিশা ঘোর,
কেমনে আঁধারগৃহে রহিবেন একা
হারীত শিশুরে লয়ে? সুদাস অসুস্থ,
শুনিনু প্রভাতে আমি, রহে নিজবাসে;
মতিকা না হয় তুমি থাকো গৃহসাথী।
নাহি মনে লয়, অরণ্য-তিমিরে কভু,
ফিরিবেন নিশাযোগে হারীতের পিতা।
রহিবেন সুনিশ্চিত অতিথি কোথাও
নিষাদকুটিরে। শুনি, ইন্দ্রভূতি কহে—"
পূজার নৈবেদ্য রাখি কুটির-অঙ্গনে,
পুত্রশির বক্ষে টানি, সহসা ঘুরিয়া
ধর্মদত্তা জিজ্ঞাসিল স্বামী-সমাচার।
হেরুক গম্ভীর মুখে, মনে মনে হাসি,
কহিল কুটিল চক্রী সুযোগ-সন্ধানী—

"হেরিয়াছে ইন্দ্রভূতি, দূর বনপথে,
কহিছেন কিবা যেন পত্র-অন্তরালে
কৃষ্ণা কিরাতিনী অনার্যা যুবতী সাথে।
সেথা শালকুঞ্জ-মর্মরিত বনমাঝে
পবনগুঞ্জনে অনুচ্চকোমলকণ্ঠ
নাহি বুঝে কেহ। স্কন্ধদণ্ডে শুকসারী,
কিরাত-রমণী প্রদর্শিয়া চলে পথে…
হেরিল সচিব। ক্রয়তরে বাক্যরত,
অনুমানি ইহা, নিজকার্যে ত্বরান্বিত
ইন্দ্রভূতি ফিরি আসে সন্ধ্যালগ্নে, দ্রুত
পদক্ষেপে। জানিয়াছি তাই। নাহি ভয়—
কিরাতিনী জানে বন শ্বাপদ-সঙ্কুল,
দিবে না ফিরিতে তারে নিশাযোগে কভু।"

বিবর্ণ আননে দত্তা, দাঁড়ায়ে নির্বাক,
শুনি যায় হেরুক-বর্ণনা। দ্বারদেশে
মালিনী মুখরা, সহসা উদিতা কহে—
"নাহি প্রয়োজন নিশাযোগে রহিবার
হেথায় কুটিরে। চারিদিকে বাসগৃহ,
নহি ভীত মোরা। রহিবে কুটিরে দাসী
সুদাস-তনয়া।" জ্বরাহত কুলদাস
ভুলেনি প্রভুরে, সুকুল সুবীর আদি
গিয়াছে অরণ্যে—মালিনী বলিয়া চলে
সম্ভাষি' হেরুকে—"পুত্রকন্যা মালিনীর

নহে ক্ষুদ্রশিশু, মালতী অভিজ্ঞা কন্যা
জানে পাক-রীতি, নাহি ধন্ধ কর্মে কোনো
মালিনীর গৃহে। একাকিনী রহে দেবী
শুনিলে সকলে, মালতী-জনক আদি,
দূষিবে আমায়, অরণ্য হইতে ফিরি।
পিতাও, জানিলে হেরিবে না মুখ মোর—
জানি ধ্রুব তাহা।” হেরুক, মতিকা, চিন্তা
ফিরে তরীগৃহে। বিবর্ণ আননে কেন
জননী নীরব, হারীত বুঝিতে নারে,
নিষ্পাপ বালক। ঘুমায় আহার-অন্তে
মৃগচর্মাসনে, কাহিনীশ্রবণ-মুগ্ধ,
ধাত্রীমাতা-ক্রোড়ে। ক্রমশঃ মালিনী ঢলে,
রাখি শির বাহু ’পরে নিদ্রালস-বপু।

বিছায়ে অঞ্চল মৃত্তিকায়, উপবাসে
শীর্ণগণ্ড, নিদ্রাহীন-আঁখি, ভ্রান্তিবশে
উঠি বসে ধর্মদত্তা, ক্ষণে ক্ষণে শুনি
মৃদুরব। আসিছে কাহারা? কিবা জ্বলে
অগ্নিকীট গুল্মতরুমাঝে? সেথা বুঝি
বনপ্রান্তে আলেয়া আলোক কৃষ্ণনভে
আকস্মিক খসিল নক্ষত্র, কক্ষচ্যুত
গগনে, বিলয়ে? তমোময়-অধোগতি
হেরিলে দুর্দিন, পূজারিণী শ্রুতিভীতা
জানায় মিনতি স্বামীর কল্যাণ মাগি

শেখরচরণে। "হে মদনান্তক শম্ভু!
শূলপাণি শিব! রক্ষা কর আজি তারে
তামসীনিশায়। জানে না নিজেরে হায়,
নিয়ত চঞ্চল!" দেবদাসী দেবতারে
বন্দিল নর্তকী, মানসে মঞ্জীর পরি'
চরণে তাহার।...

...তমাল তমসাবৃত
মেষগৃহ পিছে রচিয়া বিলাসশয্যা,
মৃগচর্মে তনু, শায়িত বাহুর 'পর
রাখি শির তার, আহ্বানে ভাস্করে নারী
অস্ফুট ভাষণে। মৃগমাংস সুরা সহ
আহার-গ্রহীতা, যুবক, ক্ষুধার্তদেহ,
প্রতাপী, সবল—মিহিরকিরণ হেরে
ছুইটি নয়ন, গোপন রহস্যে ভরা
যেন বা তারকা গগনে জ্বলিছে কৃষ্ণ
গভীর নিশীথে। পলে পলে অনুপলে
পোহায় প্রহর, রজনী ঘনায় ঘন
অরণ্য-তিমিরে; লক্ষ-কোটি নৈশজীব
পতঙ্গ আকুল, পত্রে পত্রে মর্মরিয়া
বহিছে পবন, ছুলিছে তরুর শাখা
কুঞ্জে কুঞ্জে নত, মুকুল ঝরিছে তলে
শিশিরসজল। নবীন দূর্বার দল,
উধ্বর্বাহু নট, লতারে ঘিরিয়া নাচে
শিশিরে শিহরি। লতিকা অধীরা কাঁপে

থরথর হিয়া অটবী বৃক্ষের মূলে
অবশ পুলকে। চাহিছে কিবা সে প্রাণ
প্রণয়িণী প্রেম, দেহের মিলনমধু
অথবা কোরক, পুষ্পিতা কোমল বক্ষে,
সৃজন-মোহিনী? ধরার অনাদি রূপ
ঝলকে সহসা, পলকে বিজলী হাসি
গগনে বিভাসে ভাস্কর হেরিল ছায়া
প্রথমা প্রিয়ার। সৃজন মূরতি-শূন্য
অসীমা তামসী, নীরন্ধ্র আঁধারে কায়া
মহাকালে কালী, উলঙ্গিনী, ধূমাবতী,
শিবজটা ত্যজি ছড়ায় ভুবনে ভীমা
বিসর্পিত কেশ। জড়ায়ে শেখরে কিবা
জননী-প্রকৃতি লভিতে চাহিল প্রাণ
অঙ্কুরে অঙ্কুরে, আলোকিত বসুধার
প্রথম প্রভাতে? প্রথম প্রভাতে সেই
ধরারূপ-মোহে দাঁড়ায়ে তমসাতীরে
নবজ্যোতির্ময়ী মহেশ্বরী মহামায়া
পরমা রূপসী, হেমবিভা মহাদেবী
মহামেধা স্মৃতি, ভগবতী মহাসুরী,
ভুবন-পালিকা সৃজনধারিণী মাতা
সৃজন-নাশিনী—কালরাত্রি মহারাত্রি
মোহরাত্রি ক্ষণে জ্ঞানীর চেতনা হরে
মহামোহময়ী।
অবশেষে কহে নারী,

শ্লেষভরে, "ভীরু হিয়া, আসিলে কেন বা
ত্যজি গৃহনীড় ? যাও এবে মেষগৃহে,
ঘুমাও অঘোর। ভবনে ফিরিয়া প্রাতে
গৃহিণী-অঞ্চল ধরি কহিও কাঁদিয়া—
'আমি পুণ্যবান, কাটাই রজনীকাল
কঙ্কতিকা-গৃহে, সদা দেহে কাঁপি মুহু
শ্বাপদের ভয়ে। সুরা নহে, তালীরস
পান করি সেথা, নিরামিষ ফলাহারী
রহিনু রজনী।"

নীরব ভাস্কর ছিল
চাহিয়া সুদূরে, আঁধারে দাঁড়ায়ে স্থির
তমালের তলে। চেতনা ফিরিল তার
মানিনী-বচনে। যুবতীর পার্শ্বে যুবা
আসিল শয়নে। চর্মআবরণ-হীনা
ভুজঙ্গিনী যেন, কটিবাস পরিহরি'
অবসনা শ্যামা, শ্বসিল বিফল রোষে
যুবকে নিরখি। মিহিরকিরণ কহে—
"কোথা তুমি কঙ্কা ? তোমার নয়নতারা
নাহি জ্বলে আর, মিলালে আঁধারে কিবা
কুহকিনী রমা ? নিশায় প্রায়ান্ধ আমি
হারাই মূরতি—তরুলতা, গৃহ, নারী
তিমিরে বিলীন, সকলি সমান শূন্য
মনে হয় ক্ষণে। আঁধার, আঁধার শুধু
হেরি যে সম্মুখে !"...

কঙ্কতিকা, ক্রোড়ে বসি,
সহসা আবেগে জড়ালো ভাস্করে গলে,
বাহুলতা বেড়ি। কোমল দেহের স্পর্শে
পরশকাতর কাঁপিল বিবেকী যুবা,
নয়ন মুদিয়া ? গোধূলি উষায় ভেদ
নাহি মানে রবি—অস্ততেজ দিনকর
ঢলে সে রজনী-মুগ্ধ তামসতিমিরে।
তটরেখানাশা হৃদয়-তরঙ্গে নাগ
আলিঙ্গন মাগে নাগিনীকামনা-লুব্ধ
তুলি ফণা তার। সুকেশিনী কেশচূড়
বাঁধিয়াছে শিরে, লোধ্ররেণু সুরভিতা,
চর্চিতা চন্দনে, অলকে কুসুম পরি'
মধুর পুলকে অনঙ্গপরশ লাগি
কাঁপিছে অঙ্গনা। আদিমকামনা-রূপ
সহসা জাগালো শিল্পীর বিমুগ্ধচিত্তে
নবীন চেতনা। বিজলী বিভাস সম
বিনাশিয়া আঁধি, প্রকাশিল সাগরের
অকূল যাতনা। সীমাহীন শূন্যতীর
লবণ সলিল যুঝিতেছে ঝটিকায়
সেথা ক্ষুদ্র নর—প্রলয়তুফান মাঝে
উদ্বেল অধীর, রাখিতে প্রাচীনতরী,
সাগরে ভাসায়ে। জানে না রহিবে তরী
কালস্রোতে কিবা, ভাঙ্গিয়াছে হাল হায়,
ছিঁড়িয়াছে পাল ! সহসা হেরিল দীপ্ত

ঝটিকা-আঁধারে, লইয়া কোমল কাখে
কলসী কনক, করুণাকাজল-আঁখি
অনিন্দ্য-রূপসী। মিলালো মূরতি স্রোতে
ঊর্মিমালা মাঝে, যেন সে বিজলীপ্রভা
লুকায় সুদতী হাসি, পুনঃ অন্ধকারে।
গেল কি ভাসিয়া স্রোতে, মজিল অতলে
কাণ্ডারী? একি নাগিনী, হায় সুধাময়ী!
দুলিছে ধরণী, ফুলিছে সলিলরাশি
বাসুকী-উল্লাসে!—উত্তালতরঙ্গ সিন্ধু,
রুদ্ধশ্বাস নর, স্মরিল স্মরারিদেবে
সুন্দর-পূজারী।...

ঘুমায় কিরাত গ্রাম
নিশীথে আলসে। ঝিল্লীরগুঞ্জন স্তব্ধ
তমালের তলে, নীরব নিথর বন
ক্ষণেকের তরে হারায়েছে ধ্বনি তার
কাহার ইঙ্গিতে? ভল্লুক বিবর-ত্যাগী
পানীয়পিয়াসী, শার্দূল মৃগেরে বধি
ক্ষুধানিবারক, শৃগাল কুক্কুটহন্তা
ভোজন-প্রলোভী, নীলগাভী শৃঙ্গী রুষ্ট
হেরি সর্প তৃণে, কুম্ভীর ক্ষুধিতনেত্র
নদীবালুচরে, বানর বৃক্ষের 'পর
জড়াইয়া শাখা, বিহগ বায়স আদি
পেঁচক ময়ূর শুনিল সভয়ে ধ্বনি
সুদূর ঝঙ্কার। জ্বলিয়াছে রুদ্র-শিখা

তীব্র দাবানল, পুড়িছে অরণ্যবুক
শুষ্কতৃণ-দাহে। হুতাশন বুভুক্ষার
লোহিতাভ রূপ, গগনে গগনে মৃত্যু,
বিভীষিকা ছবি, কঙ্কতিকা ক্ষুব্ধরোষে
শোনে কলরব। শতগ্রামী কণ্ঠস্বর
উঠিছে মন্দ্রিত। আসিছে নিকটে দ্রুত
পলায়ন-রত পশুর সহস্র পদে
দিকে দিকে ধ্বনি। ম্লানমুখে কহে কৃষ্ণা,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস—"প্রসারিত দাবানল
বায়ুবেগে আসে ওই!—হেরুক বণিক
রাখিল তরণী তার চন্দন-বাহিকা,
তোমারে করিবে পার, যাও নদীতীরে!
পরপারে নাহি ভয়! বিমুক্ত প্রান্তর,
রহিবে পরাণ তব, পুড়িবে এপার!"

পরিয়া বল্কলবাস, আবরিয়া লাজ,
ধায় বেগে নারী। বিমোচি' অর্গলবাধা
মেষগৃহদ্বারে, তাড়ি' মেষপাল বেগে
গৃহের বাহিরে, চলিল স্বামীর পার্শ্বে
সবলা ভামিনী। লইল প্রমত্ত জড়ে
তুলি স্কন্ধে শির। উড়াইল শুকসারী
যতেক বিহগ পালিত যতনে ছিল
সন্ততিসমান। দীর্ঘশ্বাস ফেলি, শ্যামা,—
দেখাইল হতবাক্ যুবকে সন্ধান

কেমনে পাইবে তীর ঘনকুঞ্জশেষে
অন্ধকার মাঝে। ব্যাকুলা রমণী কহে,
"যাও, শীঘ্র যাও। তরী বিনা নাহি ত্রাণ।
কিবা রহে এই ক্ষণে নাহি জানি তাহা।"

বিমূঢ় ভাস্কর কহে, "কেমনে যাইব
তোমারে ছাড়িয়া কন্তা, মৃত্যুমুখে রাখি?"
কৃষ্ণা কিরাতিনী সহসা ফিরিয়া হাসে
সুদতী যুবতী।—"কুহকিনী নহি কিবা?
কোথা মৃত্যু মোর?—মন্ত্রবলে বহ্নিসিদ্ধা
রহিব বাঁচিয়া, নাহি ভয়।—আলোকিত
পথে কেবা হেরিবে তোমায় নিশাক্ষণে—
রটাবে দুর্নাম মোর—কলঙ্কে সে ডরি।
কিরাত-নায়ক শঙ্কু প্রণয়-ভিখারী
বিফল আক্রোশে জ্বলে, লবে প্রতিশোধ,
বধিবে তোমায় ধ্রুব গোপনসায়কে।—
কাম্য নহে শঙ্কু হেরে তোমায় আমায়
একত্রে চলিতে পথে রজনীপ্রহরে।—
যাও, যাও, শীঘ্র যাও, ত্যজ সঙ্গ মোর।—
ভীত পশু মেষদলে তাড়িতে বিলম্বে
যাইবে তরণী ছাড়ি, নাহি পাবে পার।—
মরিব না কহি তোমা, জানি পন্থা শত,
দাবাগ্নিপরশ-দূরে লভিব প্রান্তর।—
দাবানলে নাহি মরে কিরাতকিরাতী।"

ধীরে ধীরে অতি ধীরে চলিল ভাস্কর,
বিষণ্ণ নয়নে নারী রহিল চাহিয়া।
"লগনে ফিরিও নিকুঞ্জে, যদি বা ভস্ম
রহিবে তড়াগ।" বিদায়ের কণ্ঠস্বর
মিলালো পবনে। শঙ্কু-পিছু নরনারী
অর্ধশতাধিক আসিয়া হেরিল দৃশ্য—
স্বামীভার-নতা, মেষদল-মাঝে কঙ্কা—
শাসিছে শৃঙ্খলে ধৃত শার্দূলশাবকে।...

[পঞ্চম সর্গ শেষ]

ষষ্ঠ সর্গ

[·· কূটচক্রী-চক্র ভবে সহজে সচল,
পাষাণ-বাসনা-বর্ত্মে ঘুরে অহর্নিশি,
ক্ষিপ্রবেগে।···]

আরোহি' বণিকতরী ফিরে গৃহস্বামী।
যবে কুটিরদুয়ারে দাঁড়ালো বিহ্বল
গৃহদ্বারে করাঘাত হানি, উচ্চৈঃস্বরে
ডাকে সারমেয়। দ্বার খুলি ধর্মদত্তা
হেরিল স্বামীরে—জানে না বিমূঢ়া নারী
কেমনে শাসিবে আপন হৃদয়ক্ষোভ,
মানিনী-যাতনা। ঝাঁপায়ে স্বামীর বুকে
রোদন-আকুল চাহিছে মানস যেথা,
সহসা কঠোর, ভ্রূকুটি-কুটিল আঁখি,
ফিরিল রমণী। অশ্রুমতী চলি যায়,
ত্বরিতা মানিনী, হরিতকীমূলে যেথা
দারুচিনিতরু রন্ধনগৃহের কোণে
আনত শাখায় চুমে মৃদুবায়ে দুলি।
পেলব অধর যেন ঘন পত্রচ্ছায়ে
পরশে অধর। গোপনপ্রণয়ীমনে
দাবানল রূপরাগে জ্বলে কি আকাশ?
নিবিড় সুষুপ্তিমাঝে জাগেনি কৃষক,
ঘুমায় হারীত, ঘুমায় মালিনী ঢলি
কুটির-অন্তরে। তখন তরুণ সূর্যে

রাঙেনি প্রভাত, আসেনি গৃহিণী কেহ
গোময়প্রলেপভাণ্ড লইয়া প্রাঙ্গণে,
অবোধ তিয়াসে জ্বলি অশান্তনিনাদী
জাগে নি সন্তান কোনো বক্ষসুধাপায়ী,
কহিল মিহির লাজে, "ক্ষম অপরাধ
ভ্রমিনু রজনীঘোরে। কিরূপে কহিব
কেমনে বাঁচিনু আমি আরণ্য অনলে!
অনার্যা সে রমণী যে আসিল ভবনে
শুকসারী লয়ে, ফিরে বনপথে; আমি
নিশা-অন্ধপ্রায়, ভাষিনু তাহারে ডাকি;
স্বামীগৃহে লয় মোরে স্বামীরে কহিয়া।
কলহকুশলা বন্যা, নহে দয়াশূন্যা
হৃদয়বিহীনা নারী। নদীতীরে পথ
দেখালো ক্রান্তক। লভিয়া বণিকতরী
ফিরিয়াছি ক্ষণে।" গোপন-প্রণয়ে বুদ্ধি
শানিত প্রখর—পাপী-মন রচে কাব্য,
ক্রান্তকে আরোপি দয়ালুকিরাত রূপ
অতিথি-সেবক। শমিত মানিনী-রোষ,
অনৃত ভাষণে, কহিল গৃহিণী শেষে
সজল-নয়নে, "এখনো ঘোচেনি তব
বালক-স্বভাব! মৃগয়া করিতে যাও
না কহি' আমায়! মৃগয়া! মৃগয়া কোথা!
ভ্রম অকারণ কাননবিলাসী তুমি
শ্বাপদ-মাঝারে! একদা শূকরী এক

বধিয়াছ কবে—নিতান্ত সে অভাগিনী
পশু তারে গণি, ভাগ্যক্রমে শর তব
পশিল মরমে, অলক্ষ্যে টানিলে ধন্থু,
শুনি কুঞ্জে রব—হায় ক্ষণ, কর পণ—
ব্যাঘ্রহন্তা তুমি লভিবে ধান্থকীযশ !
বধিবে আমারে ধ্রুব, নির্মম নিষ্ঠুর,
জানি তাহা মনে। ভাবিয়াছ প্রাণ তব
একেলা তোমার, পার তুমি প্রাণ লয়ে,
পরিহাসে, ভ্রমিতে সায়াহ্নে, জনহীন
বনপথে—একাকী ! কর এ অঙ্গীকার,
অন্থমতি বিনা মোর না যাবে চরণ
গ্রামের বাহিরে কভু মৃগয়াবিলাসে।
এই তব শাস্তি জেনো—রহিবে ভবনে,
আমার নয়নে। সর্ব অংশে অংশ মম,
কোথা অধিকার তব বঞ্চিবে আমায়,
আপন খেয়ালে—অমূল্য হীরকমূল্য
দ্বিধাভক্ত করি ? সহসা স্বামীর বুকে
ঝাঁপায়ে রমণী, রোদন-আবেগে ফুলি
পাষাণহৃদয়-বাধা টুটিল সলিলা।

রজনীপ্রভাত-ক্ষণ ঘোষিল বায়স
নিষ্ঠুর কর্কশ রবে গ্রামতরুশাখে,
উদিল ধূসর নভে শোণিতাভ রবি
নিশার প্রমাদে ক্ষিণ্ণ বিষণ্ণ গম্ভীর।

ধর্মদত্তা

“শান্ত হও ধর্মদত্তা, তুমি চিরধীর,”
কহিল ভাস্কর শেষে, হেরিয়া মালিনী
আসিছে নিদ্রালু-আঁখি প্রাঙ্গণে নামিয়া,
আলস্যজড়তা ত্যজি’। গাহে নতজানু
হারীত তপনস্তব, অদূরে দাঁড়ায়ে—
“হে জবাকুসুমবর্ণ সুন্দর দেবতা
তোমায় প্রণাম। মহাদ্যুতিময় ভানু,
পুণ্ডরীকবন্ধু, মণ্ডলে উদিত সূর্য!
তোমায় প্রণাম।” মুগ্ধ পিতা, মুগ্ধা মাতা
দৃষ্টি অগোচরে দাঁড়ালো ভবন পিছে
নবারুণ-স্পর্শ-স্নিগ্ধ কিশোরে হেরিয়া
অপরূপ স্নেহরসে ভাসিয়া পুলকে!
জপিল কুশলী, দয়ালু তপন “মোরে
দিয়াছে তনয়। তিমির নরক-দ্বারে
জ্বালিল স্নেহের আলো, জনানন্দকর
তিমিরঘাতক সেই মিহিরে প্রণাম।
কুশল স্থপতি আমি, ভাগ্য-অন্বেষণে
যাইব পাটলিপুত্রে, জিনিব সুযোগ
তুষিয়া সম্রাটে। হেথা প্রলোভন মাঝে
রহিব না আর। রচিনু এ গ্রাম বনে—
কোথা অর্থ কোথা লোকবল?—ভাগ্যে যদি
রহে ইহা, হই যদি অশোক-স্থপতি,
জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ পূরিবে সকলি।
নববর্ম্মে সঞ্চালিব স্রোত—গ্রামে গ্রামে,

প্রবাহসলিলে রচি' হ্রদ সুকৌশলে,
কাননে কুসুমে শোভিয়া বিস্তৃত ভূমি
কৃষকের, পথিকের, মানবের হিতে
স্থপতি, সৃজক আমি ভুলিব যাতনা
নির্বাসন-মর্মপীড়া—স্বদেশ-বঞ্চিত।...
পিতার কর্তব্য রহে তনয়ের তরে,
পালিব জনক-ধর্ম কঠোর প্রয়াসী।
রহে লিপ্সা রমণী-হৃদয়ে, নদীতীরে
লোকালয়ে—নগর-উপান্তে গৃহনীড়
সুকল্পিত ক্ষুদ্র এক রচিব মর্মরে।—
মৃগমৃগী চিত্রিত সুন্দর চাহি রবে
স্নিগ্ধনেত্রে শ্যামতৃণ 'পরে কুতূহলী,
শ্বাপদ-আশঙ্কা-মুক্ত ভবন-কাননে।
পিঞ্জর-বিহগ কিবা স্বর্ণদণ্ডে বসি'
গাহিবে শেখরস্তুতি প্রাণবন্যাসুখে?...
শেখর,—শেখর, ওগো—দেবতা সুন্দর!
কৃপা কর,—ক্ষমা কর—কর আশীর্বাদ,
চির-সত্য—যেন, নাহি ত্যজি তনুমুগ্ধ
কামনাবিবশ! ধিকি ধিকি দেহ জ্বলে
তুষানলে! একি অভিশাপ! স্মর-অরি!—
নাহি হর আপন বিভায়?—কৃপা যদি
নাহি কর অজ্ঞানী মানবে, কোথা সুধী
তাপস মহান ভুলিয়াছে আত্মবলী
প্রকৃতি-প্রপঞ্চে ভরা কামনা-মূরতি?..."

ধর্মদত্তা

মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে ডাকিয়া তনয়ে
স্মিতহাস্যে শিল্পী কহে, বাহু-আলিঙ্গনে
বেড়িয়া পুত্রের কটি, "শোনো বৎস শোনো,
কহি তোমা বচন-সঙ্গতি—'পিতা', 'মাতা'
'পুত্র' শব্দে যেবা অর্থ রহে।" সবিস্ময়ে
লাজুক হারীত মধুর হাসিয়া কহে—
"শুনিয়াছি মাতাপাশে শাস্ত্রের বচন,
পুন্নাম-নরক হতে ত্রাণ করে যেবা
তারে পুত্র কহে। পিতা পাতা সম অর্থ,
তনয়পালক, মহাগুরু, অন্নদাতা,
শান্তিদাতা, কান্তিদাতা, প্রেরণা-সাগর—
সর্বতীর্থপুণ্য-ভোগী জনক-পূজারী।
বিমল-জ্ঞান-বিধাতা ধর্ম-কর্ম-মূল
পিতার কারণে পুত্র লভে ভাগ্য, সুখ।
'মাতা' অর্থ—তনুক্ষয়ে তনয়-নির্মাতা
কহে না জননী আর বাগর্থ বিস্তারি।"
গর্বে শিল্পী পুত্রশিরে বুলাইয়া কর,
স্নিগ্ধনেত্র রাখি নেত্রে পুত্রমুখী ভাষে—
"শোনো বৎস! কহি তোমা বাগর্থ বিস্তারি—
মাতা সৌম্যা ধরিত্রী জননী, স্নেহময়ী,
দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী অশিবনাশিকা
অগতির গতি। জননী-পূজারী পুত্র
আদিশক্তি বরে লভে নিত্য মহানন্দ
সর্বদুঃখ মাঝে।" সুতীক্ষ্ণ মেধাবী শিশু

শ্রুতিধর। কহে, ভাস্কর বিস্মিত অতি,
আননে প্রসন্নজ্যোতি, ডাকিয়া দত্তারে—
“এস হেথা, শোনো তব পুত্রের ভাষণ।”
আসিল সুস্মিতা দ্বারে স্বামীর আহ্বানে
মঞ্জুলা। কুন্তলা, পলাশনয়ন মেলি
নির্নিমেষ, হেরিল তনয়ে দীপ্তদেহী,
বন্দিয়া শেখরে, জানায়ে পার্বতীপদে
প্রণতি তাহার। যৌবনপ্রমাদ উর্ধ্বে
একি নব অনুভূতি, মধুর আবেশ!—
ভাস্কর লইল বক্ষে তনয়ে তুলিয়া
সহসা পরম স্নেহে। ভণিল মানসে—
‘তনয়, তনয়,…তারিল জনকে দ্বারে…
নরকতিমিরে।’……

বিব্রত কিশোর কহে,
জননীর পানে চাহি—“মাতা, ভুলিয়াছ
বৃদ্ধ জ্বরাহতে? চাহিল দরশ তব
ক্ষণেকের তরে। প্রভাতে থগন আসি
জানায় প্রার্থনা।—যাইব তোমার সাথে
দেখিব সুদাসে। চল এবে। বেলা যায়,
হের সূর্যদেবে আবরিল কৃষ্ণমেঘ,
কিবা জানি আসিবে ঝটিকা”। মৃদু মৃদু
হাস্যময়ী কহিল জননী, “গিয়াছিনু
সুদাস-ভবনে।” কহে কিশোর, “ধবলী
বুঝিবা ভ্রমিছে, টুটিয়া চরণ-রজ্জু,

অরণ্য-কিনারে। কিবা জানি ব্যাঘ্র লুব্ধ
আসে সেথা, যাই আমি, আনি তারে বাঁধি,
ঘনায় আঁধার।" "আঁধার !! আঁধার কোথা
বেলা দ্বিপ্রহর—হের ধবলীরে ওই
আনিনু গোহালে। তৃণে তৃপ্ত পূর্ণোদরা
রোমন্থন-রত।" ছাড়ে না জনক তারে
পুত্রসুখে সুখী ; চুমিল তনয়-ভাল
রূপকার ; রূপমুগ্ধ হেরিল সে ছায়া
আপনার, প্রেয়সীর—তনয়-আননে।
ভণে শিল্পী পুনরায় স্বপন-বিভোর,
"পূর্ণ হোক, ধন্য হোক কিশোর কুমার
মায়ার প্রপঞ্চভেদী গৌরীশৃঙ্গে যথা
শঙ্কর বিরাজে আলস্য-লালসা-জয়ী
একান্ত-সাধক। তরুণ তপন নভে
বিচ্ছুরিত যথা ধরিত্রীতমসা নাশে
নিত্যব্রতী, বেগী রথী, সপ্তাশ্ব-তাড়ক—
ইন্দ্রধনু—বর্ণ-আভা গগনে ছড়াক,—
উড়ুক সমুদ্রকণা—বিশীর্ণ ধরায়,
জাগুক বিবর্ণ তৃণে প্রাণের স্পন্দন !..."

বসিয়া বিরলে ধ্যানী, কিশোর হারীত
আনমনা জপে, সুদূরদিগন্ত-বধূ
সায়াহ্ন-তমিস্রা বেশে আবরে ধরণী,
খুলিয়া অঞ্চল যবে ধূসর গগনে,

গোষ্ঠ হতে ফিরি, হাম্বারবে, ডাকে ধেনু
বৎসেরে খুঁজিয়া ; মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি
ধ্বনিত লগনে প্রাঙ্গণে চলেছে মাতা,
প্রদীপ আলোক লয়ে কনকবরণা—।
'মাতা—মাতা—ধরিত্রী, জননী, সৌম্যা, শিবা
অগতির গতি ; দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী
অশিব-নাশিকা , জননীপূজারী পুত্র,
আদি শক্তি বরে, লভে নিত্য মহামুক্তি,
মহাশান্তি, সর্ব দুঃখ ভুলি।" জপে ধ্যানী
জীবন্মুক্ত সুগত হারীত। মেঘময়
মলিন প্রভাতে আসিল বণিক লুব্ধ
অতি ধনী বেশ। সুসজ্জিত বারনারী
মতিকা, সহাস্যে, ধরিল দত্তার কর
স্নেহ-অভিনয়ে। হারীত-পশ্চাতে চিন্তা
চলিল কাননে অগুরু-সৌরভময়
অঞ্চল দুলায়ে। মৃগচর্মে সুখাসীন
হেরুকে সম্ভাষি', কহিল ভাস্কর ধীরে—
"যাইব নগরে আমি। দুর্লভ সুযোগ,
আপনার সহযোগ করি সে কামনা।
নহি ধনলোভী আমি, নহি সমুৎসুক
খ্যাতির কাঙাল। কিন্তু, কিন্তু—পুত্র মোর
মেধাবী হারীত শ্রুতিধর বুদ্ধিমান
হেথা বনে হারায় সুযোগ। গুরু বিনা
বিদ্যালাভ সুকঠিন অতি। শুনিয়াছি

খ্যাতনামা সূর্য ভট্ট, ইন্দ্রায়ুধ আদি
পাটলিপুত্রনিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত
সম্রাট-আশ্রিত। বিদ্যাতরে শিক্ষা দেন
ভারত-গৌরব।" অন্তরে উল্লাসবেগ
রাখিয়া গোপন, হেরুক গম্ভীর মুখে
কহে মৃদুভাষী—"বিদ্যাদাতা সুধী গুরু
ধন নাহি মাগে। নহে ধনী কত ছাত্র
লভে বিদ্যা, নৃপতি সহায়। গুরু সবে
অভাব-বিমুক্ত, বিলান জ্ঞানের আলো
পাটলি-নগরে—সন্তানসদৃশ গণি
নিজগৃহে রাখি। শত শত ভদ্র, শান্ত,
আসিয়া দুয়ারে চাহে ভিক্ষা বিদ্যাকামী
একাগ্র সাধক। বনভূমি অতিদূর
জনপদ হ'তে, হেথায় কিরাতজাতি
অনার্য-বসতি, কলিঙ্গ মগধ মাঝে
বিশাল ভূখণ্ডে লভিতে সামন্তরাজ্য
তনয়ের তরে—প্রয়াস সার্থক হোক—
করি সে প্রার্থনা। নৃপতি-তিলক-চিহ্ন
হারীতের ভালে হেরিয়াছি পদ্মপত্র
করতলে আঁকা! শিখিনু সমুদ্রবিদ্যা
সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ প্রজ্ঞাভদ্র পাশে,
একদা অতীতে যবে প্রশ্ন করি তারে
কুতূহলী।......

করাদায়ে ক্লেশ অতি, হেথা

বনদেশ বিচ্ছিন্ন বসতি—আসে নাই
সম্রাটের লোক রাজদণ্ড লয়ে আজো,
ক্রমে ক্রমে ধনবৃদ্ধি হইয়াছে বনে,
ক্ষেত্র সুকর্ষিত, স্বর্ণধান্য ফলে হেথা,
দূরে দূরে নিষাদেরা কৃষিকার্যে রত
শিখিয়াছে হলধর-প্রয়োগপ্রণালী।
আসিবে সম্রাটদণ্ড ভূমিকর লোভে
হেথায় অরণ্যে—নাহিক বিলম্ব তার!
কহি তাই, অবিলম্বে হউন উদ্যোগী
লভিতে সামন্তরাজ্য তনয়ের তরে,
সম্রাট-আদেশ জিনি। মগধ-সম্রাট
নিয়ত ব্যাপৃত রাজকার্যে ; অসম্ভব
গোপনে সম্রাট সাথে ভাষণ-সুযোগ—
সুরক্ষিত মহারাজ কৌটিল্য-নিয়মে,
অগ্রামাত্য-শাসনে। প্রকাশ্য-সভামাঝে
সুগোপন-আকাঙ্ক্ষা-প্রকাশ নহে কাম্য,
রাজনীতি কহে। আছে পথ এক জানি,
কলাবতী কারুবাকী তিবর-জননী—
শুনিয়াছি মহাদেবী রামায়ণ-প্রিয়।...
হারীত-জননী কিবা পারিবেন আর
গাহিতে, যেরূপ সুরে গাহেন হেথায়,
সম্রাজ্ঞী-সম্মুখে? জানি অনায়াসে মিলে
সম্রাটের কৃপা, সম্রাজ্ঞী সহায় যেথা,
তাই ভাবি মনে।—কিন্তু, কিন্তু—সে কঠিন

অতি ! গৃহনারী—নৃপতি-সদনে যদি
ভুলি গীত, স্তব্ধ হন, হারাইয়া ভাষা,
সরমে মরিয়া যাবে চিন্তার জননী।
সখী বলি তারে ডাকি সমাজ-উৎসবে,
মান দেন মহাদেবী সবার মাঝারে।”

যথারীতি সুকৌশলী বণিক হেরুক
দক্ষ অভিনেতা ফিরিল তরণী-গৃহে।
কহিল মতিকা, “সাধনা হয়েছে সিদ্ধ।
যাইবে নগরে ধর্মদত্তা। লজ্জাবতী
লতা নহে, নহে ভীরু নারী, কহে মোরে
পরম নির্ভরে। রামায়ণ-গীতি গাহি
কাটাইল কাল, নাহি ভয় গীতিপদ
ভুলিবে সরমে। শত শত আঁখি যেথা
কামনাবিহ্বল, আরতিসঙ্গীত সাথে
নাচিত সে শেখরভবনে। দেবার্চনা
ছিল যে ছলনা শুধু—পূজিত নিয়ত
দেহের হিল্লোলে রূপবতী দেবদাসী
ধনাঢ্য কামুকে। সন্ধ্যালগ্নে যুবরাজ
বিমুগ্ধ তরুণ চাহিত তাহার নৃত্য,
আসিয়া ভবনে। পুরোহিত বজ্রদেব—
মনে হয়, অর্থলোভী দেবালয় লাগি,
আদেশ দিতেন তারে তুষিতে তরুণে
নৃত্য নব আয়োজন করি নাটবৃত্তে

দেবতা-সম্মুখে ; টলে নাই কোনদিন
চরণ তাহার, পরিপূর্ণ সভামাঝে
কাটে নাই সঙ্গীতের তাল, পক্ষব্যাপী
শেখর-উৎসবে। নৃত্যগীতে ক্লান্তমন,
মধুরস্বপন-মোহে বরিল ভাস্করে,
মানসে গৃহিণী ; মাল্যদান করিয়াছে
বনদেশে পলায়ন করি ; কহে দত্তা
গুপ্তকথা আশঙ্কাবিহীন, ভগ্নীসম
গণি মোরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসে। "সদা ভয়
সুতীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রে। নারী বুদ্ধিমতী,
ভগ্ন অসি তবু অসি—ক'রো না'ক হেলা।"
সাবধানি, হাসিল হেরুক—বহুদর্শী
ধূর্ত পাপী, চতুর লম্পট ধৈর্যশীল।

ঘুমাইল কিশোর বালক, শ্রান্ত-তনু
অবশেষে। সহসা চপলা কেশবতী
পশিল স্বামীর কক্ষে, নিভায়ে আলোক,
বসিল স্বামীর ক্রোড়ে ; গণ্ডে গণ্ড রাখি,
অনুচ্চে কোমলকণ্ঠী গাহিল রুচিরা
অতীত-রজনী-গীতি বিস্মৃত মধুর।
মিলিত সজল মেঘ মেদুর আকাশে
তৃষিত বনানীবুকে ঝরঝর ঝরে।
উলুখড় আচ্ছাদন ভাসায় বরষা,
কুটির-অঙ্গন সিক্ত, প্রাঙ্গণ পূরিয়া

জমি উঠে বারিপাত। অশ্রান্ত সঙ্গীত,
গগন পৃথিবী জুড়ি চলেছে বন্দনা—
ঐকতানে মাতিয়াছে প্রমত্তা দাদুরী
মানবীর সাথে গাহে গৃহকোণে বসি
অপলক নেত্রে চাহি অধীর আনন্দে।
অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শসুখে দুলিছে হৃদয়,
দুলিছে তরুর শাখা ঝটিকা দোলায়।
অশোক মন্দার বেল, তালীকুঞ্জে ঘন
মৃদঙ্গ বাজায় নাচি উন্মাদ পবন,
প্রখর নিদাঘে তপ্ত হাহারবে হাসি,
মাতিল উল্লাসে হেরি সহসা গগন
চুমিছে বিবশা ধরা অধর দংশিয়া
অশ্রান্ত বরষে। জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে
স্রোতে স্রোত মিশি একাকার, নাহি আর
বিরতি কোথাও। প্রিয়ার লোচন চুমি
কহিল ভাস্কর, "একদা এমন দিনে
কল্পনামানসে করিনু প্রমত্ত চিত্তে
তোমার বন্দনা। তোমার কাজল-কালো
পলক-বেষ্টিত নয়ন-সলিলে হেরি
নীল শতদল, ভাসে যেন সরোবরে
তরুরাজি ঘেরা।" ক্ষণকাল স্তব্ধ রহি
কহে পুনরায়, "পথি নারী বিবর্জিতা।
কেমনে যাইবে আমাদের সাথে, সেথা
বহুদূর পথে! অশেষ সুন্দরী তুমি,

ভয়ের কারণ। কত না তুর্জন দস্যু
রহে পথমাঝে, রূপবতী হেরি তোমা
লইবে ছিনিয়া। পর্বত লঙ্ঘিতে হবে
বহুবার পথে, নদীস্রোত শেষ যেথা
কঙ্করের মাঝে—পদব্রজে যাবে কোন্
রমণী ধরায়? সুদীর্ঘ অরণ্য ঘন,
যোজন-বিস্তৃত, অতিক্রমি নগ্নশিলা
খরস্রোত প্রস্রবণ জনহীন পথে
শ্বাপদসঙ্কুল, প্রতিপদে মৃত্যু বরি
কেমনে চলিবে নারী, কোমলাঙ্গী তুমি?
হারীত বলিষ্ঠকায় আমার তনয়—
বালক পারিবে যাহা অসাধ্য তোমার।"
ধর্মদত্তা কহে ধীরে, "বণিক সহায়,
যাইব বিলম্বে ঘুরি বঙ্গদেশপথে।"
আনমনে শিল্পী ভণে—"বণিক! বণিক!"

শুনিয়া প্রভুর স্বপ্ন সুদূর প্রসারী,
জ্বরমুক্ত কুলদাস কহে, "দূরদেশে
নিত্যসেবা তরে যাইবে সুদাস।" আসে
দলে দলে কৃষকরমণী গৃহাঙ্গনে
সজলনয়নে। স্মিতহাস্যে কহে দত্তা—
"ফিরিব আবার। খেদ নাহি কর মনে।
তোমা সবাকার শুভ ইচ্ছা মাগি মোরা
বিদায়বেলায়। জিনিলে সম্রাটমন,

প্রসারিবে ঋদ্ধি দ্রুত বিশাল ভূখণ্ডে
আজিও ভয়াল বন শ্বাপদ-নিবাস।”

অর্পিয়া নায়কপদ জামাতা থগনে
শালপ্রাংশু মহাভুজ ভাস্কর-সেবক
সুদাস চলিল সাথে। ব্যর্থ সবাকার
উপরোধ অনুরোধ। যুক্তি নাহি মানে
বৃদ্ধ কুলদাস। স্বর্গগতা প্রভুমাতা
দিয়াছেন ভার, বৃদ্ধকালে প্রতিশ্রুতি
ভাঙিবে কেমনে? ধরা 'পরে আয়ু তার
আছে দীর্ঘকাল—কহিল জ্যোতিষী সঙ্গ
কণিকা-নিবাসী একদা কলিঙ্গে আসি
রহে প্রভুগৃহে। বৃথা ভয় নাহি তার
ভবিষ্য লাগিয়া। আসিবে ফিরিয়া গ্রামে
অক্ষতশরীর। লোকে শুধু বৃদ্ধ কহে,
নহে বৃদ্ধ নর; পাকিয়াছে কেশ কিছু,
দন্তমূল দৃঢ় আজো, অক্লান্ত সুদাস
ভ্রমিবে যোজনপথ যুবাগণ সাথে,
তিন-যুবা-খাদ্য একা ভুঞ্জি অনায়াসে।
আছে কে তরুণ গ্রামে কুঠারচালক
সুদাস সমান? মল্লযুদ্ধে জিনে যুবা
হেরিবে তাহারে বৃদ্ধ মাতৃদুগ্ধপায়ী!

হেরুক বিরসমনে, ওষ্ঠে হাসি টানি,

লইল সুদাসে শেষে, উপায়-বিহীন।
"নারী সবে একযোগে থাকুক পৃথক।
আমরা রহিব ভিন্ন তরণী-আরোহী,"
কহিল বণিক, ক্রূর, মধুর হাসিয়া।
হারীত সুদাস সহ উঠিল ভাস্কর
ভিন্ন জলযানে। ত্যজি তীর, নদীবুকে
ভাসে জলযান; একে একে পালভরে
তুলিয়া হেলিয়া প্রবল পবনবেগে,
ছুটিল তরণী নদীস্রোতে। সিক্ত-আঁখি
ধর্মদত্তা ফিরায় আনন। নদীকূলে
সারিসারি, দাঁড়ায়ে নীরবে, অশ্রুময়ী
কৃষকরমণী-কুল মুছিল নয়ন
বসন-অঞ্চলে। বটশাখা-তলে সেথা
বালক, যুবক, প্রৌঢ় চাহি রহে মৌন
সুগম্ভীর, উন্মনা উদাসী। ফিরি যায়
গ্রামবাসী সুদীর্ঘ প্রহরে ধীরে ধীরে,
অতি ধীরে, ভগ্নতীর বাহি। চারুনেত্রা
কিশোরী মালতী ভণে আপনার মনে,
'হারীত—হারীত—ফিরিবে কি কভু আর
বনদেশে, রাজপুরী-ঐশ্বর্য ত্যজিয়া ?...'
চন্দন কাষ্ঠের 'পর ব্যবধানে বসি,
নীলাভ-উষ্ণীষধারী বণিক হেরুক
আদেশ জানায় বিজ্ঞ তরণী-নায়কে।
নাবিক শ্রমিক হাঁকে কার্যরত সবে—

কেহবা গুটায় পাল ; কেহ দাঁড় টানে
বিপরীত স্রোত হেরি, খালমুখে আসি ;
কেহবা, তরণীতলে দাঁড়ায়ে সলিলে,
ফেলিছে বাহিরে বারি বেত্রভাণ্ডে ভরি।
বিলীন গ্রামের রেখা তরুরাজি মাঝে,
ঘুরি যায় বারি-পথ সর্পিল প্রবাহে
অর্ধ-চক্রাকারে, সঞ্চারিত মেঘ সম
আসে যায়, ভাসে স্মৃতি গৃহিণী-মানসে,
গগন ব্যাপিয়া—"মালিনী—মালিনী, স্থূলা,
সুমন্থরা—আছে নিজ গৃহ—নিদ্রালসা
কেমনে পারিবে রাখিতে কুটিরে মোর
যেমন রাখিনু আমি, নিয়ত উজ্জ্বল
গোময় প্রলেপে ? আসিবে বিবরে সর্প
কি জানি অঙ্গনে—খনিছে মূষিক সদা
তণ্ডুল-তস্কর,—প্রতিদিন যুদ্ধ এক
রাখিতে ভবন মুক্ত ভুজঙ্গবিবরে,
প্রাণান্ত প্রয়াসে।..."

...সুসজ্জিত জলযানে
দ্রব্যের বিলাসে বিস্মিতা দত্তার অঙ্গে
পরাইল ছলে মুকুতা-খচিত ভূষা
গণিকা মতিকা। "পেটিকা মাঝারে মম
রত্ন কত রহে অকারণ, থরে থরে,
রূপবতী অঙ্গে আজ হউক সার্থক।"
অভিনেত্রী সুরসিকা, মানে না নিষেধ,

সুচতুরা সযতনে ঢালিয়া সুরভি,
কেশতৈল লয়ে করে, মতিকা বিন্যাসে,
দত্তার কবরী, পৌরজনরুচি নব
শিথিল সিঁথানে। লোধ্ররেণু সুরভিত
আননকমল বিকশিত তনুহেম
অতুলা রূপসী, জ্বলে বর্ণা সালঙ্কারা
ঘনকৃষ্ণ চাঁচর অলকে। দীর্ঘশ্বাস
ফেলে নারী বারাঙ্গনা, গোপন অন্তরে
অসূয়া জ্বালায় জ্বলি বিফল আক্রোশে।
মিলিলে সুবর্ণরাশি, সুবর্ণে ছাড়িয়া
লইল রজত কবে তস্কর নিশীথে ?
রূপসী প্রতিবিম্বিত স্ফটিক-দর্পণে—
সহসা শিহরে রত্নোজ্জ্বলা, অপরূপা
নবীন বিন্যাসে। জপিল মানসে দত্তা
"হে ধূর্জটি, হে ত্রিনেত্র ! এ মিনতি রাখো,
চিরনতা দাসী তব জীবনে মরণে।—
কোথা বা অজানা তব হৃদয়-বাসনা
মানবীর ?—বরিতে মরণ কেবা চাহে
সুন্দর ভুবনে তব ভবন-কামিনী ?
ধন্য আমি, ধন্য—স্বামীপুত্র-গরবিনী
তোমার প্রসাদে জানি আজিও রূপসী—
তথাপি বরিব মৃত্যু কোথা নিদারুণ
অতি ! মৌন শঙ্কা জাগে, কালদূতী ঘোরা
হরিবে যৌবন মোর প্রসারিয়া জরা

স্তনে, গণ্ডে, চর্মে, কেশে—সুনিশ্চিত হানি
অমোঘ নিয়তি—এড়াইবে কেবা আর
মরলোক-মাঝে ? ধরামাঝে জরাজীর্ণ
বাঁচিতে চাহি না আমি লুণ্ঠিত রসাল
প্রাঙ্গণ-ধূলায়। রূপ-হর রূপকার
ওগো হরিহর ! হরি' আয়ু কর মোরে
অনন্তযৌবনা প্রভু ! স্বামীর দরশে।

তরণী-চালক দক্ষ, ধায় তরী স্রোতে
ক্ষিপ্র বেগে। দিবারাত্রি ঘুরি যায়,
রবি অস্তপ্রায় পড়িয়াছে পুনঃ ঢলি
পশ্চিম দিগন্তে শ্রান্ত। দেখা যায় দূরে
মোহানার মুখ।—দুইদিকে বনমাঝে
নদীপথ গিয়াছে বহিয়া।—পুঞ্জে পুঞ্জে
কৃষ্ণমেঘ ছড়ায় গগনে। দ্রুতগামী
বনচারী, বারিপায়ী, ফিরিতেছে কিবা
পশুদল, আপন গুহায় ? ভীত কেন
চলিয়াছে বিহঙ্গম-বধূ, একাকিনী,
সাথীহারা, তরুনীড় পানে ? প্রভাকর
লুপ্ততেজ মিটাইল নভে, মেঘাম্বরে
ঘনায় আঁধার, তিমিরে মানস ভরি,
অনাগত কোন্ অশুভ আশঙ্কা জাগে
রমণী-হৃদয়ে ? জপে কূটচক্রী খল—
"মিলিল সুযোগ এবে, জিনিব নারীরে—

জানিবে তনয়-মাতা জাগিয়া প্রভাতে,—
ঝঞ্ঝামুখে মগ্নতরী মরিল হারীত,
মরেছে ভাস্কর সেও, মরিল সুদাস।
সাগরের টানে ভাসিয়া গিয়াছে দেহ,
মীন দষ্ট—কেবা বা চিনিবে, দূরদেশে,
বিগলিত শবে? চন্দনবাহিকা তরী
চলিবে কলিঙ্গে সেথা মোহানায় ঘুরি,
লইয়া ভাস্করে! বাঁধিব তাহারে লগ্নে
রজ্জুপাশে, রজনীপ্রহরে। বলবান
ভীমকায় বিশ্বস্ত সুদাস, অচেতন,
রহিবে অনড় ক্ষণে ঔষধি-প্রয়োগে।
অকারণ নরহত্যা? কোথা পন্থা আর—?
মূর্খ ভৃত্য বরিল মরণ বুদ্ধিভ্রমে।—
নিয়তি, নিয়তি! ফিরিব মগধে শেষে
লভি পুরস্কার প্রতিশ্রুত, সমর্পিয়া
দেবদ্রোহী যুবকেরে কলিঙ্গ-দুয়ারে।
সজলনয়নে যাইবে প্রভাতে নট
ইন্দ্রভূতি মতিকা সকাশে—কুশলী সে
করিবে প্রচার সিক্ততনু, ছিন্নবেশ
'হায় হায়! কিবা কহি!! নাহি প্রভু আর!!!
ঘূর্ণী বায়ু, নিল তরী ঘূর্ণাবর্তে টানি
কেবা ত্রাণে কারে নিবিড় আঁধার মাঝে?
হারাইল প্রাণ ভাস্কর, তনয়সহ—
যুঝিয়া সলিলে। বৃদ্ধভৃত্য কুলদাস,

দাঁড়ী মাঝি সবে মৃত। খুঁজিয়াছি বৃথা
বহুদূর ঘুরি। গিয়াছে ভাসিয়া সব
খরস্রোতে, সাগরের জলে। একা আমি
দৈবক্রমে রহিনু জীবিত, স্রোতে ভাসি
উঠিলাম তীরে। নিশাক্ষণে ছিনু আমি
সংজ্ঞাহীন বালুচরে ঢলি। আসিয়াছি
অবশেষে—হেরি নৌকা চলিয়াছে সেথা,
নদীপথে ঘুরি। দেহ এবে আজ্ঞা মাতঃ!
এ দুর্দিনে নহে স্থির মন মোর। কিবা
করণীয় এইক্ষণে—কহগো জননি!…'
নট সুবিখ্যাত, দক্ষ অভিনেতা, গুণী
ইন্দ্রভূতি—ভাঙিয়া পড়িবে স্রস্তকেশ—
সহসা রোদনে—শোকাকুল আর্তরবে।
অভিনেত্রী লুটাবে মতিকা তরী 'পরে,
ফুকারি কাঁদিবে—'হায় বিধি! একি ভাগ্য
নিদারুণ! ছিল যদি এই মনে তব
দেবতা নিষ্ঠুর! রাখিলে জীবিত কেন
আমারে ধরায়? সমগুণী কন্যা চিন্তা
কাঁদিবে অধীর—উচ্চস্বরে। দিব তারে
পুরস্কার—আশ্চর্য ক্ষমতা বালিকার!
ভুলাইল ভাস্করে সে আমারে সম্বোধি'
পিতা! পিতা?—কে জানে কাহার কন্যা
বারবধূ মাতা যার? মোহিল হারীতে
সুলোচনা? কিবা জানি কোন্ মন্ত্রবলে

টানি লয় লাজুক বালকে নদীতীরে
নিভৃত আলাপে! লইতে বালক-প্রাণ
নাহি মন চায়। তবু সে কণ্টক পথে,
সমূলে বিনাশ সমুচিত রীতি, কহে
কৌটিল্য-বিজ্ঞান। সুদাস সহিত বাঁধি
বালকেরে হস্তপদমুখে, ফেলি যাব
বালুচরে, নিশাযোগে—নক্র, ব্যাঘ্র আদি
নাশিবে ক্ষুধায়।...

...কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা
নহে বহুদূর আর। ঘনালো ভুবন
এখনি দিবসে। নিবিড় আঁধার ওই,
আসে অমানিশা ঘোর। ঝটিকা রজনী
দুলাবে তরণী, সর্পীসম তুলি ফণা
খরস্রোতা নদী দংশিবে তরঙ্গে ফুঁসি
জলযান-তল। ঘূর্ণবায়ু ঝঞ্ঝাবেগে
নাশিয়াছে দারুযান দহস্রোতে টানি—
অনায়াসে মিথ্যা এই প্রচারিবে ছলে
রোদনবিলাপে ইন্দ্রভূতি, ভগ্নদূত,
ধূর্তশিরোমণি।—সংশয় করিবে তারে—
নাহি নারী ধরামাঝে। শুনিয়া বারতা,
মূর্ছাহতা, শোকাচ্ছন্না রবে কিছুকাল,
জানি। জানি, ভুলিবে সকলি। ভুলিয়াছে
কত না রমণী। ধর্মদত্তা নহে দেবী,
অবৈধ প্রণয়ে মাতা, নাহি ধর্মভয়—

কামার্তা যুবতী। ভুলালো ভাস্করে যবে,
ভুলিবে আপনি ! ঐশ্বর্যে কামনা যার—
রাজ্ঞীসম রূপবতী একদা নর্তকী
কিবা রবে চিরদিন দীনজন-মোহে ?
প্রণয়ী ভাস্কর পুরাতন অতি। কোথা
ধনহীন চিরদিন রহে উচ্চাসনে
রমণী-মানসে ? নহে সে নবীনা নারী ;
একাকিনী, হারাইয়া আত্মজন সবে,
চাহিবে আমারে ক্রমে তনয়-বিহীনা
ধনলোভে, কিবা জানি প্রণয়ে আমার।
রক্ষিতা রাখিব তারে বিলাসভবনে,
নিত্য নৃত্যগীতে উল্লসিত, উত্তেজিত
ভুঞ্জিব কামিনী-সুখ নিশীথ-পুলকে,
হেরিব তনিমা-শোভা, গণি ভাগ্য ইহা !
ভাস্কর তস্কর ! হরিল পাপিষ্ঠ যুবা
দেবতা-সম্ভোগ ! লইল আপন ভালে
মূর্খ—সর্বপাপ-ফল ! কোথা পাপ মোর ?…
পরপূর্বা নারী নহে দেবতা সম্ভোগ।—
লইব তাহারে আমি—নাহি দোষ তায় !
নহি প্রবঞ্চক !—বঞ্চিব যাহারে আমি—
সে জন বঞ্চিল দেবতায় ! নৃপতিরে !
নিজ ধর্মবোধে দিয়া জলাঞ্জলি !—কামী
পাপাচারে লইল সে দেবসেবিকারে
সমাজ বাহিরে ! অধর্মে তনয় জাত,

সেই হেতু দেশ অন্নহীন ! দিকে দিকে
রটিয়াছে শুনি জনরব !—ধর্মদ্রোহে
দেবরোষে মহামারী প্রসারে কলিঙ্গে।
পাপবংশ ধ্বংস করি পুণ্যবান আমি,
জীবহত্যা নহে পাপ গণ্য এই স্থলে।
প্রতিবেশী বৌদ্ধ কবি প্রজ্ঞাজ্যোতি কহে,
মহাপাপী নহে কেহ হেরুক সমান
মগধ-সমাজে। শত শত দীন প্রাণে
নাশিতেছি আমি স্বর্ণমূল্যে অন্ন বিকি
বুভুক্ষু কলিঙ্গে ? ছিঁড়িতেছি নরতনু
অদৃশ্য শকুনিসম জীবিত-শ্মশানে।
হাঃ হাঃ হাঃ ! অলস কাবকুল—জানি জানি,
সুযোগবিহীন সকল শ্যালক মুখে
কল্যাণবচন।—সুযোগ লভিয়া যোগ
না চাহে যেজন, আছে কি নির্বোধ হেন
ভারতে ভুবনে ?—নাহি জানি তারে আজো।"

কূটচক্রী-চক্র ভবে সহজে সচল ;
পাষাণ-বাসনা বর্ত্মে ঘোরে অহর্নিশি,
লভি ক্ষিপ্র বেগ। ধর্মচক্র ঘোরে ধীরে,
অতি ধীরে, মৃদুগতি কভু মৃত্তিকায়—
কভুবা কণ্টকে, কভু বারিস্রোতোরোধে।
হেরুক ঈপ্সিত ফল লভিল নিশায়।
অনুচর বৃত্তিভোগী বাঁধিল ভাস্করে,

ধর্মদত্তা

চলিল কলিঙ্গে চন্দন-বাহিকা তরী
মোহানায় ঘুরি। সুদাস হারীতসহ
অরণ্যতিমিরে পড়ি রহে রজ্জুবদ্ধ,
অচেতন, নদীতীরে, সিক্ত বালুচরে
ঝঞ্ঝামুখে। শুনিল না ধর্মদত্তা ক্ষীণ
কোমল ব্যাকুল ধ্বনি মিলালো পবনে।
আহত বিস্ময়ে, রোষে শিল্পী গরজিয়া
মুহূর্তে আহত শিরে চেতনা হারায় ;
সহসা স্তম্ভিত ভৃত্য, যুঝি' পরাক্রমে
বহুসাথে একা, পরাভূত অবশেষে,
টলিল প্রভুর পাশে শোণিতে ভাসিয়া।
আসিল প্রভাতে ইন্দ্রভূতি, বৃত্তিভোগী
শিরোমণি নট। বর্ণিল কাহিনী ধূর্ত
হেরুক-রচিত রোদন-করুণ আঁখি।
বজ্রাহতা দত্তা ভাষাহীন বেদনায়
হারাইয়া কণ্ঠস্বর রহে অপলক
মর্মর-মূরতি। লুটাইল সংজ্ঞাহীনা
তরী 'পরে—ছিন্নমূল পাদপ-আশ্রিতা
কানন-ব্রততী। স্রোতস্বতী বেগবতী
বহি যায় খল খল অকরুণ সুরে,
হায়রে! ভুলিল মানবী লাঞ্ছনা ঘোর
ম্লানরবি-আলোকিত বঙ্গদেশপথে,
বক্রতীর ঘুরি—দ্বিধাভক্ত, বহুস্রোতে
মিশি। গরজে নিষ্ফল মেঘ, শোকাচ্ছন্ন

গগনে একাকী। বাজায়ে ডম্বরু কিবা
হিমগৃহে ফিরি, ঢুলিছে পিনাকী? সে যে
নটরাজ স্তিমিতলোচন! কেবা জানে
ভবে তুলি লবে কবে ত্রিশূল তাঁহার
দহিবে বণিকে শূলী, নয়নপাবকে,
কোপানলে জ্বলি? পারাবত ঝাঁক ওই
ঘনতরুশিরে উড়ি যায় বন-নীড়
ত্যজি, নদী পরপারে দিগন্তে বিলীন!
ছপ্ ছপ্ জলযান চলে পুনরায়
উজানিয়া ভাঁটা-টান। ধন-ক্রীতদাস—
দাঁড়ী ওরা—দাঁড় টানে নীরব নির্বাক—
পবনে চলে না আর পালভরে তরী।

[ষষ্ঠ সর্গ শেষ]

সপ্তম সর্গ

["......বঙ্গকবি
পুণ্ডরীক ! অহো সৌভাগ্য মহান্ অতি
......জাগাও সম্রাটমনে
অশ্বমেধ যজ্ঞস্পৃহা ভুবনবিজয়ে।...]

অস্তরাগ-সমুজ্জ্বল ভাগীরথীতীরে
বিদায় মাগেন গুরু পঞ্চম নায়ক
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ উপগুপ্ত প্রশান্তলোচন।
অর্পিয়া সঙ্ঘের ভার সম্রাটতনয়
মহেন্দ্রের করে, উচ্চারিয়া আশীর্বাণী
শত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর প্রতি, সমবেত
জনতায় করজোড়ে নমস্কার করি,
সৌম্যবৃদ্ধ নামি যান ধীরে, স্মিতহাস্যে,
সোপান বাহিয়া। সেথা তরী সুসজ্জিত
লইবে তাঁহারে পুণ্য মথুরানগরে।
ছায়াতরু নদীস্রোতে ছলছল আঁখি,
ঝরায় গগন অশ্রু শেফালী বিপিনে,
শিশির-শীতল তৃণে বিদায় লগনে
কাঁদিছে বসুধারানী, তপন-প্রেয়সী,
প্রলেপি এয়োতি-চিহ্ন অর্ধাবৃত ভালে
অস্তরাগ-রাগে। জনাকীর্ণ নদীতট,
জ্বলিছে তরলা ভুবনতারিণী গঙ্গা
কোটি তারা বক্ষে ধরি তরণী লাঞ্ছিতা।

ধর্মদত্তা

কবি পুণ্ডরীক-শিলাসনে সুখাসীন,
সখা নিরুপমে কহিলেন হাসি, "হের
দাঁড়াইয়া একাকিনী ভিক্ষুণী স্থবিরা
উদাসিনী সেথা স্রোতপানে বদ্ধদৃষ্টি
পাষাণ-প্রতিমা সম নির্নিমেষ-আঁখি !
কেবা ওই নারী, কুন্তীসম হেরি যার
অঙ্গের লাবণি ? আয়তলোচনা, শুভ্রা—
মারীগুটিকার ক্ষতচিহ্ন পরাজিত
মাধুরী বিনাশে—বিগতযৌবনা, হের,
আজিও রূপসী ! মুণ্ডিতমস্তক কেন—
কেন বা যোগিনীবেশ বরতনু 'পরে ?
নগরদুর্গেশ-সুত হেরুক-জামাতা
নিরুপম, সহাধ্যক্ষ বাহিনী-নায়ক
ক্ষণকাল রহি নিরুত্তর, কহে, "নাহি
জানি সত্যাসত্য মূলে, অতীত কাহিনী,
শুনিয়াছি লোকমুখে। মথুরা নগরে
একদা বাসবদত্তা, রূপসী নর্তকী,
চলেছিল অভিসারে বাসন্তী নিশায়,
রুনুঝুনু বাজায়ে শিঞ্জিনী। ভিক্ষু সাধু
উপগুপ্ত, মোগ্‌গলিপুত্র, গৃহত্যাগী
তরুণ তাপস, ছিলেন নিদ্রিত সেথা
রাজপথে। নগর-রমণী অতর্কিতে
চরণে দলিয়া সন্ন্যাসীরে, সুলজ্জিতা,
রূপমুগ্ধা, চেয়েছিল ক্ষমা করজোড়ে,

বলেছিল মৃদু হাসি', 'আসুন আমার
গৃহে, শুভ্র কোমল শয়নে রহিবেন
সুখী।' দণ্ডী পঞ্চম নায়ক স্মিতবাক্
বিদায় দিলেন রমণীরে সবিনয়ে,
'আসিব লগনে', কহি'।"

"তারপর, কহ
সখা, শুনি নাই হেন বিচিত্র কাহিনী
আর। জাগে বাসনা রচিতে গাথাকাব্যে
নব ছন্দে রূপায়িত করি, কহ সখা,
নর্তকী-নিকুঞ্জে কিবা আসিলেন দণ্ডী
রাখিতে বচন তাঁর?"

"আসিলেন সত্য
রমণী-ভবনে একদা চৈত্র-সন্ধ্যায়—।
বর্ষশেষে। গৃহজন যবে ত্যজিয়াছে
বাসবদত্তারে, নাহি আসে রোগভয়ে
পুরবাসী কেহ শতপদ দূরে, মারী-
গুটিকায় ক্ষতজরজর গণিতেছে
মৃত্যুলগ্ন আঁধারনিশীথে বারনারী
একাকিনী, আসিলেন গুরু মহাভিক্ষু
উপগুপ্ত। রমণীর শির তুলি নিয়া
নিজক্রোড়ে, কমণ্ডলু হ'তে তৃষাবারি
ঢালিয়া অধরে, প্রশমিয়া রোগজ্বালা
প্রলেপি চন্দন দেহে, সৌম্য কহিলেন—
"ভদ্রে, লগ্ন সমাগত আজি, আসিয়াছি

ভবনে তোমার। দাও ভিক্ষা, দুঃখভার
ব্যাধি জরা মৃত্যুভয় লইব সকলি
বুদ্ধের চরণে। কোমল শয়ন তব
শোধিত নয়নজলে, ধৌত হ'লো সর্বপাপ,
সর্ব ক্লেদ, অমলা ভগিনি!"

"কহ সখা,
তারপর ?" "তারপর নাহি জানি আর,
নীরব রমণী বলে নাই কোনো কথা
কেমনে জাগিল সে মহানির্বাণ-ক্ষুধা
গোপন মানসে, নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে
গুরুরে সন্ধানি চলিল রোগান্তে বামা
যোগিনীর বেশে, স্বরূপ আনন-বিভা
শারদ গগন সম, মেঘজাল-মুক্ত
নির্মলা তাপসী, প্রচারিতে তথাগতে—
দেশে দেশে, নগরে নগরে, মিটাইতে
ক্ষুধিতের ক্ষুধা, কভু দুর্ভিক্ষে, বন্যায়—
দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করি, মৃত্যুমাঝে
রণক্ষেত্রে ঢালি বারি সৈনিকের মুখে,
দীনজন আর্ত যেথা কাতর বিলাপে
ব্যাধি শোক নিপীড়িত—অসহ বেদনা
অসীম হতাশে—ভগ্নীসম—মাতৃসম
আবির্ভূতা নারী, সঞ্চারিণী সুভাষিণী
ধন্যা আজি পুণ্যময়ী মগধে ভারতে।
অশোকতরুর মূলে হের দাঁড়াইয়া

সেথা, আত্মসমাহিতা সায়াহ্ন-তিমিরে
সৌম্যা, শুকতারা সম স্নিগ্ধ নয়নে
নির্নিমেষ, স্রোতপানে চাহি জপিছেন
মহামন্ত্র—বুদ্ধম্-শরণম্-গচ্ছামি,
ধম্মম্-শরণম্-গচ্ছামি—ফিরি যান
আপনার পথে ভিক্ষুণী বিহারে। এস
সখা, নিশা সমাগত, বহুদূর পথ
প্রমোদকানন-গেহ ; এস ত্বরা রথে।"
রাজভৃত্য·নিরুপম বাহিনী-নায়ক
ত্বরান্বিত চলে কবিরে লইয়া সাথে
আপনার রথে। ঘর্ঘরিয়া শিলাবর্ত্মে
রথযান চলে বান্ধবযুগলে বহি
প্রমোদভবনে। উচ্চকিত শয্যাসুখী
রুষ্ট সারমেয় ঘোষিল বিরস স্বরে
তীব্র প্রতিবাদ ; পিনাকী-বাহন পুষ্ট
ঢুলুঢুলু আঁখি, তুলি লয় নির্বিকার
মিষ্টান্ন ভোজন অন্ন, পশি অনর্গল
বিপণি-দুয়ারে। লোকমাঝে শৃঙ্গীভীত
ধায় বেগে, লগুড়-তাড়িত। একে একে
জ্বলি ওঠে শত দীপ রাজপুরীপথে,
নগর-ভবনে। বিচিত্র সম্ভারভরা
বিপণিসমূহে থরে থরে পণ্যসজ্জা,
তরুতলে ছাগযূথ, মেষপাল, উষ্ট্র,
গাভী, পারাবত, তরুলতা, শস্যক্রেতা

বিক্রেতার কোলাহল ত্যজি' দূরপথে
চলিল সারথি, রথচক্রে নিষ্পেষিয়া
মৃৎ-ভাণ্ড, উচ্ছিষ্ট পথিক-অন্ন, কভুবা
লোষ্ট্রখণ্ড দলি। "যাপ্যযান যাত্রা সম
বিষম ভ্রমণ, শুনিয়াছি শুভ অতি
কাব্য-প্রণয়ন লাগি। শাস্ত্রকার কহে।
কহ সখা, কিবা ভোজ্য, লেহ্য, পেয়
ধনীর ভবনে আজি? শিখী-ডিম্ব স্বাদু
মৃগমাংস, মেষ, ছাগ, অরণ্য-কুক্কুট—
তালীরস সহ কিবা মিলিবে পিষ্টক—
জুড়াতে জঠরজ্বালা প্রেরণাবর্ধক?
শিখীহীন বঙ্গভূমি, নাহি জানি মোরা
সম্রাটের প্রিয় ভোজ্য-স্বাদ। জানি শুধু
হংস-ডিম্ব, তিন্তিড়ী সফরী, ইলিসের—
রোহিতের রসময় রস, আম্র, দুগ্ধ,
চিপিটক রম্ভা তারে পরমান্ন গণি।"

হাস্যময় নিরুপম, সম্ভাষি কবিরে
অবতরি রথ হ'তে, চলে দ্রুতগতি
প্রমোদ-কানন-প্রান্তে। সুরম্য ভবনে
শিঞ্জিনী বাজায়ে, লোলা—নাচে রঞ্জাবতী
লাস্যময়ী নগর-সুন্দরী। গাহিতেছে
অগ্নিদত্ত গীতিবিশারদ, মহাগুণী,
ঝঙ্কারিয়া বীণ্। সুধাকণ্ঠে পূর্ণকক্ষ।

সঙ্গত করিছে সাথী স্থূলবপু প্রৌঢ়—
শ্মশ্রুময় শঙ্করশরণ, সুবিখ্যাত
মৃদঙ্গ-বাদক। মাল্যহস্তে ইন্দ্রভূতি
হেরুক-সচিব সম্ভাষে অতিথিজনে
সম্ভ্রান্ত বণিক, ধনিক, কেহবা যোদ্ধা
রাজসেবী, সভাসদ—মান্যগণ্য সবে—
পান করি সুরা, হৃষ্ট, বাখানে সঙ্গীত
করতালি দিয়া। পানপাত্রে সুরা ঢালে
মুহুর্মুহু ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্ষীণমধ্যা
আন্দ্রোমিদা। রূপসী যবনী ক্রীতদাসী,
মাগধী লভিল যারে স্বর্ণ বিনিময়ে
সুদূর গান্ধার-বাসী মিনন্দরে তুষি'।
হেরুক, গরুড় সম দীর্ঘনাসা, স্থির,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, আসি দ্বারে, বন্দিল কবিরে
লয়ে কর আপনার করে, "বঙ্গকবি
পুণ্ডরীক! অহো সৌভাগ্য মহান অতি,
দীনগৃহে আসিলেন কৃপা করি। বৎস
নিরুপম! অনুমতি দাও, প্রয়োজনে
কবিসাথে কহিব নিভৃতে। যাও তুমি
গৃহমাঝে। শ্বশ্রুমাতা তব উৎকণ্ঠিতা
কমলার তরে। জানি, ভয় নাহি কোনো,
কিন্তু, মাতা-মন নহে স্থির মরলোকে
সন্তান-প্রসূতি যবে। কতবার তারে
কহিনু বুঝায়ে, বারবার কহে শুধু

অমঙ্গল, অমঙ্গল—যাও বাছা, যাও,
দেখ পার বুঝাইতে তারে, সদা বৈদ্য
যেথা গৃহে, কোথা শঙ্কা আর ?” নিরুপম
হেরুক-জামাতা চলি যায় চিন্তান্বিত
ভবন-অন্দরে।

শিলাসনে বসি সুখে,
রৌপ্যাধার হ'তে তাম্বুল লইয়া করে,
প্রসারি কবির পানে, কহিল বণিক—
অধর দংশিয়া দন্তে—“ক্ষম অপরাধ
কবি! বয়োজ্যেষ্ঠ আমি ভাষিনু তোমারে
তুমি। শুনিয়াছি নহ ধনী।—ধন বিনা
সংসার অসার মরুভূমি।—কহি তোমা,
মূঢ় সেই জন ঐশ্বর্য সুযোগ ত্যজি
ব্যর্থ অভিমানী, আপন অন্তরে দগ্ধ,
চাহে খ্যাতি মরীচিকা পিছু। অসম্ভব
সেই অর্বাচীন আশা নির্ধন জীবনে
জানিয়াছি বর্ষযুগ ধরি। রাজপুরী
সর্বস্থানে হের! হেরুক পূজিত আজি!—
অভীপ্সিতে লভি আমি ধনবলে বলী
আদেশি অপরে অসীম হেলায়। বৃথা—
বৃথা কবি, হায় কবি! দুরাশা তোমার—
আসিয়াছ দূর বঙ্গদেশবাসী হেথা
মগধে, পাটলিপুত্রে। নাহি জানো আজো
অর্থতত্ত্ব, নিষ্ঠুর বাস্তব। খ্যাতি কোথা

খ্যাতিহীন তরে ? নৃপতি-বিচার-বাঁধা
নৃপতি-দুয়ারে, রাজসভা, লোকসভা
যেথা যেতে চাও, প্রবেশ-আদেশ চাই,
মুদ্রা বিনা দ্বারী তোমা খেদাইবে দূরে
সারমেয় গণি। কহি তাই, ধনান্বেষী
হও যত্নবান লভিতে খ্যাতির মূল্য
রাজদ্বারে। স্বর্ণ-জাদুকর হোক সাথী
তব যাত্রাপথে, হেরিবে পাষাণ-মূর্তি
সহসা লভিয়া প্রাণ দন্তবিকশিত
নোয়াইছে শির, ঘোষিছে সরবে দ্বারী
উচ্চকিয়া পান্থজনে প্রহরে প্রহরে,
স্ফীত করি গুণাবলী তূর্যনাদী, 'কবি
পুণ্ডরীক ভারত-ভূষণ নিঃসন্দেহে
শ্রেষ্ঠকবি মগধে ভারত। অহো, কিবা
অভিরাম প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী শুনালেন
সেইদিন কম্বুকণ্ঠ! অপূর্ব! অপূর্ব!!
শুনি নাই হেন পূর্বে, শুনিবে না কেহ
এ বিশ্বভুবনে। শতাব্দী-আদিত্য হের
কালজয়ী আসিলেন দ্বারে, সভামণি,
বসাও যতনে তারে, রাজসভা-মাঝে ;
দাও পুষ্পমাল্য গলে, বাজাও দুন্দুভি।"

পুণ্ডরীক দীর্ঘতনু যুগ্মভ্রূ, পেশল,
গৌরকায় কহেন উত্তরে, "সত্য বটে

ধন বিনা খ্যাতিলাভ অসম্ভব আশা।
কিন্তু—কিন্তু কোথা পথ? কেমনে লভিব
ধন—ব্যাঘ্রীদুগ্ধ সম দুষ্প্রাপ্য ভারতে?
কলিঙ্গবিজয়ে অভিলাষী মহারাজ,
দিনে দিনে গিয়াছে বাড়িয়া রাজকর—
কোথা ধন?—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে
শুনি আজ অর্থাভাব অনটন ঘোর।
কৃষক বণিককুল জর্জরিত যেথা,
কেবা দিবে ধন উপহার তুষ্টচিত্তে
কাব্যলক্ষ্মী-দ্বারে?" স্বগত কহিল কবি—
"হায় আশা, ধনহীন কবির যাতনা!
শুনাইতে নবগীত কুহরিছে শাখে
পিকবধূ কুহকিনী, তনুমন জ্বলে
ধূপদণ্ডে যথা আরতি সৌরভে! কোথা
ধন, কোথা খ্যাতি, মরীচিকা মনোমায়া
মিলায় মোহিনী, নিয়ত পথিকে টানি
হতাশ তিয়াসে। নিত্য জ্বালা ঋণপাপ!—
বাণীর পূজারী—হায়রে খণ্ডিবে কেবা
বিধিলিপি ভাগ্যহীন-ভালে! গৃহলক্ষ্মী
সদা রুষ্টা নাহি চাহে কাব্যস্রষ্টা, মূর্খ
সেও ধন আনে, তুমি শুধু মত্ত গানে
বিদ্বান অক্ষম—সদা অভিযোগ সেই
সহিতে নারিয়া আসিনু মগধে আমি
ধনার্জন লাগি, ব্যর্থ অভিযান!" রহি

মৌন ক্ষণকাল, লইয়া কবির কর
পুনরায় আপনার করে, কহে শ্রেষ্ঠী
সুগোপন সুরে, "নিরুপম-বন্ধু তুমি,
সখাসম গণি তোমা, আহা, কহিয়াছ
অতি সত্য! ব্যাঘ্রীদুগ্ধ সম ধন আজি
দুষ্প্রাপ্য ভারতে! কিন্তু কবি, ধনী হয়
সেই গুণী, যেবা জানে দোহন-কৌশল।
ব্যাঘ্রীতারে বাঁধিয়া পিঞ্জরে সুকৌশলে
দোহন করিতে পার, এসেছে সুযোগ
তব পথে! ভাগ্যচক্রে কিবা নাহি জানি।
রচ নব কাব্য, জাগাও সম্রাটমনে
অশ্বমেধযজ্ঞ-স্পৃহা ভুবনবিজয়ে!
প্রিয়দর্শী বিচলিত গুরুর বিদায়ে—
যুদ্ধস্পৃহা কেবা জানে উবি যায় শেষে
কর্পূরের ন্যায় অহিংসাভজনপন্থী
উপগুপ্ত-বিরোধে? স্থবির শান্তি-প্রিয়—
বহুশিষ্য অগণিত যেথায় কলিঙ্গে,
রণস্পৃহা সম্রাটের মনে জ্বলিতেছে
খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিয়া নিভিয়া সদা
মানসতিমিরে। জ্বালো রুদ্র বহ্নিশিখা—
দাবানল লেলিহান গগন পরশি
যেবা ছড়াইবে দিকে দিকে দীপ্ততেজ
মগধসাম্রাজ্য-সীমা প্রসারিয়া জয়ী—
ভস্মমাঝে চূর্ণ বাধা কণ্টকে বিনাশি।

গাও জয়গাথা স্তবকে স্তবকে গাথি
মৌর্যকুল-অধিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত-জয়।
অগ্রামাত্য চাণক্য সহায়, কেমনে ভূপতি
রচিলেন রাষ্ট্র, শৌর্যে ধৃত সুমহান,
মহাশক্তিশালী সিকন্দর-সেনাপতি
রাজা সেলুকস, পরাজিত রণক্ষেত্রে,
দানিলেন আপন তনয়া হেলেনারে,
অর্ধরাজ্য রত্নসহ সম্রাটের করে
অবনত শিরে।

রচিবে নাটক কিবা
বিন্দুসার লয়ে? গাঁথিয়া বিজয়মালা,
দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী শূরেন্দ্র নৃপতির?
অতি-উক্তি নহে দোষ, গাহিবে বন্দনা,
সুকৌশলে—সুযোগ্য তনয় তারে গণি,
যেজন সাহসী পিতৃকুল ধন্য করি
প্রসারিল রাজ্যসীমা শতবাধামাঝে।
মন্ত্রকূট, ইহাও লিখিও ভ্রাতা—বিজ্ঞ
দ্রষ্টা, বীর রাজা বিন্দুসার জানিতেন
শৌর্যশালী অশোক-বিক্রম। স্বপ্নচারী
কহিছেন মন্ত্রী খল্লাতকে, "জিনিয়াছি
অগণিত অরি, রাজ্য মোর সুবিস্তৃত
সুদূর গান্ধারদেশ মহাচীনদ্বারে।
কিন্তু সীমাবদ্ধ আয়ু—বাঁচিব না জানি
দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য ভুঞ্জিতে। তবু শান্ত

মন আজি। কহিলেন মোরে আজীবক
প্রখ্যাত পিঙ্গলবৎস, ঋষি ত্রিকালজ্ঞ—
গণিয়া গ্রহের বল, তিথি, ক্ষণ, রাশি,
বর্গফল আদি—মহা আশ্বাস-বচন
শুনান আজিকে—কহিব কাহারে!—পুত্র
পৃথ্বীজয়ী, কালজয়ী অশোক সম্রাট!
দিকে দিকে জয়ধ্বনি ঘোষিবে ভুবনে
অগণিত প্রজাবৃন্দ! যুগে যুগে কীর্তি
গাহিবে চারণগণ! মন্ত্রিবর! শান্ত
আমি, মহাসুখী তাই'।......

বিম্বিসারের সে
স্বপ্নকথা কিবা যোজিবে নাটকে তব?
শুনি স্বপ্ন যাহা কহিলেন বুদ্ধদেব
সর্বজ্ঞ সুগত ধর্মরাজ,' 'ভবিষ্যতে
জন্মিবে ভারতে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী
সুমহান নরপতি, মানব-নায়ক—
যাহারে পূজিবে নত নিখিল বসুধা,
পূজে যথা দেবে, পূজার নৈবেদ্য আনি
পূজারিণী অবনত শিরে? কবি, লও
লেখনী তব, সলিল-বেষ্টিত, নিভৃত
নিলয়ে সেথা, বসিয়া বিরলে, একাগ্রে
রচ গাথা অবিলম্বে নিশাযোগে আজি,
দানিব সহস্র কড়ি, প্রভাতে উঠিয়া।
যদি পার রচিতে কাহিনী নাটকীয়,

কবিত্বে, চরিত্রে সম্পদ্‌বিশিষ্ট, দিব
শত মুদ্রা রৌপ্যে, ভাগ্যে রহে যোগ তব—
বিকি যায় উচ্চমূল্যে সহস্র ঘোটক,
শত হস্তী, কিনিয়াছি দুঃসাহসী, গণি
মহারণ সুনিশ্চিত অদূর ভবিষ্যে।”

কহে কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলি, “নহে যেথা
উৎসুক মানস মোর, কেমনে রচিব
নিশাযোগে রণের বন্দনা ? কাব্য কেবা
রচিয়াছে একক নিশায় ? হাসি মৃদু
উত্তরে হেরুক, “দিব তোমা শতমুদ্রা
রচিবে যাহাই তুমি রজনীলগনে।
শুনিয়াছি জন্মকবি তুমি, বাণী তব
চরণের দাসী, ছন্দে ছন্দে নাচে বাণী
রসভারে—মনোরমা নগররূপসী।
কিবা চাও প্রেরণা নারীর ? আন্দ্রোমিদা
রহিবে আদেশে তব রজনীপ্রহরে !
তালীরস, শিখীডিম্ব, অরণ্য-কুক্কুট,
যথা অভিরুচি, ভুঞ্জি সুখী—রচ কবি
রচনা তোমার। বিলম্বে সুযোগ নাশ,
নীতিশাস্ত্রবাণী। শুভকর্ম আশুকর্ম,
শুভ ফল তায় ; কালক্ষয় করে যেবা
অরণ্যে নিষাদ, বৃথা তীর পড়ে তার
ভূমি ’পরে, বিহগ বিতাড়ি। এস বন্ধু

কক্ষে সেথা, রণ-ছন্দে নৃত্য-তান নব
তুলিবে মৃদঙ্গ, গাহিবে গায়ক সাথে,
নাচিবে নর্তকী তোমার আদেশে। যেবা
সুরে দোলে মন আজিকে নিশায়, বাঁধো
বীণা তব সেই সুরে ঝঙ্কারি হৃদয়ে।"
উত্তরে কহেন কবি, "বাণী দেবী নহে কারো
চরণের দাসী। চরণে চরণ চাহে
কবিগণ অহর্নিশি, দিবালোকে, কভু
অন্ধকারে, ত্রিযামানিশায়। ছন্দোময়ী
কবির আরাধ্যা, কেমনে বর্ণিব তাঁরে
ভাষায় প্রকাশি? কৃপাময়ী-কৃপা কিবা
লভিব জীবনে—নাহি জানি তাহা! হায়!
মিথ্যা মোহে অন্ধ-আঁখি, আচ্ছন্নহৃদয়,...
কেমনে হেরিব সেই রাতুল চরণ,
কোটি কোটি জীবপ্রাণ-কমলপিয়াসী
ভ্রমররঞ্জিতসুধা মধু আহরণে—
ঘনঘোর মেঘাম্বর তিমির বরিষে?
অর্ঘ্যপুষ্প কোথা?—শোণিতে শোণিতে রাঙা
লোহিত জবারে কবে লইল জননী
সনাতনী, শুভ্রা—শ্বেতাম্বরা? ছাড়ি যারে
নাহি বোধ—নাহি গীত, নাহি বাক্যে সুর,
রূপারূপ-প্রকাশস্বরূপা, জ্যোতিরূপা
বাণীরে কহিলে তুমি চরণের দাসী!—
মহাভ্রান্ত শ্রেষ্ঠিবর, মহাভ্রান্ত তুমি।

নাহি কবি মরলোকমাঝে সুরস্বামী
বাঁধিবে নিগড়ে কেহ ছন্দোময়ী তাঁরে
নিমেষে হেলায়, অজ্ঞ-ধনীর আদেশে।
কোথা ধন কোথা বর্ম—সুদৃঢ় সেনানী
জিনিয়াছে বাণীর ভ্রূকুটি ? বাণীবলে
বলী তাই অনার্যে জিনিল আর্যগণ,
ব্যাঘ্র সিংহে জিনিল সে আদিম কিরাত—
সায়ক-সন্ধানী সেও বাণীর সেবক।
বাণী যার অনুকূলে সেই ধন্য, মান্য
কবিকূলে।—সেই জন ভাগ্যবান
যেবা লভে সৃষ্টিমূলে জননীপরশ।
ছন্দে গাথি কাব্য কেবা রচিবে সাহসী—
বাণীর করুণা বিনা নিস্ফল প্রয়াস ?
ধন চাই কিবা পাই—নাহি মরীচিকা
মনে—জানি মিথ্যা লোভ, মানস-বঞ্চনা—
এ দাস চরণে নত রহিবে চরণে।"

"ক্ষম অপরাধ, কবি," কহিল হেরুক,
কপট বিনয়ী,—"কেমনে জানিব কহ
বাণীর স্বরূপ ? অজ্ঞান বণিক আমি।
কবিমুখে শুনি নাই বাণীর বন্দনা
ইতিপূর্বে কভু। কাব্যরচয়িতা তুমি
জানো গূঢ় তত্ত্বকথা—বাণীর মহিমা—
কাব্যের প্রেরণা মূলে বাণীর করুণা।

সত্য, সত্য, অতি সত্য। আদেশিব তোমা ?
রচিতে কবিতা মূল্যে—নাহি স্পর্ধা মোর।
হ'তে পারি মূর্খ আমি, নহি বুদ্ধিহীন ;
জানি আমি, কবিগণ ধনদাস নহে !
ধন কভু নহে প্রভু মহাকবি-গানে।
স্রষ্টা কবি দ্রষ্টা, ঋষিসম ক্রান্তদর্শী—
কহিল অমোঘতিষ্য একদা আমারে।
পার্থিব ঐশ্বর্যত্যাগী কবীন্দ্র বাল্মীকি,
বেদব্যাস—শুনিয়াছি ভারতের গীতি
বহুবার সমাজ-উৎসবে। কিন্তু সখা,
এক সত্য অখণ্ডিত রহে চিরদিন—
শুভযোগ কভু নাহি আসে পুনর্বার
মানবজীবনে। হেলায় ত্যজিল যেবা
তরুণী বধূরে তার, বৈরাগ্যবিলাসী,
ফিরি গৃহে পক্ককেশ আরণ্য তাপস
শ্লথতনু, তপ্তমন প্রেমের ভিখারী
পায় কিগো মানসপ্রিয়ারে ? প্রবীণা সে
দন্তহীনা স্থূলোদরী সম,—ধনশূন্য
জীবনের খেদ কেন বন্ধু রাখো আর
অকারণে—আসিয়াছে যবে দৈবযোগ
দুর্লভ সুযোগ তব পথে ? প্রচারিত
হবে নাম আগামী পরশ্ব সভামাঝে
সমাজ-উৎসবে, স্থান তব মিলাইব
নৃপতি-সম্মুখে ছলে বলে সুকৌশলে

সুবর্ণ সহায়। তারপর নিজগুণে
যদি পার বিমোহিতে সভা—অর্থ, যশ
নিমেষে জিনিবে তুমি বিখ্যাত ভারতে।
সমাগত ষষ্ঠি-সহস্র ব্রাহ্মণ সবে
সমাজ-উৎসবে, নিত্য রাজ-অন্নভোগী—
বিচার করিবে সুধীবৃন্দ নিষ্করুণ
কাব্যগুণ, দোষাবলী বাণীর ছুয়ারে।
শুনি নাই কভু—কবি কেহ জিনিয়াছে
অকুণ্ঠ প্রশংসা খ্যাতি দ্বিজগণ পাশে,
সমাজ-উৎসবে! কেহ কহে—দুষ্ট কাব্য
নহে শ্রাব্য; নাহি শ্লোকে গো-ব্রাহ্মণ
জগতের হিতকথা, মনুর বচন।
কুঞ্চিতভ্রূ কেহ কেহ সুগম্ভীর সুরে,
'কোথায় প্রসাদ গুণ, কাব্য অলঙ্কার—
চিত্ত ক্ষুব্ধ যেথা রহে সমাপন শেষে,
তারে নাহি গণি কাব্য; কোথা মহাকাব্য
যেথা নাহি রাজা, সম্রাট-তনয় আদি
আদর্শ মানব; কেহ বলে উচ্চনাসা
আহা মরি!! বামন নির্বোধ, কোথা হ'তে
আসিয়াছে ভারতী-মন্দিরে এ মর্কট
ধরিতে সুধাংশুকর আপনার করে?
কহি তাই, সখা তুমি, ধর অন্য পথ;
মৌর্যবংশ-স্তুতি গাহি, রচিও নাটিকা
কিংবা খণ্ডকাব্য এক রজনীপ্রহরে,

কেহ নাহি দ্বিজমাঝে গালি দিবে তোমা
শুনিলে কবিতা তব সম্রাট-বন্দনা।"

নিভিয়াছে দীপমালা নগরভবনে
রাজপুরী মাঝে, সুদূর গ্রামান্তগৃহে
পুরবাসী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র
ঢলিয়া পড়েছে বৌদ্ধ, ভুলি ভেদাভেদ,
মায়াবিনী-ক্রোড়ে। ঢলিয়া পড়েছে জীব
অবনত-শির। ঘুমায় নয়ন মুদি
সারমেয়গণ তৃণমাঝে রচি শয্যা
লাঙুল কুণ্ডলি। গোষ্ঠগৃহে পয়স্বিনী
রোমন্থন ত্যজি ঘুমায় শিশির-স্নিগ্ধ
শীতল সমীরে। রজনী মদিরা-মুগ্ধা
কুসুম সৌরভে, নূপুর পরেছে সখী
শোভনা শেফালী, বিবশা কামিনী শাখে
ঝিল্লীরব মুখরিত প্রমোদ-কাননে
ডাকিছে পাপিয়া পিউ রহিয়া রহিয়া,
দুলিয়া পবনে তটিনী ছলকি চলে
উছল আনন্দে, মর্মর সোপান চুমি
ভবন-অদূরে। ভাবমগ্ন পুণ্ডরীক
লেখি যান বিনিদ্ররজনী ভূর্জপত্রে
অনন্যচেতন, সুবিদ্বান। গাহি স্তুতি
সম্রাটের, পিতা, পিতামহ, মহামন্ত্রী
রাধাগুপ্তে বিভূষিত করি সুকৌশলে

অশেষ গৌরবে, কভু বা কবির ছন্দে
হানিয়া ইঙ্গিত বাণ, বাণীর পূজারী
অবশেষে রচিলেন রণের বন্দনা।......
'ক্লীব ওরা, সদামৃত, ডরে রণমৃত্যু
পচিবে নরকে। বীর্যশুল্কা বসুন্ধরা,
রাখিতে তাহারে চিরন্তনী রাজবধূ
মগধের—কর্তব্য মহান সবাকার
আজি, দ্বিধাহীন তনুমন সমর্পণ
রাজসেবা, দেবসেবা ব্রতে। রণদক্ষ
মহাবল মগধ-বাহিনী, কোটি কোটি
কণ্ঠে আজি গরজি উঠুক জয়ধ্বনি—
মৌর্যকুলরবি অশোকের জয়! জয়
বীরকুল-প্রসবিনী মগধের জয়!'
আন্দ্রোমিদা, সুমধ্যমা, অর্ধনগ্না নারী—
হেরুক আদেশে রহে কবির সেবায়,
নিশাক্ষণে। পীনোন্নতা দাসী—মহাশ্বেতা,
সকৌতুকে, চাহি রহে কবিমুখ পানে,
সবিস্ময়ে হেরি নর মগ্ন সুরযোগী।
"নহে কিবা নর সবে প্রমদা-বিলাসী
প্রমোদ-নিশীথে? পায় যবে কামিনীরে
একাকিনী বিজন ভবনে, কোথা যুবা,
প্রৌঢ়, বৃদ্ধ,—হেরিনু জীবনে, সমাহিত
ত্যজিল তনিমাসুখ মানস-বিলাসী?
সুধাপায়ী শান্ত কেবা, অধরে পরশি,

রাখি দেয় পানপাত্র রজনীপ্রহরে ?”
পুনর্বার শ্বেতাঙ্গিনী লয়ে সুরাঘট,
আসে ধীরে, অতি ধীরে—অর্ধনগ্ন বক্ষ,
সুহাসিনী, বিম্বাধরা যবনদুহিতা।
দুলিতেছে কেশগুচ্ছ দ্রাক্ষা সুকুঞ্চিত
শৈলকুঞ্জে যথা দোলে পত্র-অন্তরালে
শিলামূর্তি-সিতগণ্ডে, শিহরি সমীরে।
“নিদ্রালস আঁখি তব, লাবণ্যলতিকে
আন্দ্রোমিদা! নাহি প্রয়োজন, নাহি ঢালো
সুরাসার পানপাত্রে আর। ক্লান্ত তুমি
নিদ্রাসুখে ভুঞ্জ নিশা আপন নিবাসে…”
কহে কবি মৃদু হাসি, হেরি যবনীরে
সুনীল-নয়না, শ্রান্তা, আপন সকাশে।
পরিশ্রান্তা ক্রীতদাসী, তুলি লয়ে ঘট
বাম করে, চলি যায় প্রবীনা যুবতী
পরম বিস্ময়ে। “আন্দ্রোমিদা! আন্দ্রোমিদা!
কোথা সুধাকণ্ঠ সম শুনিনু জীবনে ?…”
বাজে সুর রমণী অন্তরে। নিদ্রাহীনা
ভবনে ফিরিয়া গবাক্ষে চাহিয়া রহে
তারকার পানে আনমনে। একে একে
অতীতের ছিন্নপত্র উড়ি যায় শূন্যে
ঘূর্ণীবায়ুভরে। “কোথা পিতা, কোথা মাতা,
কোথা ভ্রাতা মোর ? কোথা আশা, ভালবাসা
দয়িত-প্রেয়সী গড়িনু স্নেহের নীড়

এই ধরা 'পরে? ক্রীতদাসী, শূন্যক্রোড়,
ধনীগৃহে গৃহান্তরে শৃঙ্খলিত সদা,
যৌবন-সীমান্তে আসি একি পরিহাস!
হায় বিধি নির্মম নিষ্ঠুর।" আকস্মিক
রোদন-উচ্ছ্বাসে লুটাইল বিদেশিনী
শয্যা 'পরে একা। পোহালো শর্বরী যবে
শেষ শ্লোক রচে কবি, পূর্ণচ্ছেদ টানি।
পূর্বনভে হাসে রবি, গগন-সম্রাট,
অনিত্য জগতে নিত্য প্রসন্ন উষায়।
নতশির অগণিত লোক ভক্তিভরে
অর্চিছে তপনদেবে ভাগীরথীতীরে
অদূরে, সুদূরে সিক্ত বালুকাবেলায়।
সজল বসুধা পথে সীমন্তিনী সতী
চলেছে কাহারা ওরা কলসী ভরিয়া?

[সপ্তম সর্গ শেষ]

অষ্টম সর্গ

[…বাজাও তোমার ভেরী
পুনর্বার …]

দারুময় সুবিশাল নৃপতি-প্রাসাদ
কানন অন্তরে, দূর হতে দেখা যায়
স্বর্ণচূড়া আলোকিত তপনকিরণে,
উদ্ভাসিত স্ফটিকের গবাক্ষ প্রচ্ছদ
দারুদণ্ডে স্থিত, শ্বেতকৃষ্ণ নানাবর্ণে
সমুজ্জ্বল ; ঝলমলে মাণিক্য হীরক
পুরনারী-গলে। রাশি রাশি পুষ্পে ভরা
শেফালীবিতানে গাঁথে মালা মালবিকা,
অনুরূপা, অনুপমা, কারুবাকী-সখী
নদীকূলে। কহে মালবিকা ক্ষীণমধ্যা
অগ্রামাত্য-রাধাগুপ্ত-তনয়-তনয়া,
খল্লাতক-পৌত্রবধূ বজ্রসেন-প্রিয়া—
"হলা অনুরূপে, অনুপমে!
দেখ চেয়ে
রাজপুরী-পথে অগণিত জনস্রোত
চলিয়াছে সমাজ-উৎসবে, বঙ্গকবি
পুণ্ডরীক শুনাবেন শুনি সুধীবৃন্দে
খণ্ডকাব্য তাঁর। প্রিয়দর্শী দেবপ্রিয়
সম্রাট, সদয় শেষে সখী-অনুরোধে,

আদেশ দিলেন রচিতে কুটির নব
ভাগীরথী-তীরে সমাজ-উৎসবে। চল্
সবে, ত্বরা করি, গাঁথি ফুলমালা।" কহে
অনুরূপা সুশ্রী, ধর্মাধিকরণ-কন্যা,
ঈষৎ হাসিয়া—

"হায় ফুলমালা মোর
ঝুলিবে অন্তিমে কুটিল ব্রাহ্মণ গলে!
ঔদরিক হলায়ুধ সভাপতি আজি।
শুনিয়াছি কবিচর্যা রচিয়াছে দ্বিজ
অতি বিভীষণ ভাষার ভূষণে যোজি
সংখ্যাতত্ত্ব-সার, প্রমাণ করেছে চঞ্চু—
'তরুণীর বৃদ্ধ স্বামী অতি গৌরবের,
পঞ্চাশোর্ধ্বে পরিণয় শুভ, নবীনা যে
ভাগ্যবতী লভিয়াছে গুরু, পরিপক্ক
বংশমঞ্চ আদর্শ নির্ভর, রসময়ী
পুষ্পকায়া কুষ্মাণ্ডী ব্রততী ফলবতী
যথা।"

"সাধু সুকবি-উপমা! অনুপম
হলায়ুধ! যোগ্যপ্রিয়া কুষ্মাণ্ডী সুন্দরী
হের ওই বংশমঞ্চে প্রসারিছে শ্যামা
ভাগ্যবতী পুষ্পিতা বনিতা," কহে বধূ
অনুপমা, দুর্গেশ-নন্দিনী, সীমন্তিনী,
বীরবাহু-প্রিয়া, তুলিয়া গুণ্ঠন শিরে
সুদতী, সুবেশা—"হায় ভাগ্য! নিত্য নিশা

শুনি গৃহে যুবক-হুঙ্কার। ফিরি গৃহে,
গৃহস্বামী কহে মোরে, উচ্চৈঃস্বরে, ডাকি—
'দুর্গেশ-নন্দিনি! বীরকন্যা, বীরবধূ—
কোথা তুমি সমরে রঙ্গিনী? ধর অসি,
লও কষি' বসন তোমার, শিখাইব
সযতনে শস্ত্রবিদ্যাসার।" আকস্মিক
আসে নর সবেগে তাড়িয়া, ভয়ে মরি,
বুঝি কাটে মুণ্ড মোর উন্মাদ পুরুষ,
মজিয়া অপরা-প্রেমে তরুণ প্রেমিক।
বৃদ্ধ স্বামী শ্রেয় ভাই—রহে পদানত
নিয়ত শাসনে।"
"সত্য সখি! অতি সত্য,
বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা শাস্ত্রের বচন,"
কহে মালবিকা নিম্নস্বরে, চারিদিকে
চাহি, সুগোপনে সতর্ক নয়নে, "প্রৌঢ়
মহারাজ আজিও সুদৃঢ়দেহ, মত্ত—
কারুবাকী-প্রেমে, ভুলিলেন প্রিয়দর্শী
অসন্ধিমিত্রারে! মহাদেবী পদ্মাবতী
কারুবাকী—শুভদশা তার। কিন্তু ভাই,
ভয় রহে আজো—আসিবে নবীনা কেবা
পুনরায়, পঞ্চাশোর্ধ্বে পঞ্চদশী? আহা,
পরাভাগ্যবতী! পুষ্পে পুষ্পে মধুলোভী—"
[অনুরূপা]
"চুপ চুপ! কেবা যেন আসে পথে, শুনি

পদধ্বনি !···একি সঙ্ঘমিত্রা ! রাজকন্যা—
দেবীর দুলালী। কাননমাঝারে চলে
নবীনা তাপসী।”

[মালবিকা]

“দেবী, দেবী, সম্রাটের
প্রথমা প্রেয়সী, বিদিশা বণিক-কন্যা,
শুনিয়াছি জনরব, মানিনী ভামিনী
আজিও বিদিশাগৃহে রহেন নির্জনে,
তথাগতে সমর্পিতা প্রবীনা যুবতী,
একদা রূপসী।”

[অনুপমা]

“প্রবীণা যুবতী কবে
সমাদর লভে পুরুষ-অন্তরে ? শোন্
সখি অনুরূপে ! মন দিয়া শোন্ তবে,
রাখিস্ অন্তরে তুই, জপমন্ত্র গণি।
নগ্ন সত্য অতি, তবু তত্ত্বসার কহি—
নলিনী পেলব পত্রে সলিল তরল,
প্রণয় ঝরিয়া যায় নবীনা-হিল্লোলে,
প্রগাঢ় শর্করা-রসে পড়িলে পতঙ্গ
উড়ে নাকো কভু আর, কোথা ডানা তার ?”

[অনুরূপা]

“হুলহীন মধুভৃঙ্গ সকরুণ-আঁখি !

[মালবিকা]

“মরুক কটাহ-তাপে পামর ভ্রমর !”

[অনুপমা]

"সখীর তারুণ্যরসে মজিয়া পিয়াসী !"

পুণ্য ভাগীরথীতীরে মুক্ত সুবিশাল
প্রান্তরে, সমাজ-মহোৎসবে মাতিয়াছে
অগণিত লোক। নরনারী শিশুগণ
ভ্রমিছে আনন্দে! পরিয়া রঙীন বেশ
নাগরদোলায় কেহ দুলিছে মেলায়,
কেহ বা ঘোটক-চক্রে ঘুরে অবিরত
করতালি দিয়া করে জনতার মাঝে,
পরম কৌতুকে! কোলাহল মহা, হেরি
অশ্বারোহী সেনা, আসে গজোপরে কেবা,
উষ্ট্রপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠীদল মরুদেশবাসী,
পশুরাজে আনিয়াছে পুষিয়া পিঞ্জরে
ধনার্জনে সোমরু নিষাদ। ভল্লুকেরা
নৃত্য করে উল্লুক সহায়, ডুমডুম্
সদা ধ্বনি, বাজায় ডমরু রঙ্গময়ী
কিরাতিনী সোমরু-মোহিনী! ব্যাঘ্রাজিনা
স্থুলাঙ্গিনী ভৈরবী যুবতী। সারি সারি
পণ্যশালা সজ্জিত সম্ভার, চাহি রহে
সবিস্ময়ে পল্লীবালা ভীরু। সুসজ্জিতা
পৌরনারী ফিরি যায় গরবিনী গৃহে,
ক্রয় করি মুদ্রামূল্যে করিদন্ত-শাঁখা,
বাহুভূষা, কণ্ঠহার, সীমন্ত-সিঁদুর—

রমণী-কামনা-দ্রব্য শত। জাদুকর
শিবির বেষ্টনে দেখাইছে ইন্দ্রজাল—
রজ্জু তারে সর্প করি, নারীমুণ্ড কাটি
অসির আঘাতে, কভু বা জ্বালায়ে অগ্নি
অঙ্গুলি হেলনে, কভু সর্প সৃষ্ট করি
স্কন্ধে লয় হাস্যময় কৌশলী দমন।
এড়ায়ে জনতা-বাধা সঙ্কীর্ণ সড়কে,
উড়ায়ে পথের ধূলি শকট-চালক
মিলায় প্রান্তরে পুষ্ট বলীবর্দ লয়ে
সহস্র কৃষক। বিকিল পুলকে শাক,
ফলমূল আদি রাজার আলয়ে আজি
রৌপ্যমূল্যে ধনী। ধীবর কেবট আদি
ভাসায় তরণী মীন-বংশ উজাড়িয়া
তীরে; কাক ডাকে কা-কা—চিল চলে ভাসি।

রাজার রন্ধনশালা মাংস-মৎস্যে ভরা,
আহার সুবাস গন্ধে ফুল্ল দ্বিজকুল
বসিয়াছে শ্রেণী-ক্রমে কুশাসন লয়ে
সন্তান-সন্ততি সহ। রাজ-নিমন্ত্রিত
লেহ্য পেয় স্বাদু গ্রহণ করিছে সবে
ষষ্ঠি পংক্তি ভাগে। কৌটিল্যের কূটনীতি
ব্রাহ্মণভোজন-রীতি সমাজ-উৎসবে
আজিও সচল। দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী
সম্রাটের জয়গান গাহি নিমন্ত্রিত

বিপ্রগণ চলে দলে দলে গঙ্গাতীরে
আচমন লাগি। কুক্কুর-বায়স-রবে
মুখরিত পুরী, দাঁড়কাক সুনিবিড়
কৃষ্ণবর্ণ, রহি লুক্কায়িত আম্রশাখে,
নীরবে হেরিছে দৃশ্য উচ্ছিষ্ট প্রলোভী,
ঈগল সহসা নিম্নে দ্রুত পক্ষচারী
ছিনিয়া আহার উর্ধ্বে ধাবমান হেরি,
ব্যাকুল বালক কাঁদে মিষ্টান্নের শোকে,
পুত্র-পিতা শ্মশ্রুময় গ্রামের যাজক
মৃদুহাস্যে কহে, ওরে ওরে ওরে হন্দ!
যেথা নিমন্ত্রণকারী অশোক সম্রাট,
বৃথা শোক লাড্ডুক লাগিয়া ; এক যাবে,
তুই পাবি, মোছ আঁখিজল।"

ক্রমে রবি
পড়িল ঢলিয়া পশ্চিম দিগন্তে। সুপ্ত
হলায়ুধ নিদ্রা ত্যজি, চলিলেন দ্রুত
ত্বরান্বিত দূত পিছু, সমাজ-উৎসবে,
সম্রাট-আহ্বানে। নাতিবৃদ্ধ সভাপতি
স্থূলকায়, বিষমদর্শন, গুম্ফে শোভা,
শিরে শিখা, ঘূর্ণিতলোচন। মহাসুধী
অকরুণ পানিনি-পণ্ডিত, সূত্রে সূত্রে
অলঙ্কার রচিয়া প্রখ্যাত, হেরি তাঁরে
সভাদ্বারে বিঘোষে জনতা মুহুর্মুহু
জয়ধ্বনি। বহুশিষ্য-পরিবৃত সুধী

বসিলেন মঞ্চোপরে, সুগম্ভীর সুরে
দেবতা ও সম্রাটেরে জানাইয়া স্তুতি
যথারীতি, পুণ্ডরীকপানে চাহি রন
স্তব্ধ রোষে ভ্রূকুটি-কুটিল। সমাসীন
সগৌরবে উচ্চমঞ্চে স্বর্ণ-সিংহাসনে,
ভারতসম্রাট অশোক, সুতাম্রতনু,
দৃঢ়পেশী, দীর্ঘকায়, সমুন্নতনাসা—
পুষ্পমাল্য গলে, কহিলেন অপ্রসন্ন,
অকোমল স্বরে, "সুধীবর হলায়ুধ!
কিবা হেতু কালক্ষয় সমাজ-উৎসবে,
যেথা উদ্‌গ্রীব অগণিত পৌরজন,
সমাগত সুধীবৃন্দ, আপনার লাগি?"
উত্তরিল হলায়ুধ সুবিনীত সুরে,
"মহারাজ! মার্জনীয় অপরাধ মোর।
নহি যুবা আমি, গুরুরাজভোগ সেবি
নিদ্রালস, অচেতন—ঘুমাই কাতর,
ছাগশিশু-অস্থিমজ্জা ধরিয়া জঠরে,
রোহিত সহিত যুঝি, পরমান্নে মজি,
ডাকি নিরন্তর আদিবৈদ্য শূলান্তকে,
শম্ভুপদে প্রিয়দর্শী দেবপ্রিয়ে দূষি।"

নবনির্মিত কুটিরে বেত্রাসনে বসি
মালবিকা কহে, "হলা অনুপমে, মিথ্যা
অপবাদ দিয়াছিনু বৃদ্ধ হলায়ুধে।

নহে শুষ্ক বংশমঞ্চ কুষ্মাণ্ডী-আশ্রয়,
রসময় জানে রস গোপন সন্ধান—
চাটুরস শ্রেষ্ঠরস ধনমানপথে—
অনায়াসে কূট বিপ্র তুষিল সম্রাটে
চাটুবাক্য বলে।

[অনুরূপা]

"চুপ্ চুপ্, খল্লাতক
বঙ্গকবি পুণ্ডরীক-গলে মাল্যদান
করিছে হেরুক! ধনী শ্রেষ্ঠী ক্রোরপতি,
শুনিয়াছি সম্রাটের প্রিয়, মহামান্য
মগধসমাজে।"

[অনুপমা]

অহো, সুকণ্ঠ সু-উচ্চ!
মধুর সঙ্গীত সম সুবোধ্য প্রাকৃত!
ধন্য, ধন্য! ধন্য কবি বঙ্গদেশবাসী!!
ভাঙিলে নিগড় তুমি হলায়ুধে হেলি!!
কটু হলায়ুধ, দেবভাষা-অভিমানী,
হের, প্রতিবাদ ক্ষীণ মিলাইল ক্ষণে
জনতা-উচ্ছ্বাসে! সম্রাট উদ্‌গ্রীবচিত্তে
শুনিছেন একমনে।"

[মালবিকা]

উদ্বেল সাগর কিবা সহসা প্রশান্ত
হ'লো—জাদুকর মোহস্পর্শে? অচপল
অচঞ্চল রহে মুগ্ধ জনতা বিশাল

অর্ধবৃত্তাকারে মঞ্চ ঘিরি, শিলাভূত
পৌরজন যথা পাতালভবনে মূক,
অনিমেষ—চাহিয়া সম্মুখে! গাহে কবি ঃ—

"ভুবনমোহিনী জননী আমার !
ভুবনে গিয়াছ মিলায়ে,
ব্যথার অতীতে স্মৃতির সায়রে,
মানসকমল দুলায়ে।
একাকী ভুবনে রোদন আমার
স্বনিত উদাস সমীরে,
মাতার বুকের পরশ সুখের
শিশুর পিয়াস গভীরে।
সমীরে ক্ষেপায়ে পবন পাগল
ভাঙিয়া আগল ধায়রে।
শিশুর পিয়াস, সুধার তিয়াস,
সাগরে মেটে কি হায়রে !
নহে সে দরদী, ভয়াল জলধি,
কত যে হাঙর লুকায়ে,
লবণসলিলে সলিল-পিপাসা।
যায় রে পরাণ শুকায়ে।
ডুবিছে তরী সে বিদরি আঘাতে
মগন পাহাড়ে ভুলিয়া—
সফেন সাগরে প্রাচীন তরণী
সাগর দোলায় দুলিয়া।

ধর্মদত্তা

নিবিড় আঁধার, এসেছে রজনী
রবির আলোক নাশিয়া,
অসীম যাতনা! ক্ষুধার তাড়না!
পিপাসা চলেছে ভাসিয়া!

জননি ভারতি!
জানাই মিনতি
মরণশয়ন-স্মরণে,
স্বপনে হেরিনু আঁধার গগনে
কনক রাতুল চরণে!
নিমিষে আসিয়া নিমেষে মিলালে
গগন-রহসে জননী!
ঝলকে হৃদয় ক্ষরিল লোহিত,
শোণিত-সাগরে তরণী,
সহসা দেখিনু মেদুর আকাশ,
সঘনে গরজে ভরসা—
ভাবিনু ভরিবে আমার তরণী
মরণবিনাশী বরষা।
কহিনু কাতরে ডাকিয়া তোমায়,
অকূল হৃদয়-দরিয়া,
লবণ-সলিলে এস গো ভারতি!
বিষাদলগনে ঝরিয়া।
জননী আমার! চরণে তোমার
জাগালে এষণা কতনা ভূমার!

ধর্মদত্তা

কেমনে তুষিব মানস সবার,
জানি যে জননী দুরূহ সে ভার !
মরণশয়নে জীবনদায়িনী
এ-ভব-ধারিণী ভুবনমোহিনী
দাও মা বরদে ! শকতি সেবার
তোমারে প্রণাম জানাই এবার ।

সুসিতবরণা,
আলোকঝরণা,
মানসকমলবাসিনি !
নিঠুর ভুবনে
পুণ্ডরীক ভণে,
নাহি তো শোভনে !
নাহি গতি নাই,
তোমা বিনা স্থিতি, দীনজন ঠাঁই ।
তাই তো নিয়ত
শত আশাহত
করি গুনগুন
অগুণ সগুণ—
তব ধ্বনি ধনী, সেই ধনে গণি,
লইনু শরণ শরণে !
(অয়ি !) তামস-আলস-হারিণি !
আদি ও অনাদি, কবি ও অকবি—
পুলক-জনক-জননী !
শুধু এ মিনতি করি তব পদে,

রেখো মা তনয়ে স্মরণে !
ভব-যশ কবে লভিয়াছে সবে,
রহিব চকোর চরণে।”

বন্দিয়া বাণীরে, নমি সুধীজন সবে
কাব্যপাঠ করে কবি বিনম্রবদন,
রাজেন্দ্রে প্রশস্তি গাহি, ধীরে ধীরে তুলি
কণ্ঠ উচ্চগ্রামে, কভু নিম্নে আনি : “শ্রান্ত,
ক্লান্ত, পথভ্রান্ত একদা ক্ষুধার্ত আমি
পশিনু অরণ্যদেশে নীরব নিথর।
নাহি পদচিহ্ন হেরি ঘনতরু-মাঝে,
গভীর অরণ্য। স্তূপীকৃত পত্রসার
কালসর্পসম কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর
পিচ্ছিল কর্দমে সহসা পতিত আমি
স্খলিত-চরণ, ডরিনু আসন্ন মৃত্যু
অতলে মজিয়া। অতিকায় তরুরাজি
ঘনপত্রচ্ছায়ে তপন-কিরণ রুদ্ধ
নিবিড় আঁধার, কুহেলি মাঝারে অন্ধ
হেরি বিভীষিকা, অদূরে শাল্মলীমূলে
ভল্লুক বিকট আমারে লেহিছে নেত্রে,
নখর মেলিয়া। বিভীষিকা-ভীত আমি
ফিরাই নয়ন ঊর্ধ্বে, রবিরশ্মি আশে।
কোথা আশা-আলো ! ঈগল ঘুরিছে ব্যোমে
বক্রদৃষ্টি হানি, আমারে খণ্ডিতে চাহে

তীক্ষ্ণচঞ্চু, ক্রূর! দানব বিহগ হেন
দেখি নাই কভু, বিধূনিয়া পক্ষদ্বয়
বিরাট বিশাল, বিধূমিত অগ্নিপুচ্ছে
নভস্তল ব্যাপি, ঢাকিয়া তপনদেবে,
ডাকে ভয়ঙ্কর, মুহুর্মুহু অগ্নিজ্বালা
উৎসারিয়া সুতীব্রনিনাদী। মৃত্যুভয়ে
জ্ঞানশূন্য হেরিলাম আমি, বৃদ্ধ এক
শ্মশ্রুময়, সৌম্যমূর্তি, সহসা সম্মুখে
প্রসারিয়া বক্রযষ্টি কহিছেন মোরে
করুণাকোমল কণ্ঠে জানায়ে আশ্বাস—
"বৎস পুণ্ডরীক! নহি ভয় তব, ত্যজি
পঙ্ক, এস মোর সনে, সমুন্নত-শির।"

মন্ত্রমুগ্ধ উঠিলাম পঙ্ক ত্যজি। ধীরে,
ধীরে, চলিলেন মুনিবর, অতিবৃদ্ধ,
আমারে দেখায়ে পথ বনের মাঝারে।
হেরিনু বিস্ময়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে সেথা
পুষ্পরথ এক রাজহংসী সম, মেলি
ডানা, চাহে উড়িতে গগনে। রত্নোজ্জ্বল
চক্রদ্বয় ঘর্ঘরে সরবে। স্মিতহাস্যে
কহিলেন বৃদ্ধ মুনি সমুন্নত-নাসা,
বলবান, দৃঢ়দেহ—"বৎস পুণ্ডরীক!
আমি রত্নাকর, কবি বাল্মীকি। একদা
দস্যুবৃত্তি করি পালিতাম পরিজনে,

অন্ধমোহে অধর্ম আচরি। মরা, মরা
বলি শেষে উচ্চারিনু রামনাম যবে
লভিলাম মহামুক্তি অনন্যমানস।”

উঠিলেন রথোপরে কবীন্দ্র বাল্মীকি,
বসিলাম পশ্চাতে তাঁহার। বায়ু চিরি
চলে রথ নক্ষত্রের বেগে। গ্রহতারা
অতিক্ষুদ্র কপোতীর ন্যায় শূন্যমাঝে
ঝাপটিছে দীপ্তবিভা, যেন বিরহিণী
সায়াহ্ন-আঁধারে স্বর্ণ-টিপ পরি ভালে
দীপিছে ধরণী অশ্রুমতী, মেঘাম্বরা,
তপন-প্রেমিকা। ক্রমে বায়ু ক্ষীণ হ'তে
ক্ষীণতর, দেখিলাম আমি সবিস্ময়ে
মহাকাশ, নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার
অনন্ত প্রসার। অবশেষে আসিলাম
মোরা, মহাশূন্যে পথযাত্রী—যেন কোন
সুড়ঙ্গের পথে, পৃথ্বীসুত ভৌমগ্রহে।
বিদ্যুৎ-পুঞ্জসমপ্রভ লোহিতবরণ
মঙ্গলদুয়ারে সেথা, বীর কার্ত্তিকেয়
পার্বতীকুমার, উঠিলেন রথোপরে
অপরূপ তনুস্বামী। বহু পুষ্পরথ
চলে আমাদের সাথে, ভীষ্ম দ্রোণ আদি
মহাবীর, কর্ণ, দুর্যোধন, জরাসন্ধ,
অশ্বত্থামা, অভিমন্যু, হেরিলাম ভীমে

নিজ নিজ রথে সমারূঢ়, পরাক্রমী
সূক্ষ্মদেহী চিন্তাকুল-আঁখি, নামিলেন
রথ হতে ছায়াপথে। সেথা সভাপতি
পিতামহ ব্রহ্মদেব, বিষ্ণুপানে চাহি
অপাঙ্গে, কহেন, 'হে ত্র্যম্বক! নারায়ণ
কহিল আমারে আজি, স্মরিতে তোমারে
বিশ্বের কল্যাণে। ভূতনাথ, মহাদেব!
দেববন্দ্য হে করুণাময় দীনবন্ধু!
চন্দ্রচূড় হে মদনান্তক শূলপাণি!
পার্বতীহৃদয়বল্লভ হে চন্দ্রমৌলি!
বিশ্বনাথ হে শিবশঙ্কর দেবদেব!
বামদেব ভবরুদ্র হে পিনাকপাণি!
আমিও জানাই নতি তোমার চরণে
হে কামারি রন্ধকাসুর-সূদন শর্ব
হে কপালী কবচী কৈলাস-নিবাসী হে
নীলকণ্ঠ, মহাকাল, প্রণাম তোমারে
বন্ধু, শোনো ভুবন-আকুতি, দিকে দিকে
হের অগণিত লোক, ভিক্ষুকের ন্যায়
নিরাশ্রয় ভ্রমিছে ধরায়, নাহি আশা
পাইবে অদূর ভবিষ্যতে প্রাণময়
জীবন-আস্বাদ। কোটি কোটি নরনারী
ধনহীন দীন—রুগ্ণ শিশু লয়ে যেথা
কাতর বিলাপে নিভাইছে আনন্দের
দীপ, যেথা দর্পী অহঙ্কার ক্রূরলোভে

ধর্মদত্তা

মত্ত কূটচক্রী বিষাইছে ধরণীর
বায়ু, যেথা আশা মরীচিকা সম শূন্যা
মানবেরে টানে তপ্ত মরুর প্রদাহে,
নিয়ত জ্বলিছে ক্ষুধা সতৃষ্ণ পিপাসা
গভীর হতাশে, সেথা তুমি রুদ্র শিব
জ্বালো বহ্নিশিখা। বাজাও দুন্দুভি তব
পুনর্বার প্রলয়ের কালে। নবদৃষ্টি
নবসৃষ্টি তরে যুগে যুগে জরাজীর্ণ
ধরামাঝে নাশিতে অধর্মে, অবতার
আসিলে নবীন রূপে প্রলয়ে পিনাকী!
বন্দিছে বাল্মীকি বেদব্যাস আজি, হের
সম্মুখে তোমার, নব ভুবনের নব
অভ্যুত্থান লাগি। নাচো নটরাজ এবে
নবীন অসুরে দমিতে ভুবনে আজি
প্রলয় নাচনে কাঁপায়ে মেদিনী, নাশি
অন্ধকার। বসুধারে একসূত্রে বাঁধি
রচিতে ধর্মের রাজ্য বিপুল মহান
সৃজিয়াছি নবীন নায়ক প্রিয়দর্শী
নৃপতি অশোক। শ্রীরামচন্দ্রেরে পুনঃ
পাঠাইনু ভবে দূরিতে দৈত্যের ভয়,
নাশিতে বিভেদবাদ, নিত্যকলহের
গ্লানি। হীনতার দীনতার মর্মদাহ
ভুলিবে মানবজাতি সত্যযুগে ফিরি।
হে দেবাদিদেব! বাজাও তোমার ভেরী

পুনর্বার ! ধ্বংস সে যে ধ্বংস নয়, শুভ
জীবনের নবীন সোপান গড়ে বীর
ভুবনবিজয়ী ।'

'সভাকার্য শেষ হ'লে
চলিলাম রথযোগে বাল্মীকির সাথে
নন্দনকাননে। ভুবনের মহাবীর
সবে হেরিলাম সেথা একত্রে উল্লাসে
পানমত্ত অমৃত-কলসে। নাহি শক্তি
কেমনে বর্ণিব স্বরগকানন-দৃশ্য—
স্বপ্নে যাহে স্মরি আজো শিহরে সর্বাঙ্গ
অসহ পুলকে। আঁকিয়াছে চিত্রকর
কোথা মর্তে শ্রেষ্ঠ শিল্পী কল্পনামানসে
অপূর্ব তরুর শোভা আনন্দে ভাসিয়া ?
কিরূপে জানিবে নর মরলোকে রহি
অমর-মানস-সুধা সদাক্ষুণ্ণ মন ?
হেথা হাসিকান্না, ভোগ রোগ, ধনী দীন
নিত্যদ্বন্দ্ব মাঝে সুখ সে যে মধুবিষ
সম ! জ্বলে দেহক্ষত কুসুমকণ্টকে,
ভৃঙ্গদাহে, অতৃপ্ত তিয়াসে !······

কহিলাম
কবিবরে, "গুরুদেব ! গাণ্ডীবীরে কেন
নাহি হেরি অমর-কাননে আজিকার
মহোৎসবে। হেরি যবন নৃপতিগণ
দারুয়স, সিকন্দরে, হেরিনু নন্দিত

ভুঙ্গিতে অমৃত ফল মন্দাকিনীতীরে।
তরুণী উর্বশী সেথা নীলজলে নামে
ঈষৎ হাসিয়া, নাচিছে তরঙ্গ 'পরে
প্রজাপতি সম, স্বর্ণডানা মেলি রৌদ্রে,
মেনকা নগ্নিকা! হেরি দূরে চন্দ্রগুপ্ত
হেলেনার সাথে একাকী নির্জন খুঁজি
ফিরিছেন, মহাকূট চাণক্যে এড়ায়ে,
নদীতীরে। হেরি মহামতি মহারাজ
বিন্দুসার মগধনায়ক চাণক্যেরে
প্রণাম জানায়ে চলেছেন মৃদু হাসি
সহদেব সহ। নকুল রাবণ সাথে
লক্ষ্মণ সমীপে কহিছেন স্বল্পবাক্
কিবা জানি সুদূরে চাহিয়া! বীরবাহু
মেঘনাদ দ্রুত পদক্ষেপে আসিছেন
পারিজাতকুঞ্জ-পথে কুম্ভকর্ণে হেরি
জাগরিত, ভ্রমরলাঞ্ছিত! দিকে দিকে
বীর সবে দেবগণ সাথে সম্মিলিত
হেথা! নাহি হেরি শুধু বীর চূড়ামণি
গাণ্ডীবীরে সভামাঝে!"
কহিলেন মুনি,
"যাও বৎস পাতালে সেথায় পার্থ আজি
মহোৎসবদিনে কাটায় প্রহর যাম
নিরানন্দমন।" কহিনু বিস্মিত আমি,
"একি কথা আদিকবি শুনান আমারে!

বেদব্যাসে ডাকি কহিলেন আদিকবি
করুণ হাসিয়া, "কহ ভ্রাতা বেদব্যাস—
বুঝাও কলির কবি পুণ্ডরীকে তুমি,
যাও দুইজনে পাতালে। ভ্রমণে ক্লান্ত
আমি, বৃদ্ধ অতি, ত্রেতাযুগে জাত, নাহি
শক্তি ভ্রাতঃ, কলির মানবে বুঝাইব
পুনঃ যাত্রী, নরকে ঘুরিয়া।"

সবিস্ময়ে
হেরিলাম, বেদব্যাস সাথী, বিসর্পিল
দীর্ঘপথ নিশিদিন ভ্রমি অবিরাম
বাষ্প-সমাকুল, মহাবীর অর্জুনেরে
যমের দুয়ারে। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে
দাঁড়ায়ে প্রহরী স্থির ঘর্মকলেবর
সে কৌন্তেয় কোথা বা গাণ্ডীব, পূতিগন্ধ
স্রোতোনীর বহিছে তামসী ভোগবতী
গরল সুকৃষ্ণবর্ণা, উত্তাল তরঙ্গে
কুটিল আবর্তে। ফুঁসিয়া ফুলিয়া সদা
বাসুকী-স্পন্দনে, যেন কে কামিনী ক্রুদ্ধা
কামনা-বিহতা ছিটায় সু-উর্ধ্বে কণা
তপ্ত ফেনরাশি—নিমেষে পরশে তার,
তরুণ উন্মাদ ঝাঁপে অতল গভীরে
মলিন সলিলে। নাহিক তরণী হায়!—

কোথা বা কাণ্ডারী !—চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস,
প্রেতযোনি, কবন্ধ দানব, দীর্ঘ ছায়া
বিভীষিকা মাঝে কাঁপিছে মানব মৃত
নরকনিবাসী, ভয়াল দশন মেলি
সুতীক্ষ্ণ-নখর ষড়্‌মুণ্ড ব্যাঘ্রী এক
লেহিছে রসনা, প্রজ্বলিত অগ্নিজ্বালা
লেলিহ বিস্তারে ডাকিছে সে মুহুর্মুহু
ঘোরনাদে পাশব অমর্ষে। ছিঁড়িবারে
চাহে মোরে খণ্ড খণ্ড করি, বিঘূর্ণিত
বিকটলোচন নবাগতে হেরি দ্বারে,
শৃঙ্খল টুটিয়া।……

হেনকালে যমরাজ
আসিলেন দণ্ডধারী, অঙ্গুলিহেলনে
চলিলেন কৃষ্ণসখা আমাদের সাথী
পুনরায় দেবলোকে। লজ্জিতবদন
পথমাঝে কহিলেন আমারে গাণ্ডীবী—
"যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধত্যাগী তমোগুণাশ্রয়ী
মানস-পাপের ফলে দুর্গতি আমার
এই। বর্ষে বর্ষে যাপি কাল যমালয়ে
ঘর্মকলেবর প্রহরী দাঁড়ায়ে। শুনি
শুধু দীর্ঘশ্বাস, বুকভাঙা সকরুণ
কাঁদিছে রমণী নর নরক-তিমিরে
বুভুক্ষু, সতৃষ্ণজিহ্ব। বদন মেলিয়া
হেরিছে অদূরে খাদ্য সজ্জিত সম্ভার

থরে থরে ; বারি ঝরে নিয়ত নির্ঝরে
প্রেতপুরী মাঝে—নির্বোধ নির্মম হায় !
হানাহানি করে ওরা সহসা ঝাঁপিয়া—
কর্দমাক্ত বারি, কোথা মিটাবে তিয়াস !—
ব্যাধিজীর্ণ, শোকাচ্ছন্ন, জ্বলিয়া জঠরে
আকণ্ঠপিয়াসী কাটায় অনন্তকাল
বিশীর্ণ-হৃদয় ! পলাতক শত্রুভীত
সেনাপতি, যেবা নেতা ডরে রণ-মৃত্যু
বীর্যহীন, যেবা যোদ্ধা যুদ্ধ নাহি করে
বাঁচাইতে দুর্বল স্বজনে, যেবা ভীরু
শান্তিকামী, কাপুরুষ, অন্যায়েরে সহে,
মজে তারা মহাপাপী রৌরব নরকে,
পঙ্কবারি পূতিগন্ধ নদে। কামী, ক্রোধী—
লোভী তারা ষড়্‌রিপু-পাপী—বর্ষমাঝে
একদিন পাপিষ্ঠ সাহসী লভে স্থান
মহোৎসবে—সেইদিন, যবে বসুমতী
লইলেন আপনার ক্রোড়ে বৈদেহীরে,
দূরিতে কলঙ্ক লোকনিন্দা মনস্তাপ,
সহসা বিদরি। নাহি স্থান ভীরু তরে
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-উৎসবে।”

ফিরিলাম
যবে মর্তধামে অর্জুনে বিদায় মাগি,
প্রণমি বাল্মীকি বেদব্যাসে, শুভাশিস্
কুড়ায়ে মস্তকে, হেরিলাম আমি কবি

পুণ্ডরীক, বঙ্গদেশবাসী, মগধের
দ্বারদেশে উপনীত, শ্রান্ত, নিদ্রা যাই
তরুতলে একা। দূরাগত প্রতিধ্বনি
রাজধানী-কোলাহল শুনি প্রবেশিনু
সম্রাট-নগরে হেরিলাম দিকে দিকে
জয়যাত্রা পৌরুষের, সম্রাট সুদক্ষ
যোদ্ধা—রাম অবতার, ভুবনবিজয়ে
নির্ভীক নায়ক—মৌর্যকুলতিলকেরে
প্রদীপ্ত প্রভাতে। বজ্র হ'তে সুকঠোর
কর্তব্য পালক, পুষ্প হ'তে মৃদু যিনি
কোমল-হৃদয়, প্রজাদুঃখে দুঃখী সদা
আদর্শ মানব—প্রিয়দর্শী পূজা দেন
রথ হ'তে নামি শিবের মন্দিরে, শির
নত করি। স্মরণ করিনু সেইক্ষণে
ব্রহ্মার মিনতি। নাহি ডরি ক্ষণ তরে
দুর্বিনীত কলিঙ্গের বল। ধূলি সম
উড়াইবে মগধের সেনা উদ্ধত সে
দ্রাবিড় আসুর স্পর্ধা সুবর্ধিত আজি
দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী সম্রাট-সংযমে।
নাহিক সংশয়, মগধের প্রান্তদেশে
রহিতে বিরোধী দেশ স্বতন্ত্র, স্বাধীন
মগধের নিরাপত্তা হবে না রক্ষিত।
অতর্কিত আক্রমণে নাশে জলদস্যু
ওরা সবে মগধ-বাণিজ্য,—তাম্রলিপ্তি

হতমান কলিঙ্গগৌরবে—শ্রেষ্ঠ আজো
দ্রাবিড়-বন্দর যেথা সাগর-বাণিজ্যে—
কোথা সে আশ্বাস, জিনিতে মগধ কভু
আসিবে না অরি বলোদ্ধত, স্বর্ণবলে
বলীয়ান? রাজনীতি কহে, প্রাতিবেশী
প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বভাব-অরাতি। বিনাশিতে
শত্রুরাষ্ট্রে যেবা দিবে প্রাণ হাস্যমুখে
সম্রাটের, স্বদেশের তরে—পুণ্যবান
যাবে যুবা স্বর্গধামে। নাহিক সংশয়
ক্লীব ওরা—সদা মৃত—ডরে রণ-মৃত্যু
পচিবে নরকে। বীর্যশুল্কা বসুন্ধরা,
রাখিতে তাঁহারে চিরন্তনী রাজবধূ
মগধের—কর্তব্য মহান সবাকার
আজি, দ্বিধাহীন তনু-মন-সমর্পণ
রাজসেবা, দেশসেবা ব্রতে। রণদক্ষ
মহাবল মগধবাহিনী, কোটি কোটি
কণ্ঠে আজি গরজি উঠুক জয়ধ্বনি—
মৌর্যকুল-সূর্য অশোকের জয়! জয়
বীরকুল-প্রসবিনী মগধের জয়।”

গরজে রচনা-মুগ্ধ, বিশাল জনতা,
বিজয়-উল্লাসে, সাগরমন্থনে যথা
স্বেদাক্তশরীর, অসুর দেবতা ঘোষে
অমৃতপিয়াসী। “জয় পুণ্ডরীক-জয়!

জয় পৃথ্বিজয়ী দেবপ্রিয় সম্রাটের
জয় ! জয় শিবশম্ভু মহাকাল-জয় !
হেলায় মগধী জিনিবে কলিঙ্গ, জয়
মগধের জয় !”...অস্ত গেল দিনমণি
ভুবনে সপিয়া পুনঃ নিশার তিমিরে,
প্রকম্পিত প্রতিধ্বনি মিলালো গগনে ।

[অষ্টম সর্গ শেষ]

নবম সর্গ

[...নদীস্রোতে ভাসি আসে কন্যা কেশবতী।...]

বঙ্গের ত্রিবেণী, বিমুক্ত ত্রিধারা যেথা
পুণ্যতীর্থভূমি, প্রাচীন নগর খ্যাত
বাণিজ্যবন্দর—জনাকীর্ণ গঙ্গাতীরে
স্নান-অন্তে হেমাঙ্গিনী উঠিলেন ধীরে
পুণ্ডরীক-প্রিয়া। পিচ্ছিল কর্দমে সেথা
ত্রিবেণীসঙ্গমে, যাইবেন কবিবধূ
ভবনে ফিরিয়া, জলঘট লয়ে কাখে
সতর্ক-চরণ—হেরিলেন সবিস্ময়ে,
সহসা চকিতা, তরী হতে ঝাঁপ দেয়
বর্ণময়ী বিদেশিনী সুবেশা ললনা।
নদীস্রোতে ভাসি আসে কন্যা কেশবতী।
জলঘট শূন্য করি, ত্বরিতে সন্তরি
খরস্রোতে, মগ্নপ্রায় যুবতীর বুকে
দানিলেন ঘট কবির প্রেয়সী। সিক্তা
উঠিল রমণী তটে, ঘনশ্বাস ফেলি,
অপূর্ব রূপসী!...
"উন্মাদিনী ভার্যা মোর
কহে তরী-স্বামী বিদেশীবণিকবেশ,
তরণী ভিড়ায়ে।
"মিথ্যাবাদী, হত্যাকারী,

শঠ প্রবঞ্চক ! হরণ করিল মোরে
কূটচক্রে, প্রতারণা করি !"
কিবা কহে
বিদেশিনী অবোধ্য ভাষায়, কেবা বুঝে
তাহা, রহে চাহি কুতূহলী হতবাক্
বিস্মিতা জনতা।
অর্ধবোধ্য রাজভাষা
মাগধী প্রাকৃতে কহিল রমণী পুনঃ,
"মিথ্যাবাদী, হত্যাকারী, শঠ প্রবঞ্চক !
হরণ করিল মোরে প্রতারণা করি !"
জনতার পানে চাহি ক্ষণেক বিহ্বল
উত্তরে বিদেশী, "একমাত্র পুত্রে মোর
হারায়ে রমণী উন্মাদিনী ; ভ্রান্তিবশে
কহিছে বৈদ্যেরে হত্যাকারী। ঔষধির
গুণে, নিদ্রাচ্ছন্না অচেতন করি তারে,
আনিনু তরণী 'পর পিত্রালয় হ'তে,
লইব ভবনে। ছিনু আনমনা ক্ষণে
ক্লান্ততনু ; নিদ্রাভঙ্গে সহসা ঝাঁপাল
নদীস্রোতে অভাগিনী মানসবিকারে।"

রমণীর ভাষা বুঝিতে নারিয়া স্থির,
সরলহৃদয় পুরবাসী কহে কেহ
"লন ওরে তরী 'পরে, রাখুন শৃঙ্খলে
সতর্কনয়ন। কেবা জানে নিশাক্ষণে

যাবে প্রাণ দহ-স্রোতে ভাসি।" তরীস্বামী
জনবলে বলী লইল নারীরে তুলি,
রজ্জুবলে বাঁধি কর-চরণযুগল।

অনবগুণ্ঠিতা, রুষ্টা, কহে হেমাঙ্গিনী
দৃঢ়স্বরে দেবর ভরতে—"বাধা দাও,
রাখো ওরে—মন কহে, নহে উন্মাদিনী।"
আসিল ভরত, শালপ্রাংশু মহাভুজ
জনতা-বাহিরে। হুঙ্কারে বলিষ্ঠ যুবা
পাষণ্ড-পীড়ক। রমণী-দশনে দষ্ট,
ফুকারি যাতনা পাপী ভীত কম্পমান,
হেরি মূর্তি ভীমকান্তি, পশ্চাতে জনতা,
পলাইল বেগে ফেলিয়া নারীরে তটে
সৈকত-কর্দমে।..."ধর ধর ধর সবে,
ছুটালো তরণী! রমণীহরণকারী
পাপিষ্ঠ কুচক্রী! সমুচিত শিক্ষা দাও
বাঁধিয়া উহারে!" কেহ বলে, "আনো খড়্গ
গৃহ হ'তে, বলি দাও বটতরুতলে।
ছুটিল জনতা ক্রুদ্ধ তরণী পশ্চাতে

ধায় তরী তীরবেগে ক্ষেপণি-তাড়িত,
দ্বাদশ নাবিক দাঁড় টানে রুদ্ধশ্বাস।
নদী পরপারে, তরুশাখা-অন্তরালে
গিয়াছে তরণী সেথা সুদূরে ভাসিয়া!—

ফিরিল জনতা ক্লান্ত, বিফল আক্রোশে।...
সুরঞ্জিতা বিদেশিনী সৈকতকর্দমে,
হেমাঙ্গিনী-স্কন্ধে কর রাখি ভর, ধীরে,
অতি ধীরে, দাঁড়ালো উঠিয়া অসম্বৃতা
পতন-আহতা। অর্ধনগ্ন-স্তনযুগ
আবরি অঞ্চলে, স্খলিত গুণ্ঠন টানি
অনাবৃত শিরে, চাহিল নীরবে ফিরি
নদীস্রোতপানে, বরাননা সীমন্তিনী
শঙ্কিত নয়নে। যেন বা সভয়ে নীল
স্মরিয়া নিশীথে, দুঃস্বপ্নে জাগিয়া কাঁপে
শারদ প্রভাত—ধরণী-লুণ্ঠিত শাখা
বিদীর্ণ বনানী, শিহরে কুসুম যবে
সমীরে ঝরিয়া।
"ব্রাহ্মণ, সৌগত, জৈন—
যেবা হও, এস মোর গৃহে।" শত প্রশ্ন
জনতার কুতূহল শাসিয়া ভ্রূভঙ্গে
কহিল ব্রাহ্মণী। স্নিগ্ধস্বরে কহে পুনঃ
গৃহনারী, গৃহদ্বারে সহসা ফিরিয়া,
"ভদ্রে! কা ত্বং, কুত আগতাসি?" কবিপ্রিয়া
হেমাঙ্গিনী বিদূষী ললনা। "অহকেমিহ
সোমা, কলিঙ্গজা ধম্মদত্তা।" সুকেশিনী
সরায়ে গুণ্ঠন তার, বলিল কামিনী—
সুধাকণ্ঠী সুভাষিণী কুরঙ্গনয়না।

[নবম সর্গ শেষ]

দশম সর্গ

[...পিতা ! পিতা !!
হের মোরে, নয়ন ফিরাও।]

অচেতন ধর্মদত্তা পুনরায় যবে
লভিল চেতনা তরী 'পরে, অকস্মাৎ
আঁখি মেলি হেরিল বিস্ময়ে—সুসজ্জিতা
মতিকা কহিছে কথা ইন্দ্রভূতি সনে
কক্ষান্তরে ফুল্লা সুখাসীনা। স্বামী যার
মরিয়াছে, রমণী শোকাভিভূতা, কবে
জিনিল মানসবেগ দিবসপ্রহরে ?
তাম্বুলরঞ্জিত অধর দংশিয়া বামা
নয়ন-ইঙ্গিতে জানায় কিবা সে বাণী
পতিতার ন্যায় ? হেরুক—হেরুক মৃত,
হেরুকের পত্নী ইন্দ্রভূতি-প্রণয়িনী
আনন্দিতা কিবা হেরুক-মরণে ? ঘোর
সে-সন্দেহে ধর্মদত্তা ভুলিয়া মানসে
ভুলিল আপন শোক ক্ষণেকের তরে,
হেরুক-সচিব সুনিম্নে কহিছে হাসি'—
"আসিবে হেরুক বঙ্গে পক্ষকাল পরে
ত্রিবেণীবন্দরে, কলিঙ্গ-দুয়ারে লভি
পুরস্কার। এক ভাগ দিবে কহে, নাহি
রাখে তোমা, রাখিব আপনি।" "সাবধান !

জাগে যদি দেবদাসী শুনিবে সকলি,
কিবা চাও লোকালয় মাঝে আর্তনাদে
আনুক জনতা-রোষ তরী 'পরে হেথা—
নাহি পলায়ন-পথ !" কহে ইন্দ্রভূতি
মৃদু হাসি,—"নাহি ভয়। নিদ্রাচ্ছন্না যেবা
ঔষধির গুণে, ঘুমায় দিবস নিশা
চেতনা হারায়ে, জাগিবে না কভু জানি
দিবাদণ্ডে আজি।"...সন্তর্পণে কক্ষে আসি
মতিকা ফিরিল লভিয়া আশ্বাস। দত্তা
রহিল মৃতের ন্যায় নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস
শঙ্কিত হৃদয়ে।—ঝাঁপ দিল নদীস্রোতে,
অগণিত লোক হেরি ত্রিবেণী-সঙ্গমে।

"রাখিলে জীবন তুমি কলসী দানিয়া—
সন্তরণ যাহা জানি মজিতাম ধ্রুব
অতল অমেয় দহে খরস্রোত মুখে,
ঘূর্ণাবর্তে ঘুরি।" শুষ্ক বস্ত্র দানি, আনি
পাত্রে দুগ্ধ ফল আদি, কহে হেমাঙ্গিনী
স্নিগ্ধ স্বরে—"নাও এবে, খাও। অনাহারে
শীর্ণমুখ ! আহা, দুঃখে ভয়ে রক্তশূন্য,
কেবা মসী লেপিয়াছে নয়নের কোণে।
নাহি শঙ্কা হেমাঙ্গিনীগৃহে, যেবা পশে
পশু, তারে কাটিব ফলকে, ধ্রুব জেনো,
কাটি যথা কুষ্মাণ্ডে কুটিয়া।" ক্রীড়ারত

কবিপুত্র শিশু ভোলানাথ, হেরি তারে
প্রাঙ্গণধূলায়, সহসা ভাঙিয়া পড়ে
বিদেশিনী, হারীত-জননী। ধরি বুকে
কবির তনয়ে, কাঁদিল রমণী মৌনা,
হেমন্তে হারায়ে পুষ্পে নীরস কাননে
নিশার আসারে যথা মাধবী মঞ্জরী।
কবিপ্রিয়া কর্মে রতা ঘুরিয়া ফিরিয়া,
ধীরে ধীরে জানি লয় রমণী-কাহিনী,
মধ্যাহ্নভোজন শেষে। সুতীক্ষ্ণরসনা
স্ফুরিত-অধরা কহে—"জানি, নরগণ
বন্য পশু। রাজশক্তি লভিতাম কভু
ঈশ্বর-প্রসাদে, একটি দিবস কাল
সিংহাসনে বসি, বধিতাম সর্ব নরে
বিষাক্ত সায়কে।" পূজা-অন্তে প্রবেশিয়া
গৃহমাঝে সেইক্ষণে, শুনি বাক্যস্রোত
দেবর ভরত কহিল সহাস্যে, কণ্ঠে
ভীত-স্বর—"সর্বনাশ, একি কথা কহ
ভাবী! সর্ব নরে বধ করি মিটাইবে
জ্বালা? ভয়ে জ্যেষ্ঠ আসিবেনা কভু ফিরি
তোমার রাজত্বে। আমিও যাইব দূরে,
ভবন ত্যজিয়া। সাধ করি কেবা মৃত্যু
বরিবে জীবনে? কিবা জানি কোন ক্ষণে
রণচণ্ডী পূরাবে বাসনা—রুদ্রবধূ,
রঙ্গপ্রিয়া, ভৈরবী ভীষণা? ডরি আমি—

ডরি তারে, কৌমারী, চামুণ্ডা, বিরোধিনী
ভববন্ধ-বিমোচনী, শঙ্করপ্রিয়ারে।”

মাগধী-প্রাকৃতে, ডাকি স্নেহে ভরতেরে,
কহে ধর্মদত্তা, “ভ্রাতা তুমি, রাখিয়াছ
ভগিনী-সম্মান। করি আশীর্বাদ, তোমা
অগ্রজার অধিকারে, হও গরীয়ান
ধনে মানে। উপকার করো ভাই, রাখো
অনুরোধ। মণিমুক্তাহীরক-খচিত
লও এই সুবর্ণবলয়—পরাইল
অঙ্গে মোর পাপিষ্ঠা মতিকা। বিনিময়ে
আনো মুদ্রা, যাও স্বর্ণকার পাশে। যাও,
যাও ভাই—রাখো এ মিনতি। জনপূর্ণ
বন্দর-নগর মাঝে নাহিক আশঙ্কা
ভাবীর লাগিয়া! হেথায় সবলা বৃদ্ধা
শ্বশ্রূ তাঁর রহেন ভবনে। চল সাথে
তাম্রলিপ্তি-পথে। আসিবে ফিরিয়া গৃহে
পরশ্ব প্রভাতে। নাহি লব দূরদেশে—
শকট-আরোহী যায় কত প্রতিদিন
তোসলীসড়কে; সেথা হ'তে যাব আমি
যাত্রীসাথে, দিব না যন্ত্রণা। কালক্ষয়ে
মৃত্যু তাঁর, নাহি জানি বিধিলিপি!” “মৃত্যু!
মৃত্যু কার?”—প্রশ্ন করে কুমার ভরত
কুতূহলী। “ভাবীমুখে শুনিও কাহিনী।

যাও এবে, শীঘ্র যাও। কৃতজ্ঞহৃদয়ে
স্মরিব তোমার স্মৃতি, এস শীঘ্র ফিরি।
অপরাহ্ণ গতপ্রায়, ঘনায় গোধূলি।"

কবিমাতা বসুমতী, আশীর্বাদ করি
দত্তার মস্তকে, চাহি রন সুগম্ভীরা,
বৃদ্ধা গৌরী স্থূলাঙ্গিনী, লয়ে জপমালা
দেবালয়দ্বারে। শৈব নারী কবিজায়া
হেমাঙ্গিনী কহে, "লও সীমন্তিনী-ঝাঁপি,
রাখিও যতনে ইহা আপন-সকাশে।
মন্ত্রপূত, অতি বলশালী।—স্থির জেনো
রাখিবে পেটিকা যতদিন নিজপাশে—
ভূত প্রেত, গন্ধর্ব কিন্নর, নরাধম
রাক্ষস দানব সবে রহিবে অদূরে
তোমারে ত্যজিয়া। সাধ্য নাই ত্রিভুবনে
ত্রিবেণীর সীমন্তিনী তোমারে পরশে
নারকী পিশাচ। পরশিবে যেবা পশু
কেশাগ্র ধরিয়া, সতীতেজে দগ্ধ হবে
উন্মুক্ত প্রান্তরে, হত—বজ্রাহত কিবা
পথিমধ্যে, প্রমথেশরোষে।..." ভগ্ন, জীর্ণ
গৃহ-প্রাচীরের পাশে, বিদায়ের কালে
অশ্রুবিন্দু টলমল নয়নের কোণে
ফিরাল আনন তার কবির গৃহিণী।
প্রণমে সহসা দত্তা ব্রাহ্মণী-চরণে।

চলিল যুবতী, উষ্ণীষে ঢাকিয়া কেশ,
কাচুলি সহায় বুক, ছদ্মবেশ ধরি—
গুম্ফবান যুবা এক—শকটে উঠিয়া,
ভরতের সাথে। শিলাময় সুবিশাল
তাম্রলিপ্তি-রাজপথ, চলেছে ঘর্ঘরি
ক্ষণে ক্ষণে সৈনিকের রথ তীব্রবেগে,
সপ্তাশ্ব-তাড়িত। সুমন্থরগতি আসে
বলীবর্দ, গলঘণ্টানাদী। নিপীড়িত
পণ্যভারে ধ্বনিত নিয়ত শোনা যায়
শকটের আর্তনাদ, পবন শ্বসিছে
সহসা মর্মরি উঠি অদূর বনান্তে
ছত্রশীর্ষ তালিকুঞ্জ মাঝে। উষ্ট্রপৃষ্ঠে
কেহ আসে গজোপরে ধনী, রত্নধারী
সম্ভ্রান্ত বণিক ; চলেছে তরণী কত
পালভরে সাগরবন্দরে, যেথা শ্রেষ্ঠী
নানাদেশবাসী ছড়ায় জগতে পণ্য
তাম্রলিপ্তি-পথে। কহিছে পথিক প্রৌঢ়,
প্রতিবেশী পদাতিক সৈনিকে সম্ভাষি,
"তরুণ বণিক হের কনকবরণ,
সুবিশাল-উষ্ণীষ-ধারক কেবা শ্রেষ্ঠী
কোন্ দেশবাসী ? দেখি নাই হেন রূপ
পুরুষ-শরীরে। যুবা যদি হ'ত নারী—
ছুটিত অমাত্যগণ রাজেন্দ্র সম্রাট
আপন কর্তব্য ভুলি রমণী পশ্চাতে !"

অস্ত যায় রবি। সন্ধ্যার আঁধার নামে
অরণ্যবিটপী-ছায়া পাষাণ সড়কে।
মশাল-আলোক জ্বলে খদ্যোতের ন্যায়
পথপ্রান্তে পান্থনিবাসেতে। নাতিদূরে
প্রসারিত শাখাপথ গিয়াছে কলিঙ্গে
গিরিনদী অতিক্রমি, অরণ্যের মাঝে
যেথা ময়ূরের কেকা, শৃগাল-বিলাপ
বন্যঘোটকের হ্রেষা, হুড়ার-নিঃশ্বাস,
নীলগাভী হরিণের সঞ্চরণ-ধ্বনি
মিলায় শার্দূলরবে—ভীত, ত্রস্ত পশু
বলদ ঘোটক হেরে নিশার আঁধার,
নিত্য দস্যুভয়, হরি লয় নিশাচর
পথিকের প্রাণ, সহসা ঝাঁপায়ে ক্রূর
লুণ্ঠনলোলুপ। জনহীন ঘন বন,
নাহি শ্রেষ্ঠী জনবলে বলী দুঃসাহসী
যাইবে তোসলী-পথে রজনীপ্রহরে।

ভরতে কহিল দত্তা—"নাও এ কঙ্কন,
যাও ভাই এবে ত্রিবেণী নগরে ফিরি
তরণী-আরোহী; বলিও ভাবীরে তুমি,
ভুলি নাই দান তাঁর রাখিনু যতনে
সাথে?" চাহি অপলক, বলিল ভরত,
শেষে, "কোথা যাবে তুমি গভীর আঁধারে
অরণ্যের পথে, নিশ্চিত মরণমুখে!

যেতে নাহি দিব। ভ্রাতা বলি সম্ভাষিলে
মোরে, রাখো তবে অনুরোধ। নহে শঙ্কা
অকারণ—বন্ধুর বিজন শাখাপথ,
দস্যুব্যাঘ্র-সমাকুল কলিঙ্গসড়ক
নহে তো অজানা মোর, গিয়াছি কলিঙ্গে
বণিক কুশল সাথে।”—“বণিক কুশল!”
উচ্চারিল ধর্মদত্তা বিস্ফারিত-আঁখি।
ভণিল ভরত, “কলিঙ্গবণিক বৃদ্ধ
অতি সুপুরুষ। ত্রিবেণী-সড়কে যুঝি
দস্যুদলসাথে রাখিলাম প্রাণ তাঁর
বিগত ফাল্গুনে। যজমানগৃহ হ’তে
ফিরিতেছি আমি, দিবালোকে হেরিলাম
দস্যু দশ ঘিরিল শিবিকা। পলাইল
ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহক সেবক। প্রাণভয়ে
ভীত শ্রেষ্ঠী দস্যুনেতা-পদে রাখে যবে
স্বর্ণমুদ্রা, ‘হরে মুরারে’ উচ্চারি মন্ত্র,
হুঙ্কারি সহসা পীড়িনু পাষণ্ডদলে
একে একে, দস্যু সবে ধরাশায়ী করি
দণ্ডাঘাতে। ভগ্নহস্ত কেহ, ভগ্নশির
পলাইল হতবোধ শোণিতে ভাসিয়া।
প্রত্যাগত বাহক সেবকে আস্থাহীন,
ভীত শ্রেষ্ঠী সঙ্গী তার লইল আমারে,
কলিঙ্গের পথে। বহুমুদ্রা-স্বামী সাথে
চলিনু তোসলীদ্বারে, ফিরিনু একাকী।”

"কি সে পুরস্কার দানিলেন শ্রেষ্ঠী তোমা ?"
"পুরস্কার কোথা মিলিল ব্রাহ্মণ-ভালে ?"
"পাও নাই পুরস্কার !—হেন অকৃতজ্ঞ
কুশল বণিক ?" "নাহি দাও গালি তারে,
সন্তান-সন্ততি, ভার্যা,—এক যোগে মৃত
বিসূচিকা-রোগে—শুনিয়া উন্মাদ—এ কী !
বসিলে সহসা কেন পথের ধুলায় ??
সর্বনাশ !! জ্ঞানহীনা লুটায় সড়কে !!"

অশ্বক্ষুর-চমকিত উদ্বিগ্ন ভরত
তুলি লয় রূপসারে আপনার স্কন্ধে
অনুজের স্নেহে। চলে দ্রুত পান্থাবাসে।
"ভ্রাতা মোর জ্ঞানহীন, দুর্বল শরীর,
আনো বারি। দুগ্ধ আনো, আনো ত্বরা করি।
কোথা কক্ষ ? কোথা বৈদ্য, আনো তারে—
মূল্য দিব যাহা চাও, খোলো গৃহদ্বার।"
সুবিশাল যুবা, হুঙ্কারেতে ভীত করি
ক্ষীণতনু গৃহস্বামী করণ মোদকে,
রাখিল দত্তারে শয্যা 'পরে—দৃঢ়পদে
সজ্জিতভবনে পশি। "সুনির্দিষ্ট ইহা",
কহিল মোদক, অস্থিসার, ন্যুব্জদেহ
পশ্চাতে আসিয়া, "দিব কক্ষ সমতুল্য
দ্বিতীয় কুটিরে। সেনাধ্যক্ষ অগ্নিমিত্র,
সহস্র সৈনিক-প্রভু, রহিবেন আজি

হেথা, এই দণ্ডে শুনি। জানিনু বারতা
মিত্র-দূত-লোচন সকাশে। ক্ষণপূর্বে
গিয়াছে ফিরিয়া, নিমিষে আসিবে রায়
অশ্বারোহী, কহি প্রভু করি করজোড়,
আসুন আমার সাথে অপর কুটিরে,
দিব স্থান সেথা নিশা-বাস শান্তিময়,—
অতি উগ্র ক্রোধী—মুহূর্তে বাধায় রণ
ভদ্রাভদ্র নাহিক বিচার।" "রুগ্ন ভ্রাতা
লভুক চেতনা—যাইব অচিরে মোরা।"
কহিল নির্ভীক যুবা, ছিটায়ে সলিল
অচেতন-চোখে, "নাহি ভয়! সেনাধ্যক্ষে
কহিব বুঝায়ে।" "নাহি ভয়!—পদাঘাতে
নাশিল রমণী কত হেথায় আনিয়া—
দেখিয়াছি নিজচক্ষে, টানিয়া অরণ্যে
ফেলি দেয় মৃতদেহ নির্বিকারচিত্তে
নিশাচর শ্বাপদের মুখে— নাহি দয়া,
নাহি মায়া—রাক্ষস সমান—ওই আসে,
ক্ষুরধ্বনি শোনা যায় উদ্যান-দুয়ারে।"

অশ্বক্ষুর-রবে চমকিত, কুতূহলী
বাহিরিল যুবা মুক্তদ্বার-গৃহাঙ্গনে।
ভীত বৈশ্য বিহ্বলনয়ন চাহি রহে
বাক্যহীন, জড়—মশাল-আলোকে হেরি
নায়কনয়নে রোষ। মৃগয়া-লোলুপ

জ্বলিতেছে ব্যাঘ্র যেন পিঙ্গললোচন।
কুসুমকলিকা এক নিষ্পাপ ষোড়শী,
কাঁপিছে পশ্চাতে তার বেতসলতিকা—
কাঁপে যথা চর্মকারদ্বারে ছিন্নমূল
ঝটিকা-দোলায়। সাগরসঙ্গমে আসি
তীর্থস্নান লাগি, সঙ্গীহারা ফিরে একা
রাজপথে ব্রাহ্মণকুমারী। ভাগ্যচক্রে,
তাম্রলিপ্তি হ'তে আসিল সৈনিকসাথে
একরথে সহজবিশ্বাসে। কোথা গ্রাম
কোথা গৃহ কুমারীর? আনিয়াছে মত্ত,
সরলারে ভুলাইয়া অরণ্যের ক্রোড়ে
পথিক-আলয়ে যেথা রাজদণ্ড ক্ষীণ
ভীত সবে মান্য করে বাহিনী-নায়কে
ক্রীতদাস-সম নতশিরে, নাহি শক্তি
বাধা দিবে অসমসাহসী, অতিক্রুর
দানব-মানবে। নারীদেহে তৃপ্তি নাই,
হত্যা করে পদাঘাতে যেবা অভাগিনী
চরণ ধরিয়া কাঁদে করুণা মাগিয়া।
সহচরী লীলাময়ী যেবা—ছাড়ি দেয়
মিত্র তারে, কিছুকাল পরে, স্বর্ণ দানি,
জনতার মাঝে। সতী নারী, কেবা জানে—
যাইবে ফিরিয়া শেষে বিচার-আলয়ে
অভিযোগ লয়ে, হত্যা করি ফেলি দেয়
মৃতদেহ ঘন অরণ্যের গুপ্তিপথে

শ্বাপদ-সঙ্কুল—নাহি ভয় রাজদ্বারে
প্রমাণ করিবে কেহ অগ্নিমিত্র-পাপ।...

ক্রূরহাস্যে, অতিশান্তস্বরে, ধরি করে
কুমারীর বাহু, কহে অগ্নিমিত্র, শ্লেষে—
"বরিতে মরণ কিহে করণ মোদক,
গজাইলে পাখা ?" থরথর কম্পমান,
আতঙ্কে মোদক কহে আভূমি-আনত
শির, "প্রভু, দাস আমি চির অনুগত—
লঙ্ঘিব আদেশ আপনার, হেন স্পর্ধা
নাই। দূরদেশী যুবা এই, বলোদ্ধত,
মুক্তদ্বার-পথে প্রবেশিল কক্ষমাঝে
আকস্মিক। নাহি মানে বচন আমার
বাহুবলে বলী যুবা।" "বাহুবলে বলী !!
কোন নটবর ??" অট্টহাস্যে বায়ুস্তর
কাঁপিল ভবন ; নিমেষে সরোষে জ্বলি
হুঙ্কারে সেনানী সুরামত্ত। উন্মোচিল
তরবারী, ভূপাতি ভরতে অতর্কিতে
অস্ত্রাঘাতে, বামোরু ভেদিয়া। ক্ষুরধার
তরবারী শোণিতাক্ত হেরি, পলাইল
প্রাণভয়ে মোদক করণ। তীব্র বেগে
অগ্নিমিত্র, পশিল কুটিরে কক্ষমাঝে,
পীড়িল শায়িতে কেশে। হেরিল বিস্ময়ে
মুক্তবেণী পরমা রূপসী আঁখি মেলি

চাহিছে তাহার পানে—ভণিল, "সুন্দরি,
মরিমরি, কেবা তুমি এলে হেথা আজি
ত্রিদিবকামনা-বহ্নি ? অকারণে কেন
রূপ তব আবরিলে পুরুষের বেশে
বসুধা-উর্বশী ? আহা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন,
দুই নারী দুইদিকে যাপিব রজনী।"...

অগ্নিমিত্র-বক্ষে পিষ্ট শিহরিল ধর্মদত্তা,
ঘনশ্বাস ফেলি। রুদ্ধদ্বার-কক্ষ কোণে
জ্বলিতেছে হীনজ্যোতি প্রদীপ-আলোক,
ক্ষীণালোকে ছিন্নবাস রমণী সরমা
এড়াইল পাপী-স্পর্শ ত্বরিতে সরিয়া।
কহে কামাতুর মৃদুহাস্যে, "দ্বিধা কেন
হে সুন্দরি ! এ আনন্দক্ষণে কেন বল,
ত্যজিবে পরম সুখ প্রাণান্ত-প্রয়াসে ?
মদন-আহবে অগ্নিমিত্র, লক্ষ্যভেদী,
অর্জুনসমান। ত্যজ লাজ তব, সখি !"...

ধায় মেঘ তারাদীপ্ত গগন ঢাকিয়া,
নিশাগণ্ডে গাঢ়তর প্রলেপ লেপিয়া,
সূচিভেদ্য অমানিশা—সহসা ফিরিল
পদ্মাবতী পলাতকা ব্যথিতহৃদয়ে।
তুলিয়া ব্রততীমূল বিজলী-আলোকে
বাঁধিল ভরত ক্ষত ওষধি জড়ায়ে

— — ছিন্নবস্ত্রাঞ্চলে। আহতের পার্শ্বে বসি
নতজানু শোনে বালা প্রাণের স্পন্দন,
যুবা-বক্ষে কর্ণ রাখি শঙ্কিতা ষোড়শী।

চাহিল চৌদিকে কক্ষমাঝে ধর্মদত্তা,
ধর্মবধূ নহে আর আপদ্‌সময়ে।
কহে হাসি বিলোল কটাক্ষে সুলোচনা,
সুনিপুণা—একদা নর্তকী,—"কোথা রুচি
বীরবর! নাহি গন্ধদ্রব্য, পুষ্পসার,
নাহি গন্ধমাল্য!—কোথা সুধা দ্রাক্ষাসব—
কোথা ভোজ্যসুখ?—ধিক্ হেন সুকৃপণ
মদনবিলাসে! ধিক্ মুদ্রার মমতা!"
অবলা সবলা, মোহিনীমায়ায় জিনি
সুরামত্ত বাহিনী-নায়কে, ঢালি সুরা
পানপাত্রে মুহুর্মুহু, প্ররোচিয়া মন
সুরাপাত্রে, অবশেষে বাহিরায় নারী
ছলনা-কৌশলে। শয্যাশায়ী কহে মিত্র,
স্খলিতবচন, "প্রিয়ে, কহিও মোদকে,
গোধূম-পিষ্টক সহ আনিতে ভোজন
কক্ষে হেথা। তনু-মন ক্ষুধা পুরাইব
দুইজনে রজনী-পুলকে। লও বংশী
স্কন্ধদেশ হতে মোর, বংশীরব শুনি
আসিবে উহারা, দ্বাদশ সৈনিক রহে
উদ্যান-কুটিরে। যেবা ইচ্ছা তব আনো

পুষ্পমাল্য গন্ধদ্রব্য আদি, মিলাইবে
অশ্বারোহী ত্বরিতগমন।"...ঢলি পড়ে
আঁখি মুদি সুরার প্রভাবে অগ্নিমিত্র
তন্দ্রাচ্ছন্ন, কোমলশয়নে। শোনা যায়
ক্ষণকাল পরে নাসিকাগর্জন, স্পষ্ট,
দুয়ার-বাহিরে।

নিম্নকণ্ঠে কহে দত্তা,
"শুভে, কেবা তুমি? জ্ঞানহারা নাহি জানি
কিরূপে আসিনু হেথা পান্থালয়ে। কেন
ভ্রাতা মোর অচেতন জানি অনুমানে,
নাহি জানি কেবা তুমি পাপপুরী-মাঝে
সেবিলে আহতে, নিজবস্ত্রাঞ্চলে বাঁধি
ক্ষতমুখ, ঔষধি-প্রয়োগে!"

"অভাগিনী
আমি আর্যে, তীর্থস্নানে আসি সঙ্গীহারা,
পড়িলাম পাপিষ্ঠকবলে, ভাগ্যচক্রে
পথমাঝে, সরল বিশ্বাসে। নাহি যেথা
রাজদণ্ডভয়, চাহে পাপী ধর্মনাশ
আমারে আনিয়া হেথা, কিবা কহি আর!"

ত্বরান্বিতা অন্ধকার প্রাঙ্গণ তরিয়া
ধর্মদত্তা আসে দ্বিতীয় কুটিরে যেথা
পান্থজনা বিহ্বল, জল্পে নিম্নস্বরে

করণ মোদকে ঘিরি অগ্নিমিত্র-পাপ—
"কেমনে সহিছ সবে!"—কহে যুবা শ্রেষ্ঠী
শেষনাথ, উত্তেজিত-কণ্ঠে, "নাহি কিবা
রাজ্যে রাজা ন্যায়দণ্ডে শাসিতে দুষ্টেরে?
রাজকার্যে নিয়োজিত বাহিনী-নায়ক—
কিরূপে বিচারমুক্ত রহে অনাচারী
দৃঢ়দণ্ড-মৌর্যরাজ্যে, মানি এ বিস্ময়!
শ্রেষ্ঠী শঙ্কু কহে, "অভিযোগ রাজদ্বারে
সপ্রমাণ কেবা করিবে সাহসী হেথা?
নগরপাল-শ্যালক মিত্র—তারে কেবা
বাঁধিবে প্রহরী? যেতে দাও ভাই, পাপী
সব ঠাঁই, কেন বৃথা পাপীরে শাসিতে
পচিবে অন্তিমে শেষে শাসক-আক্রোশে?
মোরা শ্রেষ্ঠী ঘুরি পথে ধনার্জন তরে,
নহি মোরা সমাজ-নিয়ন্তা।" "ধিক্ ধিক্
শত ধিক্ ধনার্জনে! দাঁড়ায়ে নিষ্ক্রিয়
যেবা হেরে নারীধর্ম-নাশ—বজ্রাঘাতে
বজ্রপাণি নাশুক তাঁদেরে! ছিন্ন করি
খণ্ডে খণ্ডে নক্র ব্যাঘ্র শৃগাল গৃধিনী
ঘুচাক তাদের নাম ধরাবক্ষ হ'তে
ক্ষুধিত ভয়াল! কোটিবর্ষ যুগ ধরি
পচুক নরকে ওরা পূতিগন্ধময়!
নাহি কিবা লাজ মনে—অন্যায়দর্শক
শতজন তবু ভীত মন, ডরি একে

রহেন নিরীহ সবে মেষদলসম ?”
অর্ধ-নারীশ্বর-মূর্তি হেরিয়া সম্মুখে
সহসা চকিত, বিস্মিত, লজ্জিত সবে,
রহিল নির্বাক পান্থবাসী নতশিরে।
লভিয়া সম্বিৎ বৃদ্ধ সন্ধ্যাকর কহে
মৃদুকণ্ঠে, ভগ্নস্বরে, “কেমনে যুঝিব,
মোরা শ্রেষ্ঠী, রাজবলে অস্ত্রবলে বলী
সৈনিকের সাথে ?”
"মনোবলে সুকৌশলে,
ন্যায়হেতু সংগ্রাম সে শ্রীকৃষ্ণের বাণী !
মৃত্যুভয়ে হীনবল, নাহিক একতা
জনতার মাঝে, ভয়হীন পাপী তাই
রহে উচ্চে সমাজের বুকে।” দীপ্তনেত্রে
কহে মুক্ত-কুন্তলা রমণী সুকেশিনী
কম্প্রকরে গুটাইয়া ঘনকেশদাম।

নিশাযোগে ছাড়ি তরী, লইল ভরতে
ত্রিবেণী বণিক, বৃদ্ধ, লজ্জিতহৃদয়,
সেনাদল যবে উদ্যান-ভবনে রহে
নিদ্রাচ্ছন্ন, সুরার প্রভাবে। পদ্মাবতী,
ভরত-সেবিকা যায় সন্ধ্যাকর সাথে,
ত্রিবেণীর পথে। প্রত্যূষে কলিঙ্গশ্রেষ্ঠী
শেষনাথ লইল দত্তারে নিজরথে
ক্ষিপ্র দক্ষ তুরগ-তাড়ক। অগ্নিমিত্র

ক্রুদ্ধ নিদ্রাভঙ্গে, দ্বাদশ-সৈনিক সাথে
ধাইল সবেগে অশ্বারোহী অনুসারী,
ফিরিল বিফল। কলিঙ্গনগর মাঝে
দিবাত্রয় পরে, পরিশ্রান্ত, ঘর্মস্নাত,
ফেনস্রাবী অশ্বদলে তাড়ায়ে চালক
আসিল বণিক দ্বিপ্রহরে নিজগৃহে—
অতিক্রমি, বংশধারাস্রোত, তুষ্ট করি
সেতুরক্ষী পুর-পরিখার প্রহরীরে
বহির্দ্বারে, স্বর্ণমুদ্রা দানি। পিতৃগৃহে
যবে কম্পমানা দাঁড়াইল ধর্মদত্তা
শেষনাথ সাথে, কুসুমকানন মাঝে
বিশাল ভবনদ্বারে, সুরম্য চত্বরে
বসিয়া একাকী কুশল, উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি
কহিল উন্মাদ—"ভিক্ষা—ভিক্ষা নাহি পাবে
আমাকার গৃহে ! অশৌচ চলেছে হেথা—
অশৌচ—অশৌচ—যাও, যাও, দূরে যাও
ভিখারিণী বালা ! কোথা প্রাণ আছে আর ?"
"শোকোন্মাদ, আহা ! কেবা জানে বিধিলিপি ?"
শেষনাথ পরিতাপ জানায়ে ফিরিল
আপন সদনে, নাহি জানে ঘুণাক্ষরে
কেবা ধর্মদত্তা—কিবা সত্য পরিচয় তার।
বঙ্গদেশে প্রবাসে, পিতারে হারায়ে সে
শ্রেষ্ঠিকন্যা, পিতৃবন্ধুগৃহে আসিয়াছে
অবশেষে নিরুদ্দেশ স্বামীর সন্ধানে,—

"রহিব হেথায়," কহিল সঙ্গিনী যবে,
ফিরি যায় শেষনাথ সঙ্কোচবিহীন।

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তনয়া অশ্রুমতী,
প্রণমি জনকে, লয়ে পদধূলি শিরে,
"নহি আমি দরিদ্র-দুহিতা ভিখারিণী ;
আসি নাই হেথা ভিক্ষা তরে, আসিয়াছি
সেই অধিকারে বিশাল ভবনে তব,
দেব-দৈত্য নাহি পারে ছিনিবারে যাহা
শোণিতবন্ধন—জীবনের শত ভ্রম
শত ক্ষতি মাঝে—পিতা ! পিতা !!

হের মোরে,
নয়ন ফিরাও।—বিসর্জিতা কন্যা তব
দেবদাসী ধর্মদত্তা আজিও জীবিত।—"
উদ্‌ভ্রান্ত বণিক দীর্ঘাকৃতি লোলচর্ম,
অতিগৌরবপু, বধিরদেবতা সম
নাহি শুনে কথা। কহে শুধু, "মৃত, মৃত,
পৃথিবী শ্মশান, কোথা প্রাণ আছে কার ?"···

[দশম সর্গ শেষ]

একাদশ সর্গ

[···এস মোর সাথে—এস ভদ্রে,
নাহি ভয় !···]

উন্মাদ কুশল, বৃদ্ধ, শ্বেতশ্মশ্রুধারী
ফিরালো নয়ন যবে তনয়ার পানে,
মাতৃসম অবিকল তনয়ার রূপ
হেরি অকস্মাৎ, আঁখি ঝরে বণিকের
অবিরল—দরদর বেগে ! ধীরে ধীরে
পূর্বস্মৃতি ফিরে, কহে শ্রেষ্ঠী, কভু ফুল্ল
কভু রুষ্টস্বরে—"পাপীয়সি, তোর পাপে
ডুবিলাম মোরা সবে।···নাহি বংশে কেহ
দীপ জ্বালিবার—না-না, কিবা কহি তোরে
ক্ষমা কর্ অজ্ঞানী পিতারে। দিগ্ভ্রান্ত
নির্বোধ বণিক আমি—ঐশ্বর্যলোলুপ,
লভিয়াছি ধন সত্য কন্যা-বিনিময়ে !
বিশালভবন মোর শ্মশান সমান
আজি ! গৃহিণী সে পুত্রসহ গেছে সেথা
যেথা হতে কেহ নাহি আসিয়াছে ফিরি
পূর্বজনমের স্মৃতি পরিচয় লয়ে।
পুত্রবধূ, সতী, সহমৃতা স্বামীসাথে
ভুলিয়াছে চিরতরে শ্বশুরেরে তার,
কহিবে না স্নেহময়ী সন্ধ্যাদীপ জ্বালি

প্রণতা চরণে, 'রাখুন গণিত এবে,
ঘনায় আঁধার।' পৌত্র দিব্যকান্তি—অহো
ভাগ্য! এত ধন কেবা ভুঞ্জিবে একাকী
জীবনে!" নীরবে, নয়ন ঘুরায়ে দূরে,
কুশল-তনয়া স্মরে আপন তনয়ে—
"স্বামী পুত্র কোথা আজ! কোথা সে সুদাস
বিপদে আশ্রয়, পরমবিশ্বাসী! কেবা
আজি দিবে আশা, কেবা যাবে মৃত্যুমুখে
প্রভুর সেবায়, আপনার সুখদুঃখ,
পরিজন, আশা, গৃহ, সকলি ভুলিয়া?
শত্রুপুরী সম পিতার আলয় আজি—
ঈর্ষান্বিত জ্ঞাতিবর্গ লালায়িত স'বে
পিতার ঐশ্বর্যে। নাহি জানি কোন্ ক্ষণে
ভুজঙ্গ প্রয়োগে লইবে পিতার প্রাণ
সুচতুর শঙ্খপাণি বিষাক্তহৃদয়!..."

জ্ঞাতিসুত শঙ্খপাণি সুপটু করণ
কুশল-বাণিজ্যকার্যে একান্ত-সচিব,
মন্দরবা পত্নী তারে সম্বোধিয়া কহে
শঙ্খপাণি, "কে এ অবগুণ্ঠিতা কামিনী
আসিল ভবনে? ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠতাত
নিরাময় আজি! সকল কর্মের ভার
তুলি নিল বৃদ্ধ পুনরায় নিজহস্তে,
সন্দিগ্ধ মানব।...সকল উচ্চাশা মোর

মিলায় দিগন্তে, হেমন্তে কুহেলিসম
প্রখর কিরণে ! বন্ধুকন্যা পরিচয়ে—
এও কি সম্ভব – পলাতকা দেবদাসী
এল ধর্মদত্তা সোমা পিতার আলয়ে ?
মিহিরকিরণ রুদ্ধ, রাজ-কারাগারে,
বিচার হইবে তার, আগামী পরশ্ব,
রাজসভামাঝে।” “জানি, মুক্তি নাহি তার।”—
কহে হাসি মন্দরবা, তাম্বূলরঞ্জিতা,
বিপুল-অধরা, স্থূলাঙ্গিনী—মৃদুস্বরে,
“নব মহারাজ কীর্তিধ্বজ, নৃত্যপ্রিয়,
মুগ্ধ দত্তা-রূপে, যাইতেন অহর্নিশি
শেখর-মন্দিরে ; মন্ত্রিকন্যা রাজবধূ
মহাদেবী সনকা আজিও পূজারিণী
ভাস্করের, শুনি লোকমুখে। রহে তাই
দেবদ্রোহী আজিও জীবিত—নাহি জানি
কেমনে রাখিবে এবে প্রেমিকা সনকা
প্রেমাস্পদ-প্রাণ—দুর্ভিক্ষে, বন্যায় ক্ষিপ্ত
জনতা—কহেন বজ্রদেব, নিষ্ঠাবান,
মহাশৈব—জনতা-পূজিত, “নিঃসংশয়ে
সব ক্ষয়, ক্ষতিমূলে লম্পট ভাস্কর।”

“সত্য”, কহে শঙ্খপাণি, বাতায়নে চাহি,
“ছিনি নিল দেবদ্রোহী দেবসেবিকারে
আপন সম্ভোগে ! শঙ্কর শেখর তাই

ফিরায়ে নয়ন নাহি লন পূজা-অর্ঘ্য
কলিঙ্গ-মন্দিরে ! শত শত পৌরজন
হেরিয়াছে নব-রূপ কলিঙ্গে বিরূপ।
কিবা জানি, ত্রিপুরারি সমর্পিয়া পুরী
মগধসেনায়, চিরতরে ছাড়ি যান
কলিঙ্গনগর ? একদা অতীতে যেথা
ফিরি গেল মহাবল নন্দের বাহিনী
প্রাণভয়ে, চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার আদি
মহাবীর আর্যাবর্ত-সম্রাট—সংশয়ে
সুসংযত সমরনায়ক—সেথা আজি
টলমল শেখর-আসন ! কুলাঙ্গার,
মহাপাপী, শেখরবিদ্রোহী যেথা রহে
আজিও জীবিত, কেবা আর রাখিবে এ
কলিঙ্গনগর ? প্রভাতে শুনিনু আমি—
দুর্ধর্ষ মগধ-সেনা, নিযুত সৈনিক,
ভীমপরাক্রমী বেড়িয়াছে ত্রিকলিঙ্গ,
ধাইয়া সবেগে আসিছে তোসলীপথে।
অশ্ব, গজ, তরী, ধানুকী শিক্ষিত সবে
রণবিশারদনায়ক-পরিচালিত
আসে সৈন্য নানাদেশবাসী।"—"ওই শোনো
কোলাহল, এস বাতায়নে।—ক্ষুব্ধ, রুষ্ট
বিশাল জনতা ঘোষে—'মৃত্যু চাই, মৃত্যু !!
ধর্মদ্বেষী, দেবদ্রোহী পাপিষ্ঠে পুড়াও !!'
হুঙ্কারে জনতা ক্রোধে, শোন কান পাতি'।"

"শৃঙ্খলিত মিহিরকিরণ শ্মশ্রুময়—
সুপুরুষ, সত্য—দীর্ঘাকৃতি, জীর্ণবেশ,
প্রহরী-বেষ্টিত। আসিতেছে পথে ওই,
ফুঁসিতেছে জনতা পশ্চাতে! বজ্রদেব,
বজ্রসম সুকঠোর সমুন্নতশির
চলেছেন অগ্রভাগে।" "নাচে দীর্ঘশিখা—
স্কন্ধদেশে বায়ুদীর্ণ হর্য্যক্ষকেশর।"
"পুরোহিত পশুরাজসম ভয়ঙ্কর,
দ্রুত যাও। জানি লও কিবা সে কারণ
স্থানান্তরে বন্দী যায় জনতা-তাড়িত।
যাই আমি।—রহস্যময়ীরে আকস্মিক
কহি এ বারতা জানি লব সুকৌশলে
সত্য পরিচয় কিবা তার।"
ক্ষিপ্রবেগে
ধায় শঙ্খপাণি রাজপথে। প্রশ্ন করি
পথিকে, চতুর জানি লয় জনমত,
ঘটনা-প্রবাহ। বিরোধী জনতা হেরি
মহারাজ বিচলিত ; আদেশ দিলেন
মহামন্ত্রী, স্থানান্তরে লইতে বন্দীরে
শেখরভবনে। লেহিবে পাবকশিখা
তুষানল-কুণ্ডমাঝে পাপিষ্ঠ ভাস্করে—
মহাশাস্তি মহাপাপ লাগি, নাহি বিধি
অন্য আর। অগ্নিকুণ্ড খনে নদীতীরে
দ্বাদশ শ্রমিক, ষোড়শ বাহুর মিতি।

তুষানল ঘিরিবে পাপিষ্ঠে ; ঘৃতসিক্ত
আকণ্ঠ-প্রোথিত নরে পুড়াবে অনল
ধিকি ধিকি, লবে প্রতিশোধ রুদ্ররোষ
মহাপাপী-ইন্দ্রিয়ে দহিয়া ধীরে ধীরে,
অতি ধীরে ; তাপদগ্ধ মোহান্ধ যুবক
চলিবে ঝলসি, সফরী ঝলসে যথা
আতপ্ত কটাহে ; লুপ্ত হবে পাপস্পর্শ
ভস্মমাঝে, মহাশূন্যে গগনে মিশিয়া।

স্বামীর লাঞ্ছনা হেরি বিচলিতা অতি,
ধর্মদত্তা ফিরি আসে আপন সদনে,
আবরি নয়নদ্বয় করাঙ্গুলি মাঝে।
সোপান বাহিয়া বধূ উঠিল ত্রিতলে
মন্দরবা। শুনিল গোপনে দ্বারদেশে
দাঁড়াইয়া, কুশল বণিক কহিতেছে
গাঢ়স্বরে—"বিধিলিপি, মাগো, বিধিলিপি
খণ্ডাইবে কেবা বল এই ধরামাঝে ?
মানুষের সাধ্য যাহা করিয়াছি তাহা,
কহিনু নগরপালে, দানিব সর্বস্ব
মোর—ছলে বলে মুক্ত কর তারে।
কহিল নগরপাল, উপরোধ তব
এড়াইনু আজি। বজ্রদেব বজ্ররোষে
যেথা প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, সেথা কেবা
বরিবে মরণ ? প্রমত্ত জনতা ক্ষুব্ধ

পুড়াবে আমারে। ক্ষুধিত দেবতা আজি
নরমেধ লাগি, নর-লোহু বিনা কভু
মিটিবে না তিয়াস।” রমণী ছায়ামূর্তি
সরি যায় দ্বারদেশে—হেরিয়া, কুশল—
সতর্ক মানব—স্তব্ধ হ'ল আকস্মিক—
মনোবেগধারী।…সুনিম্নে কহিল শ্রেষ্ঠী
দণ্ডকাল পরে চতুর্দিকে ঘুরি শেষে
উদ্বিগ্নমানস—“মন্দরবা এল হেথা,
জানিয়াছে গুপ্তকথা গোপনে দাঁড়ায়ে।
শঙ্খপাণি সহযোগিনী সে শব্দহীনা
কালসর্পীসম—অবিলম্বে স্থানত্যাগ
প্রয়োজন গণি। জানি আমি, নক্র সম
অতি খল ভ্রাতৃসুত মোর। চাহে মৃত্যু
আমাকার সবে, ছলে বলে সুকৌশলে
সরাইয়া পথের কণ্টক। যাও যাও,
শীঘ্র যাও, ত্যজ এ ভবন অবিলম্বে!
কিন্তু—কিন্তু অভাগিনি! কোথা যাবি তুই
এই ক্ষণে? দিবালোকে? সবার সমক্ষে
রাজপথে? আসিবে জনতা পুনরায়
হেথা। কিবা জানি কিবা ঘটে তোর ভালে,
ছিনিয়া লইবে তোরে ভবনে পশিয়া!
উঃ, কী ভয়ঙ্কর নির্বোধ-জনতা-রোষ!
পুড়াবে পাশব হিংসা তুষানলে বেড়ি
পিশাচ পুলকে!”

বিশাল জনতা মত্ত
ঘিরিল ভবন, হুঙ্কারিল রোষভরে
বণিক কুশলে ডাকি—কোথা পাপীয়সী
কন্যা তব ধর্মদত্তা অধর্মচারিণী ?
দাও তারে গৃহ হ'তে বহিষ্কার করি
রাজপথে ! বিচার হইবে পাপিষ্ঠার
পাপীসাথে শেখর-আলয়ে।" উত্তেজিত
জনতা, পশিল বণিকগৃহে, ভাঙিয়া
দুয়ার। প্রহারি সেবকে, লুণ্ঠন-লুব্ধ,
লণ্ডভণ্ড করি গৃহসজ্জা, হরি লয়
যেবা যাহা পায় ক্ষণে, সম্মুখে। শঙ্কিত,
শঙ্খপাণি ছুটি যায় ধন-অপচয়ে,
রাজদ্বারে। চতুর নগরপাল, প্রীত,
উপচয় করি অপচয়ে ফিরি যায়
সুগম্ভীর গুম্ফধারী—ক্রুর হাস্যে কহে,
"সাক্ষ্য লাগি প্রয়োজন ইহা—চোরগণ
হরণ করিল যাহা লব রাজদ্বারে—
চৌর্যের বিচারে দ্রব্য অকাট্য প্রমাণ।"

তনয়া-সঙ্কট হেরি বণিক কুশল
ঝাঁপায়ে পড়িল উন্মত্ত জনতামাঝে,
খড়্গহস্তে। জরাজীর্ণদেহ লুটাইল
শিলা 'পরে, স্খলিত-চরণ। শোকদগ্ধ,
শুভ্রকেশ, চিরনিদ্রা-ক্রোড়ে মুক্তি পেল

গৌরতনু, ধমনীক্ষরণে। ধর্মদত্তা,
উন্মুক্ত-কুন্তলা, বাহিরিল দীপ্তিময়ী,—
মূর্তিমতী গৌরী যেন অসুরদলনী
সীমন্তিনী, দিব্যবিভা। অশান্ত জনতা
সহসা প্রশান্ত হ'ল, শান্ত সিন্ধু সম
ঝটিকার শেষে—মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যথা
সহসা থমকি, আনত গুটায় ফণা
করধৃতদ্রোণমূল-মোহন সৌরভে।
"অপূর্ব রূপসী!" কহে পৌরজন কেহ;
ভণিল দ্বিতীয়—"পাপীয়সী মায়াবিনী
যোগসিদ্ধা—হের পদ্ম-আঁখি, সুনিবিড়
কৃষ্ণ পক্ষরাজি! চাহিছে পিতার পানে
চিকুরশোভিনী!" "অনাঘ্রাত পুষ্পসম
মধুর মূরতি! কণকবরণা, যেন
পুণ্যবতী সতী, নাহি জানে ধরাপাপ
লম্পট-প্রেমিকা!" কহিল তৃতীয় নর
জনতা মাঝারে—"ডাকিনী মোহিনী সবে
শুনিয়াছি, পরমা সুন্দরী। কিবা জানি
মন্ত্রসিদ্ধা জপি মন্ত্র, শাপ দেয় বুঝি
আমা সবাকারে! হের—বহ্নিশিখাসম
চাহিছে মোদের পানে সরোষা সর্পিণী!"
"পুড়াও পিতার সাথে ড।কনীরে বাঁধি,"
কহিল চতুর্থ পুরবাসী, "স্তূপীকৃত
দারু ছিন্ন কুঠার-আঘাতে, আনো কাষ্ঠ,

আনো রজ্জু, জ্বালো অগ্নি -কিবা কাজ, বৃথা
কালক্ষেপ করি ? মগধ-বাহিনী যেথা
আসিতেছে শম্পাগতি, সেথা নাহি দয়া,
নাহি মায়া, মমতার স্থান ! বন্ধুগণ !
চন্দ্রমুখ হেরি ভুলিও না কভু ঘোর
কলিঙ্গ-সঙ্কট ! শেখর ঘুরায়ে আঁখি
রহেন আজিও যেথা মধুকেশ-গৃহে—
শেখর-বিদ্রোহিণীরে সেথা, সসম্ভ্রমে,
মান দাও অবনতশিরে ! আত্মহত্যা,
এ যে আত্মহত্যা কলিঙ্গের ! নাহি কর
সংশয় সে মুহূর্তের তরে—বলিদানে
তুষ্টদেব রাখিবেন পুরী, নিজহস্তে
শত্রুরে রোধিয়া দ্বারে ত্রিশূলধারক !
কহিলেন বজ্রদেব নিজ মুখে তাঁর—
অজেয় কলিঙ্গপুরী, শেখর সহায়।
এস সবে—মোর সাথে। বাঁধিব দুষ্টারে
স্তম্ভগাত্রে, পুড়াবো পাবকে !"...

সেইক্ষণে

জনতার মাঝে পশিল প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী
জনপ্রিয় শেষনাথ। উচ্চস্থানে উঠি
কহিল সু-উচ্চ কণ্ঠে, "বন্ধুগণ, শোনো—
শোনো ক্ষুরধ্বনি !—আসিছে রাজার সৈন্য,
হের ওই তোরণ-পশ্চাতে ! অশ্বারোহী
শত শত, বর্মাবৃত, বাঁধিবে সবারে

চৌর্য-অপরাধে। চলিলাম আমি গৃহে,
রহ যেবা চাহ!" ধায় বেগে শেষনাথ;
চকিত সহসা—দিশাহারা মেঘদল
যথা ভীত ব্যাঘ্রভয়ে—ছুটিল জনতা
ভবনে লুণ্ঠিত দ্রব্য সবেগে বহিয়া
চারিদিকে। এড়ায়ে জনতা ফিরি আসে
শেষনাথ, প্রাচীর-দুয়ার সুগোপন
খুলিয়া নীরবে। হিতৈষী মানব শ্রেষ্ঠী
মিহিরকিরণ-বন্ধু, একদা অতীতে
সুপ্রচুর ধনার্জন করিল নির্ধন—
মিহিরকিরণ সহায়। অমিতব্যয়ী
পিতৃধন নাশি করি, প্রমোদী যুবক—
যুবরাজসখা, আকণ্ঠ মজ্জিত ঋণে
বিলাসব্যসনে মাতি, আসিল বণিক
স্বজনদুয়ারে—ঋণকামী, পুনরায়
ব্যবসায় লাগি, ফিরালো সকল জন,
ফিরালো না শুধু মিহিরকিরণ তারে
আবাল্যবান্ধব। মিহিরকিরণ-পিতা
দুর্গস্রষ্টা বাসব অকস্মাৎ অন্ধ-আঁখি
পূর্তকার্য অসমাপ্ত রাখি, মুহ্যমান
পুরবাসী, বিচলিত রাজসভা যবে
না পারে বুঝিতে কেহ নায়ক-নির্দেশ,
নির্মাণ-কৌশল গূঢ়, সিন্ধুস্রোত আনি
গোপন সুড়ঙ্গে ভাসাইতে নিম্নদেশ—

শত্রু-সৈন্য অশ্ব গজ রথ স্কন্ধাবার
সমরবিন্যাস, সহসা তিমিরযামে
খুলি বিমোচনী, চক্রে চক্রে আবর্তিয়া
তীব্র জলোচ্ছ্বাস—আরব্ধ কর্মের ভার
লইল মিহির, সাধিল দুষ্কর ব্রত
সুযোগ্য তনয়। অপূর্ব স্থপতি! 'ধন্য
ধন্য'—কহে পুরবাসী, রাজসভা দিল
মাল্য, পিতাপুত্র-গলে, মহোৎসবে মাতি।
লক্ষ লক্ষ লৌহ-খণ্ড, দারু, শিলা আদি
বিকিবার শুভযোগ দানিল মিহির
বন্ধু শেষনাথে ডাকি। পুনরায় ধনী
শেষনাথ, ত্যজিয়া বিলাস পরিশ্রমী,
বাণিজ্যে সুফল লভি সুদূরে প্রবাসী
আসিল ফিরিয়া যবে বঙ্গদেশ ঘুরি,
রমণী যাত্রিনী মিহিরকিরণ-প্রিয়া—
নাহি জানে ক্ষণে।......

ইঙ্গিতে দত্তারে লয়ে
গোপন সড়কে—ঘনতরু-আচ্ছাদিত
সুড়ঙ্গের মুখে, কহে শ্রেষ্ঠী শেষনাথ
নিম্নস্বরে, "এস মোর সাথে—এস ভদ্রে,
নাহি ভয়। সুগোপন রাখি পরিচয়
শঙ্কিতা রূপসী আসিলে আমার সাথে
তোসলীর বনপথে, দিবানিশা জাগি—

হায় ভ্রম, হায় শঙ্কা তব ! মৃত্যুদ্বারে
এলে যবে জানিলাম সত্য পরিচয়।
তুমি ধর্মদত্তা !—মিহিরকিরণ-প্রিয়া !!
নাহি জানি কেমনে রাখিব এইক্ষণে
লুক্কায়িত তোমা হেথা কলিঙ্গনগরে।
মূর্খ পুরবাসী, মূঢ়, অন্ধ—ধর্মোন্মাদ
বজ্রদেবে মানে, খণ্ডিবে আমারে ধ্রুব,
ঘুণাক্ষরে জানে ওরা রাখিনু তোমায় !
এস ভদ্রে, এস ত্বরা সোপান বাহিয়া।
সুড়ঙ্গ সর্পিল পথে লইব অদূরে
সুগোপন রত্নালয়ে মোর। সুরাসক্ত
একদা অতীতে, নহিক পুণ্যাত্মা আমি,
নহি সুধার্মিক, তবু নাহি ভয় তব—
গোপন আলয়ে সেথা এস শঙ্কাহীন—
বন্ধুপত্নী তুমি মোর, ভগিনী সমান।
ত্যজ দ্বিধা, ধর বাহু মোর, এস এস
ত্বরিত চরণে, কিবা সে ভাবনা ক্ষণে,
মৃত্যু যেথা ঘিরিয়াছে প্রাণ দিবালোকে,
লভিতে জীবন কেন তিমিরে সংশয় ?
পিতা ? পিতা ?? শঙ্খপাণি মুখাগ্নি করিবে
ধনলোভী জ্ঞাতিভ্রাতা তব। অংশভোগী
রহে বহু চারিদিকে গৃহে, নিজস্বার্থে
তুলি লবে মৃতের সংকার নিজস্কন্ধে।
কলিঙ্গনগরবিধি সুপ্রাচীন প্রথা—

মুখাগ্নি করিবে যেবা জ্ঞাতিবর্গ মাঝে
ধনাংশে অর্ধেক ভাগ সৌভাগ্য তাহার।
জানি স্থির আমি, সর্ব অগ্রে দিবে অগ্নি
বজ্রপাণি, নক্র-অশ্রু ঝরায়ে আননে।...
সেথায় সুড়ঙ্গ শেষে রত্নালয় মোর
নিরাপদ, বিলম্বে বিপদ, কেবা জানে
কোন কোণে রহে শত্রু লুকায়ে তোমার।"

মুছি নয়নের লোর কহিল যুবতী,
তুলি আঁখি প্রশান্ত গৌরবে—"যাও শ্রেষ্ঠি!
নিজগৃহে। কিবা লাভ—স্বামীহীনা নারী
রহিবে জীবিত ভবে? অনুরোধ রাখো
এক—কহ সারথীরে তব, অবিলম্বে
লইতে আমারে শেখরভবনদ্বারে
শৃঙ্খলে বন্দিনী। কোথা তুমি ত্রিকলিঙ্গে
লুকাবে আমারে ক্ষণকাল রাখি গুপ্ত
রত্নালয়ে? দাসদাসীমুখে পুরবাসী
জানিবে অগৌণে ওরা, সুনিশ্চিত জানি।
কেন অকারণ বরিবে বিপদ ঘোর
রাখিতে অভাগী-প্রাণ কোথা মূল্য তার?
স্বামীসহ মিলি জুড়াবো জীবন-জ্বালা
তুষানল বরি। হেরিয়াছ তরু কোথা
বজ্রদগ্ধা—মুঞ্জরিত কাননে ভুবনে
বরষা-সলিলে? বৃথা চেষ্টা শ্রেষ্ঠিবর!

রসাল করকাস্পৃষ্ট রহে না শাখায়,
ঝরে সে আপনি ভূতলে, অকালে। নাহি
প্রতিরোধ, দুর্নিবার নিয়তি! জেনেছি
কঠোর জীবনসত্য দুঃখ পারাবারে
ভাসি। নাহি করি ভয় তোমা। ভীত আমি
তোমার সাহস দেখি, তোমারি লাগিয়া।"
কহে শ্রেষ্ঠী মৃদু হাসি'—দত্তাপানে চাহি
সবিস্ময়ে—"নহি ভীত প্রাণভয়ে আমি।
জানি নিত্যসত্য, জন্মিলে—মরিতে হয়,
নাহিক অমর কেহ এই ধরামাঝে।
অহরহঃ সেই মরে জীবিত শরীরে
সদা মৃত্যু যেবা ডরে হীন নপুংসক।
হেন প্রাণে কিবা কাজ—মৃত্যুদ্বারে বন্ধু
সোদরসমান গণিছে প্রহর যেথা,—
সেথা, কাপুরুষসম রাখিব পরাণ,
রহিব লুকায়ে ভয়ে নয়ন মুদিয়া?"

"পত্নী, কন্যা, জ্ঞাতি তব দূষিবে আমায়—
মূর্তিমতী অকল্যাণ আমি; নাহি চাই
অকল্যাণ আর। স্বামী মোর শিল্পী-শ্রেষ্ঠ,
একদা বন্দিত যিনি, পূজিত কলিঙ্গে—
সম্মান-শিখর হতে টানিয়া তাঁহারে
আনিনু কোথায়!—ভাবিয়া ভুবনে রহি
নাহি লিপ্সা আর; যাও বন্ধু, যাও গৃহে

ফরি। ওই শোনো মহা কোলাহল আসে—
আসিছে জনতা পুনঃ, পশিবে কাননে,
বুঝিবা পশিল ক্ষণে, শুনি পদধ্বনি।”

“মহা কোলাহল ওই আসিছে ভাসিয়া
নহে নাগরিক-ধ্বনি। মগধবাহিনী
জিনিল প্রথম দুর্গ মহানদীতীরে—
আসিছে ঝটিকাবেগে নিযুত সৈনিক
ভেদিতে নগরদ্বার। প্রাণভয়ে ভীত
গ্রামবাসী পলাতক পশিছে নগরে
পরিখা ডিঙায়ে। মহাত্রাসে ছুটিতেছে
নরনারী শিশু-ক্রোড়ে আশ্রয়-ভিখারী,
আসিল কাননে সেথা হতভাগ্যদল
দিশাহারা। প্রলয়-আহবে জ্বলিতেছে
রাজ্য আজ গ্রামে গ্রামে কুটিরে কুটিরে,
ভয়াল বিরোধবহ্নি দাবানলসম
প্রসারিত দিকে দিকে লেহিছে গগন।
ওই শোনো দুন্দুভি-নিনাদ! সেনাপতি
শত্রুজিৎ, শূরশ্রেষ্ঠ, মৃত্যু ধ্রুব জানি,
চলিলেন নগর বাহিরে রোধিবারে
শত্রুসৈন্যে। অগণিত তোসলীসড়কে
আসে অরি সিন্ধুস্রোত সম দুর্নিবার।
রহ হেথা, যাই আমি মহারাজ-পাশে।
শুনিয়াছি মানচিত্র জীর্ণ, কীটদষ্ট—

সমর-স্থপতি মিহিরকিরণ বিনা
নাহি জানে কেহ আর সুড়ঙ্গ-কৌশল,
অমূল্য জীবন তার এ ঘোর বিপদে
প্রলয়-সমরে, বুঝাইব মহারাজে।
চক্রে চক্রে আবর্তিয়া সিন্ধু-বারিস্রোত,
সুনিম্নে প্রলুব্ধ করি অরাতিবাহিনী
নাশিতে কৌশলে, একমাত্র জানে সূত্র
দুর্গস্রষ্টা বাসব-তনয়—স্বামী তব,
মিহিরকিরণ। যুবরাজ কীর্তিধ্বজ,
সখা মোর, মহারাজ এবে, যাব সেথা—
নাহি জানি মান্য কিবা মহারাজ-পাশে
সগৌরবে আজি—যেবা হোক্, এস ত্বরা,
রত্নালয়ে রহ ক্ষণকাল—ভাগ্যলিপি
রহে যাহা, জানিব অগোণে। বহে শ্বাস,
কেবা ত্যজে জীবন-আশ্বাস ? পত্নী মোর
লাবণ্যলতিকা মিলিবে তোমার সাথে,
যথাকালে, রত্নালয়ে হেথা। ত্যজ শঙ্কা,
দাসদাসী পরিজন জানে না কেহই
রত্নকক্ষ—গোপন-সন্ধান। সুকৌশলী
স্থপতি বাসব, খ্যাত শ্বশ্রূদেব তব,
পিতৃবন্ধু মোর—রচিলেন গুপ্তগৃহ
সুদূর অতীতে, নাহি জানি কোন রত্নে
লুকাতে নিভৃতে আজিকার দিনে।—ভদ্রে!
ধর বাহু মোর। সোপান পিচ্ছিল অতি,

এস সাবধানে।"

সর্পিল সুড়ঙ্গপথে
নিবিড় আঁধারে চলে ছুইজন, রাখি
কর করে। পদধ্বনি প্রতিহত রবে
ঝটপটে নিশাচর পাখী। সর্পকুল
লুকায় মন্থরগতি আপন বিবরে।
মূষিকের দল পলায় সবেগে ভয়ে
মানব-মানবী হেরি। ঝরিছে সলিল
পাতাল-নির্ঝর সেথা সুড়ঙ্গ ফাটলে,
কভু নিম্নে—অতি নিম্নে, কভু উচ্চে উঠি
বহুদূর ঘুরি, অবশেষে আসে ওরা
রত্নালয়ে, সিক্ত স্নাত, গহ্বর ত্যজিয়া।
প্রশস্ত মর্মরদ্বারে হানি করাঘাত,
লৌহদণ্ডে ঘুরাইয়া গোপন কীলক,
খুলিল ছুয়ার রুদ্ধ গোপন ভবনে
শেষনাথ—পরিশ্রান্ত সবল মানব।
রবিরশ্মি ক্ষীণ অতি, অবরুদ্ধ বায়ু
গুমরে সেথায় কোথা ছিদ্রপথে পশি
দীর্ঘশ্বাস সম। উর্ধ্বে কক্ষ যুক্ত যেথা,
খুলি গুপ্তদ্বার, ধায় বেগে গৃহস্বামী,
শেষবার দানিয়া আশ্বাস। ধর্মদত্তা
লুটায় রতন মাঝে নীরব রোদনে।

[একাদশ সর্গ শেষ]

দ্বাদশ সর্গ

[সূচিভেদ্য অন্ধকার ভয়াল নিশীথে···]

"অসম্ভব ! রাজশক্তি হীনবল, মত্ত
পুরবাসী, বজ্রদেবে নত, মানিবে না
কভু আজি নৃপতি-আদেশ। শেষনাথ !
প্রিয়সখে। যুক্তি তব মান্য করি, নাহি
রাজ্যে তুল্য কেহ, অমূল্য জীবন যার
এ ঘোর আহবে ; কিন্তু কেমনে রাখিব
স্থপতি-পরাণ, নাহি জানি পন্থা তার—
জনগণ ক্রুদ্ধ অতি স্থপতির প্রতি—
দৃঢ়-আশা, ত্রিকলিঙ্গ জয়ী হবে রণে
স্থপতি বিনাশে—রুদ্ররোষ প্রশমিতে
নাহি অন্য পথ : যাও সখা, বজ্রদেবে
বুঝাও সঙ্কট। ধর্মে নহি জৈন আমি,
তবু রাজ্যে রটেছে অখ্যাতি দিকে দিকে,
শৈবধর্ম-বিরোধী নৃপতি—প্রতি ক্ষণে
ডরি এবে নগর-বিপ্লব ; দুর্গে দুর্গে
সৈন্য মোর রণক্লান্ত অসম সমরে ;
ত্রিকলিঙ্গ ত্রিধাভক্ত, নিযুত মাগধী,
অমেয় সম্ভার, কোথা রাজবল আজি
ছিনিব ভাস্করে প্রমত্ত জনতা মাঝে ?"
চিন্তান্বিত শেষনাথ পুনর্বার কহে—

“মহারাজ ! আদেশ যেথায় অনুচিত,
অনুরোধে নাহি দোষ। শুনিয়াছি বঙ্গে
বিজ্ঞজন কহে—পূজিলে নগেন্দ্র টলে—
সেথা ক্ষুদ্র বজ্রদেব, মানব টলিবে
সুনিশ্চিত জানি, মহারাজ-অনুরোধে।
লিখুন আপন হস্তে শুধু দুটি কথা—
স্থপতি-জীবনে প্রয়োজন কলিঙ্গের।
এ ঘোর আহবে দেশগুরু বজ্রদেবে
জানাই মিনতি, রণপ্রয়োজন হেতু
রাখুন জীবিত মিহিরকিরণে আজি
স্বদেশের তরে। দেশগুরু মহাজ্ঞানী
বলি তাঁরে সম্বোধন করি জানাইব
অনুরোধ মন্ত্রিসভা-নামে, সবিনয়ে।”

গোপন মন্ত্রণাকক্ষে রাজা কীর্তিধ্বজ,
অগ্র-সেনাপতি শূলপাণি, সমাসীন ;
স্থিরনেত্রে মহামন্ত্রী রত্নপাল সেথা
মৌনী, সুগম্ভীর ; ক্ষণে ক্ষণে শেষনাথ
পদচারী, ফিরি আসে মহারাজ-পাশে,
কভু মহামাত্য, কভু সেনাপতি পানে
চাহিয়া বিষণ্ণ, দ্বার-রক্ষী নতশিরে
জানাইল দ্বারে বলাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধে।
কহিলেন বলাধ্যক্ষ সমুদ্বিগ্ন স্বরে,
সবেগে পশিয়া—“এবে সমূহ বিপদ

মহারাজ! শত্রুসেনা জিনিল তোসলী,
ভগ্নদূত আনিল সংবাদ, বীরশ্রেষ্ঠ
নেতা শত্রুজিৎ বরিলেন বীরমৃত্যু
রণক্ষেত্রে, অসম সমরে। ধায় বেগে
মগধ-বাহিনী মহেন্দ্রপর্বত পানে—
অশ্ব, গজ, রথ-বল, স্কন্ধাবার সাথে।
কিবা জানি যাবে অতিক্রমি নিম্নদেশ
আগামী প্রত্যূষে। মহেন্দ্রপর্বত যার
কলিঙ্গ তাহার—গোপন সমর-নীতি
কেমনে জানিল শত্রু—মানি এ বিস্ময়!
একে একে দুর্গ যত শত্রু-কবলিত,
অর্ধাহারে শীর্ণ সৈন্য, জনতা উন্মাদ,
নাহিক নায়ক আর বাহিনী-চালনে—
বিশৃঙ্খল ভীত প্রজা অরণ্যে লুকায়
বন্দর নগর গ্রাম ত্যজিয়া অনলে।
একমাত্র অবিজিত কলিঙ্গ-গৌরব
অশ্বারোহীদল, যুঝিছে অরাতি সাথে
কলিঙ্গসড়কে, বংশধারা দুর্গে তাই
আজিও উড়িছে ঊর্ধ্বে কলিঙ্গ-কেতন।...
কিন্তু, মহাবলশালী মগধবাহিনী—
কতকাল আর রণিবে ঘোটকবল
নিযুত সৈনিক সাথে সম্মুখসমরে?...”
কহিলেন শূলপাণি—প্রাচীন নায়ক,
অতিবৃদ্ধ লোলচর্ম, “একমাত্র আশা

মহারাজ ! নিশার আঁধারে, সিন্ধুস্রোতে
ভাসাইয়া নিম্নদেশ নাশিতে শত্রুরে,
প্রলুব্ধে সুনিম্নে টানি আজিকার দিনে।
বাসব-তনয় বিনা গোপন সুড়ঙ্গে
বহাইবে কেবা আরসাগরতরঙ্গ ?
অবধ্য মিহির আজি রণ-প্রয়োজনে !
জানে না দ্বিতীয় কেহ সুড়ঙ্গকৌশল—
ঘুরাইতে বিমোচনী ; চিত্র কীটদষ্ট,
না পারে বুঝিতে কেহ গোপন সঙ্কেত—
কেমনে উঠিবে উর্ধ্বে প্রস্তরকীলক—
বর্ত্মে বর্ত্মে বাধা। শ্রেষ্ঠী শেষনাথ সাথে
একমত আমি, নাহি দোষ মিষ্ট বাক্যে,
রাজ-অনুরোধ রাখিবেন বজ্রদেব,
ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ, তবু দেশগত-প্রাণ।...”

রাজ-লিপি লয়ে, শেখরভবন-পথে
ধায় যুবা রথারোহী উদ্বিগ্ন বান্ধব,
তীব্রবেগে। বংশধারা নদীতীরে আসি
হেরিল বণিক সুদূর দিগন্তে সিন্ধু
শিলাবদ্ধ ফুঁসিছে জোয়ারে। “শত শত
ক্ষুদ্র তরী সৈন্যবাহী যাইবে আঁধারে
জলস্রোতে ভাসি, রুদ্ধ মাগধী-সৈনিকে
প্রহারিবে, আবদ্ধ মূষিকে নাশে যথা
উৎপীড়িত গৃহস্থ মানব। কোথা পাপ

অরাতি-নিধনে স্বদেশের লাগি ? যেবা
মাগধী জ্বালিল মৃত্যু, পামর নিষ্ঠুর
গ্রামে গ্রামে, নগরে বন্দরে, তারে নাহি
ক্ষমা !—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ ! সমাগত
মহালগ্ন আজি।…"

বজ্রদেব-কক্ষে পশি,
নতশির কহে শ্রেষ্ঠী—"দেশবন্দ্য গুরুদেব !
আনিয়াছি লিপি এই মহারাজ-লিখা।
অতিঘোর কলিঙ্গ-সঙ্কট ! সবিনয়ে
অনুরোধ জানান প্রবীণ সভাসদ,
মন্ত্রিসভা-সদস্য সকলে, আমি দূত
নৃপতি-প্রেরিত আজি, বারতা-বাহক—
করি নিবেদন, নমি জ্ঞানীর চরণে
সপারিষদ-নৃপতি জানান মিনতি—
মুক্ত করি স্থপতিরে অসীম ক্ষমায়,
জনপদে রাখুন অজেয়। কীটদষ্ট
মানচিত্র-রেখা, না পারে বুঝিতে কেহ
সুড়ঙ্গরচনা-রীতি, রাখিতে নগরী।
বাসব-তনয় বিনা নাহি জানে কেহ
কেমনে উঠিবে ঊর্ধ্বে বিমোচনীশিলা
প্রোথিত সাগরজলে, বর্ম্মে বর্ম্মে বাধা
চক্রাকারে, সুকৌশলে।" রুষ্ট বজ্রদেব
মুক্ত-শিখা, কহিলেন বিদ্রূপ-বচনে—
ভ্রূকুটি-কুটিল আঁখি—"অহো, মহারাজ

অনুরোধ জানান আমারে—মুক্ত করি
বাসব-তনয়ে অবিলম্বে, রাখি যেন
কলিঙ্গে অজেয় ! গুরু আমি—জ্ঞানী আমি—
তবু উপদেশ দেন সভাসদ সবে
বুঝাইতে কর্মনীতি !”

"উপদেশ নহে,
রাজ-অনুরোধ ইহা স্বদেশের তরে।
সঙ্কটসময়ে, প্রয়োজনে।”

"মূর্খ, মূর্খ—
মূর্খ আমি—এখনও রহে প্রাণ লয়ে
মূর্তিমান সর্বনাশ ! সর্বনাশী রহে
পলাতকা, আজো। বিচিত্র এ দুর্ঘটনা
ত্রিকলিঙ্গে ! দিবাভাগে লুকাইল কিবা
রূপবতী মেঘনাদসাথে ? বিভীষণ
কোন জন হেথা—গোপনে আশ্রয় দেন
পাপীয়সী ঘোর কলঙ্কিনী রমণীরে
আপন ভবনে ! শ্রেষ্ঠী শেবনাথ, ধূর্ত—
অতি ধূর্ত তুমি—জানি আমি তব গুণ,
জানি, জানি—কেবা ধনী প্রশ্রয়প্রদাতা
সর্ব-পাপে, কলিঙ্গনগরে। বৌদ্ধ, জৈনে
হেরি আজ পূর্ণপ্রায় নগর-ভবন—
কেবা বুঝে—কেবা রাখে শেখর-সম্মান !···
বৃথা আশা ! সুড়ঙ্গ-সলিলে—অগণিত,
পরাক্রান্ত মগধ-সৈনিক—পরাজিত

ফিরি যাবে স্বদেশে সভয়ে! নিম্নভূমি
চিরকাল কভু রহিবে না নিমজ্জিত
সিন্ধুস্রোতে। ফল শুধু, অতি সুপ্রাচীন
নিম্নে স্থিত শেখর-ভবন—অরক্ষিত
দেবালয়, দারুময়, যাইবে ভাসিয়া
সমূলে ধ্বসিয়া। যাও রাজসভামাঝে,
কহ সভাসদে, ফিরাইল অনুরোধ
সবাকার মূর্খ বজ্রদেব, চাহে ক্ষমা
জ্ঞানীগুণী-পাশে করজোড়ে, নতশিরে।"

নিষ্ফল মিনতি, যেথা ধর্মান্ধ মানব
দৃঢ়চিত্তে পাপ মানে কুসংস্কার বশে,
চাহে না প্রকৃত তথ্য সত্যের বিচার।
ফিরি যায় শ্রান্ত শ্রেষ্ঠী নিরাশ হৃদয়ে।
বিষণ্ণবদন। অমানিশা মধ্যযামে
গণ্ডযোগে দণ্ড পাবে মিহিরকিরণ—
মোহগ্রস্ত নাগরিকগণ—ফিরি গেল
গৃহে কেহ ফিরিতে লগনে; কেহ রহে
শেখর-ভবনলগ্ন উদ্যানে বসিয়া।
বহুকাল পরে মৃত্যুদণ্ড তুষানলে
নবতম আজি, মত্ত মুগ্ধ পুরবাসী
যাপে কাল কুতূহলী বিনিদ্ররজনী।
প্রবীণ নবীন ভণে আপনা মাঝারে,
সর্ব অনর্থের মূল দুরাত্মা মিহির!

যোগ্য শাস্তি উঃ কী ভীষণ সে পরিণতি।”
“না-না—কিবা কহ! সমুচিত দণ্ড ইহা
মহাপাপী দেবদ্রোহী দেশদ্রোহী তরে।”
“মহাপাপী বটে, কিন্তু নহে দেশদ্রোহী
মিহিরকিরণ।” “নির্বোধ সেথায় বসি
কে ও পাপ-সমর্থক? ত্রিকলিঙ্গবাসী
মজিয়াছে ধ্রুব মিহিরকিরণ-পাপে,
নাহিক সংশয়।” কহে ক্ষিপ্তস্বরে কেহ—
“কিবা কাজ তিথিক্ষণে, টানিয়া গহ্বরে
দাও পাপে অবিলম্বে তুষাগ্নি মাঝারে,
ফিরুক কলিঙ্গভাগ্য শেখর-সন্তোষে।...”
“মহাপাপ, মহাপাপ! আজিও শেখর
নয়ন ফিরায়ে র’ন সরোষে, শুনিনু
নিজ কর্ণে, গুরুদেব-মুখে।” কহে ক্ষোভে
শেষনাথ—“হা কলিঙ্গ! একদা যাহার
পরাক্রমে বীর বিন্দুসার ফিরি যান
নিজ বলে সন্দিহান; সিন্ধুস্রোতে ভাসি
যাহার বন্দর হ’তে বাণিজ্যতরণী
আনে ধন সাগর-দুলালী গৃহে গৃহে—
পোতাশ্রয়-নির্মাতা সে বাসব-কৌশলে;
জন্মে নাই জম্বুদ্বীপে জগতে কোথাও
মিহিরকিরণ সম মহান স্থপতি,
সাগরবন্ধনে যেবা মহাহ্রদ রচি
ধরিত্রী শ্যামল রূপ দানিল দেশেরে—

শোভিল ভবন কত অপূর্ব ভাস্কর্যে—
হায় বোধ ! হায় ধর্ম ! হায় কৃতজ্ঞতা !
পুরোহিত বজ্রদেব উন্মাদ ব্রাহ্মণ—
তারে আজি মান্য করে নির্বোধ জনতা !
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ এই মূঢ়, অন্ধ
নগরে নিবাস ! মনশ্চক্ষে হেরি আমি
দলে দলে ক্রীতদাস কীটাধম গণি
দলিবে চরণে সবে মগধবাহিনী ।"
জল্পে নাগরিক, "কিবা বলে শেষনাথ
বুঝিতে না পারি ।" "বাসবতনয়-বন্ধু
শুনিয়াছি, শঙ্খপাণি কহে । অনুচিত
কহে শ্রেষ্ঠী, গুরুদেবে বলিল উন্মাদ !"—
ভণিল দ্বিতীয় ! কহিল তৃতীয় জন,
"শোনো শোনো, আরো কিবা কহে শ্রেষ্ঠী ।
নহে
মিথ্যা সব । সত্য বটে, বাসব-সমান
মহান স্থপতি জন্মে নাই ভূভারতে,
শুনিয়াছি বিজ্ঞজন-মুখে । বহু স্থানে
শুনিয়াছি ইহা । একমাত্র সমকক্ষ
পুত্র তার মিহিরকিরণ । নহে মাত্র
সুদক্ষ স্থপতি, অপূর্ব ভাস্কর, শিল্পী,
হের নিদর্শন সেথা আজিও ভবনে—
গাভীস্তন হ'তে ঝরে নির্ঝরিণীস্রোত,
বৃষ্টিধারাসম ছড়াইছে শিলাগাত্রে

কুসুমকাননে সলিলকণিকারাশি—
মহাপাপী সত্য বটে, নহে সে লম্পট,
ধর্মদত্তা-রূপে মুগ্ধ মজিল তরুণ।”...
“চলি যায় শেষনাথ, হের অশ্রুময়
বদনে ভাসিয়া!” “যেতে দাও, যেতে দাও—
পাপীর দোসর কাঁদিবে বিচিত্র নয়
ধর্মের শাসনে। স্থপতি-বিনাশ বিনা
নাহি আশা কোনো ফিরাইতে রুদ্রমুখ
শেখর-ভবনে। কহিলেন গুরুদেব
নিজমুখে মোরে, শুনিনু স্বকর্ণে আমি
ক্ষণপূর্বে আসি।” “সুনিশ্চিত কেবা জানে
জয় পরাজয়? মনে লয় কলিঙ্গের
স্বাধীনতা-সূর্য ওই অস্তে যায় নভে
মহেন্দ্রপর্বত-নিম্নে—প্রদোষ-আঁধারে—
হের অমানিশা ঘোর আসিছে সহসা।
অরণ্য-প্রান্তর ব্যাপি রাজপুরী ’পরে,
বিশাল বিহগ সম ঝটপটে পাখা;
শোনো ভীম রণনাদ, সুদূর বিঘোষ;
রক্তাক্ত আকাশ হতে খসিল তপন,
ছিন্নমুণ্ড খসে যথা অরাতি-প্রহারে,
অস্ত্রাঘাতে।” কহিল চতুর্থ পুরবাসী—
“রাখো রাখো কাব্য তব অলস কল্পনা।
অজেয় কলিঙ্গদুর্গ রুদ্র-সুরক্ষিত,
বৃষভ মাগধী সৈন্যে ফিরাবেন শূলী

শশাঙ্কশেখর। শেখর-সন্তোষ বিনা
নাহি পথ আর।” “কিবা জানি কিবা ঘটে!”
উত্তরে তৃতীয়, ললাটে তুলিয়া কর,
“জয় জয় দেবাদিদেব-চন্দ্রশেখর!”

সিন্ধুতীরে একাকী দাঁড়ায়ে শেষনাথ
হতবোধ—হেরিল বিশাল জলরাশি,
উদ্বেলিত সদা, লেহিছে সুড়ঙ্গ-মুখ
অমাঘন কৃষ্ণতিথি তিমির নিশীথে।
গরজে অনন্ত সিন্ধু গভীর অন্তরে ঃ
এ কোন উন্মাদ! আলোছায়া দিবানিশি
উত্থানপতনে ভবদেব অকরুণ
ভূতনাথ দোলে ঃ পিঙ্গল জটিল জটা
গগন ভেদিয়া বাজিছে ডম্বরু তাঁর
সুগম্ভীর রবে! কোথা স্নিগ্ধ চিরশান্তি
চাহে সে ত্র্যম্বক হায় ত্রিনয়নে জ্বালা!—
বহ্নিশিখা সর্পিল, কুটিল—দহে দগ্ধ
আপনা দহিয়া! চিরশান্তি?—অহো ভ্রান্তি
সুমধুর!—মানব অহিংসা চাহে, ক্ষিন্ন
ধরামাঝে স্বর্ণযুগ—হায়রে কল্পনা!
আজিও জান্তব নর বধে সে মানবে!

সায়াহ্ন-তিমিরে মিলাইল পঞ্চভূতে
বণিক কুশল যবে—চিতাভস্ম-শেষ

নিক্ষেপিল শঙ্খপাণি সাগরের জলে,
শেষনাথ-বধূ সাথে আসিল শ্মশানে
শোকাচ্ছন্না ধর্মদত্তা। কুশল-তনয়া—
বিষাদ-প্রতিমা যেন নিশীথিনী ছায়া
চাহি রহে অনিমিখ—চিত্রপটে আঁকা।
মৌনভঙ্গে কহিল রূপসী, অবশেষে,
মুছি অশ্রু টলমল নয়নের কোণে—
"স্বামী তব সহৃদয় যথার্থ বান্ধব!
কিন্তু অতি অভাগিনী আমি! হীনচক্রে
হারানু অকালে ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা সবে;
লভিলাম পিতৃস্নেহ, চির-আকাঙ্ক্ষিত,
আনিনু মরণ সাথে!—তুষানল!—কোথা
তুষানল অধিক অসহ এই ক্ষণে!—
বাধা নাহি দাও শুভে! যাই আমি এবে
স্বামীর সকাশে। কল্যাণি ভগিনি মোর!
করি এ প্রার্থনা, শেখর আশিসে হও
স্বামী-সোহাগিনী সুপুত্র-জননী তুমি।
যাইব অলক্ষ্যে আমি, জানিবে না কেহ
নিশাকালে, চিনিবে না মোরে পৌরজন
রাজপথে—হের মেঘাবৃত অমানিশা!—
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তুমি, দেখি না তোমারে।
নাহি আশা নাহি ভয়। আসিয়াছি যবে
জীবনসোপান-শেষে, কোথা বিঘ্ন আর?
বিদায় ভগিনি! চিরস্মৃতি যেথা রবে

অমলিন, চলিনু সেথায়।" দ্রুতপদে
মিলাইল ধর্মদত্তা রজনী-তিমিরে
রাজপথে, গৃহিণীরে ছাড়ি গৃহদ্বারে,
কম্প্রকরপুটে লইয়া লাবণ্য-মুখ
ক্ষণকাল, প্রীতিমৌন পরশ বুলায়ে
করুণ নয়নে। রোদন উচ্ছাস দাবি
অশ্রুময়ী দাঁড়ালো নীরবে গৃহবধূ
শেষনাথ-প্রিয়া—বাতায়নে একাকিনী
সরলহৃদয়া। বৃদ্ধা দাসী সবিস্ময়ে
কহে, "গিয়াছিলে কোথা অমানিশা ঘোরে?
কোথা গৃহবধূ পৌরনারী ভ্রমে একা
গৃহের বাহিরে? পথে পথে সৈন্য ফিরে,
আছে সর্প, আছে খল, পাপী, দুষ্ট লোক,
হেন কালে রাজপথে গিয়াছ একাকী
ভবন ছাড়িয়া, আমারে কিছু না বলি,
না জ্বালি মশাল আলো—কোথা দাসদাসী
সাথে তব?—এ-কী! নীরবে কেন বা সেথা
দুয়ারে দাঁড়ায়ে?" কোনো কথা নাহি বলি,
জড়ায়ে জবায়, বধূ, লাবণ্যলতিকা,
কাঁদিল শ্যামলী। বৃদ্ধা গৃহদাসী রহে
বাক্যহারা, মুক্তাধরা, গভীর বিস্ময়ে।

সূচিভেদ্য অন্ধকার ভয়াল নিশীথে
জ্বলিছে মশাল পৌরগৃহে, স্থানে স্থানে

সৈনিক-শিবিরে ; স্তব্ধ পানালয় ; রুদ্ধ
বিপণী, বনিতা সাথে ভণিছে বণিক,—
মৃদু, ক্ষীণস্বরে—"কি হবে আহবে আজি
কেহ নাহি জানে । লুকাব রতন ধন
কুসুমকাননে, মৃত্তিকা-গহ্বর খনি'—
সেথা ধেনুগণ রহে যেথা, রাখি ঘট
সুগোপনে ?"···ভীত ত্রস্ত কলিঙ্গনগর—
মগধবাহিনী বুঝি আসে ওই সেথা ?
জয়ধ্বনি কার ? বংশধারা-দুর্গ 'পরে
কেবা জানে উড়িতেছে কাহার নিশান ?
স্তন্যপায়ী শিশুগণ শুধ্ নাহি জানে
রণের আশঙ্কা—মুক্ত ওরা, জননীর
ক্রোড়ে শান্ত—ঘুমায় নির্ভীক, হাসে কভু
স্বপ্নমাঝে স্তনদুগ্ধ-মদিরায় ঢলি,
মধুর আলসে । জাগি রহে নরনারী
প্রৌঢ় পৌরজন, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ
রুদ্ধশ্বাস ! *দূরে পুনঃ জয়ধ্বনি কার ?*
ধর্মদত্তা চলে দ্রুত, সমুদ্র-সৈকতে,
এড়াইয়া দূরপথে সৈনিক-শিবির ;
ক্ষণে ক্ষণে লুকাইল ঘনতরু-মাঝে
সৈন্যদল হেরি । প্রেতমূর্তি অশরীরী
আসিল রমণী যবে শেখর-কাননে
ছায়াসম শব্দহীনা, বাজিছে দুন্দুভি
ঘোরনাদে, অষ্টাদশ পুরোহিত যুবা

সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিছে মন্ত্র রুদ্রী—
শেখর-মহিমা গাহে শত দেবদাসী
প্রলয়সংহার-নৃত্যে, নূপুর নিক্কণি।
শৃঙ্খলিত শিল্পী মিহিরকিরণ ভালে
সিন্দূর লেপিয়া কহিলেন বজ্রদেব
অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিয়া, রূঢ় সুকঠোর—
মেঘমন্দ্রস্বরে—"ধর্মনীতি, লোকনীতি—
লঙ্ঘিবে না বজ্রদেব কভু, কহ পাপি !
কিবা ইচ্ছা তব শেষক্ষণে। মিটাইব
অন্তিম বাসনা। নাহি যাহে ধর্মদ্রোহ,
রহে সাধ্যায়ত্ত, পূরাইব সে-কামনা।"
ভাস্কর উন্নতশির কহিল পৌরুষে
তীব্র তিরস্কারী—"শেষ ইচ্ছা হে ব্রাহ্মণ !—
মিটাইবে অন্তিম সময়ে ! শোনো তবে
হে বদ্ধ উন্মাদ !—এ মিনতি করি আমি
শেখরে প্রণমি, ঘুচুক অজ্ঞান তব
অন্ধ সংস্কার। পূরাও প্রার্থনা মোর,
শেখরের রচিত ভুবনে, দাস নহে,
দাসী নহে, বিবাহিত যেবা নরনারী
করে নাই পাপ কোনো—শেখরে বঞ্চিয়া,
তাহাদের পুত্র আসি জ্বালুক অনল
কুণ্ডমাঝে—তুষাগ্নি-মরণ—বরিব সে
নতশিরে। মানিব এ দণ্ড সুবিচার—
অন্তিম বাসনা মোর মিটিবে আপনি।"

"পুড়াও পাপিষ্ঠে অবিলম্বে !" হুঙ্কারিল
জনতা। কহেন বজ্রদেব, বিচলিত—
নীতিনিষ্ঠ—"স্তব্ধ হও সবে ! শোনো পাপি !
মিটাইব তব ইচ্ছা। কহিলে আমারে
অন্তিম মুহূর্তে যাহা, নহে অশাস্ত্রীয়,—
অধর্মাচরণ।—বোপদেব !—শুকনাস !—
এস বলভদ্রপুত্র শেখর-পূজারী,
আজীবন ব্রহ্মচারী ! আলোকবর্তিকা
লয়ে, একে একে জ্বালো তুষানল সবে
চারিদিকে। জনক-জননী সবাকার
শৈব সবে, ধর্মনিষ্ঠ কলিঙ্গ-নিবাসী।"
পুনরায় উত্তেজিত—হুঙ্কারে জনতা
"জ্বালো অগ্নি—জ্বালো তুষানল ! ভস্মীভূত
মিলাক গগনে ধর্মদ্রোহী।" "পাপাচারী,
এ দুরাত্মা অনুতাপহীন !" "শেখরের
আশীর্বাদে রহিবে অভেদ্য রাজপুরী।"
"ফিরিবে মগধসেনা সভয়ে, প্রভাতে
রুদ্র-রোষে। পর্যুদস্ত—সর্বদুর্গ ত্যজি
অবশেষে, পলাইবে মগধ-বাহিনী—
নাহিক সন্দেহ।" "কিবা জানি"
—কহে কেহ।

অষ্টাদশ পুরোহিত সুগঠিতদেহ
বলবান। রজ্জুবলে বাঁধিল ভাস্করে,

সবলে টানিল তুষানল-কুণ্ড-মুখে
খড়্গাধারী। অগ্নিদেবে আবাহন করি
বেদমন্ত্রে, সমস্বরে। জ্বালিবে তুষাগ্নি
যবে পুরোহিতগণ রুদ্রাক্ষধারক—
আলোক-বর্তিকা লয়ে—"সুবিচার চাই",
কহিল রমণী, অবগুণ্ঠিতা, আবৃতা
আপাদমস্তক সুনীলবসনে। কহে
প্রদীপ্তনয়না নারী জনতার মাঝে
আঁধার চত্বর-কোণে সহসা উঠিয়া,
সু-উচ্চে সুস্বরা—"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
অগ্নি-প্রজ্বালক ! সুবিচার—সুবিচার
মাগি আমি—শাস্ত্রবিৎ গুরুদেব পাশে।
অগ্রাধিকার-সে-মোর তুষাগ্নিপ্রবেশে—
হরিবে অধর্মে কেন শেখরপূজারী ?
বৈশ্য-কন্যা অনূঢ়া যুবতী, যেবা বরে
পুষ্পমাল্যে ক্ষত্রিয় যুবকে, গণ্য সেও
ধর্মপত্নী, পুত্রবতী গান্ধর্বমিলনে।
লোকনীতি, শাস্ত্রনীতি ইহা। ধর্মে মতি
আমি সহ-ধর্মিণী বরিব সে-তুষাগ্নি
এড়াতে অসহ জ্বালা বৈধব্য-নিয়তি।
সুধর্মে সুযোগ দাও সর্বাগ্রে আমারে।"

"কেবা তুমি নারী, উন্মাদিনী ? কেবা তব
স্বামী হেথা ?"—অপার বিস্ময়ে কহিলেন

বজ্রদেব, "কিবা সে-লম্পট, সুচতুর
প্রবঞ্চক ভুলালো তোমারে, অবশেষে
ত্যজিয়া দত্তারে ? কিবা নাম তব, বৎসে ?
কোথা হতে এলে তুমি ভবনকামিনী
সুবিচার চাও এ-ঘোর আঁধারক্ষণে
শেখরচত্বরে আসি ত্রিযামানিশায় ??..."
কহিল রমণী, গুণ্ঠন খুলিয়া শেষে,
দীপান্বিতা,—"ধর্মদত্তা, কুশল-তনয়া
আমি।" "ধর্মদত্তা ?? কুশল-তনয়া তুমি !!"
বজ্রাহত বজ্রদেব।...ছড়ালো গগনে
পুঞ্জে পুঞ্জে বজ্রমেঘ। স্তব্ধ পৌরজন
বিস্ময়ে বিমূঢ়চিত্ত রহিল চাহিয়া।...

বহুদূরে সাগরশ্মশানে জ্বলে কোন
মানবের চিতা ? ধূমায়িত সিন্ধুতট
কুহেলিমাঝারে ঢালে বারি নিভাইতে
চিতাবহ্নি শোকার্ত স্বজন। রোগজীর্ণ
পুত্রে তার হারায়ে অকালে, শোকাকুলা
পুত্রবধূ-বিধবার শির লয়ে ক্রোড়ে
পঙ্গুবৃদ্ধা, সন্তান-জননী রহে বসি
অনড়, সৈকতে। ভগ্ন অট্টালিকা শিলা—
স্তূপমাঝে চণ্ডালের দল সুরাপায়ী
বাজাইছে মাদল প্রমত্ত। বৃদ্ধ এক
উপবিষ্ট, বহুদর্শী নিরুদ্বিগ্নমন,

আপনা-মগন, লয় তুলি ধূমঘট
মৃন্ময়। কে জানে শীর্ণ উগ্রধূম-সেবী
ঢুলিতেছে ওরা কারা নগর-বন্দরে ?
ওড়ে চর্মচটিকার দল: আলো-অন্ধ
ঝাপটিয়া পাখা অদূরে কানন-লগ্ন
ভগ্নদ্বার, পরিত্যক্ত সেবককুটিরে।

"পাপীয়সি! তুষানলে বরিবি মরণ !!"—
কহিলেন বজ্রদেব হর্য্যক্ষকেশর
অবশেষে, বিস্ময়-বেদনা-ক্ষুব্ধ স্বরে,
কম্প্রকণ্ঠে—"নাহি জান, নির্বোধ রমণি!
কী ক্রূর করাল সেই জীবনবিনাশ,
আসে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে মৃত্যুশিখা
অগ্নিকুণ্ডমাঝে, বাষ্পাকুল তাপদগ্ধ
ঢলে পাপাচারী, সফরী ঝলসে যথা
আতপ্ত কটাহে! অতীব ভয়াল সেই
পাপবিমোচন! ঘৃণ্য-মহাপাপী-তরে
নাহি ভিন্ন বিধি। নাহি শাস্তি ধরামাঝে
উপমেয় সমান নিষ্ঠুর। নরকের
পূর্বাভাস তুষাগ্নিমাঝারে পায় নর
দেবদ্রোহী, নিজকর্মদোষে। কেন তুমি
বরিবে মরণ বালিকা ? সেবিকা তুমি
শেখরের, নহ দোষী আপন ইচ্ছায়!
ভুলাইল কামোন্মাদ তোমারে দুরাত্মা

তনুসুখান্বেষী! নহ বধ্য তুষানলে,
নাহিক নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রে, নাহি ভয়।
মুক্ত হও সর্বপাপে শিব নাম জপি,
পুনরায় ব্রতচারিণী মন্দিরে! যাও
অন্তরালে শেখরসেবিকা, নহ তুমি
ধর্মভ্রষ্টা, করি আশীর্বাদ, জপি মন্ত্র
লভিবে মহান মুক্তি শিবলোকে স্থিতি
দেহান্তরে। লও মহামন্ত্র শিবনাম
লক্ষাধিক দিবসে নিশায়। হও গৌরী
নিত্যশুদ্ধা! ঘুচিবে বাসনা, পাবে বর
যথাকালে স্মরারি-কৃপায়।" "নাহি চাই
শিবলোকে স্থিতি, নহি আমি তপস্বিনী
বৈরাগ্যসাধিকা—শ্রেষ্ঠ পরিচয় মোর,
কন্যা, পত্নী, মাতা মানবের। বৈশ্যকন্যা,
কুশলতনয়া আমি; শেখর-কৃপায়
ধর্মপত্নী; পুত্রবতী গান্ধর্ব-মিলনে।
প্রলুব্ধ করেনি মোরে বিখ্যাত ভাস্কর—
চির-উদাসীন!—বরিনু ক্ষত্রিয়ে আমি
আপন ইচ্ছায়, বরমাল্য দানি গলে।"
"পুড়ুক পাপিষ্ঠা তুষানলে! অবিলম্বে
লও কুণ্ডমাঝে!"—গরজে জনতা ক্রোধে।
"নহিক পাপিষ্ঠা, করি নাই পাপ কোনো
নহে মার্জনীয় যাহা। স্বামীর সমান
পুণ্যবান হেথা কোন্ জন, নাহি জানি

তারে। নাহি জানি, পুত্রবতী ত্রিভুবনে
আছে কোন নারী, যেবা নহে দেবদাসী,
শেখরসেবিকা। করিয়াছে পাপ তবে
সর্ব নর—সর্ব দেশে—হরিয়া দাসীরে
তনয়-জনক? গুরুদেব, মাতাপিতা
আপনার—কিবা নহে শেখর-সৃজিত?
তবে কিবা সমদোষে দোষী মহাপাপী
বরিলেন তুষাগ্নিশোধন? পুড়িবে কি
সকল কামিনী-স্বামী তুষানলে হেথা?"
"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও অশিষ্টভাষিণী!",
নিম্নকণ্ঠে মৃদু কহিলেন বজ্রদেব
বিচলিত—"তুষাগ্নিবরণে অধিকার
দিনু তোমা! মুখরা বালিকা—যাও, যাও—
দূরে যাও—নয়নদরশ হতে দূরে—
মূর্খা! ভস্মীভূত হও পাপিষ্ঠচরণে।"

আচম্বিতে লইল রমণী রূপবতী
মশাল তুলিয়া। "কুশলতনয়া সোমা!..."
ধর্মদত্তা নাম এরে দিয়াছিনু আমি!
আনমনে বজ্রদেব, জপেন স্বগতঃ
র নভে নয়ন ফিরায়ে সুগম্ভীর।
হেরিল ভাস্কর নবরূপ প্রেয়সীর,
জপে ধ্যানী মৃত্যুদ্বারে—প্রদীপ্ত গহ্বরে,
জ্বলিবে পাবকে অনুপমা রূপবতী,

হায় অভাগিনী! প্রসারিত বহ্নিদাহে
চলিবে সে চেতনা হারায়ে ভাগ্যহীন
রূপকার! উঠিবে বিসারি নিশানভে
ধূম্ররাশি!—মন্দাক্রান্তা বেদনামলিন
যেন বা মানব-আশা, বিসর্পিল-গতি
ঘোরে ঊর্ধ্বে অধরাকুণ্ডলী! অগ্নিরূপ
সে স্ফুলিঙ্গে উৎসারিবে অসিতরঞ্জনা!
মিলাবে আঁধারমাঝে আলোকের রেখা!

কহিল রূপসী অগ্নিকুণ্ড-দ্বারে আসি,
পশ্চাতে ফিরিয়া, "বিবাহিতা নারী আমি
ধর্মদত্তা—স্বামীসহ তুষাগ্নিবরণে
অধিকার মম, মানিলেন গুরুদেব
শাস্ত্রবিৎ—স্মার্তচূড়ামণি। শেষ প্রশ্ন
রহে মোর ধর্মদত্তা তনয়-জননী
যেবা নারী—কোন্ পাপে বরিবে মরণ
স্বামী তার? শাস্ত্রবিধি স্মৃতির নির্দেশ
জানিতে বাসনা মোর অন্তিম কামনা।"
আলোকে আঁধারে সহসা গুঞ্জন ওঠে
শেখর-চত্বরে সেথা, কহে উপমন্যু
স্মার্ত দ্বিজ, "গুরুদেব, রমণীর যুক্তি
গ্রাহ্য, স্মৃতিশাস্ত্রে নাহিক নির্দেশ কোনো—
কোথা দোষ যুবকের? ক্ষত্রিয়ে বরিল
বৈশ্যকন্যা, প্রণয়িনী, আপন ইচ্ছায়—

গান্ধর্ব-বিবাহে ? শাস্তি কোথা নাহি জানি
শাস্ত্রের বিধানে। দেবতা-নর্তকী ? কিন্তু—
মজিল আপনি। মিহিরকিরণ-গলে
দানিল মাল্য সে মুগ্ধা নারী। নাহি চাহে
রহিতে যোগিনী দেবালয়ে! গুরুদেব—?"

"সত্য বটে—ভাবি নাই কেহ"—কহে কেহ,
"চির উদাসীন শিল্পী, প্রলুব্ধ করেনি
তারে!—নিজমুখে স্বীকার করিল সোমা!
কী বিচিত্র!" "মিহির-জনক সুবিখ্যাত
বাসব!—নগর-স্রষ্টা"—কহিল দ্বিতীয়
"রাজেন্দ্রসদৃশ-কান্তি অপূর্ব ভাস্কর"—
ভণিল তৃতীয়। চতুর্থে নীরব হেরি
কহিল প্রথম পুনরায়, "নহে মাত্র
ভাস্কর, স্থপতি কলাকার—বহুগুণী—
নাহি জম্বুদ্বীপে হেন দক্ষ শিল্পী আর।"
"কোথা বা ভুবনে ?" "—ঝরিবে সলিল হের
মেদুর আকাশ!" "—কেবা জানে নহে ইহা
দেবতা-নির্দেশ ??" "—গগনে গরজে মেঘ,
ঝলকে দামিনী !!"—"নিদাঘের ঝঞ্ঝা বুঝি
আসিবে হেমন্তে !!" "শান্ত হও, শান্ত হও
সবে !!"—কহিলেন বজ্রদেব, "উপমন্যু!
মুক্ত কর মিহিরকিরণে।—যাক্ ওরা—
যাক্ যাক্—দূরে যাক্—যেথা ইচ্ছা যাক্;

যাও সবে পুরবাসী ভবনে ফিরিয়া।"
স্বগতঃ কহেন বজ্রদেব—"ভ্রান্ত আমি—
মূর্খ আমি। মোহহীনা কোথা বা ভুবনে
রূপবতী নারী, নিবেদিতা—তপস্বিনী ?
তরুণী তরুণে চাহে অতনুপুলকে,
পতি সে পরম গুরু—হায়রে কামুকী !"

প্রভাতে জাগিল সবে, জাগিল না শুধু
বজ্রদেব. চিরনিদ্রামগ্ন শৈব দ্বিজ—
দারাপুত্র-কন্যাহীন। শেখর-তুয়ারে
প্রাণহীন পুরোহিতে হেরিল জনতা
সবিস্ময়ে, জল্পিল ভাস্কর নিজমনে,
সাগর-বিহঙ্গ বদ্ধ উড়ি যায় যথা
নভোলীন, বারিমুক্ত গহ্বর ত্যজিয়া,
গেল কি তেমনি ঊর্ধ্বে মোহাতীত নর
পাষাণমূরতি-মুগ্ধ মহেশ-পূজারী ?

[দ্বাদশ সর্গ শেষ]

ত্রয়োদশ সর্গ

[...এও কি, সম্ভব
অমিত ভারতবল, অমেয় সম্ভার
ফিরিল কলিঙ্গদ্বারে পরাভব মানি ??...]

যথা স্বর্গধামে শচীন্দ্র, বাসব বজ্রী,
ভ্রূকুটিকুটিলমুখ শোনেন অমর্ষে
দানব-সমরস্পর্ধা দেবতাবিজয়ী,
বিস্মিত তেমনি, বসি স্বর্ণসিংহাসনে
সম্রাট অশোক, স্তব্ধ রাজসভামাঝে—
শুনিলেন পাত্রমিত্র-সভাসদ্‌সহ
দূতমুখে সমর-বারতা। অসম্ভব
অবিশ্বাস্য বিপর্যয়! মগধ-কলঙ্ক
কলিঙ্গ-দুয়ারে! মৌনী সভাসদ্ সবে
বিস্ফারিত-আঁখি। কহিলেন অগ্রামাত্য—
"দূত কহ সবিস্তারে।
এও কি সম্ভব
অজেয় মগধ-বল, অমেয় সম্ভার,
ফিরিল কলিঙ্গদ্বারে পরাভব মানি ??
মনে লয় উগ্রসেন পরিহাসপ্রিয়
পাঠান তোমারে, কলিঙ্গবিজয়-বার্তা
বহিতে আপনি। একে একে দুর্গজয়ী
জিনিল তোসলীপুরী মগধবাহিনী—

দিবাত্রয় হয় নাই, শুনিয়াছি মোরা
ধৌম্যমুখে, রাজসভামাঝে—কহ দূত
কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য তোমার কাহিনী ??"
কহে ছন্ন, "মহামন্ত্রি ! সত্য, অতি সত্য
নিষ্ঠুর বারতা। কেমনে বর্ণিব সেই
সর্বনাশ ! নাহি ইহধামে অরিন্দম
মহাবীর তোসলী-বিজয়ী। সেনাপতি
উগ্রসেন নিরুদ্দেশ, স্রোত-মুখে ভাসি,
কেহ নাহি জানে সন্ধান তাঁহার আজো ;
একাকী জীবিত সহাধ্যক্ষ নিরুপম,
তুরগ-নায়ক ফিরিলেন প্রাণ লয়ে,
অযুত সৈনিক, ক্ষতবিক্ষত, হারায়ে
নিশীথে। সুউচ্চ-কলিঙ্গনগর-নিম্নে,
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, অমানিশা অন্ধকারে,
ভাসিল শিবির। বারিস্রোতে দিশাহারা
করিযূথ ছুটিল চৌদিকে, পিষ্ট করি
প্রসুপ্ত সৈনিকে—ঘোটক চলে না আর
হারায়ে চরণতল—অমেয় সম্ভার
গিয়াছে ভাসিয়া—অবিশ্বাস্য, অকল্পিত,
তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ! হেমন্তের শেষভাগে
তুঙ্গ প্রলয়ের বান, আসি অতর্কিতে
নাশিল মোদের বল। দৈবদুর্বিপাক !
ঘটিবে এ-হেন অঘটন আকস্মিক
হেমন্তের শেষে ভাবি নাই কেহ মোরা।

কিবা জানি শেখরপূজারী সে কলিঙ্গে
রাখিল শেখর! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী 'পরে
আসিল সবেগে দক্ষ কলিঙ্গ জালিক,
নিষাদের দল, ক্ষিপ্র, বধিল বারণ,
অগণিত তুরঙ্গম প্রোথিত কর্দমে
বিষাক্ত সায়কে; মশাল পাবকে জ্বালি
মগধ-শিবির, রহিয়া অদূরে গুপ্ত
রজনী-তিমিরে প্রহারিল মাগধীরে
কলিঙ্গনিবাসী, জালবদ্ধ পশুরাজে
বধে যথা বিশীর্ণ নিষাদ। অথবা সে
ভগ্নপোত মগ্ন শিলাচূড়ে সিন্ধুমাঝে
মহান নাবিকে নাশে সমুদ্র-হাঙর—
ক্ষুদ্র এক অতি ক্ষুদ্র, নিশীথে আঁধারে
যবে নিমজ্জিত রুদ্ধশ্বাস, দৃষ্টিহারা—
সন্তরে সলিলে ভীমবাহু।" রুদ্ধদ্বার
মন্ত্রণা-আলয়ে সমাসীন মৌর্যবীর,
নীরব কোদণ্ড, কৈলাসভৈরব আদি
মগধ-গৌরব; অগ্রামাত্য ক্ষীণতনু
রাধাগুপ্ত সিতশ্মশ্রু গম্ভীর-আনন—
অর্ধনেত্রে হেরিছেন সবাকার মুখ;—
বণিক হেরুক পানে চাহি, কহিলেন
আর্যাবর্ত-মহারাজ সম্রাট অশোক,
দৃঢ়দেহী, মনোবেগ সুগোপন রাখি,
"বিচিত্র, অতি বিচিত্র, কহ বহুদর্শী

সুবিজ্ঞ হেরুক, কলিঙ্গে প্রলয়বান
আসে কি হেমন্তে ?" হেরুক বিমনা অতি,
চকিত সহসা, কহিল সুতীক্ষ্ণনাসা—
"কিবা জানি, মহারাজ ! শুনি লোকমুখে
অজেয় কলিঙ্গদুর্গ বাসব-কৌশলে।"
"কে এই বাসব ?" "কলিঙ্গদুর্গের স্রষ্টা
স্থপতিনায়ক।"—কহিলেন রাধাগুপ্ত
মৌন ভঙ্গ করি, "শুনিয়াছি চরমুখে—
স্থপতি বাসব আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে
অন্ধ হল পূর্তকার্য অসমাপ্ত রাখি'
হাহাকার করে রত্নপাল—কূটমন্ত্রী,
কলিঙ্গ-চাণক্য ;—নাহি বুঝে শিল্পী কেহ
নায়ক-নির্দেশ, তুলি নিল নিজ হস্তে
কর্মভার বাসব-তনয়। সভামাঝে
পিতাপুত্রগলে মাল্য দিল উচ্ছ্বসিত
কলিঙ্গনিবাসী ; পুষ্পমাল্যে মগ্ন হ'ল
পিতাপুত্র রথারোহী পথে। নাহি জানি
গুপ্ত তথ্য আর—শতবৌদ্ধ, বিষকন্যা,
জৈনস্বামী কত—পাঠাইনু চর আমি,
কলিঙ্গনগরে পশি', হরিতে বারতা,
সুকৌশলে—পারে নাই কেহ—পারে নাই
জিনিতে গোপন মানচিত্র নগরীর
মহাবলাধ্যক্ষ-অনিরুদ্ধ-শিবিরে। এ
বিশ্বাস হইল আজিকে গুপ্ত সুড়ঙ্গে

সিন্ধুস্রোতে ভাসাইল নিম্নদেশ।. নাহি
আশা জিনিবারে কলিঙ্গনগর। রহে
যতকাল নৌবল অটুট, সিন্ধুস্রোতে
সুরক্ষিত, রাজপুরী রহিবে অজেয়।"

"কিন্তু কতদিন আর রহিবে নগরী
অবরুদ্ধ—আহার্য-বিহীন ? মহারাজ
আদেশ করুন, যাব আমি এইক্ষণে
জিনিব কলিঙ্গ স্বল্পকালে। স্বল্পক্ষয়ে
নোয়াব নগরে অবরোধে।"—কহিলেন
সেনানী কোদণ্ড,—"মহেন্দ্রপর্বত যার
কলিঙ্গ তাহার। গোদাবরী তীর হ'তে
মহাহ্রদ বেড়ি রচিব অভেদ্য জাল,
নিযুত সৈনিকে বলী মগধ-বাহিনী,
মরিয়াছে অযুত মানব, অশ্ববল—
গজবল কিছু হয়েছে বিনাশ, দৈব
দুর্বিপাকে, কিবা জানি স্থপতি-কৌশলে,—
নাহি ডরি দেব-দৈত্য-নরে—সম্রাটের,
স্বদেশের তরে যতদিন রহে রক্ত
এক বিন্দু ধমনীমাঝারে। মহারাজ !
আদেশ করুন যাইব সমরে আমি
সেনাপতি। নিরুপমে আসুন মগধে,
ক্লান্ত যুবা নব-বিবাহিত। সহাধ্যক্ষ
যাইবে আমার সাথে কৈলাসভৈরব,

লব অগ্নিমিত্রে, সেথা তাম্রলিপ্তি হ'তে—
কলিঙ্গের বনপথ নহেক অজানা
তার। অতি নিপুণ নায়ক খণ্ডযুদ্ধে -
ঘনারণ্য মাঝে। অতীব নিষ্ঠুর, সত্য—
কিন্তু যুদ্ধে কোথা করুণার স্থান আছে,
নাহি জানি। মহারাজ! কহি সত্যকটু—
উগ্রসেন নামে উগ্র, নহে উগ্রবীর ;
বীরবাহু, নিরুপম সমগুণী সবে—
রহিল কে জানে, নিশার আঁধারে চাহি,
প্রিয়ার সজল আঁখি নক্ষত্রে হেরিয়া !
অসম্ভব !! অবিশ্বাস্য !! নিযুত সৈনিক—
অমেয় সম্ভার—ক্ষুদ্র কলিঙ্গনগর
সেথা রহে আজিও অজেয় !!"

"প্রতিবাদ
করি আমি বলাধ্যক্ষ-কোদণ্ড-ইঙ্গিতে"—
কহিল হেরুক, মহামূল্য রত্নধারী
সভাসদ, "নিরুপম জামাতা আমার—
কর্মে ধীর মহাবীর কুশল নায়ক।
যুদ্ধক্ষেত্রে যেবা পারে হেরিতে নক্ষত্রে
প্রিয়া-আঁখি—সাহসী মানব, সুনায়ক
সুধীর নির্ভীক তারে জিনিবে আহবে
কোথা অরি তুল্য বীর ভারতে, ভুবনে ?
ঘটেনি নায়ক-দোষে এই বিপর্যয়।
অসীম ক্ষমতা তাই ফিরিল পশ্চাতে

রণদক্ষ মগধবাহিনী বিপর্যস্ত
অসাধ্য সমরে। নাহি ফল মৃত্যু বরি
অকারণ। কহি গুপ্তকথা, নাহি জানে
কেহ ইহা মগধশিবিরে—ভাবি নাই
ঘটিবে প্রমাদ হেন কলিঙ্গদুয়ারে—
কিবা জানি, রহে বুঝি আজিও জীবিত
কলিঙ্গ-ভাস্কর!" "ভাস্কর!! কে এ ভাস্কর??"

"স্থপতি বাসব-পুত্র মিহিরকিরণ।"
"স্মরণ করিনু এবে ভুলেছিনু যাহা।"
"কিবা শক্তি স্থপতির?" কহেন সম্রাট,
"ভাসাইল নিম্নদেশ, বিচিত্র ক্ষমতা—
রোধিল নিযুত সেনা, মানি এ বিস্ময়।
কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধিমান, খ্যাত তুমি
সভামাঝে বণিক হেরুক, এ কী কথা
শুনাও আমারে!! নিযুত মাগধী সৈন্যে
রোধিবে নিয়ত কিবা সিন্ধুস্রোত আনি
বাসব-তনয়?"
"মহারাজ নিমজ্জিত
সে সুনিম্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, হেরিয়াছি
বহুবার বাণিজ্যব্যাপারে ভ্রমি। এবে
বুঝিলাম কলিঙ্গ-কৌশল! চিরদিন
দ্বীপাকারে রাখিবে নগরী, সাধ্য নাই—
পশে কেহ কলিঙ্গনগরে—জলদস্যু

দুর্ধর্ষ জালিক সাথে সাগরতরঙ্গে
যুঝি।—কিন্তু—হেতুহীন আশঙ্কা আমার!
আমারি কৌশলে ধৃত মরিয়াছে যুবা,
মরিয়াছে এতদিনে মিহিরকিরণ,
স্থপতি-নায়ক।"

"বিচিত্র, অতি বিচিত্র
হেরুক বণিক! কহ, কিবা সর্বঘটে
সর্বস্থানে সম-অধিকার তব? শ্রেষ্ঠী
তুমি, চর তুমি, বিজ্ঞ তুমি রণবেত্তা,
সুমিষ্ট আলাপী সুচতুর সভাসদ্—
তোমারে ডরে না ভবে আছে কোনজন
নাহি জানি তারে।"—কহিলেন রাধাগুপ্ত,
স্থিরনেত্রে হেরুকে নিরখি। "মহামন্ত্রি!"
উত্তরে হেরুক—"আমারে ডরে না বন্ধু,
সখা, মিত্র কেহ, পুণ্যপথে চলে যারা
সম্রাটের, স্বদেশের তরে। দেবদ্রোহী
দেশদ্রোহী, ভীরু তরে শুধু নাহি মায়া
মোর মনে। কূটচক্রে নাশিনু কণ্টক
কলিঙ্গ-ভাস্করে। পুড়াইল তুষানলে
ত্রিকলিঙ্গ কিবা আপন সন্তানে? নাহি
জানি সুনিশ্চিত, জানিব অগৌণে ইহা
পারাবত উড়ায়ে গগনে। দ্রুতগামী
বায়ুচর, শিক্ষিত বিহগ, পরিচিত
বণিক-ভবনে নামি আসিবে ফিরিয়া

গোপন-সঙ্কেত-বাহী। শ্রেষ্ঠী শঙ্খপাণি
বন্ধু মোর কলিঙ্গনগরে।" ভণিলেন
রাধাগুপ্ত স্বগতঃ মানসে--"বন্ধু বটে
অতি পুণ্যবান।" কহিলেন মৃদুহাস্যে
প্রকাশ্যে, "অতুল্য! নাহিক দ্বিতীয় তব
মগধের সাম্রাজ্যের কল্যাণ-বিস্তারে।"

[ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত]

চতুর্দশ সর্গ

[···পারাবত ফিরেনি আজিও]

তোসলীনগর হ'তে বেড়িয়া কলিঙ্গে
অবরোধ করিল মাগধী, রণদক্ষ
অগণিত সৈনিক ; কোদণ্ড সেনাপতি,
সহাধ্যক্ষ কৈলাসভৈরব ; নিরুপম
ফিরিল পাটলিপুত্রে সম্রাট-আদেশে।
দীর্ঘকাল গেল, নাহি নমে রাজধানী
কলিঙ্গনগর। মহেন্দ্রপর্বত-পথে
অন্তেবাসী নিষাদের দল, সুশিক্ষিত
স্থপতি-কৌশলে, গড়াইয়া শিলাখণ্ড
ভীমবেগে নাশে শত্রু পর্বত-আরোহী।
ফিরি যায় বারে বারে মগধবাহিনী
পরাভূত, বিপর্যস্ত কলিঙ্গ-দুয়ারে।
দ্বীপাকৃতি রাজধানী কলিঙ্গনগর,
যুক্ত রাজ্যসাথে অতিক্ষুদ্র গিরিপথে
রহিল অজেয়, মুক্ত। অভেদ্য প্রাচীর—
অটুট নৌবল—আহার্য মিলালো পুরী
বহুদূর চম্পাদেশ হ'তে খাদ্য আনি,
কভুবা পাণ্ডীয়ে কভু চোলরাজ্যে প্রেরি'
জলযান। দক্ষ-নাবিক, ঝঞ্ঝা-প্রেমিক
জলদস্যু সিন্ধুসুত কলিঙ্গজালিক

ধর্মদত্তা

অশোক বাণিজ্য নাশে অতর্কিতে আসি
অন্ধকারে—তাম্রলিপ্তিতীরে—জ্বালি বহ্নি,
হানিয়া আঘাত, ছিন্নভিন্ন করি পথে
শত্রুবল। পশ্চাতে পলায় ক্ষিপ্রবেগ
অসম সমরে কভু, হেরি রণতরী
শত, সুবিশাল—মগধ-নৌবল আসে
সাগরতরঙ্গ 'পরে হেলিয়া দুলিয়া।

মন্ত্রণা-আলয়ে সমাসীন পুনরায়,
তক্ষশীলা-জয়ী কহিলেন মহাক্ষোভে
দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী, ভ্রূকুটিকুটিল—
সিংহাসন ত্যজি—"নাহি কিবা রাজ্যমাঝে
রণদক্ষ সেনাপতি শক্তিমান কেহ
ক্ষুদ্র-কলিঙ্গ-স্পর্ধা-চূর্ণবিচূর্ণ করি
আমার সম্মান রাখে ভারতসমাজ ?
অরাতিদমন-খ্যাতি রহে কোথা আর
ভারতে আমার ? চিরচঞ্চল গান্ধার
পুনরায় ফণা তুলি উঠিবে ভুজঙ্গ
এবে। ঢালি বিদ্রোহ-গরল কালসর্প
ভীতিহীন, দংশিবে চৌদিকে জনচিত্ত
সুদূর সীমান্তে। ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র
কলিঙ্গনগর—রহে আজিও অজেয় !!!
অগ্রামাত্য রাধাগুপ্ত, ক্ষীণ, খল্লাতক,
স্বল্পভাষী গম্ভীর-আনন, চাহিলেন

মণিভূষা-সুসজ্জিত হেরুকের প্রতি
অপাঙ্গে উদাসী। কহে শ্রেষ্ঠী, নতশির,
করজোড়ে, "মহারাজ, অভয় পাইলে
কহিব বক্তব্য, সভায়।" "কহ হেরুক।
ক্ষুরধার বুদ্ধি তব সমরে নিষ্ফল—
কহ, কোন বার্তা আনিয়াছে পারাবত
কলিঙ্গভবনে নামি?" উত্তরে হেরুক,
"মহারাজ, মানি এ বিস্ময়! সুশিক্ষিত
পারাবত ফিরেনি আজিও! মনে লয়
শঙ্খপাণি নাহি নিজগৃহে। শত্রুহস্তে
পড়িল বিহগ কিবা জানি। নাহি জানি
স্থির কিবা মরিয়াছে কলিঙ্গ-ভাস্কর।
কিরূপে সম্ভব ইহা, রণতরী হ'তে
ক্ষেপিবে কে পাবকগোলক দূরগামী
তাম্রলিপ্তি-বন্দরে?? নগর ভস্মস্তূপ
আজি। সুবিশাল সাগরনিবাস মোর,
মূল্যবান অতি—সম্পূর্ণ বিনাশ শেষে
ফিরিয়াছে অরাতি-নাবিক! ভয়ঙ্কর
অগ্নিশর রচিল ভাস্কর—সুনিশ্চিত
জীবিত সমরদক্ষ, মরে নি মিহির।"
"মিহির!—মিহির!!—শুনি চৌদিকে। কোদণ্ড
প্রেরিল প্রভাতে দূত—রহিতে মিহির,
নাহি কোনো আশা নমিবে কলিঙ্গ কভু
সাগরমেখলা!! সৈন্যক্ষয়কারী ব্যাধ—

দস্যু, নক্র, ব্যাধি-সমাকুল—ত্রিকলিঙ্গে
কতকাল আর রাখিব বাহিনী? হেথা
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে নিত্য বিদ্রোহ-আশঙ্কা!
উচিত নহেক, শূন্য করি রাজ্যে বল
দীর্ঘকাল, নিযুত সৈনিকে রাখি দূরে
ক্ষুদ্র কলিঙ্গের লোভে! অবরোধ এবে
অবসান করি ফিরাইব সৈন্যবল
মগধে এবার। কিবা প্রয়োজন আর
ঊষর ধূসর দেশে রাখিব বাহিনী,
নাহিক আহার যেথা—বৃথা অপচয়!"
"কিন্তু রণজয় শুধু দেশজয় নহে,
কলিঙ্গনগরজয়ে ঘুচিবে কলঙ্ক
মগধের।" সম্রাট অশোক পদচারী
ফিরি যান সিংহাসনে। পুনরায় কহে
হেরুক, "ঘুচিবে কলঙ্ক, মিলিবে অর্থ
জিনিলে বন্দর। সুবিপুল কলিঙ্গের
নৃপতি-ঐশ্বর্য, দশকোটি স্বর্ণতৌল
নামমাত্র অংশ যার—মাণিক্য, হীরক
সমান মহার্ঘ শুনি নাহিক কোথাও—
মিলিবে সুকাম্য যশ বিজেতা-সম্মান,
সসাগরা মেদিনীশাসক—দিকে দিকে
মগধের খ্যাতি রাখিবে বিজিতে নত,
সুদূর সীমান্তে। আদেশ করুন প্রভু,
জিনিব কলিঙ্গে আমি মাসত্রয়কালে

সার্ধমাত্র-সৈন্যে বলী। যাইব কলিঙ্গে
প্রধান সেনানী, দানিব উচিত শিক্ষা
অন্যায় সমরে শত্রু বধিয়াছে যেথা
অযুত সৈনিকে।" হাসিলেন রাধাগুপ্ত
নিজমনে, "আহা, সম্মুখসমরে মোরা
সোঁবিনু নিযুতে—পবিত্র অনল জ্বালি
গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে।
বাঁচিল ব্রাহ্মণ আদি বর্ণাশ্রমী সবে
আজীবক বৌদ্ধ জৈন, নিত্যদিবসের
কর্মজ্বালা ত্যজিয়া অনলে। মিশিয়াছে
অনিলে সলিলে ভূমণ্ডলে।" বলিলেন
রাধাগুপ্ত প্রকাশ্যে, বঙ্কিম ওষ্ঠে, "আহা
অন্যায় সমরে!" "ন্যায় ও অন্যায় কিবা
প্রেম ও সমরে?"—কহিলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি
প্রিয়দর্শী ব্যঙ্গভরে—"সুবিজ্ঞ হেরুক,
আনিয়াছ উত্তম প্রস্তাব! ত্রিকলিঙ্গ
জিনিবে বণিক তুমি সার্ধমাত্র সৈন্যে
বলী! হাঃ হাঃ। হাসালে হেরুক।" অপলক
চাহি দূরে ক্ষণকাল উত্তরে হেরুক—
"মহারাজ, নহে কিবা বাণিজ্য—সমর?
দ্রব্যে দ্রব্যে রণ যেথা, ক্ষণ-ব্যবধানে
লক্ষ মুদ্রানাশ—জলেস্থলে সিন্ধুস্রোতে
ভাসি মোরা পণ্যভার লয়ে ঝঞ্ঝামাঝে
জলদস্যু সাথে রণিয়া সাগরে কভু,

যুঝিয়া লুণ্ঠকে—দূর মরুভূমিপথে,
বিজনে বিদেশে—কোথা নেতা সমদক্ষ
দুঃসাহসী, কঠোর প্রয়াসী ? কলিঙ্গের
প্রতি হ্রদ—প্রতি নদ—অরণ্যবিস্তার
পর্বত-সাগর-বাধা নখর-দর্পণে
যেথা মোর, জাগে মনে সুদৃঢ় প্রতীতি—
সাম্রাজ্য-সেবায় জিনিব কলিঙ্গপুরী
মাসত্রয় মাঝে, সার্ধমাত্র-সৈন্যে বলী।
মহারাজ, আদেশ করুন, সেনাপতি
যাইব কলিঙ্গে অবিলম্বে। সহাধ্যক্ষ
থাকুক ভৈরব। সেনাপতি কোদণ্ডেরে
আনুন ফিরায়ে। নিয়ত চঞ্চল দেশ
সুদূর গান্ধারে যাক্ বীরবর এবে।
স্থিরচিত্তে দিনু প্রতিশ্রুতি সভামাঝে—
বিফল হইলে ত্যজিব সুবর্ণরত্ন
লভিনু জীবনে যাহা, রক্ত ব্যয় করি
তিলে তিলে ভূমিসহ অট্টালিকা শত
সমগ্র ঐশ্বর্য মোর সাম্রাজ্য-ভাণ্ডারে—
ন্যায়দণ্ড মানি লব অকুণ্ঠ-হৃদয়ে।”

কহিলেন রাধাগুপ্ত—“বণিক হেরুক !
কিবা সে কারণ গূঢ়—ধননাশ-দণ্ড
আপন ইচ্ছায় মানি যাইবে কলিঙ্গে
রণবেশধারী ? অব্যাপারে মূর্খ নর,

বানর, বালক প্রসারে আপন কর
কীলক-মাঝারে! কিন্তু নহ মূর্খ তুমি!
হেরুক-বণিক-মেধা নহেতো অজানা
মগধে ভারতে। কুতূহলী কহি তাই,
কিবা লভ্য লেহ্য পেয় কলিঙ্গ-সমরে?"
নিমিষের তরে অসির ঝলক সম
জ্বলি ওঠে হেরুকনয়ন! সৌম্যহাস্যে
অবিলম্বে নিজেরে শাসিয়া কূটশ্রেষ্ঠী
কহিল বিনীত—"অগ্রামাত্য রাধাগুপ্ত
প্রবীণ ব্রাহ্মণ—দেশগুরু—বরণীয়—
দেবোপম সাম্রাজ্য-নিয়ন্তা। কহিব না
মিথ্যা কভু দেবতা-সম্মুখে। ঈপ্সা মোর—
সম্রাট, দেবতা, দ্বিজ-স্বদেশের তরে
কাটাই জীবনশেষ—লভিয়াছি ধন
বাণিজ্যে বিপুল, নাহি লিপ্সা আর। কহি
অকপটে, নাহি অকপট—নৃতানৃতে
বাণিজ্যসাধক; কিন্তু শাস্ত্রকার কহে,
রাজা মন্ত্রী দেবতাস্বরূপ—দেবদ্বিজ
বন্ধুসাথে বণিক হেরুক অকপট
বালকসমান। জিহ্বা-বদ্ধ রহে মিথ্যা
সত্যের চুম্বকে।" কহিলেন রাধাগুপ্ত
স্বগতঃ মানসে।—"বস্তুপ্রিয় ধনলোভী
হেরুক বণিক! নাহি জানি কোন সত্য
মান্য কর বিনা প্রয়োজনে। সত্য বটে

অবসর চাহে মন, ত্যজি গুরুভার
যাপিতে জীবন সুবিজন নদীকূলে,
যেথা বারাণসী পুণ্যতীর্থরজঃ চুমি
ত্যজিব অন্তিম শ্বাস, হেরি কীর্তিধ্বজা
মগধের—উড়িছে ভুবনে। প্রকাশিল
খল—অর্ধ সত্য—নামে অগ্রামাত্য আমি,
নহি সে বাস্তবে! অভীপ্সিত বণিকের
কলিঙ্গসমর—সম্রাট হেরুকবশে,
দিনে দিনে মজি মোহে, চাটুবাক্যে প্রীত
ভুলিলেন সতর্কতা—সমূহ বিপদ
কোন ক্ষণে কিবা জানি আসিবে সহসা,
কাঁপিবে সাম্রাজ্যসৌধ নিখিল ভারতে!
নাহি ভেদ পাপবুদ্ধি সুমন্ত্রে কুমন্ত্রে,
পিতামহ চাণক্যের নীতি : সদা ত্যাজ্য
নখী শৃঙ্গী দুষ্টানারী বিনীত বণিক
বিষাক্তহৃদয়—কিন্তু এ সন্দেহ মোর
প্রকাশিব কেমনে! সম্রাট শ্রেষ্ঠি-মুগ্ধ—
সত্য, কৃতী শ্রেষ্ঠী—জনপ্রিয়—দাতা, ভোক্তা—
ব্যয়ী, ক্ষুরধার-বুদ্ধিশালী! অনুমান—
শুধু অনুমান—কহিবেন মহারাজ
মৃদুহাস্যে—কোথা বা প্রমাণ প্রামাণ্য সে
হেরুক-বিরোধী? অতিকূট ধূর্ত নর—
বারে বারে গুপ্তচর ফিরিল বিফল।

[চতুর্দশ সর্গ শেষ]

পঞ্চদশ সর্গ

[শান্তিদূত শ্বেতধ্বজাধারী···]

চতুর ভাষণে মুগ্ধ সম্রাট অশোক,
কোদণ্ডে সরায়ে দূরে গান্ধার-শিবিরে,
প্রধান নায়কপদ দানিলেন শেষে
বণিক হেরুকে। কৈলাসভৈরবে টানি
সমরলুণ্ঠনভাগ-প্রলোভনজালে,
তাড়ায় মাতঙ্গে যথা অরণ্যে নিষাদ—
হেরুক লভিল লক্ষ্য অঙ্কুশধারক
কলিঙ্গবিজয়ে। ছলনাচতুর শ্রেষ্ঠী
যথাকালে জিনিল সে কলিঙ্গনগর
সার্ধমাত্র সৈন্য-বলে। শঠ, নীতিহীন
প্রতারক, চরমুখে করিল প্রচার—
কলিঙ্গবীরত্বে মুগ্ধ সম্রাট অশোক
নাহি চান মৃত্যু আর জীবনপ্রেমিক—
সম্রাট-আদেশে তাই ফিরিবে স্বদেশে
মগধবাহিনী—মুক্ত আজি ত্রিকলিঙ্গ,
নাহি ভয়। অপার বিস্ময়ে হতবাক্
হেরিল তোসলী, একে একে দুর্গ ছাড়ি
চলেছে ফিরিয়া পথে বিপুল বাহিনী
অশ্ব-গজ-পদাতিক সহ। "কোথা শত্রু—
নাহিক শিবিরচিহ্ন অদূরে, সুদূরে ?—"

"গিয়াছে চলিয়া, সত্য, ত্যজিল তোসলী—।"
"ফিরিবে কি কভু আর ?"—কহে পুরবাসী।
"কিবা জানি কি কারণে ফিরি যায় দেশে
অকারণে লোক-ক্ষয় করি ?" "শেখরের
কৃপা ইহা" ; "কিবা জানি"—কহে অন্যজন।
মগধের শান্তিদূত আসিল নিরস্ত্র,
শ্বেতধ্বজাধারী কলিঙ্গনগরদ্বারে
জানালো ঘোষণা সম্রাট-অশোক-নামে,
হেরুক-নির্দেশে—"আজি হতে মিত্রদেশ
ত্রিকলিঙ্গ,—শ্রদ্ধানতশিরে মহারাজ
দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ভুবন-নায়ক
গজদন্ত-কৌটা দেন কলিঙ্গনগরে
উপহার—প্রীতিচিহ্ন রবে চিরদিন
ইতিবৃত্তে লিখা। অপূর্ব অশ্রুতকীর্তি
মহাত্যাগ, মহাপ্রেম যেথা স্বদেশের
লাগি, সেথা রাজেন্দ্রকেশরী মৌর্যবীর,
বিমুগ্ধহৃদয়, নাহি চান লোকক্ষয়,
অকারণে। শান্তি—শান্তি, এবে চিরশান্তি
হউক অক্ষয় মগধ কলিঙ্গমাঝে—
প্রীতির বন্ধনে !" সর্পসম গতিশীল
হেরুক বণিক, গোদাবরীতীর ত্যজি—
পর্বত অরণ্য ঘুরি পশিল কলিঙ্গে,
পুনরায় নিশাযোগে একদা—মাতিল
মহোৎসবে যবে কলিঙ্গনগরবাসী

রণসজ্জা ত্যজি। 'দীর্ঘকাল বহি যায়,
কোথা বা অরাতি ?'—প্রতারিত পুরবাসী
মানে না নিষেধ স্থপতির। গৃহশত্রু
শঙ্খপাণি গোপন সহায়—বিষকন্যা
রঞ্জাবতী ভুলালো শবরে কুহকিনী।
গিরিপথ-দ্বাররক্ষী নিষাদ-নায়ক
মজিল লালসে।.......

.......বিনামেঘে বজ্রপাত !
ভেদিল কলিঙ্গদ্বার ভীমপরাক্রমে
হেরুক-বাহিনী। অমেয়সম্ভার-বলী
অশ্ব-গজ-পদাতিক-দল—সুশিক্ষিত
সবে—ছেদহীন সমুদ্রতরঙ্গ সম
পশিল নগরে। কেহ বা কার্মুকী, কেহ
ভল্লধারী, দুর্ধর্ষ আহবে দৈত্যসম
দীর্ঘকায়। ভাসিল শোণিতে রাজপথ
কলিঙ্গের। অসিহস্তে রাজা কীর্তিধ্বজ,
সেনাপতি শূলপাণি, অনিরুদ্ধ আদি
শূরেন্দ্র নায়ক সবে প্রাসাদ-অলিন্দে
বরিলেন বীরমৃত্যু সম্মুখসমরে,
অবশেষে। ত্যজিলেন প্রাণ রত্নপাল,
মহামন্ত্রী বিষপান করি। ঝাঁপ দিল
অগ্নিকুণ্ডে মহাদেবী সুন্দরী সনকা—
পাশবপীড়নভীতা শতসখী-সাথে।
ক্রূরহাস্যে অগ্নিমিত্র ফিরিল সদলে

পুরীমাঝে, তনু-সুখ-সম্ভোগ-পূজারী।
পথে পথে মৃতদেহ, অনলবিস্তারে
অবরুদ্ধপথ-ঘনবিপণি-ভবনে
ফুকারে মানব—পুড়িছে ভবনে শিশু
অসহায়—গাভী-মেষ আদি গৃহ-পশু
অগ্নিতপ্ত গোষ্ঠগৃহে টুটিয়া বন্ধন
ছুটিছে সন্ত্রাসে—লেলিহান মৃত্যু-শিখা,
নাহি পরিত্রাণ। কোথা স্বামী?—কোথা ভ্রাতা?
কাঁদে নারী ভবনে ভবনে। কাঁদে শিশু
অনল-বেষ্টিত। আকুল ক্রন্দনধ্বনি
শুনিবে কাহারা আর?—মরিয়াছে পিতা—
মরিয়াছে ভ্রাতা—মরিয়াছে পৌরজন
দুয়ারে দুয়ারে!—হায়রে ব্যর্থ প্রয়াস!—
শেষরক্তবিন্দু দানি তৃষিত ধরায়—
নিবারিতে পাশব মানবে! ধরামাঝে,
মানিয়াছে কোথা সেনাদল রণজয়ী
সতীর সম্মান? কহে ওরা, ধ্বংসোন্মাদ,
পিশাচ পুলকে—'মারো অরি, লও নারী,
ভরুক ভাণ্ডার।' শোণিত বহিছে দ্বারে,
ছিনিল দারায়। অবলা রমণীকুল,
অগণিত ওরা—পরুষ পরশে জ্বলি
জানালো বিধাতাপদে মূক অভিশাপ—
হে ঈশ্বর। কোথা তুমি সর্বশক্তিমান?—
কোথা বুদ্ধ কোথা জিন—কোথা বা শেখর?

গলিত অগণ্য শবে ছিঁড়িল শৃগাল
কুক্কুর, গৃধিনী। মদমত্ত জয়ীসেনা
ফিরে গৃহে গৃহে মণিমাণিক্যসন্ধানী
হেরুক-আদেশে। রত্ন কোথা—রাজ্যধন—
অতল গহ্বরে কিবা লুকালো কলিঙ্গ ?
লুব্ধ মহাক্ষোভে লুণ্ঠিল প্রতিটি গৃহ
নগরের। বঞ্চিত রতনে অতিক্রুদ্ধ
বণিক হেরুক—পূরাতে ভাণ্ডার, শেষে,
লইল পাটলিপুত্রে মানব মানবী
সার্ধলক্ষ প্রতিগৃহ হ'তে যুদ্ধবন্দী,
ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বিকাতে মগধে।
সুবর্ণমুদ্রার মূল্যে কিনিবে উৎসুক
মগধ-ধনিক-কুল দাসভাট সবে।
লোকবল মহাবল—অরণ্য উদ্ধারে,
যুদ্ধবন্দী সবে পণ্যসম মূল্যবান
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে। সুবিস্তৃত ভূমিস্বামী
একাকী লইবে যেথা দ্বাদশ সহস্র
দাস—সেথা নাহি ভয়; বিকাবে মানব
উচ্চমূল্যে, ভরিবে ভাণ্ডার নৃপতির
অগোণে। বিজয়ী সৈন্য ছিনিল নিষ্ঠুর
মাতৃবক্ষ হ'তে কিশোরকিশোরীগণে
নধরগঠন। শুনিয়া রোদন-রোল—
অগ্নিমিত্র হাসে, গুম্ফে তর্জনী বুলায়ে
আলসে। জর্জর কষাঘাতে বন্দীদল—

রজ্জুবদ্ধ—টলে মগধের পথে। তারে
বলীবর্দে যথা গোচারক, প্রহারিল
হতভাগ্যে—নিষ্ঠুর নির্মম, রণক্ষিপ্ত
অশোক-সৈনিক। লক্ষমুদ্রা নিবেদিয়া
হেরুক-চরণে, কৈলাসভৈরব আদি
সহাধ্যক্ষে তুষি, শেখনাথ—মুক্ত আজো
কলিঙ্গনগরে—হেরিল সভয়ে শ্রেষ্ঠী
রণাহত মিহিরকিরণ চলিয়াছে
মৌনী, যুদ্ধবন্দী, রজ্জুবদ্ধ নতশির—
শোণিত-আপ্লুত অসি-অগ্রভাগে, মত্ত
অগ্নিমিত্র পীড়িছে তাহারে মহোল্লাসে
ঘোটক-আরোহী ; ঝরে রক্ত বিন্দুবিন্দু
মহেন্দ্রপর্বত-পথে।······কহিল হেরুক
সুসজ্জিত অশ্বারোহী সবেগে আসিয়া,
পীড়কে নিবারি—"ক্ষান্ত হও অগ্নিমিত্র !
মূল্যবান নর !—বন্ধ কর অবিলম্বে
শোণিতক্ষরণ !···কোথা বৈদ্য-সান্ত্রী ?···লও
অশ্বে তুলি ! প্রতিশ্রুত আমি, মগধের
স্থপতি-সম্রাট হবে কলিঙ্গভাস্কর।···
নমস্তে সম্রাট !···বিদায় লইনু এবে,
পুনরায় দেখা হবে সাথে—কালে কালে
কুশলাদি জানিব সকল। শুনিয়াছি
দেবদাসী আজিও জীবিতা ধর্মদত্তা—
হাঃ হাঃ ! নাহি শঙ্কা তব আমা হ'তে কোনো—

রাখিব যুগলে আমি সযতনে সদা।—
কপোত-কপোতী মাঝে মধুর কূজন
শুনিতে বাসনা মোর—অলস প্রহরে।”

[পঞ্চদশ সর্গ শেষ]

ষোড়শ সর্গ

["ক্লান্ত আমি, নহি সুস্থ আজ।"]

পাটলিপুত্রের প্রশস্ত প্রান্তরে—যেথা
সমাজ-উৎসবে ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ
ভোজন-বিলাসী, মহারাজ-নিমন্ত্রিত—
শুনি কাব্য কবি-পুণ্ডরীক-বিরচিত,
বিচারিল কাব্যগুণ ছন্দ রীতি, গতি,
ভাবার্থ সম্পদ—সেথা পৌরসভামাঝে
প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক দানিলেন
বিজয়-উষ্ণীষ অধিনায়ক হেরুকে
সম্মানি। স্বনিত জয়ধ্বনি মুহুর্মুহু
সম্রাট, মগধ, হেরুক-গৌরবে কভু—
প্রকম্পিত ভাগীরথী হেমন্তের শেষে
হিমানীহিল্লোলে কাঁপি, বহি যায় দূরে
দিকচক্রবালে। গলিত রজতস্রোতে
ঝকমকে মধ্যাহ্ন-তপন। অগণিত
জনতা শাসিত, ত্রস্ত অশ্বারোহী-ভয়ে ;
ফিরি যায় গৃহে ভীরু নিরীহ মানব
জনতার চাপে। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী
শৃঙ্খলিত ক্রয় করি ধনিক মাগধী
দানে মুদ্রা স্বুবর্ণে, রজতে ; কেহ যায়,
কেহ আসে ; কেহ বিকে পুন পরপারে
শোণনদ-তীরে—বিকায় অধিক মূল্যে

গবাদি পশুরে যথা সুচতুর ক্রেতা।
গণি মুদ্রা বন্দীমূল্য, সম্রাট-ভাণ্ডারী
গড়ে স্তূপ ক্রমে ক্রমে পর্বতসমান ;
মুদ্রাস্ফীতি হেরি, পরম সন্তোষ লভি'
সহাস্যে, হেরুক কহে সম্রাটে প্রণমি,
"সসাগরা-ভারত-ঈশ্বর—দেবপ্রিয়
প্রিয়দর্শী সদা। কোন্ অপরাধে আজি
নাহি হেরি প্রসন্নবদন সমুজ্জ্বল
সূর্য-জ্যোতি নয়নাভিরাম ?" ম্লানমুখে
মহারাজ কহিলেন মৃদুকণ্ঠে, "ক্লান্ত
আমি, নহি সুস্থ আজ।" নিষ্কাসন ত্যজি
চিন্তাক্লিষ্ট চলিলেন সোপান বাহিয়া
রক্ষি-সুরক্ষিত পথে। প্রাসাদ-কাননে
ফিরি যায় প্রমীলার দল, পীনস্তনী
বর্মাবৃতা। স্ফটিকে ঝলসি জ্বলে রত্ন
রমণীয় রমণীর বুকে, বিচ্ছুরিত
তপন-কিরণে। "হাসিছে রম্ভোরু-আঁখি
গগনে বিজলী। পবনে তাড়িত, হের,
ইন্দ্রচাপভয়ে দিগন্তে গুমরে মেঘ
হতাশ প্রণয়ী।"– সুরসিক কহে কেহ,
পথচারী। উত্তরে বান্ধব—"মন্দভাগ্য
সখা মম রূপসী-বিদায়ে--শূন্যগর্ভ
যথা মেঘ হীনতেজ হেমন্তগগনে।"

"মন্দভাগ্য, সত্য বটে। কহি সে গোপনে—
গৃহিণী-আনন হেরি উঠিনু প্রভাতে
আজি। জানিতাম, পণ্ড হবে সর্ব কর্ম,
দিবস রজনী যাবে বিফলে চলিয়া।
হায়রে! আসিনু দূরপথে—ভুলি ক্রীড়া—
বক্ষঃপীড়া—মধুমালতীর কুঞ্জে গীতি।"
বাজিল দুন্দুভি শৃঙ্গ, নাকাড়া, ডমরু;
অযুত সৈনিক নমে সম্রাট সম্মানে
দাঁড়ায়ে প্রহরী। নমিল জনতা মৌন
হেরি মহারাজ। সবিস্ময়ে, কহে কেহ—
"গাণ্ডীবীসদৃশ দৃঢ় নীরোগ নৃপতি
সহসা অসুস্থ?" ভণিল অপরজন,
"ফিরি যান মৃগয়াবিলাসী মহারাজ
প্রাসাদ-ভবনে? নহে কি বিচিত্র ইহা?"
"মহারাজ অসুস্থ এ বারতা শুনিনু
জীবনে প্রথম আজি—" কহিল তৃতীয়।
ফিরি যায় গৃহে বালক-বালিকা বৃদ্ধ,
কিশোর-কিশোরী, যুবক-প্রবীণ সবে
মহোৎসব মৃগয়া বিহার বিসর্জনে
অতীব নিরাশ। জল্পে পৌরজন পথে,
"চরণে পাদুকা পরি আনেত্র-সশস্ত্র
যাবে না যবনীদল ঘিরিয়া সম্রাটে
মৃগয়াবিহারে। বাঁচিয়াছি মোরা সবে,
বাঁচিয়াছি ভাই—নয়ন-ঝলকে দহে

বিমুগ্ধ শূকরে ; খেদায় ভল্লুকে ওরা,
শুনিনু—ভ্রূভঙ্গে ; উল্লুকে অঞ্চলে বাঁধি
ভুলায় ভ্রমরে অধরে।" "তাপিল ভাল
খর রবিকরে—ফাটিবে পরাণ এবে
মরুতৃষা-জ্বরে ! চল ভাই চল সবে
ত্বরা করি চল—সেথা তরুতলে বসি
নশ্বর পৈতৃক যাহা রাখিয়া অক্ষত
জুড়াই লগনে ক্ষণকাল। জিহ্বা জঙ্ঘা
জ্বলিতেছে আঁখি, শিরোভার কটি আর
পারে না বহিতে।" "হের রথারোহী সেথা
পুণ্ডরীক, সেনাধ্যক্ষ নিরুপম সাথে !"

জিজ্ঞাসে প্রথম নাগরিক—"পুণ্ডরীক ?
কবি ? মহাধুরন্ধর নর। নগণ্য সে
বঙ্গবাসী আসিল মগধে—দীন আজি
সভাকবি—ধনবান—মহারাজে তুষি !"
উত্তরে দ্বিতীয় নাগরিক—"শুনিয়াছি
মহারাজ সখাসম সম্ভাবেন তারে
নিয়ত আলাপচারী প্রাসাদে, নিভৃতে।"
জল্পিল তৃতীয় জন—"কোন সে কারণ—
জানে না আজিও কেহ রাজধানীমাঝে—
শুনিলাম প্রিয়দর্শী নহেন অসুস্থ
শরীরে ঃ মানসব্যাধি—কহিলেন বিজ্ঞ
রাজবৈদ্য বাণেশ্বর ভিষকতিলক,

রসসিন্ধু-রচয়িতা, খ্যাত গ্রন্থকার।"
ভণিল চতুর্থ নাগরিক—"সুগোপন
প্রাসাদ-বারতা কহি, রাখিবে গোপনে।—
মহানসিক-অরণি, সূদ ক্ষপণক,
অরলিক বিশ্বেশ্বর, স্নাপক ককুভ,
উদক-পরিচারক করণ্ডুকরোভ—
সবাকার সাথে নিত্য যোগাযোগ যার—
সেই-কল্পক-কমলাক্ষপাশে শুনিনু
প্রভাতে। উষ্ণীষী সাথে কঞ্চুকী-নিবাসে
গিয়াছিনু আমি। চীনাংশুক নববেশ
রচিতে মহার্ঘ—রাজপুত্র তিবরের
অন্নপ্রাশে। দেবী কারুবাকী সহৃদয়া—
তথাপি দুর্ভাগ্য মোর, ফিরিনু বিফল।
প্রিয়দর্শী মহারাজ উন্মাদের ন্যায়
ওরোধে পশিয়া, সহসা ভোজন ত্যজি,
কভুবা স্নানার্থী স্নানজলে ডরি, কভু
কাননে একাকী অশ্বারোহী, রথী কভু,
তাড়িয়া বিনিতে সপ্ত অশ্ব অর্ধবন্য
ভয়ালে শাসিয়া, জর্জরিত ক্ষিপ্ত করি
কশাঘাতে কভু, ক্ষেপি শর বৃথা নভে
ধানুকী গম্ভীর চাহি রন বাক্যহীন
মর্মর-মূরতি! নিশাযামে নিদ্রাহীন
যাপেন কবিরে লয়ে। শুনিনু বিস্ময়ে,
কলিঙ্গ-বণিক এক অতি-ধনী-বেশ

আসিল কবির সাথে। মহারাজে নমি
কহিল বিদেশী অংবং কিবা নাহি বুঝে
কেহ। মূলরাজ প্রাসাদ-কানন-পাল,
বিদূষক হরদেব শুনিল দুজনে
অন্তরাল হ'তে দাঁড়াইয়া সুগোপনে
কেতকী-নিকুঞ্জে। সাশ্রুনেত্রে ভাষিতেছে
বিজিত-বিদেশবাসী সম্ভ্রান্ত বণিক
সম্রাট-চরণ চুমি, অতিমৃদু-কণ্ঠে,
অবোধ্য ভাষায়। কিবা বাচ্য, কিবা কাম্য
জানে শ্রেষ্ঠী, জানে কবি, জানেন সম্রাট,
জানেন ঈশ্বর!!" "দেখ দেখ, সেথা দেখ"—
ফুকারে প্রথম নাগরিক দীর্ঘদেহী—
"বৃষভ-তাড়িত কারাগার রুদ্ধদ্বার,
পিঞ্জর-শকটে লয় সান্ত্রী সুবিখ্যাত
কলিঙ্গনায়কে, বিকাবে মণ্ডপে কিবা?"
উত্তরে দ্বিতীয় নাগরিক, "শুনিয়াছি
রাধাগুপ্ত নাহি চান বিকাক মণ্ডপে
স্থপতি মিহির ইতর জনের ন্যায়।
রাষ্ট্র-কারাগারে বন্দী রাখি, ন্যায্যমূল্যে
মুক্তিদান শ্রেয়, অগ্রামাত্য-অভিমত।"
কহিল তৃতীয় নাগরিক, "মুক্তিপণ
দানিবে অধিক মূল্যে কলিঙ্গনিবাসী।
লুক্কায়িত ধন কত রাখিল ভূগর্ভে
প্রতি-গৃহে। ধূর্ত অতি বিজিত বিদেশী—

শুনি লোকমুখে। কেবা জানে, রহে গুপ্ত
কলিঙ্গের রাজকোষ হীরক মাণিক্য
দুর্গম সুড়ঙ্গ-শেষে গোপন গহ্বরে।"
জিজ্ঞাসে প্রথম নাগরিক—"তবে কেন লয়
রক্ষিগণ মিহিরকিরণ আদি খ্যাত
কলিঙ্গনায়ক সবে দাস-পণ্যালয়ে?"
উত্তরে দ্বিতীয় নাগরিক—"শ্বশ্রূপতি
যান নিত্য অগ্রামাত্য-গৃহে। শুনিলাম
গুপ্তকথা, কহি তোমা সবে। দেখো ভাই,
রাখিবে গোপনে ইহা ; প্রকাশ পাইলে
কি জানি কি ঘটে। ঘুরিছে পাটলিপুত্রে
হেরুকের চর চারিদিকে। মহাকূট
শ্রেষ্ঠী সম্রাটের প্রিয় ; মন্ত্রিপরিষদে
লভিল অগ্রাধিকার সুকৌশলী ধনী,
কলিঙ্গ-বিজয়ী ; সুবিখ্যাত মহামান্য
মগধসমাজে আজি। নামে অগ্রামাত্য
রাধাগুপ্ত—প্রকৃত অগ্রণী পারিষদ
হেরুক বণিক। নাহি বুঝি কোন হেতু,
কিবা সে কারণ সুগোপনে লক্ষমুদ্রা
ব্যয়িল বণিক। অকারণে নহে কভু।
কলিঙ্গ-বিজয়ী সকল সৈনিকে শুনি
দানিয়াছে দুকূল-উষ্ণীষ ; নিশাভোজে
সম্মানিল সকল নায়কে, নিমন্ত্রিল
মুখ্য পৌরজনে—নৃত্যগীত মুখরিত,

দ্রাক্ষাসুরা-সমুচ্ছল প্রমোদ-ভবনে।”
কহিল প্রথম নাগরিক ব্যঙ্গভরে,
“সারাদেশ জানে যাহা কহিলে তাহাই
রাজভট, এতক্ষণ ধরি! প্রশ্নে মোর
দানিলে উত্তর কোথা?” ফুঁসিল দ্বিতীয়
নাগরিক—“সারাদেশ জানে! অসম্ভব!
অসম্ভব ইহা, কিবা জানো গুপ্তকথা—
অগ্রামাত্য পরাজিত, মন্ত্রিপরিষদে?”
ভণিল চতুর্থ নাগরিক—“কহ লম্বা,
জানো রম্ভা লম্বোদর। ক্ষান্ত হও এবে।
কহি তবে আমি—বটুকভৈরবমুখে
প্রকৃত ঘটনা যাহা শুনিনু স্বকর্ণে।
রাজ-পুরোহিত-মহাকাশ্যপ-শ্যালক
বটুকভৈরব। তাঁহার জামাতা ভট্ট
গোবর্ধন গোকুল গৌতম সভাসদ্
কহেন শ্বশুরে, ‘বণিকের যুক্তি মানি
অগ্রামাত্য কহিলেন স্মিতহাস্যে, সত্য,
হেরুকসদৃশ ক্ষুরধার বুদ্ধিমান
সমরবিজয়দক্ষ নাহি কেহ আর
মগধে, ভারতে।’ অকাট্য যুক্তিবলে
শ্রেষ্ঠী জিনে সর্বজনে। হিতকর সদা
হেরুক-মন্ত্রণা, সাম্রাজ্য-বান্ধব শ্রেষ্ঠী—
কহেন সম্রাট।” “ভ্রাতা, নাহি লও দোষ।”—
ব্যঙ্গভরে কহিল প্রথম নাগরিক—

"রাজভট লম্বোদর ; কিন্তু তুমি সখা
লম্বজিহ্ব হ্রস্বকর্ণ শ্যালক-শ্যালক !
দেখাইতে নাসা তব দেখাও শিখায়,
শিখাধারীমাঝে পুনঃ পুনঃ কহি বাক্য,
অকারণে ! এবে কহ, শ্যালক, জামাতা,
শ্বশ্রূভর্তা—গৃহ কোথা ? কোন্ কোণে
মিলিবে খট্টাঙ্গে, ক্ষণে, সর্বাঙ্গ-আশ্রয় ?"
ভণিল দ্বিতীয় নাগরিক, "চল চল
সেথা চল, তরুতলে জুড়াইব প্রাণ—
বহিতে পারে না কটি আর অঙ্গভার
মম।" "ভ্রাতা লম্বোদর সাক্ষী !", কহে হাসি
চতুর্থ নগরবাসী, আকর্ণলোচন,
"নিজমুখে স্বীকার করিল সদানন্দ
নিকট-সম্বন্ধ যাহা এতদিন ধরি
নাহি মানে মিথ্যাবাদী ! বৃথা কাল ক্ষেপি
ফিরাইল ঘটকীরে বারে বারে কহি
অসত্য বচন। ভগিনী-ননদ মোর
নহে ছাগমুখী মন্দোদরী। কৃশোদরী
অনুরাধা, আহা, ত্রয়োদশী সর্পবেণী
মরাল-গমনা !" "ঐ দেখ অদূরে সেথা,"
ফুকারে প্রথম নাগরিক, "অশ্বপৃষ্ঠে
আসিছে যবনী আন্দ্রোমিদা ক্রীতদাসী,
হেরুক-রক্ষিতা !" জল্পিল তৃতীয় নর,
"ক্রীতদাসী নহে আর হেরুক-রক্ষিতা।

কবি পুণ্ডরীক কিনিল হেরুক-পাশে
যবনীরে—বহুমূল্যে, শুনি লোকমুখে।
রচিয়া কুটির, প্রৌঢ়—ভাগীরথী-তীরে
রহে আন্দ্রোমিদা-সাথে, একাকী ভবনে—
নাহি দাসদাসী, স্বজন-বান্ধব!—কহে
লোক কত কথা—কত কি যে শুনি!" "হের
আসিছে মোদের দিকে সুনীলবসনা,
"হানে শর নয়নে বিজলী!" "এই, এই—
চুপ্ চুপ্,—ওই দিকে—হাঁ, হাঁ, সেথা রথে
গিয়াছেন পুণ্ডরীক!" "সুন্দরি! ফিরাও
নয়ন, করুণা করি"—কহিল তৃতীয়
নাগরিক। "বন্ধুবর লম্বোদরে বেড়ি—
আহা বাহুলতা ভুজঙ্গিনী!—গজাননে
আঁকি দাও সুতীক্ষ্ণ পরশ! বিম্বাধরা—
রম্ভোরু রামিণী! যেও যেথা যেতে চাও,
শুধু সাথে নিয়ে যাও কল্যাণ-আশিস্,
ত্রিমূর্তি ভজিয়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
তিন দেবে পূজি মোরা, কহি সত্য সিতে!—"
যোজিল প্রথম নাগরিক,—"মনস্কাম
পূর্ণ হবে।—এস হেথা, সুনীলনয়না!—
লও আশীর্বাদ, নিত্য নব শ্যাম তব
রহিবে চরণে নত। সুবর্ণ-কামিনী
গজেন্দ্রগামিনী! অবলীলাক্রমে তুমি
ঘুরাইবে সবে, নাহিক সংশয় তাহে—

রাজপুরী-ঘোটকে, বৃষভে, মেষদলে
কভু, তাড়ে যথা কামরূপে ডাকিনীরা—
মন্ত্রবলে রূপসী তরুণী।"
"—সুহাসিনী,
হায়, দূরে চলি যায়!"—ফুকারে দ্বিতীয়
নাগরিক। —"কোথা যায় ছুটায়ে ঘোটক
প্রান্তর-দক্ষিণে ঘুরি খর-রবিকরে?
মিলিল পশ্চাতে—দেখ দেখ, কি বিচিত্র!—
কৃষ্ণ অশ্বে সেথা আসে বিদেশী বণিক!"

[ষোড়শ সর্গ শেষ]

সপ্তদশ সর্গ

[গোপন ইহা, রাখিও গোপনে]

ত্যজি রাজরথ, চিন্তামগ্ন পুণ্ডরীক
ফিরিছেন পথে। মাঘী-পূর্ণিমা রজনী—
শিহরে শিশিরে তৃণ ; চরণে পরশে
খর্জুর বৃক্ষের রস—সুসিক্ত বালুকা—
নিবিড় নির্জন পথ তরুরাজি ঘেরা,
নাহি নাগরিক কেহ আর রাজপথে
ভাগীরথী-তীরে। প্রবাহিনী সুশোভিনী
রজত-তরঙ্গে নদী ধরণী-মেখলা,
স্খলিতদুকূলা ; তুহিন কম্পনে কাঁপি
গিয়াছে ফিরিয়া সবে বিলাসীর দল
নগরে। উপান্তে উদ্যান-ভবন সারি,
দেবদারু-আম্র-বকুল-কিংশুক-শোভা—
শেফালীনিকুঞ্জে ঘেরা কবির ভবন।
দুয়ার খুলিয়া নতজানু আন্দ্রোমিদা,
আলোকবর্তিকা রাখি, নমিল রমণী
কবির চরণে। পীনোন্নত-পয়োধরা
অর্ধাবৃতা যবনী সুন্দরী। কিবা লীলা—
নিগূঢ় রহস্য !—প্রবীণা যুবতী কেন
কিশোরী বালিকা সম লাজনতা ভীরু ?—
কামনাকলুষনাশা-মন্দাকিনী-স্নানে

প্রফুল্ল-বদনা ;—বাসনা-নিদাঘ-শুষ্ক
গিরিনদী পূর্ণতোয়া শ্রাবণ-বরিষে—
দলিতা সে উজ্জীবিতা কানন-মঞ্জরী
শ্যামায়িতা জলদ-পরশে। মরু-প্রান্ত
যেথা শেষ—কোথা অন্তহীন দুঃখ আর ?—
তৃপ্ত আজি বক্ষঃতৃষা মরূদ্যানে আসি।
কহিল যবনী—"ত্রিবেণী-তরণী কোথা ?
ফিরিনু বিফল। কোথা বা কলিঙ্গ-শ্রেষ্ঠী ?—
মিলাইল আকস্মিক আমারে ত্যজিয়া ?
নাহি জানি কোন সে কারণে সুগোপনে
ইন্দ্রভূতি আসে রসাল-নিকুঞ্জে সেথা।"
নিবেদিয়া বারতা তাহার, আন্দ্রোমিদা
নতনেত্রে রহে, রহিলেন নিরুত্তর
পুণ্ডরীক ক্ষণকাল। রাখি পাদ্য-অর্ঘ্য
বেশভূষা, সাজায়ে আহার্য সযতনে—
ক্ষিপ্রকরে সেবিল কবিরে ক্রীতদাসী,
গৃহকর্মে সুনিপুণা। কহিলেন কবি
শান্তকণ্ঠে, নির্নিমেষ-আঁখি—"শোনো শুভে
আন্দ্রোমিদে !—মুক্ত তুমি আগামী উষায়।
মুক্তিপণ নাহি চাই, পেটিকার মাঝে
মুদ্রা শত পুরস্কার রাখিয়াছি সেথা—
স্বদেশে ফিরিতে চাও, নাহি বাধা আর।"
হতবাক্ আন্দ্রোমিদা কহে ক্ষীণকণ্ঠে,
কবির নয়নে চাহি সজললোচনে—

"প্রভু, কিবা দোষ মম হেরিলেন আজি ?
ফিরান আদেশ, মুক্তি নাহি চাহি আমি।"
"দোষ মহা, অয়ি রূপবতি !"—মৃদুহাস্যে,
জপিলেন পুণ্ডরীক আপনার মনে,
নিরখি রমণীতনু রমণীয় রূপ,
প্রৌঢ় চিত্রকর যথা অভিজ্ঞলোচন
কামিনী-লাবণ্য হেরে কামনাবিহীন।
কহেন প্রকাশ্যে ভোজনবিলাস-সুখী,
"মুক্তি যদি নাহি চাও, রহ তবে গৃহে
বহির্দ্বারে। মন বলে আসিবেন ধ্রুব
ভবনে ব্রাহ্মণী, দেবর-ভরত-সাথে,
আগামী উষায়। আনিল বারতা দূত
সম্রাট-আদেশে, নহে বহুদূরে আর
ত্রিবেণী-তরণী। কালি হতে রেখো মনে—
তব করে পক্ক অন্ন নহে স্পৃশ্য মোর,
নহে ভোজ্য ব্রাহ্মণের।—হায়রে মরাল !
যবনীপরশ-ধন্য অরণ্য-কুক্কুট !—
ডিম্বসূপ ময়ূরের বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জন !—
আসে মহা-ব্রাহ্মণী আচার্যা ত্রিবেণীর,
সাবধান ! শয়নে সিনানে—দেবার্চনে—
ঘটে ঘাটে মৃৎভাণ্ডে ছুঁয়োনা তাঁহারে,
রহিবে সুদূরে। কবিকুলে আস্থাহীনা,
আচার্য-দুহিতা—ব'লো না তাঁহারে যেন,
সেবিলে আমারে তুমি পাচিকা ভৃতিকা—

পরশিয়া পাত্র, অগ্নি, পাকগৃহে পশি।"
সভয়ে যবনী কহে—"কিবা কহি তাঁরে
আমি? কভু যদি প্রশ্ন উঠে—সেইক্ষণে?"
কহিলেন পুণ্ডরীক সহাস্যে—"বলিও,
রাজকবি পুণ্ডরীক রাজভোগসেবী,
রাজপুরী-মহাশ্বেতা আশ্রম-চত্বরে।
সজ্ঞানে জীবনে, সদা-মিথ্যা কহে পাপী;
সদা-সত্য কহে মূঢ়, অজ্ঞানী শিক্ষক।
বঙ্গদেশে প্রচলিত সুবিজ্ঞবচন
সদাগ্রাহ্য, সর্বকালে—প্রশান্তি-প্রসারে,
বিশেষতঃ, ভবনে ভামিনী ভুজঙ্গিনী—
হায় সে কাহিনী! গরজে দিবসনিশা
অকারণে, সেথা নাহি পথ আর—ভদ্রে!
মিথ্যা সত্য, সত্য মিথ্যা—উপদেশ এই
হিতকর—রাখিও স্মরণে নিজমনে।"

ক্রমে চন্দ্র উদিল গরবে দূরনভে;
স্রোতের ওপারে গোধূম হরিদ্রাস্বর্ণে
সাজিল সজনী; কৃষক-কুটির, কুঞ্জ,
ঝলমল; কৃষ্ণমেঘে ক্বচিৎ লুকায়
ত্রিযামা-প্রহর—শীতের কুহেলি যেন
জীবন-রহস্যে ভরা প্রকাশে সহসা
পরমা-প্রকৃতি। অকরুণ নির্বিকার

অনাদি দেবতা, জিনিল অসীমা তাঁরে
অনন্ত-প্রণয়ে—তাই কি প্রসন্না দেবী
বিজয়িনী, ভুবনমোহিনী—সুহাসিনী
পূর্ণিমা-জননী পাঠান তনয়া তারে
জাগাতে আশ্বাস ? আজি ভুবনে ভবনে
হের আলোকের খেলা, নর্তকী প্রাঙ্গণে
উঠিয়া অঙ্গনে হাসে অধরা রূপসী !

নিত্যসত্য কোথা নভে তামস তিমির ?
পূর্ণিমা-পুলকে মাতি লেখি যান কবি
লেখনী তুলিয়া। মনোহর স্পষ্টাক্ষরে
ভুর্জপত্রে বিচিত্রভাবনা। ক্ষণে ক্ষণে
তুলিয়া আনন নিশারবে, হাসি মৃদু
নিজমনে আপনাবিভোর। চমকিত—
সহসা করুণ ধ্বনি ভাসি আসে দূরে
পবনে শুনিয়া—কোথা হ'তে আসে স্বর
বিস্মিত মানসে, উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে কবি,
নিজাসন ত্যজি আসেন সবেগে ছুটি
দুয়ার-বাহিরে। জান্তবে দুর্জনে কিবা
পীড়িতা রমণী ? এই নির্জনে কেবা সে
একাকিনী দীনা—নগর-উপান্তে ফিরে
রজনী-প্রহরে ? আকুল সুদূর স্বর
মিলাল অরবে !···অদূরে নিকুঞ্জ পিছে
বিশাল প্রাচীরঘেরা হেরুকভবন।

পাষাণ ভবনরীতি জানে সর্বলোক।
আসে যায় ভ্রষ্টা কত ভবনকামিনী
অর্থলোভে। বারাঙ্গনা শত, সুরঞ্জনা
নাচে লোলা নিপুণিকা মদন-উৎসবে
রম্ভোরু, নিতম্বগুর্বী। সুবেশ বণিক
বিলাসী হেরুক নিত্য-নবীনা-পূজারী।
মহারাজ নিরুত্তর, শাসিবে হেরুকে
কেবা আর ? নাহি ছিল কেহ রাজ্যলাভে
হেরুকসদৃশ চক্রী অশোক-সহায়।
হেরুক-লালসে প্রতিবাদী অগ্রামাত্যে—
রাধাগুপ্তে কহেন সম্রাট, "মহামন্ত্রি !
কোথা দোষ হেরুকের নৃপতিদুয়ারে ?
সতীনারী কেহ আনে নাই অভিযোগ
ধর্মাধিকরণে। কেন তবে অকারণ
নাশিবেন বল—ধনবল মহাবল
রাজকার্য সাধিতে ? দানে কি কর কেহ
হেরুক-সমান ? সদাচারী ধর্মপ্রাণ—
নৈষ্ঠিকব্রাহ্মণ—জানি আমি—নাহি চান
অধর্মপ্রসার ! কিন্তু—কিন্তু—রাজধর্ম
স্থূল অতি, নাহি জানি কেবা সে নৃপতি
রাজদণ্ডে যেবা প্রচারিল ধর্মবাণী
প্রজাহিত-তরে ? অতিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব
নিহিত সে থাকুক গুহায়। নাহি বুঝি
সূক্ষ্ম শত আর্ষব প্রয়োগ। ব্যাসদেব

কামজাত ! কুন্তী কর্ণমাতা—কোথা লাজ !
বাটিলেন দ্রৌপদীরে পঞ্চভ্রাতামাঝে
রাখিতে বচন ! কোথা তারা, মন্দোদরী
অহল্যা অসতী গণ্য ধর্মের শাসনে ?
বরণীয়া সতীকুল মাঝে ! কহি তাই,
আঁখি বুঝি করুন স্বকার্য—নারীলুব্ধ
পাষণ্ড হেরুক—পচুক নরকে পাপী ।"
অসমর্থ হেরুকে শাসিতে, রাধাগুপ্ত
রহেন নীরব ।—স্বল্পকালে মহাশঠ,
মহাকূট শ্রেষ্ঠী—লভিল বিপুল ধন
বিচিত্র ব্যাপারে । দুর্ভিক্ষে বিকিল ধান্য
অতিমূল্যে লোভী । অদ্ভুত কুকর্মা শ্রেষ্ঠী—
নাহি জানে বিঘ্ন, পাপ—স্বকার্যসাধনে
ছলেবলে সুকৌশলে জয়ী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি,
সদা নিরলস । কলিঙ্গ-সমরে চক্রী—
নৃপবাঞ্ছা অতুল বৈভব—ছিনিল সে
কলিঙ্গ-লুণ্ঠক । সুগোপনে সরাইয়া
সুবর্ণ সুদূরে । মানবে বিকিয়া ভাট
পূরিল নৃপতি-কোষ, জিনিল সুখ্যাতি
সমরবিজয়ী শ্রেষ্ঠী মহান কুবের
জনতামাঝারে । ক্ষুরধার মেধাবী সে
ধূর্ত মহাপাপী—কামিনীকাঞ্চন ভোগ
করে সে গোপনে, ভুলাইয়া জনতায়
অর্থদাতা মন্দিরে মন্দিরে ; গৃহনারী

যেথা ভ্রষ্টা, মুদ্রামৌন স্বামীরে জিনিয়া।

কহিলেন কবি—"আন্দ্রোমিদা! বন্ধ কর
শীঘ্র দ্বার, যাব সেথা কুঞ্জ-পরপারে,
জানিব ক্রন্দন কার, কারণ উহার।"
আসিয়া দুয়ারে, প্রসারিয়া মুক্ত-অসি
কহে আন্দ্রোমিদা—"প্রভু, লন তরবারি—
বিপদে সহায়। যাইব আপনা সাথে—
একি—ক্ষুরধ্বনি!—সেথা অশ্বারোহী কেবা
কৃষ্ণবেশ কাননদুয়ারে?" "ধর অসি
আন্দ্রোমিদা! নাহি জানি অসির চালনা।
মসী-ও-লেখনী-বলে যুদ্ধ করি একা—
পূরে না ভাণ্ডার হায়, মরে না গণ্ডার!—

কী আশ্চর্য!!! কুবের হেরুক!! কেন আজি
কৃষ্ণবেশধারী অশ্বারোহী—দীনগৃহে
গভীর নিশায়?..." স্থিরদৃষ্টি, রুদ্ধকণ্ঠে
কহিল হেরুক কবির নিকটে আসি—
"কবি, আজি আসিনু নিতান্ত প্রয়োজনে
তব দ্বারে। সখা ঘোর বিপদ!" "রমণী
কাঁদে কেন? বিপদ কাহার?"—কহে কবি
হেরুকে জিজ্ঞাসি। "ওকে উন্মাদিনী এক
চলেছে নিশীথে পথে", উত্তরে হেরুক—
"মরিয়াছে বুঝি তার সন্তান সমরে।

নহে সে কারণ আসি তোমার দুয়ারে,
চল কক্ষে তব। এ কে? আন্দ্রোমিদা!—আহা!
অতীব নবীনা হেরি! ধর অশ্বে—হের
পরিচিত তব, হ্রেষিছে আনন্দে! ধন্য,
কবি! ধন্য তুমি!—জাদুকর কোন সুরে
জাগালে রমণীহিয়া—কুসুমিকা হেরি
প্রবীণা যবনী?" সতর্কনয়ন সদা
বণিক হেরুক, মৃদুহাস্যে পশি কক্ষে,
চাহিয়া চৌদিকে, কহে পুনরায়—"জেনো
কবি, রাজপুরী এ পাটলিপুত্রে নাহি
যথার্থ হিতৈষী তব প্রকৃত বান্ধব
আমা সম কেহ। আসিনু তোমার পাশে
গভীর নিশায় আজি তোমার কল্যাণে।"

"আমার কল্যাণে?"—জল্পে কবি সবিস্ময়ে।
"তোমার—আমাব—সবার কল্যাণে আজি—"
উত্তরে হেরুক—"আসিনু নিশীথে আমি
সুগোপনে। ভবনে ভবনে চারিদিকে
রাজপুরী পূর্ণ আজি গুপ্তচরে ভরা—
হয়ো না বিস্মিত বন্ধু, বলি সে সভয়ে,
অতীব গোপন ইহা—রাখিও গোপনে।"
"কহ শ্রেষ্টিবর কী সে অদ্ভুত বারতা
যাহে ভীত তুমি সমর-নায়ক, খ্যাত
মগধ-কুবের? সাম্রাজ্য-সহায় তুমি

মহামান্য মগধে ভারতে—সেথা আমি—
নগণ্য মানব—দাঁড়াবো সহায় তব
বিপদে যুঝিতে ? কহিলে ঘোর বিপদ—
বিপদ—বিপদ কার ? কহ সবিস্তারে,
শীতের কুহেলি আনি অমানিশা যোগে
ঘুচালে সহসা শ্রেষ্ঠি পূর্ণিমা-আবেশ
সুধাময় ; সুদূর প্রসারে নাহি ছিল
ক্ষোভ কোনো, ছিল না'ক সতর্ক আশঙ্কা,
কৃষ্ণ-অশ্ব-আঁখি সম ব্যাকুল উদ্বেগ।"
সুগোপনে নিম্নস্বরে কহিল হেরুক
"মহারাজ-জীবন-আশঙ্কা।" "মহারাজ !"
সুগভীর বিস্ময়ে জপিল পুণ্ডরীক,
উত্তেজিত, "মহারাজ-জীবন-আশঙ্কা ?
একী কথা শুনি ! ক্ষণপূর্বে আসিলাম
রাজপুরী হ'তে, অচৈতন্য মহারাজে
স্পূর্ণ সজ্ঞান হেরি ফিরিলাম আমি
বিদায় মাগিয়া—ত্রিযামা অতীত কোথা
ঘটিল বিপদ এই ? জীবন-আশঙ্কা ?—
নাহি আশা বাঁচিবার ?—একী বিপর্যয় !"

"নহে ব্যাধি-আক্রমণে জীবন-আশঙ্কা।
আসে মৃত্যু ধীরে ধীরে রাজপুরী 'পরে,"—
কহিল হেরুক সুগম্ভীর, "ভয়ানক—
অতি ভয়ানক—বিষকুম্ভপয়োমুখ—

শক্র বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ! সাধিছে সে
নরকবাসনা কুটিল-চক্রান্তকারী ।
সৈন্যদলে সরায়ে সুদূরে, প্রান্তদেশে,
পদলোভে অমাত্যে জিনিয়া মহাপাপী
সম্রাটে বধিতে চাহে ঘৃণ্য দুরাকাঙ্ক্ষী—
বিশ্বাসঘাতক !”

ক্ষণকাল হতবাক্
পুণ্ডরীক কহে অবশেষে—“অন্ধকার,
ঘোর অন্ধকার—কোন চন্দ্রসূর্যহীন
অতল পাতাল হ’তে বণিক হেরুক !—
আনিলে বারতা তব ? সম্রাট্—সম্রাট্
সম্রাটের প্রাণনাশ চাহে ? কহ ত্বরা
কেবা সে নারকী ? স্বহস্তে বধিব আমি
দুরাকাঙ্ক্ষ দুরাত্মারে শ্বাসরোধ করি ।”
ভণিল হেরুক—“হয়ো না ব্যাকুল অতি—
রাজনীতি নহে কবির কানন-শয্যা
কুসুমকোমল । সেথা ‘কণ্টকে কণ্টক’—
নীতিবিৎ-শাস্ত্রকার-বিধি । আজ যিনি
মহারাজ—মরণে ভিখারী ।—নমে না তো
কেহ ভাই মৃতেরে ডরিয়া । কহি, শোনো,
ত্যজ ভাবাবেগ তব, এ ঘোর বিপদে
ধীর স্থির নাহি হও, হারাবে পরাণ
বিষতীরে—কহি তোমা—একদা লগনে—
দূর-নদীতীরে ভ্রম একা সুনির্জনে ।”

উত্তেজিত পুণ্ডরীক কহে—"কে সে শত্রু ?
কহ নাম ঘৃণ্য নারকীর।" উত্তরে হেরুক,
"নাম নাহি লব। সে নাম উচ্চারে হেথা
নাহিক সাহসী কেহ মগধে ভারতে।
কহিব ইঙ্গিতে, লও সে বুঝিয়া তুমি।"

"অগ্রামাত্য রাধাগুপ্ত, সম্রাট অশোক—
দুইজন পরে তোমার আসন উচ্চে
মন্ত্রি-পরিষদে। শুনিয়াছি গুপ্ত তথ্য
নিরুপম পাশে।" "নিরুপম—নিরুপম—
বালকসমানবোধ—অতীব সরল।
মহাযোদ্ধা সত্য—কিন্তু কোথা বুদ্ধিবলে
সুযোগ্য আসন তার জিনিল সাম্রাজ্যে ?
রাধাগুপ্ত নাহি চান"—ফুঁসিল হেরুক—
"হেরুক-জামাতা নিরুপম রাজকার্যে
উঠুক সুউচ্চে। রাজরক্ষিবাহিনীর
প্রধাননায়কপদে আজিও বৃত সে
বিষসর্প খল্লাতক-পৌত্র বজ্রসেন—
দুরাত্মা-দোসর। গুপ্তকথা জানি আমি
গুপ্তচর-মুখে। রাখিতে আপন প্রাণ
প্রাসাদ-চক্রান্তে, স্বর্ণব্যয়ে রাখি নিত্য
গোপন সন্ধান।—সুকৌশলী মহাকূট,
মহাধূর্ত রাখেনি স্বাক্ষর—চক্রান্তের ;—
অকাট্য প্রমাণ নাই দূষিব দোষীরে

সম্রাটসকাশে। সম্রাট দুরাত্মা-মুগ্ধ—
ভাবিবেন—ঈর্ষানলে জ্বলি, দোষ দেই
পুণ্যাত্মা জনেরে।"

উত্তরে কহিল কবি,
"বিচিত্র! অতি বিচিত্র! সবল সম্রাট
নিয়ত অক্লান্ত কর্মী সহসা অসুস্থ!—
ফিরেন মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে—রাজপুরীপথে—
বিষাক্ত সায়কবিদ্ধ, ধাইল সবেগে
ক্ষিপ্ত হস্তী, জনতা দলিয়া। কি কারণ
অজ্ঞাত ভবন হ'তে কোন সে পামর
বিঁধিল বারণে হানিয়া সুতীক্ষ্ণ শর—
মানি এ বিস্ময়!—

—কলিঙ্গ বণিক সেই,
মনে লয়—কিবা নাম যেন—ভুলিয়াছি
নাম তার—অগ্রামাত্য-রাধাগুপ্ত-গৃহে
যায় আসে ঘন ঘন নিশার আঁধারে।...
স্মরণে আসিল এবে—শ্রেষ্ঠী শেষনাথ
তুমি যারে লইলে বিনিতে—কি কারণ
জানিনা আজিও সে-সাক্ষাৎ-উদ্দেশ্য গূঢ়—
ছিল কার মনে কিবা—? অব্যাপারে, কবি!
কেন যাও অকারণে? নিতান্ত সরল—
নাহি জান আজিও কলিঙ্গে; মহাচক্রী
কলিঙ্গ-নিবাসী— ভয় হয় তোমা হেতু—
রাজহত্যা-অপরাধে, অথবা অন্তিমে

ধর্মদত্তা

গোপন ঘাতকহস্তে নিভিবে বিজনে
জীবনপ্রদীপ তব একদা সহসা।”
“ভয়াল বারতা শুনাও বণিক, সদা
ভীত আমি নখী-দন্তী-উন্মাদমানবে।
নাহি ক্ষোভ। ক্ষণভঙ্গুর এ মৃৎপ্রদীপ ;
সুদগ্ধ সলিতা : দীপিছে কাঁপিয়া শিখা,
নিভিবে একদা ঘৃতভুক, তৃপ্তিহীন
কালের নিঃশ্বাসে। তবু নহে কাম্য কভু
উন্মাদ-মানবহস্তে অকাল বিনাশ।
উত্তরে হেরুক—“মানব উন্মাদ নহে।—
দুরাকাঙ্ক্ষী—কুচক্রী সে। রাজবলে বলী।
নাশিবে তোমারে—কার্যশেষে। রম্ভা দানি,
টানিবে গোপন কক্ষে অতল পাতালে
নক্রমুখে।— সাক্ষ্য-নাশ করিবে নারকী।”
সবিস্ময়ে কহিলেন কবি—“নক্রমুখে ?
টানিবে পাতালে ? স্থিরচিত্ত শেষনাথ—
নহে সে উন্মাদ। কেন বা নাশিবে মোরে ?—
কোথা গুপ্তগৃহ হেথা গোপন নরক
বণিকের ? মগধে আসিল শেষনাথ
আপন বান্ধব লাগি, মুক্তিপণ দানি।
ধনীশ্রেষ্ঠ তুমি উজাড়ি মণ্ডপে স্বর্ণ
লইলে ভাস্করে সার্ধলক্ষ মুদ্রা দানি।
মানব একক তরে কেন অহেতুক
ব্যয় কর হিসাবী বণিক ? গিয়াছিনু

গতকাল, সত্য বটে—মহারাজ-পাশে—
ভাস্কর বিমুক্তিতরে শ্রেষ্ঠী-অনুরোধে।
স্বর্ণমুদ্রা দান করি শেষনাথ—"

"কোথা

স্বর্ণমুদ্রা দানিল আমারে শেষনাথ!
মিথ্যা, মিথ্যা এ কাহিনী।"

"মিথ্যা এ কাহিনী!—
কি যে কহ নাহি বুঝি তোমা। স্বর্ণমুদ্রা
কেন লবে তুমি?"

"কহে নাই মিথ্যাবাদী
আমারে দূষিয়া?"

"শোনো তবে সব কথা—
ধনীশ্রেষ্ঠী কলিঙ্গনিবাসী শেষনাথ
বহুদিন হতে পরিচয় মোর সাথে
ত্রিবেণী বন্দরে—বিদেশী বণিক যুবা,
অমায়িক, কবিতা-পূজারী,
দেখা হ'ল
তার সাথে রাজপথে। শুনি তার মুখে—
মিহিরকিরণ—কলিঙ্গ-স্থপতি, খ্যাত
স্বদেশপ্রেমিক—আকৈশোর বন্ধু তার,
অসময়ে সখা। সুকৃতজ্ঞ শ্রেষ্ঠী তাই
আসিল মগধে শেষ-কপর্দক লয়ে
লভিতে বান্ধব-মুক্তি। স্বর্ণমুদ্রা গণি
মহারাজ-চরণে জানালো নিবেদন

সাশ্রুনেত্রে। ধৈর্য ধরি শুনিয়া প্রার্থনা
মহারাজ ফিরালেন শ্রেষ্ঠী শেষনাথে,
কহিলেন প্রিয়দর্শী কিনিতে বন্দীরে
সুবর্ণে, যথার্থমূল্যে, দাস-পণ্যালয়ে।
মিথ্যা সে সংশয় মনে তব--কহে নাই
শেষনাথ কোনো কথা তোমারে দূষিয়া—
নহে মূর্খ শেষনাথ। কেবা সে সাহসী
বিজিত বিদেশী, কহিবে মগধে আসি
মগধ-সম্রাটে—রাজপ্রিয়ে দূষি? মিথ্যা—
মিথ্যা তব ভয়। দূষিয়া কহিত যদি,
কভু কিবা যাইতাম তাহারে লইয়া,
মহারাজ-পাশে! যেথা সখা নিরুপম,
যেথা নিরুপম-প্রিয়া-কমলার হানি—
কেন বা সাধিব আমি অকারণে সেথা
তোমার শত্রুতা?—শচীন্দ্র-আসন-খ্যাতি
লভ্য রহে তাও—জেনো, দীন পুণ্ডরীক
বাণীর সেবক—অর্থলোভে, পদলোভে,
খ্যাতিলোভে—কোনো লোভে কভু, হবে নাক'
কোনোদিন হেরুক-বিরোধী। একমাত্র
ধর্ম লাগি, দেশ লাগি, ন্যায় হেতু রহে
সাধ্যে মোর, রোধিব তোমারে, কভু যদি
হেরি তোমা দুরাচার, সুধর্ম-নাশক।"
"উন্মাদ—উন্মাদ—কহ বালকের ন্যায়
প্রলাপ-বচন, নাহি কোনো অর্থ যার।

আজি যে অভাবমুক্ত", উত্তরে হেরুক—
"জনতা-অবজ্ঞা-উর্ধ্বে স্থিত, প্রতিষ্ঠিত
তুমি, মহারাজ-পাশে, মগধে ভারতে—
সেই প্রতিষ্ঠার মূলে যেজন নিয়ত,
ধনব্যয়ী, রহিল পশ্চাতে সুগোপন,
গড়িল সুউচ্চ-শিখর-সোপান, কবি—
ভুলিয়াছ তারে। বিধিলিপি, হায় সখা!
ললাটের লিখা জানি এ দুর্ভাগ্য মোর।
কতজনে—কত দিকে দানিলাম আমি
নিষ্কাম হৃদয়প্রীতি নিত্য ধনব্যয়ে—
বন্ধু!—বন্ধু কোথা লভিলাম নিত্যসঙ্গী
সুমহান সহৃদয়, যারে নাহি পারে
বেড়িতে সর্পিণী—সেই কৃষ্ণ কৃতঘ্নতা
অতীত-বিস্মৃতি—সুসময়-অভিশাপ?—
কোথা সে বান্ধব? হায় মানব-হৃদয়!"
ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন পুণ্ডরীক,
"কহিব না অসত্য বণিক! তোমা প্রতি
নহি সুকৃতজ্ঞ গভীর অন্তরে।—সত্য
বটে, লভিয়াছি প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, যশ
তোমার সাহায্যে। কিন্তু কোথা সুখশান্তি
লভিলাম এ-প্রতিষ্ঠা-অর্জনে? প্রলুব্ধ
আমি, ধনলোভী—তব প্রয়োজনে ক্রীত
বাণীর পূজারী, ভ্রষ্ট, রচিলাম গীতি—
হায় সে কুক্ষণ! নিজস্বার্থে সুকৌশলে

জিনিলে আমারে! নাহি বুঝি সেইক্ষণে
ভয়াবহ রণ-পরিণতি। অজ্ঞ আমি—
বিচারবিমূঢ়—লোকক্ষয়ে লভিলাম
পার্থিব সমৃদ্ধি। বিষণ্ণ বেদনাহত
আদিকবি বিহগব্যথায় রচিলেন
কাব্য তাঁর রামায়ণ-গীতি, অভিশাপি'
পক্ষিহন্তা অরণ্য-নিষাদে, সেথা আমি
অভিমানী বাণীর সেবক, নিজধর্ম
ত্যজিয়া সজ্ঞানে রচিলাম মৃত্যু-গীতি
কলিঙ্গের। বাল্মীকির পুণ্যনাম লয়ে—
ছলনাকৌশলে। কোথা বিহগীর ব্যথা?—
এ ব্যথার নাহিক তুলনা। নাহি সংখ্যা,
নাহি সীমা—ভবনকামিনী, শিশুমাতা,
একদা সম্ভ্রান্ত—ঘুরিছে বুভুক্ষু আজি
গৃহহারা, ধর্মহারা—শিবাদল-পাশে!
সার্ধলক্ষ দাসভাট বিকালে মগধে
গবাদি পশুর ন্যায়! মানবমানবী—
তাড়িত, পীড়িত ক্লেদে—সুধর্মবিনাশ!
দেব-দ্বিজ, সাধু-সন্ত, শৈব, জৈন, বৌদ্ধ—
নিহত অনলে কত, কেবা জানে তাহা?
গ্রামে গ্রামে, নগরে বন্দরে, স্বামীহারা
অনাথিনী—চারিদিকে আকুল ক্রন্দন—
ওই শোনো কাঁদিছে নিশীথে উন্মাদিনী
সন্তান হারায়ে—দূর প্রতিধ্বনি আসে

পবনে ভাসিয়া। নহে উন্মাদিনী এক
বিজয়ী মগধে ঘুরিছে বিজনে কাঁদি,
হিমার্ত নিশীথে—ধরণী ব্যাকুলা কাঁদে—
কোথা ভেদ মানবে দানবে ?”

“কাব্য, কাব্য !—”
কহিল হেরুক বক্রহাস্যে—“শোনো কবি
শান্তিপ্রিয় ! নাহি শান্তি প্রকৃতি-মাঝারে ;
নহে কাম্য নিরীহ জীবন। বীরভোগ্যা
বসুন্ধরা রূপসী যুবতী। যেবা ভীরু
রাখে অসি কোষবদ্ধ মানসবিলাসী
মরিবে আক্রান্ত পথে সবল-প্রহারে।
শুনিয়াছি বিজ্ঞমুখে, বিষ্ণু-অবতার
কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনে, “নাহিক
পাপ রণে। কর্ণ-ভ্রাতা পার্থ, কৃষ্ণসখা,
বধিল কর্ণেরে, নিষেধ করেন কোথা
জগতের পতি কৃষ্ণ আপনি সারথি !
স্মরণ কর হে দুর্বল-হৃদয় কবি
ভারতের রণক্ষেত্র !—সে কী ভয়াবহ
চিত্র !—লক্ষ লক্ষ নরদেহ, হস্তহীন
পদহীন, মুণ্ডহীন কেহ—চারিদিকে
শবলোভী শিবাদল শকুনি গৃধিনী
পেচক-ঘুৎকারে পূর্ণ হবে কুরুক্ষেত্র—
গৃহনারী বিধবা রমণী অগণিত

ফিরিবে খুঁজিয়া পতি ও তনয়ে বৃথা—
কহিলেন সেথা ভগবান নিজমুখে,
যুদ্ধ কর হে অর্জুন। এ মায়া-প্রপঞ্চ,
নাহিক বিনাশ কোনো ভুবনে সৃজনে।'
অনাদি অনন্ত তিনি নিয়ন্তা দর্শক,
লীলাময় যুগে যুগে—দ্যুলোকে ভূলোকে—
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে উদাস নির্বিকার—
অকরুণ ধ্বংসমাঝে কৃপাময় তিনি
সর্বস্রষ্টা সর্বদ্রষ্টা, সর্বনাশ-মূলে।
মানব নিমিত্ত মাত্র—বধ করে কেবা ?
ঘাতকে নিহতে সখা নাহিক প্রভেদ,
বৃথা কবি, দূষিছ নিজেরে। কেবা তুমি
ক্ষুদ্র নর—কিবা শক্তি তব বিনাশিবে
বিশ্বে প্রাণী! ভগবান আপনি নিহন্তা
আপন সৃজনে। কোথা মোরা হত্যাকারী
আপনি কামুক ? বিধাতার বাসনার
অমোঘ বিধানে লালসা নিহিত রহে
জীবকোষে শিরায় শিরায়। কোথা দেহী
সবল মানব রোধিবে সে দুর্নিবার
শোণিতবাসনা—অনাদি অনন্ত ক্ষুধা
মানব-অন্তরে ? লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ—
প্রতিষ্ঠা-বৈভব-ত্যাগী—হাঃ হাঃ। ভ্রান্তি,ভ্রান্তি।
শোনো কবি শোনো—কহি তোমা তত্ত্বসার—
সর্বদেশে সর্বকালে ইহাই নিয়ম—

সকল মানব,—আননে বচনে সাধু,
নীতিপ্রিয়, শান্তিবাদী, গোপনে হিংসুক।
ষড়্‌রিপুজয়ী নর অমৃত সন্তান—
নপুংসক বৃদ্ধের প্রলাপ। রূঢ় সত্য
প্রবাদবচন, উদ্যোগী পুরুষসিংহ
ভোগ করে বসুধা-সম্পদ, ছলে বলে
সুকৌশলে দলিয়া অপরে। সুশান্ত সে
কাটায় জীবন তার কদলীভক্ষক।
ঈর্ষান্বিত ভাগ্যহীন আরাবে সরবে,
সমাজ সুনীতি গেল রসাতলে হায়!
পাপে তাপে জ্বলিছে মেদিনী—হা ঈশ্বর!
নহ ঈর্ষান্বিত কবি? মূর্খ ভাবাকুল
কাঁদো বালকের ন্যায় ধরিতে শশাঙ্কে
নিজ অঙ্কে—হায়রে দুরাশা!"

কহিলেন

পুণ্ডরীক—"ধিক্ সে নিরাশা! নহে, নহে—
নহে কভু মানব দানব। ব্রহ্ম সত্য
জগৎ মিথ্যা—মায়াপ্রপঞ্চ সে গূঢ় বাণী
কদর্থে লইলে তুমি পাপ-সমর্থক।
শ্রীকৃষ্ণ-বচন যাহা রূপকে বুঝিবে—
বুঝিলে হেরুক তুমি আপন আলোকে
বিকৃত করি সে সুমহান ধর্মবাণী
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-সমন্বয়ে।"

উত্তরিল

বণিক হেরুক, "ধর্মতত্ত্ব-আলোচনা
লাগে ভাল—কিন্তু, রজনী গভীর এবে,
যাইব ফিরিয়া গৃহে। শোনো কবিবর,
কহি কর্মকথা—ভুলো না কহিনু যাহা
গোপনে তোমায়। পার্শ্বচর সম্রাটের,
কহিও সম্রাটে, সময় সুযোগ বুঝি,
নিজেরে বাঁচায়ে। দেখো যেন, ভ্রমক্রমে
নাহি লও মোর নাম মহারাজপাশে।
হিতে বিপরীত—জেনো—ঘটিবে নিশ্চিত।
কবি, বুঝিয়াছ শক্র কেবা ?" "বুঝিয়াছি।"
"চলিলাম তবে, এবে মধুময় হোক
যামিনী—বিদায় বন্ধু !" কহেন প্রকাশ্যে
পুণ্ডরীক—"শিবাস্তে পন্থানঃ।" ভণিলেন
নিজমনে কবি, "বুঝিয়াছি কিবা জানি
বুঝিবার নহে যাহা—কুচক্র কুটিল
রাজনীতি বসুধার !"

তুলিয়া লেখনী

লেখি যান কবি—"কণ্টকে কণ্টক-নাশ—
সর্বত্র সফল কোথা চূড়ান্ত কৌশল ?
অনন্ত কণ্টক যেথা দুরন্ত লালসা
ক্ষোভ-ক্ষত-ঈর্ষাজ্বর—মোহ-কামরূপে
কিবা নাশে কণ্টকে কণ্টক ? সেথা বন্ধু,
জ্ঞানশিখা ধর্মবিভা কর্মহোমানলে

পুড়াও কণ্টক-মূল, জ্বালো দাবানল।
কোটি কোটি কুঠার-আঘাতে মাতিবে সে
নবীন মানব—বপিবে প্রান্তরে বীজ,
হেরিবে সুসিক্ত প্রাতে নব কিশলয়।
বাসন্তী-সুবর্ণশোভা এ-ভব-ভবনে
প্রাণপুষ্প-সমারোহে ভরিবে প্রাঙ্গণ—
হাসিবে জননী স্নিগ্ধা, ভুবনমোহিনী।
কোথা নেতা নবকুণ্ডল যে পরিবে সে
কণ্টকবিজয়ী? কোথা শিল্পী সুমহান
প্রোথিবে প্রেমিক ধরিত্রী-পাষাণ-বক্ষে
নবীন ঘোষণা দিকে দিকে, পথপ্রান্তে,
সুদূর বিদেশে? কোথা নব রাজনীতি,
রাজশক্তি প্রশান্তি-প্রয়াসী, দৃঢ়বল—
ভাসাবে তরণী উদ্বেলিত সিন্ধুস্রোতে?
'সোনার ফসল চাই, তরণী ভিড়াই—'
কহিবে নায়ক-শ্রেষ্ঠ ধর্মভেরী-ঘোষে—
'ওঠো জাগো কর্মে বীর! ক্ষুদ্র ও মহান,
হও সবে আগুয়ান, ভরো শস্যে তরী।
নহে লভ্য বচনে, আলসে লোকাতীত
সেই লোকবন্ধু ভয়াল-বিনাশ-নাশ
শুভেন্দু-শেখর।"…সুদৃশ্য-ধারক-গাত্রে
লেখনী রাখিয়া কবি সজ্জিত শয়নে
চলিলেন পুণ্ডরীক, নিদ্রালস-আঁখি।
ঢালি ঘৃত প্রদীপ আঁধারে, সন্তর্পণে

শীতবস্ত্রে আবরি কবিরে, একাকিনী
ফিরিল যবনী আন্দ্রোমিদা আনমনে
আপন ভবনে ! বাতায়নে স্বর্ণকেশী
চাহিল সুদূর নভে সুনীল-নয়না ।
পুলকে বিষাদে ঝরে রজনী-কপোল,
শিহরে উত্তরী বায় অলক চুমিয়া ।

[সপ্তদশ সর্গ শেষ]

অষ্টাদশ সর্গ

[আসিল ক্ষুধিত নক্র, পালিত নরকে।]

পাতাল-ভবনে নীরব হেরুক। কহে
শঙ্খপাণি, "পলাতকা ধর্মদত্তা—কোথা
ক্রটি মম ? অগ্নিমিত্র নিহত কাননে।
ঘিরিল প্রহরীদলে কৃষক-জনতা
চারিদিক হ'তে অতর্কিতে, বনপথে ;
ছিনিয়া লইল দত্তারে পক্ককেশ সে
দলপতি বৃদ্ধ এক। আবৃত-আনন
ভীমবাহু, যেন বা কৃতান্ত খড়্গাধারী—
উঃ সে কী ভীষণ পরিণাম !! প্রতিশোধ !—
প্রতিশোধ !!—কহিল সরবে।—আকস্মিক
ঝাঁপায়ে শিবিরে অগণিত জনগণ
ক্রোধোন্মত্ত খণ্ডখণ্ড করিল নায়কে
গভীর অরণ্যে। পুড়ালো নিঃশেষে দেহ—
নাহি চিহ্ন হতাবশেষ। একাকী আমি
রহিনু জীবিত দৈবক্রমে নিশীথে। অমাঘন
তিমির প্রহরে—হেরিল না কেহ মোরে—
আসিলাম প্রাণ লয়ে বহিতে বারতা
আপনার পাশে।" শ্বাস ফেলে শঙ্খপাণি।

পদচারী উত্তেজিত হেরুক কহিল

অবশেষে, "কৃষক-জনতা? দলপতি
ভীমবাহু? নাহি ডরে অসমসাহসী
সশস্ত্র-প্রহরীদলে?" স্বগতঃ ভণিল
শ্রেষ্ঠী—"খণ্ড খণ্ড করি বধিল কাননে
অগ্নিমিত্রে! নাহি আর অগ্নিমিত্র ভবে—
নাহি করি শোক তাহে, সরিল আপনি
দুর্বিনীত সাক্ষী, অংশভাগী। সুরাপায়ী
শ্যালক ভুজঙ্গ সম দংশন-লোলুপ,
চাহিল লুণ্ঠিত রত্নে সমান বিভাগ!
মৃদুহাস্যে দিয়াছি স্বীকৃতি, দিব তারে
ন্যায্য অংশ, পারে যদি আনিতে দত্তারে
প্রমোদবিহারে। প্রমদাহরণকারী
অদ্বিতীয়—নিহত অরণ্যে? দেখিয়াছে
নিজচক্ষে শঙ্খপাণি লুকায়ে গোপনে।
গণি ভাগ্য ইহা, মরিয়াছে অগ্নিমিত্র,
সুরামত্ত; কৈলাসভৈরব ভীরু নর,—
স্বল্পে তুষ্ট, নাহি ডরি তারে; যথাকালে
চিরমৌন হইবে নির্বোধ—নারীমুগ্ধ,
নাহিক সংশয়। কিন্তু—কিন্তু পলাতকা
রূপসী—দুর্ভাগ্য! জীবিত আজিও কিবা
কৃতান্তসদৃশ ভীমবাহু কুলদাস?
জনহীন নদীতীরে দুর্যোগ-নিশীথে,
ব্যাঘ্র, নক্র, সর্পমুখে? কৃষক-জনতা
ঘিরিল প্রহরীদলে নিবিড় অরণ্যে?

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—কহিল সরোষে—
লবে কিবা প্রতিশোধ প্রচণ্ড মানব
ব্যাঘ্র যথা ভয়ঙ্কর আহত বিজনে ?
রহিব সতর্ক আজি হ'তে—নাহি জানি
ভাস্কর-সন্ধানে কিবা আসে কুলদাস
সুদাস মগধে ছদ্মবেশে। গুণমুগ্ধ
সমগ্র কলিঙ্গ কিবা ভাস্কর-পূজারী ?
ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে পুনরায় জাল ভেদি'
ফিরিল রোহিত নদে গভীর সলিলে—
প্রেম-জরজর-তনু চাহিনু তাহারে—
চাহে না আমারে !···নারী, নারী—বহ্নিরূপা !—
প্রলুব্ধ পতঙ্গ ধায় নিশ্চিত মরণে
পাবক-পূজারী !—নারী—নারী—নর-অরি—
নাহি অন্তে সুখ। যেবা মজে নারী-রূপে
সকল কামনা ভুলি, জ্বলে সে কামুক।
জানি, জানি নারীরূপ পুরুষ-কল্পনা,
নারীসঙ্গ প্রকৃতি-বঞ্চনা। মোহভঙ্গে
গ্লানি কেবা নাহি মানে প্রমদাবিলাসী ?

জীবনে প্রথম আমি পড়িনু প্রণয়ে
কিবা জানি মোহিনী-মায়ায় ? ধর্মদত্তা
কুশলতনয়া সোমা হারীত-জননী।
মন্ত্রসিদ্ধা কিবা নারী ? ছিল পূজারিণী
শেখর-ভবনে। অমঙ্গল চিহ্ন দেখি

চারিদিকে। কোথা নিদ্রা নিশীথ-শয়নে ?
ক্ষণে ক্ষণে চমকিত বিনিদ্ররজনী
হেরি ছায়ামূর্তি অন্ধকারে। স্থিরদৃষ্টি
রাধাগুপ্ত সেথা দাঁড়ায়ে সম্মুখে মোর—
নিষাদ সোমরু সাথে বজ্রসেন আসে
রাজসভামাঝে—শৃঙ্খলিত হেরি স্বপ্নে
বিভীষিকা নিত্য নিশা। কহিছে সোমরু
সভামাঝে কম্প্রস্বরে, 'কুচক্রী হেরুক
প্রলুব্ধ করিল মোরে বিঁধিতে বারণে,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দানিবে কহিয়া।'
শত প্রতিবাদে নাহি ফল—ভাবি আমি
স্বপ্নমাঝে, ডরি আমি ঘাতক-কুঠার।...
পূজারিণী-রোষে কিবা অমঙ্গল শেষে
ঘিরিল আমারে ?—উন্মাদ তনয় মোর,
সুবিপুলা গৃহিণী অথব বাতপঙ্গু—
একমাত্র কন্যা সেও মরিল কমলা
দুরন্ত যক্ষায়। কিন্তু, বৃথা এ বিলাপ !
উচ্চাকাঙ্ক্ষা—মর্মপীড়া—সপত্নীসমান।
গৌরীশৃঙ্গে যাবে যেবা সাম্রাজ্য-নায়ক
তারে কিবা সাজে কভু হৃদয়-বিলাস ?
বিফল হইলে পাপী, পুণ্যাত্মা সফল—
ইতিবৃত্ত কহে, নরহত্যা কোথা পাপ
প্রতিষ্ঠা-অর্জনে ? সমূলে অঙ্কুর নাশ
চাণক্যবচন। করিয়াছি ভ্রম যেবা—

কুলদাসে, কিশোরে ত্যজিয়া—পুনরায়
কহিছে আমারে সেই ভ্রান্তি, সেই মোহ
রূপসী-ললিতা-বেশে হৃদয়—হৃদয়!—
মানে নি অশোক কভু হৃদয়-ছলনা,
তাই সে মধ্যম আজি মগধ সম্রাট।
দেবপ্রিয় !—হাঃ হাঃ !—চণ্ডাশোক দেবপ্রিয়
প্রিয়দর্শী ?—হেরিব কেবা সে দেবপ্রিয়
ভারতের—যাক্ রাধাগুপ্ত অগ্রামাত্য
বারাণসীধামে।—আগত দিবস ওই,
গিরিযাত্রী উঠিব শিখরে যথাকালে।…
মুরার সন্তান সেও মগধ-সম্রাট ?…
শূদ্রা-গর্ভে শূদ্র জন্মে—মনুর বচন—
কিবা আমি বৈশ্যশ্রেষ্ঠা, ক্ষাত্রবীর্যজাত—
শূদ্রের অধম ? প্রাণভয়ে, সুগোপন
রাখিল জনক ইহা, জানে না মগধে
কেহ—শুনিয়াছি পিতামুখে—রাজরক্তে
জন্ম মম—মহাপদ্ম নন্দের শোণিত
বহে মোর শিরায় শিরায়। বৈশ্যকন্যা
সুন্দরী অহনা যবে নৃপতি-প্রেমিকা,
জন্মিল তনয়া তাঁর সুবর্ণা সুনন্দা—
পিতামহ-জনক-জননী। মগধের
সিংহাসনে অধিকার সর্বাগ্রে আমার।

দয়া মায়া কাব্যকথা নির্বীর্য-সান্ত্বনা—

করুণার ভ্রান্তিকূপে মজে কি উচ্চাশা
নিজলক্ষ্য পথে ? কেবা সে হৃদয়বান
বিশাল ভুবনে নেতা মানব-প্রেমিক
জিনিল জীবন-যুদ্ধ করুণাকোমল ?
চণ্ডাশোক !—ভয়াবহ অশোক-নরক ।
হেরুক পীড়ক কোথা নৃশংস সমান ?

নীরব হেরুক পানে চাহি সবিস্ময়ে
কহে শঙ্খপাণি—"এত বিচলিত কেন
বণিক-সম্রাট ?" চকিত হেরুক কহে—
"কি যে কহ শঙ্খপাণি ! সামান্য বণিক
আমি । আমা হতে কত ধনী আছে রাজ্যে
বিশাল পাটলিপুত্রে । সত্য, বিচলিত
মন মোর ।—প্রেরিনু কলিঙ্গে অগ্নিমিত্রে
রাজরত্ন-সন্ধানে । লভিনু রাজ-আজ্ঞা ।—
রক্ষী-দল নিশ্চিহ্ন কলিঙ্গ-গিরিপথে—
কিবা কহি এবে মহারাজে—তাই ভাবি
মনে । শোধ লবে শত্রু, মন্ত্রিপরিষদে
আমারে দূষিয়া ।" উত্তরিল ক্ষীণতনু
শঙ্খপাণি—"শোধ লয় জীবিত অরাতি ।
জীবন ওপারে অরিকুল ধ্যানমৌন—
বধির নীরব ।" জিজ্ঞাসে হেরুক হাসি,
"শঙ্খপাণি ! কহ মোরে কোন মন্ত্রবলে
নীরোগ কুশলপত্নী গেল স্বর্গধামে

সন্তানসন্ততি সহ মহাকাল-রথে ?
কোন দেব-অভিশাপ-হেতু গেল ওরা
নরকে পচিতে শেষে যমের দুয়ারে ?”

কহে শঙ্খপাণি—“অন্যায় ইঙ্গিত ইহা।
সন্তানসন্ততি সহ মরিলেন সতী
বিসূচিকা-রোগে !” হাসিয়া হেরুক কহে
স্থিরদৃষ্টে চাহি—“শুনিনু গুণেন্দ্র কহে—
লভিয়াছ বিপুল ঐশ্বর্য পিতৃব্যের
অগাধ সম্পত্তি ?” ভ্রূকুটি-কুটিল ফোঁসে
শঙ্খপাণি—“ঈর্ষান্বিত গুণেন্দ্র-প্রচার !
বিপুল ঐশ্বর্যলাভ ? অগাধ সম্পত্তি ?
আজিও নিমগ্ন জলে সুড়ঙ্গ প্রবাহে
সর্বক্ষেত্র শস্যভূমি—লুণ্ঠন করিল
ধনরত্ন ছিল যাহা পিতৃব্য-ভবনে
পুরবাসী। লইল ছিনিয়া অর্ধভাগ
কপট নগরপাল। বাঁচিল গুণেন্দ্র
আমার কৃপায়—অকৃতজ্ঞ !—কিবা জানি
কোন মন্ত্রে বিশ্বাসঘাতক জিনিয়াছে
আপনারে ? চিরদিন অনুগত আমি
সাধিয়াছি সাধ্যায়ত্তে মগধের হিত।
মহান কুবের যেথা প্রকৃত শাসক
পূরান বাসনা এবে যোগ্য পুরস্কারে।
করমৌলি-পদ চাই ত্রিকলিঙ্গে আমি—

আর—আর—।” “আর, আর ?—কহ কাম্য তব,”
হাসিল হেরুক, “পূরাইব, সাধ্যে রহে
মোর।” উত্তরিল শঙ্খপাণি, “সার্ধলক্ষ
স্বর্ণমুদ্রা প্রতিশ্রুতি পুরস্কার মোর—
দানিয়াছি গোপন সন্ধান। পাইয়াছি
অর্ধলক্ষ মুদ্রা মাত্র, কঠিন প্রয়াসে
নিত্য মৃত্যু বিপদ বরিয়া।—স্বদেশের
স্বাধীনতা বিকানু আশায়। নহে গণ্য
পাইয়াছি যাহা—যেথা অগণিত মুদ্রা
কলিঙ্গের সিংহ-অংশে গিয়াছে সকলি
কুবের-ভাণ্ডারে। নৃপতির প্রাপ্য রাখি
অপ্রকাশ, লভিলেন অতুল সম্পদ
কলিঙ্গ-লুণ্ঠনে—বিজ্ঞ, কিবা নাহি চান
মানিতে লুণ্ঠন-নীতি বণ্টন-সময়ে ?”
“নহে অনুচিত অভিযোগ! সত্য বটে
ভুলিলাম নানা কাজে,” উত্তরে হেরুক—
“পুরস্কার-প্রতিশ্রুতি দানিনু তোমায়।
প্রতিশ্রুতি রাখিবে হেরুক। সার্ধলক্ষে
অর্ধলক্ষ মিলিয়াছে কহিলে আপনি ;
লও তবে লভ্য শেষ। রতন-ভাণ্ডার—
হের সেথা থরে থরে বণ্টন লাগিয়া
রহে কীর্ণ লক্ষমুদ্রা। লও সে গণিয়া!
প্রতিশ্রুতিভঙ্গ-দোষ দিও না আমারে!...
এবে কহ কোন মন্ত্রে সাধিব বাসনা ?—

বিসূচিকা—বিসূচিকা! অপূর্ব এ পথ!
একদিনে একলগ্নে—হাঃ হাঃ—বিঘ্ন সব
যাক্ মোর শ্রীকৃষ্ণচরণে! ধননীতি,
রাজনীতি, প্রতিষ্ঠা-অর্জনে, বিঘ্ননাশে—
বিনাশ বিধেয়। সখা! এ মহা অস্ত্রের
সন্ধান কি রাখিত মগধে কেহ? নাহি
জানি তারে। শিখিব সুবিজ্ঞ বন্ধুপাশে,
কহ শঙ্খপাণি, কহ একান্ত নির্ভয়ে—
আমি সহযোগী যেথা, নাহি ভয় তব।
করমৌলিপদ পাইবে তাহাও তুমি।
লভি যদি উচ্চাসন, তোমা সবাকার
শুভযোগ আসিবে আপনি। অগ্রগতি
ত্বরান্বিত কর বন্ধুর সে গিরিপথে
অরাতিসঙ্কুল। কহ নিগূঢ় কাহিনী।"
কহিল উত্তরে শঙ্খপাণি—"শঙ্খী-বিষে
করবী বাটিয়া সুড়ঙ্গ-ককোল-চূর্ণ
দানিবেন যার অন্নে, সেই যাবে ধ্রুব
শ্রীকৃষ্ণচরণে। বিষ্ণুলোকে—শিবলোকে
যেথা ইচ্ছা যাক—যাইবে সে সুনিশ্চিত
ইহধাম ত্যজি উর্ধ্বলোকে। ভ্রম হবে—
বিসূচিকারোগ-চিহ্ন যেথায় প্রকট,
ভাবিবে কেবা বা ইহা বিষাক্ত প্রয়োগ?—
কিন্তু, আরলিক-যোগ বিনা নহে সাধ্য
ইহা। কার্য-অন্তে অরলিক-মুখ বন্ধে

ভুজঙ্গ-নিয়োগ শ্রেয়। বাতায়নকোণে
ছিদ্রপথে অন্ধকার-নিশীথে সুযোগ।..."

খল্লাতক যুবা শঙ্খপাণি ক্ষীণতনু
গণি লয় লক্ষমুদ্রা—নয়ন প্রোজ্জ্বল।
একে একে থরে থরে সাজায়ে সুবর্ণে
বারে বারে গণিয়া বিভ্রমে। অতিলোভী
পূরিল গণিয়া মুদ্রা উত্তরীয়-প্রান্তে,
বস্ত্রাঞ্চলে, আপনারে নগ্ন করি প্রায়—
পরিধেয় বস্ত্র আদি খণ্ডিয়া বন্ধনে,—
কোথা বস্ত্র আর? নাহি জানে মুদ্রামুগ্ধ
কোন ভাগ্য রচে তার অন্তিম নিয়তি।
ভূগর্ভে গোপন কক্ষে লইল তাহারে
বধির মানব—বাক্যহীন, দয়াহীন
হেরুক-ভৃতক—ক্রীতদাস একচক্ষু
ভয়ঙ্কর। আননে বসন, কণ্ঠরুদ্ধ,
ভীতনেত্রে পাপী চাহে পরিত্রাণ বৃথা!
"ভগিনী-বিক্রেতা, পিতৃব্যা-নিহন্তা
বিষকুম্ভ বিশ্বাসঘাতক!—পাপী সম
কেবা আর এ তিন ভুবনে, স্বর্ণলোভে
স্বদেশের শত্রু যেবা অরাতি-সহায়?"
ভণিল হেরুক মৌন আপনার মনে'
"স্বদেশ বিকিনি কভু বিদেশীর পায়ে
ধনলোভে,—নাহি পাপী,—ন্যায্য অধিকার

চাহি সে পাইতে শুধু। নন্দ-বংশধর,
সিংহাসনে অধিকার সর্বাগ্রে আমার।”
আসিল ক্ষুধিত নক্র, পালিত নরকে—
সুনিম্ন পাষাণ-কক্ষে লাঙ্গুল আন্দোলি’।
তীক্ষ্ণদন্তে ধরিল পাপীরে গলদেশে—
ভূপাতিত করি নগ্নদেহে, শোণিতাক্ত
লাঙ্গুল ঝাপটে। অর্ধমৃত নর যবে,
খসি যায় বস্ত্রের বন্ধন, মুখ হ’তে
আনন-নিরোধ—নিনাদিল শঙ্খপাণি—
‘কে আছ কোথায় রক্ষা কর—রক্ষা কর
আমারে !!!” শুনিবে কেবা কাতর বিলাপ,
ধ্বনিত ঝঙ্কৃত বাজে সুনিম্ন ভবনে ?
বায়ুহীন, নাহি বাতায়ন, নাহি দ্বার,
অন্ধকার ঘোর অন্ধকার—সে নীরন্ধ্র
আঁধারে, পিচ্ছিল কর্দমে গড়ালো পাপী
রুধিরাক্ত শঙ্খপাণি—শেষরবে ডাকি,
‘ভগবান—ভগবান।’ নীরবে হেরুক
ফিরালো নয়ন তার। ভাবনা-মগন
ফিরিল গোপনে ! “এ ভুবন মায়াময়।
বিসূচিকা—বিসূচিকা—সরল বিধান
দিয়াছে আমারে নক্রবোধ নক্রভোজ—
শান্ত হোক প্রেত-আত্মা !—করি এ প্রার্থনা।…”

[অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত]

ঊনবিংশ সর্গ

["ভ্রমর কভুবা মরে কুসুমে পশিয়া"]

সুবিস্তীর্ণ-ভূমি-স্বামী বণিক হেরুক।
উত্তর মগধে হিমালয়-পাদদেশে
বিশাল ভূখণ্ড তার আজিও অহল্যা,
নিবিড় অরণ্য। জনমানব-বিহীন
সুদূর যোজনব্যাপী শ্বাপদ-সঙ্কুল।
সেথা হিমগিরি-কন্যা শত, নিম্নগতি,
উন্মাদিনী, নিয়ত ফুঁসিছে অন্ধবেগে,
কুটিল কণ্টকে চুমি, খল খল হাসি'
তটিনী-প্রবাহে। দূরনাদী পশুরাজ
গরজে অমর্ষে কভু গিরিগুহা-মুখে
কেশরী ;—সুপর্ণা, প্রকৃতি সুরমা কাঁদে
শিশির-সজল-শাখা দেবদারু সনে
মঞ্জরী। বিদীর্ণ বক্ষ নখর-পরশে
কাঁপে সে তরুণী থরথর, সীমন্তিনী,
ব্যাঘ্রাজিনা, আহতা বনানী। কভু কায়া
ছায়া-লীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনান্তরে
লোমশ ভল্লুক, ঘন কুহেলি মাঝারে,
খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন করি সুতীক্ষ্ণনখর—
প্রান্তেবাসী মৃগান্বেষী নিষাদ শাবরে
জড়ায়ে সহসা। করীদল, মদমত্ত,

ধাবমান গিরিপথে মড়মড়ি ভাঙে
বৃক্ষশাখা, কিরাত-নিবাস, অকস্মাৎ
যৌবন-খেয়ালী। শব্দহীন পদচারী
ক্ষীণতনু তরক্ষ্ ক্ষুধিত হাসে দন্তী
ক্রূরহাস্যে, ভাগ্যহীন পথিকে ঘেরিয়া।
শিবাকুল, শশক-বিবরে ব্যর্থকাম,
আকুল বিলাপে কাঁদে বিজন নিকুঞ্জে,
সম্মিলিত, আহত-গৌরব। শরাভেদ্য
গণ্ডার, হুড়ারে হেরি ফিরায় নয়ন
ক্ষুদ্রনেত্র, অবহেলাভরে। তৃণভোজী,
খড়্গনাসা, ধায় তুরঙ্গম, অশ্ববেগে,
বনমাঝে কিরাতে তাড়িয়া। বন্যশৃঙ্গী
কোলাসুর-কৃপাশ্রিত মহিষ সদলে
শ্রীকৃষ্ণলোচন চলে পলাশ-কাননে।
পূর্ণিমা-আলোকে মৃগ—প্রেমিক ব্যাহত,
শার্দূলে বিঁধে সে জয়ী সুচিত্রা-বিলাসী
মিলন-পিয়াসী ক্ষিপ্ত সহসা নির্ভয়।
ভীত যেথা শাখামৃগ ঝাপে তরুশাখে
অজগর হেরি—মোহন নয়ন টানে
শশক শৃগাল মৃগে বদন-বিবরে,
ক্লিষ্ট ভক্ষ্য, হায়, বিজড়িত, পিষ্টপ্রাণ!
কাতর নিঃশ্বাসী চাহে পরিত্রাণ বৃথা!—
সেথা ক্রীতদাস দশসহস্র যুবক
আসিল সবলতনু অরণ্য-উদ্ধারে,

সমানসংখ্যক যুবতী, কিশোরী সনে,
হেরুক-আদেশে। লৌহ-বলয়ে আবদ্ধ
করযুগ—রুদ্ধপদ—পারে না মানব
টুটিতে শৃঙ্খল তার প্রহরী-বেষ্টিত—
তাড়িত, পীড়িত কষাঘাতে। নগ্নপৃষ্ঠ
শ্মশ্রুময় গরজে সহসা সুনির্ভীক
কলিঙ্গ-ভাস্কর, "ক্ষান্ত হ' মূঢ় প্রহরী,
ধন-ক্রীতদাস! আন তোর নায়কেরে
ডাকি হেথা—কহিব তাহারে।" পুনরায়
কষা তুলি দয়াহীন প্রহারে প্রহরী
উল্লাসে। অনড় মিহিরকিরণ রহে
দাঁড়ায়ে শোণিতে পরিপ্লুত, যেন গিরি
লোহিতরঞ্জন গৈরিকস্রবণ-স্রোতে,
কষা ত্যজে পরিশ্রান্ত প্রহরী বিস্ময়ে।
ঘনায় রজনী হিমশীত বনদেশে
হিমালয়-ক্রোড়ে। নব সে উপনিবেশ
অর্ধাবৃত ক্রীতদাস-গ্রামে অন্ধকারে
জ্বলিছে মশাল। অঝোরে ঝরিছে বারি,
ঝরিছে নয়নে অশ্রু কিশোরী-নয়নে।
হাসে সে অসুর ক্রূর পিশাচ পুলকে;
অস্ফুট রোদনধ্বনি মিলায় পবনে;
শিহরে পলাশবন আঁধারে রাঙিয়া
নিদারুণ লাজে। লগনে গরজে মেঘ,
ঝলকে দামিনী রোষে গগনে গগনে।

অচেতন বহুবার হেরুক-নরকে
নির্যাতনে, কহে নাই মিহিরকিরণ
কলিঙ্গের রাজরত্ন-গোপন-সন্ধান
হেরুকে প্রকাশি'। মিহিরকিরণ জানে—
অনুমানি' হেরুক কিনিল স্থপতিরে
উচ্চমূল্যে দাস ভাট-বিক্রয়-মণ্ডপে
অর্ধলক্ষ মুদ্রা দানি। পরাজিত শেষনাথ
দীর্ঘশ্বাস ফেলি সিক্ত-আঁখি ফিরি যায়
কবির ভবনে নীরব রোদনে যবে,
হেরিল হেরুক তারে দূর হতে চাহি,
কহিল আপন মনে—"রতন-সন্ধান
চাহিছে প্রলুব্ধ—বান্ধব-মুক্তি সে ছল
রাখিব ভাস্করে অতি সাবধানে গুপ্ত
পাতাল-ভবনে।' মৌনী স্থির সুগম্ভীর
কলিঙ্গ-স্থপতি পাতাল-ভবনে সহে
বেদনার শত ক্ষত শোণিতে ভাসিয়া।
বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে ঝরিছে কপোল—
রণক্ষত সর্বদেহে—ক্ষরিছে চরণ,
ঝরে বক্ষ, তবু সে নীরব শত প্রশ্নে,
নিস্পন্দ অনড়! সে নীরব মর্মভেদী
দৃষ্টিদাহে পরাজিত বণিক হেরুক,
ব্যর্থকাম, পলাইল শিল্পীরে ত্যজিয়া।
ঘোর পাপী, তবু শৈব—হেরে বিভীষিকা
রুদ্ররোষ—নিত্য নিশা, বিনিদ্রনয়ন।

ধর্মদত্তা

কক্ষে কক্ষে চারিদিকে প্রাচীরে, দুয়ারে
দিবার আলোকে, নিশা-অন্ধকারে ছায়া!
প্রান্তরে—কাননে—রাজপথে—নদীতীরে
কোথা শান্তি তার? লক্ষ মন্ত্র বেদপাঠ
স্তুতিরবে ধ্বনিত ভবন। "দ্বিজকুল
মিলিয়াছে আরাধনারত— নাহি চিন্তা
পাপ লাগি—ঘুচাইবে পাপ পুরোহিত
যাগ-যজ্ঞ-নিয়ম-সাধক!... কিন্তু—কিন্তু
কোথা মন্ত্রে ফল—...? সুগম্ভীর রুদ্র শূলী
নেত্ররোষে দহেন তাহারে অহর্নিশি!—
কোথা পরিত্রাণ? নয়ন মুদিবে যবে
বিরাম-শয়নে—মহেশ-মূরতি কেন
মিলায় মিহিরে সদা—বিচিত্র বিভ্রম!
পরাজিত অবশেষে স্নায়ুযুদ্ধে শঠ,
ইন্দ্রজাল মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী হেরুক
প্রেরিল ভাস্করে ঘন-অরণ্য-মাঝারে
দূর হিমালয়ে। "বিংশতি সহস্র সেথা
দাসদাসী সাথে হও তুমি সুকৌশলী
অরণ্য-উদ্ধার নেতা"—কহিল হেরুক,
নতনেত্রে চাহিয়া অপাঙ্গে—"হও সুখী
সুকর্মে ব্যাপৃত। নাহি রবে ক্ষোভ তব
হিমালয়-চরণে আশ্রিত। সুনির্জন
তরুলতা-সমাবেশে রচ নব দেশ
আপন প্রতিভা-বলে। যারে ইচ্ছা লও

ক্রীতদাসী-মাঝে। ভোগ কর—কাজ কর—
সুখে থাকো—ফলাও ফসল। কহি সত্য—
শিবশম্ভু সাক্ষী—দানিব তোমায় মুক্তি—
পার যদি সুফলা করিয়া সর্বভূমি,
অর্জিতে সুবর্ণ শস্যে অর্ধলক্ষ মুদ্রা
দিয়াছি গণিয়া যাহা লভিতে তোমাবে
নৃপতি-দুয়ারে—কহিনু দানিব মুক্তি,
কহি পুনর্বার। তিন সত্য নাহি রাখে
যায় সে নরকে। তিন সত্য করি নাই
ইতিপূর্বে কভু। লভ মুক্তি নিজগুণে।"

দিন যায়, রাত্রি ফিরে, পুনঃ দিন আসে—
হেরিল একদা শিল্পী দূর-চক্রবালে
বলাকা উড়িয়া যায়, শ্বেতপক্ষ মেলি
রবির আলোকে—মেঘমুক্ত শোভাময়
মধ্যাহ্নপ্রখর গগনসম্রাট যবে
ছায়ামুক্ত, দিবা-গৌরী-স্বামী। রাহুকন্যা
নিয়তসঙ্গিনী ছায়া আলোক-প্রেমিকা
অভিসারিণী সে, মিলিতে চাহিছে শ্যামা
মেঘবালা সূর্যতেজে কানন-কুন্তলা।
পুষ্পমাল্য গলে, সুশ্রী সুঠাম যুবতী,
সুহাসিনী অর্ধনগ্না অরণ্য-দুহিতা
ফণিনী মোহিনী মায়া কাজল নয়নে,
নমিল প্রহরী-পদে মধুর হাসিয়া।

ধর্মদত্তা

শার্দূল-শাবকে ধরিয়া শৃঙ্খল-বলে
স্কন্ধদণ্ডে শুকসারী বহিয়া পিঞ্জরে।
ভাস্করে সতর্ক করি নীরব ইঙ্গিতে
সুমধ্যমা নাচিল রমণী সুযৌবনা,
নিতম্ব দুলায়ে। বিমোহি' নয়ন-শরে
বিশাল নায়কে কহিল ছলনাময়ী—
"আসিলাম অন্ন লাগি নূতন রাজত্বে।
মহারাজ কেবা হেথা—যাইব সদনে ;
সুদক্ষা পালিকা, পালিব নৃপতিগৃহে
পশুপক্ষী যত। মরিয়াছে পতি মোর
দাবানল মাঝে। সন্তান-বিহীনা আমি—
নাহিক স্বজন রাখিবে আমারে কেহ
আপন ভবনে।" শৃঙ্খলিত হস্তপদ,
মিহিরকিরণ ভ্রমে সে আয়াসে ধীরে
সুদক্ষ স্থপতি। গৃহ-নির্মাণে নিযুক্ত
হেরুক-নির্দেশে, ঘুরিয়া নির্দেশ দেয়
ক্রীতদাসগণে। একদা অতীতে খ্যাত
সুবিশাল মল্লবীর অনঙ্গমোহন,
মৃদঙ্গবাদক, প্রৌঢ়, হেরুকের প্রিয়
প্রহরী-নায়ক—মৃতদার, নারীলুব্ধ—
সন্তানবিহীন—আসিল অরণ্যে নর
ভূমিলোভে, দুরন্ত সাহসী—। কামাতুর
চাহে নিত্য নবসুখ নবীনা-পূজারী,
নহে ক্রূরমনা অতি। স্থপতি মিহিরে

মান্য করে হেরুক-নির্দেশে। অনভিজ্ঞ
বনোদ্ধারে মল্লবীর—চাহে উপদেশ
মিহিরকিরণ-পাশে নিয়ত আসিয়া
কোমল বচনে। রাজতুল্য সুপুরুষ
মিহিরকিরণ—গৌরতনু, সুগম্ভীর
হেরি কভু ফেলে শ্বাস অনঙ্গমোহন,
রতি-তৃপ্ত নিদ্রালস শয়ন-বিলাসী।
"কোন পাপ করিল এ নর পূর্বজন্মে,
ভোগে দুঃখ শনৈশ্চর-কোপে? পুণ্য মহা
করিনু অতীতে জন্ম-জন্মান্তর কালে,
লভিলাম হেন ভাগ্য কামিনী-কাঞ্চনে!"

খণ্ডশিলা খণ্ড করি ভাঙিতেছে যেথা
ক্রীতদাস-দাসী ঘর্মস্নাত—অতি ক্লান্ত
বুভুক্ষু-প্রহরে, দাঁড়াইল কঙ্কতিকা
ক্ষণেকের তরে সেথা—অপাঙ্গে হেরিয়া
মিহিরকিরণ যায় অদূর কুটিরে।
বাজাইল প্রহরী বিরাম-বিঘোষক
কাংসখণ্ড—ঝনঝনি ধ্বনি বনমাঝে
ছড়ায় সুদূর প্রান্তে পবনে মিশিয়া।
ফিরিল শ্রমিক দাস প্রহরী-তাড়িত
দলে দলে স্নানাহার তরে। দাসী শত
কর্মে রতা রন্ধন-নিপুণা ঢালে অন্ন
ওদনভবনে, শিলাময়-পাত্র-মাঝে,

সুবিপুল সমারোহ। বাণিজ্য-নায়ক, কূট
জনতা-চালক—হস্তিপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে
প্রেরিল তৈজস, অন্ন বিপুল সম্ভার।
অভিজ্ঞ—জানে সে নীতি বসাতে বসতি
জনশূন্য-অরণ্য-মাঝারে। মানবচরিত্রবিৎ
জানে সে জিনিতে জনে অজ্ঞানী মানবে
রাখিতে পিঞ্জরে। দাসভাট—নিশাতৃপ্ত
বাড়িবে পশুর ন্যায় নীরোগ সবল!
"প্রতিগৃহে রেখো ভিন্ন যুগল মিলনে"—
হাসিয়া হেরুক কহে অনঙ্গমোহনে
"আত্মীয় ও অনাত্মীয়ে পার যদি রেখো
ভেদ। চাহি বৃদ্ধি—দ্রুত বৃদ্ধি। ক্রীতদাস
ক্রীতদাসী সমানসংখ্যক কিনিলাম
বহুমূল্যে। সর্পাঘাত, শ্বাপদের ভয়,
ভয়ঙ্কর জ্বর যেথা—আপন ইচ্ছায়
মগধ-কৃষক—মুক্ত ওরা যাবে না'ক
বনদেশে কভু। সাধিনু কত না জনে
কত বর্ষ ধরি! কলিঙ্গ-বিজয়ে আজি
মিলিল এ সুযোগ দুর্লভ। অহর্নিশি
রেখো মনে যাহা বলি—অশেষ যতনে।...
জনতা?—অহো জনতা!-কোথা সে নির্বোধ
আছে কে ভুবনে চাহে না মিলন সুখ
অন্নবস্ত্র কুটিরে আশ্রয়? নাহি ভয়,
সে কারণে। কলিঙ্গনিবাসী কৃষ্ণকায়

নহে আর্য—দাসত্ব মানিবে। আয শুধু
গৌরতনু মিহিরকিরণ, ভয় সেথা—
রাখিও উহারে প্রহরী-বেষ্টিত সদা
সতর্ক দরশে। যুবা মূল্যবান অতি!
হেরিয়াছি সে আশ্চর্য সাধনা তাহার
নিজ চক্ষে! কোথা রাজবল!—ধনবল
কোথা?—ঘোর অরণ্য!—সেথায় নবদেশ
স্বর্ণপ্রসূ গড়িল স্থপতি!—কিনি ধান্য
বিকিনু কলিঙ্গে। ঐন্দ্রজালিক যুবক
সুদক্ষ স্থপতি—শিল্পী সমকক্ষ তার,
হেরি নাই কভু, ভ্রমিনু কত না দেশ—
সুদূর চম্পায়, বলিদ্বীপে—ঘুরিয়াছি
সুদূর গান্ধার ছাড়ি মরুভূমি-মাঝে—
উষ্ট্রপৃষ্ঠে, যবন-রাজত্বে; গিয়াছিনু
কাশ্যপহ্রদের তীরে স্বর্ণকেশী-দেশে—
দেখি নাই ধনহীন সামান্য যুবক—
নাহি রাষ্ট্রবল সাফল্য-পশ্চাতে যার—
আনিল সমান ঋদ্ধি বিজন প্রদেশে
একাকী নায়ক।" ভণিল স্বগতঃ ক্ষণে
হিসাবী বণিক—"তুষিয়াছি মহারাজে
বহুমূল্যে কিনি দাসে।—রুষ্ট চণ্ডাশোক
মিহিরকিরণ প্রতি। ফিরালো কবিরে।
শেষনাথ-সাথে পুণ্ডরীক ফিরিয়াছে
বিফল। কহিল কবি স্বমুখে আমারে।

ধর্মদত্তা

লোক-চক্ষে দানিলাম ক্রীতদাস-ক্রয়ে
অবিশ্বাস্য উচ্চমূল্য। অর্ধলক্ষ মুদ্রা!
উচ্চমূল্য বটে! হাঃ হাঃ—জানে না কেহই
নিগূঢ় কারণে কোন মিহিরকিরণে
কিনিলাম আমি। অর্ধলক্ষ বহু ঊর্ধ্বে
লভিব সুবর্ণ শস্য, অরণ্য-উদ্ধারে,
যথাকালে। অতি উর্বরা অরণ্যভূমি—
যুগযুগান্তরব্যাপী যেন সে অহল্যা—
বুঝিবা অনূঢ়া, ব্রতচারিণী কিশোরী,
পরিণতা পরিণয়ে—হবে সে জননী
স্বর্ণ-প্রসবিণী শ্যামায়িতা বসুন্ধরা,
স্থাপত্য-কৌশলে? যোজন—যোজন ব্যাপ্ত
দিগন্ত বিলীন শস্যে রাজত্ব আমার!
কিবা জানি ভাগ্যলিপি!—নাহি যদি মিলে
মগধের সিংহাসন—হইব সম্রাট
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে—হিমালয়-পাদদেশে,
সুকৌশলে লোকালয় গড়ি।—রাজ্ঞী মোর
হইবে রমণী রূপবতী ধর্মদত্তা
কুশল-তনয়া।—আসিবে সে কালক্রমে
সুযৌবনা আমার কবলে। পক্ষী যেথা
আবদ্ধ পিঞ্জরে—পাক্ষণী আসিবে উড়ি
একদা নিশ্চিত। আরো এক সৌভাগ্যের
রহে সম্ভাবনা—কলিঙ্গের রাজকোষ
সিন্ধুজলে লুকালো স্থপতি—শুনিয়াছি

শঙ্খপাণি-পাশে—না করি সংশয় তাহে।
কহে না স্থপতি মোরে—কহিবে দত্তারে—
জানিব গোপন তথ্য এক দিন আমি।—
আসিবে সে একদিন—রবে না যেদিন
ধরামাঝে মিহিরাকিরণ—শঙ্খীবিষে
অনন্ত তিমিরে লীন ঘুমাবে স্থপতি,
সেইদিন—মধুময়!—যাপিব যামিনী।
জানি সে সন্ধান—বিসূচিকা—বিসূচিকা!
শঙ্খপাণি-যোগ!—জানিবে না ধর্মদত্তা
নিহন্তা আমারে—জিনিব তাহারে ধ্রুব—
নর্তকী রমণী যেবা নহে কি কামুকী?
পরিবে বিধবা-বেশ—জানি মোহ তার
স্থপতির লাগি—কিন্তু সবলা যুবতী
দেহ-ধর্মে যথাকালে, বরিবে আমারে
পরমা রূপসী নারী—রাখিব যতনে—
ভবন-কামিনী মোর কুনেত্রা কুদতী,
স্থূলাঙ্গিনী সুবিপুলা—বাতপঙ্গু নারী—
কেন বা সৃজিল দেব কুরূপা কামিনী?…"

সুঠাম যুবতী কিরাতিনী কঙ্কতিকা—
অনঙ্গমোহনে জিনি প্রহরী সকলে
মজাইল যৌবনতরঙ্গে। সুচিত্রিতা
ভুজঙ্গিনী যথা অপরূপা তুলি শির

আসে তৃণদলমাঝে—কজ্জলিতাক্ষী সে
ব্যাঘ্রাজিনা—ললামমূরতি —কৃষ্ণনিশি
মধুচন্দ্রিকা সে, রজনী-ছায়ায় আসে
চম্পক-সৌরভে—পেলবপরশতনু
নীরব চরণে। অলকে কুসুম শোভা
পীনদ্ধযৌবনা—চঞ্চল প্রহরী সবে
তাহারে হেরিয়া। ক্ষণে ক্ষণে কঙ্কতিকা
আসে ছলে মিহিরকিরণ-পাশে। কোথা
সুযোগ কহিবে সুগোপনে? দিবানিশা
প্রহরী-বেষ্টিত শিল্পী। সুদৃঢ় ভবনে
নয়নে নয়ন রাখি—নিয়ত সতর্ক
দ্বাদশ প্রহরী জাগে নিশীথপ্রহরে
সুলৌহ-দুয়ারে। "অর্ধলক্ষে কিনিয়াছি
দাসভাট," কহিল হেরুক যাত্রাকালে,
"সাবধান, অতি ভয়ঙ্কর দাস ওই
কলিঙ্গ-স্থপতি! সমগ্র মগধসেনা,
অশ্ব-গজ-রথবল সমর-সম্ভার
ব্যর্থ বারেবারে ফিরিয়াছে বিপর্যস্ত
কলিঙ্গ-দুয়ারে। যুবা অতি সুনিপুণ
সমর-নায়ক। নহে সে স্থপতি, শিল্পী,
বহুগুণী কলাকার শুধু। ব্যাঘ্রসম
ক্ষিপ্রগতি জনতা-চালক। সাবধান!
নহ তুমি অতিক্রূর—জানি সে তোমায়—
সত্য বটে মল্লবীর মগধে বিখ্যাত—

তবু কহি মৃদঙ্গবাদক—শিল্পী-মন
যেথা তব—কোন ছলে জিনিবে তোমারে
কেবা জানে সে ঐন্দ্রজালিক জাদুকর
মন্ত্রবলে বলী! সাবধান!—নহে মাত্র
অর্ধলক্ষমুদ্রা-নাশ।—নাশিবে তোমারে
সদলে অরণ্যে। বিশ সহস্র যেথায়
কলিঙ্গনিবাসী—নিমেষের ভ্রমে জেনো
ঘটিবে অনর্থ মহা—নাহি প্রতিকার
যার। বহুদূর দেশ—রাজবল ক্ষীণ
সেথা—কেবা জানে—খণ্ড খণ্ড কার তোমা
লুকাবে অরণ্যে হিমালয়ে। নহে শান্ত
প্রান্তদেশ। লভিবে লিচ্ছবি-সহযোগ,
রণিবে মগধ সাথে। গিরিপথে পথে,
নিবিড় অটবী—কুহেলি-মাঝারে ক্ষিপ্র
সহসা লুণ্ঠিবে বণিক-বাণিজ্যদ্রব্য
নগরে—বন্দরে। অতর্কিত অভিযানে।
নিশা অন্ধকারে সুতীব্র বিজলীবেগ—
দক্ষ অশ্বারোহী - কলিঙ্গনিবাসী সবে
কঠোরসহিষ্ণু, সাবধান! কহি পুনঃ—
মনে রেখো, কভু ভীত নহে মিথ্যা ভয়ে
নায়ক হেরুক যেবা কলিঙ্গ-বিজয়ী।"

বলবান মল্লবীর মৃদঙ্গবাদক,
নৃত্যে মুগ্ধ প্রৌঢ়, মজিল রমণীরূপে

অনঙ্গমোহন—বন্য যথা সঙ্গসুখে
পালিত-করিণী-লুব্ধ বিপিনে বারণ
পশিয়া বেষ্টনে ধায় অবোধ প্রমোদী।
বারে বারে ফিরাইল প্রহরী-নায়কে
ভ্রূভঙ্গ-কুশলা। কপট প্রকোপে কহে
কঙ্কতিকা—"শত আঁখি চারিদিকে হেথা
জনপথ,—সেথা গৃহ তব কারাগার
প্রহরী-বেষ্টিত :—পরিচিত ওরা সবে
আসে নিত্য, অবসর-ক্ষণে মোর গৃহে,
দেখিবে আমারে।" ঈষৎ হাসিয়া বলে
অনঙ্গমোহন—"তবে চল যাই মোরা
সেথা বনে পিয়াল-নিকুঞ্জে।" "নাহি সুখ
কণ্টক-কঙ্করময় নিকুঞ্জ-শয়নে।
কেবা জানে কোন কোণে রহে ব্যাঘ্র সর্প—
দন্তাল শূকর—লোমশ ভল্লুক আদি
ক্ষুধিত শ্বাপদ! দানিব পরাণ শেষে
প্রণয়-পিয়াসে—হেন প্রেমে নাহি ক্ষুধা—
যাও যাও—নিদ্রা যাও ভবনে ফিরিয়া!
রচিতে রন্ধন-গৃহ প্রাণান্ত আয়াসে
আহরিনু তরুশাখা বেতস-বল্লরী,
শ্রান্ত আমি—যাও যাও—ভবনে ফিরিয়া—
কহিলে কত না শূন্য প্রণয়-বচন—
সুধাময়ি! কঙ্কতিকে!—শয়নে স্বপনে
তুমি মোর প্রাণেশ্বরী—আহা মরি মরি!—

রচিবে স্থপতি বন্দী তোমার লাগিয়া
সুন্দর ভবন এক আমার আদেশে—
পদ্ম-লাল পেলব পাষাণে ?—জানি জানি
পুরুষ-ছলনা !—দলিতে কুসুমকলি
ভ্রমর-বিলাস, দলিয়া উড়িয়া যায়
মিটিলে তিয়াস !" হাসিয়া অনঙ্গ কহে,
"ভ্রমর কভু বা মরে কুসুমে পশিয়া ।"
ছলনাময়ীর ছলনায় কামোন্মাদ
বিভ্রান্ত নায়ক—একত্র নিবাসী গৃহে
শিল্পী সাথে ভিন্ন কক্ষে—ভুলি সতর্কতা,
মুক্তি দিল প্রহরী সকলে নিশাক্ষণে ।
রাখি চক্ষে কারাগারদ্বার—চাহে তৃপ্তি
একাকী প্রহরী । কহে কঙ্কা—"বন্দী যুবা
নিদ্রাহীন—চাহ প্রেম উহার সুমুখে—
স্থূলবুদ্ধি স্থূলকায় !…" মতিচ্ছন্ন, নাহি শঙ্কা
পতিহীনা বন্ধ্যা নারী ছলিবে তাহারে
নিজদেহ দানি কভু বন্দীর উদ্ধারে—
চলিল কামিনী সাথে কামনা-শয়নে
নিজ কক্ষে অনঙ্গ-পূজারী । বিমোহিত
মল্লবীর—প্রতারিত—অতনু-জর্জর ।
ফুল্ল অলি এক সুদুর্লভ পুষ্পে হেরি
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পে পশি ঢলিল প্রণয়ী,
দলিত-কুসুমমোহে পরাগবিহ্বল ।
প্রমত্ত গুঞ্জন স্তব্ধ গভীর নিশীথে

উঠিল রমণী—ছায়ামূর্তি বিবসনা
বেদনা-কাতর-তনু বহিয়া নীরবে,
ঢাকিল অজিনে তার নারী-অঙ্গলাজ।
প্রগাঢ় নিদ্রায় নর অচেতনপ্রায়
ঘুমায় নায়ক যবে—নাসারন্ধ্রে ধ্বনি—
খুঁজি কটিদেশ—লভি' বন্ধনী-মোচন—
সঞ্চারিণী শব্দহীনা খুলিল দুয়ার
সন্তর্পণে। কৃষ্ণা কঙ্কতিকা নিশা সম
মিলিয়া আঁধারে বর্ণে- বক্ষ দুরু দুরু—
পশিল মিহির-কক্ষে তিমিরে রূপসী।
আলিঙ্গিয়া বিস্মিত ভাস্করে—কিরাতিনী
আচম্বিতে আঁকি দেয় অধর-চুম্বনে
নীরব নিষেধ। কহে নিম্নে—"চুপ্ চুপ্—
শীঘ্র যাও নদীতীরে দেবদারুবনে।
পথ-মাঝে রাখিয়াছি লৌহদণ্ড এক
হেরিবে সহজে—লক্ষ তারা দীপ্তিময়
গগন-আলোকে। পত্র-ছায়া শেষ সেথা,
বহিছে নির্ঝর কলরবে, নদীস্রোতে
ঝাঁপি। ভাঙো লৌহবেড় চরণে শৃঙ্খল
লৌহদণ্ড লয়ে। বাহুবেড় খুলিয়াছি—
খোলে না কেন যে চরণে শৃঙ্খল, নাহি
জানি। ভিন্ন উন্মোচনী কোথা হেরিলাম
প্রহরীর পাশে!—যাও যাও—শীঘ্র যাও—
আসিব অগোণে আমি—মিলিব সেথায়।

ভুলাইব প্রহরী-নায়কে, জাগে যদি
অকস্মাৎ—কেবা জানে দ্বাদশ প্রহরী
কোন ক্ষণে আসিবে ফিরিয়া—শীঘ্র যাও।—
মুহূর্ত-বিলম্বে হেথা ঘটিবে প্রমাদ।…"

অমা-অন্ধকারে চলিল ভাস্কর বেগে -
চরণে শৃঙ্খল। লৌহবেড় ঝনংকারে
জাগিল চমকি নিদ্রাভঙ্গে সবিস্ময়ে
অনঙ্গমোহন। ভুলাইতে চাহে পুন
কঙ্কতিকা প্রহরীনায়কে।—"নিদ্রাহীন
ক্রীতদাস ঘোরে নিজ কক্ষে—নাহি ভয়।"
জড়াইয়া নর-অঙ্গ নগ্না—আশঙ্কিতা
চাহে পুন কোমল পরশে বিমোহিতে
অনঙ্গমোহনে স্মর-গরল-হরষে।
ব্যর্থ সে প্রয়াস!—শুনিয়া স্বকর্ণে ধ্বনি—
কারাগার ত্যজি চলেছে সুদূরে রব—
শৃঙ্খল-ঝঙ্কার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
মিলায় পবনে শেষে—ঝাপটি সবেগে
আসঙ্গকামনা-বেড়—উঠিল নায়ক।
নিমেষে জ্বলিল বহ্নি আঁধারনয়নে—
ব্যাঘ্রী কোথা ভয়ঙ্করী নিবিড় অরণ্যে—
শম্পা কোথা তুরঙ্গমা ঝটিকা গগনে?—
সেথা তরবারি অরক্ষিত গৃহকোণে!—
দংশিল নায়ক-পৃষ্ঠে আহতা ফণিনী।

অস্ফুট কাতরধ্বনি, ঝরিল শোণিত,
প্লাবিল ধরণীধূলি! গভীর নিশীথে
বিজন ভবনে শুনিল না কেহ রব—
ঘুমায় প্রহরীদল আপন শয়নে।

[ঊনবিংশ সর্গ শেষ]

ত্রিংশ সর্গ

[ক্ষমা কর রূপবতি!]

নিশিদিন ধরি চলে বনে নরনারী
দুইজনে। ধায় বেগে শার্দূলশাবক
পালিত কুক্কুর যথা শৃঙ্খল-নিরুদ্ধ
ধায় অগ্রে বিলাসীভ্রমণে। চাহে বন্য
বনান্ধ উল্লাসে শৃঙ্খলবন্ধন টুটি
মৃগয়া বিনাশ। হরিণ-হরিণীদল
তৃণভোজী পলায় চকিত, বায়ুবেগ,
সু-ঊর্ধ্বে ঝাঁপিয়া ; শাখামৃগ তরুশাখে
সুপক্ক জম্বুরী তুলি নাচিছে সহর্ষে,
কদলীগ্রহীতা কেহ, নিষাদ-নিকুঞ্জে ;
শশক সজারু ভীরু পশিছে বিবরে ;
বন্যমোরগের দল ঝটপটে ত্রাসে,
উড়িয়া ক্ষণেক দূর বেণুবনমাঝে—
ভূমিচর, মৃত্তিকাবিহগ। বহে বায়ু
হিমাদ্র শীতল, গিরিশৃঙ্গ-প্রতিহত
বিফল নিঃশ্বাসে—সুনীল সাগর-সুত
দূরচারী পারে না লঙ্ঘিতে হিমাদ্রির
সুবিশাল সুদৃঢ় প্রাচীর। কহে শিল্পী,
"কিবা প্রয়োজনে রাখো শার্দূল-শাবকে
হিংস্র জন্তু? বাড়িছে সবল—কিবা জানি

কোন ক্ষণে বধিবে তোমারে।” “নাহি, ভয়—
বধিনু জননী যার, পালিনু যতনে—
শাবক আমার বাধ্য—জানে সে আমারে
তাহার জননী।”—কঙ্কতিকা কহে হাসি
মধুর কটাক্ষে। সশঙ্ক মিহির ভণে,
“শার্দূল তরুণ এবে সুতীব্রনয়ন!—
ত্যজে কভু বন্য পশু আপন স্বভাব?”
“ত্যজ শঙ্কা, নাহি ভয়—ডরি না মরণ—
জানি সে অরণ্য-রীতি, শাসিব শাবকে—
বন্যা আমি বন্যের জননী।”—স্মিতাননা
কহে পুন কঙ্কতিকা, সুদতী শোভনা,
হাসি মৃদু মৃদু—“মিলিলে শাবক অন্য
ত্যজিব উহারে।” “শাবক—শাবক অন্য?”—
জিজ্ঞাসে মিহির। এলাইয়া চারুতনু
নির্ঝরিণীপাশে কহিল রমণী ধীরে
মধুর আলসে—“নির্বোধ পুরুষ তুমি
বালক অধম।” কাঁপে ধর্মদত্তা-স্বামী
পুনরায়।—পুনরায় যৌবন-সৈকতে
শোনে সে কল্লোল মধুরসঙ্গীতময়।

খর প্রভাকরে তাপিত বনানীবুক:
আকণ্ঠ তৃষিতা নারী, হেরিয়া সলিল
পর্বতনির্ঝরে—চাহে সে প্রকৃতিসমা—
শূন্য পাত্র পূর্ণ করি মিটাতে তিয়াস

প্রণয়ে, প্রবাহে। হেরিছে ভাস্কর মৌন
মূরতি-সাধক কুহেলি রহস্যে ঢাকা
সিত-স্বর্গধাম সেথা স্মরারি-আলয়,
চিরশান্ত হিয়া তুষার-সম্রাট গিরি,
একদা উন্মাদ দাহে কামনা-জর্জর,
নিয়ত বন্দনা গাহে হিমল প্রবাহে
উদাত্ত গম্ভীর গীতি বাসনা-নির্বাণ—।...
"চল ঊর্ধ্বে"—কহে জয়ী স্মরারি-পূজারী।
নিরুদ্দেশ অভিযাত্রা—চলে বরনারী
ঊর্ধ্বে, হিমালয়-পথে। মনোহর স্থান—
সুবর্ণ গুহায় আসি থামিল তাহারা
নিশাবাস তরে। কিরাতিনী কঙ্কতিকা
আনন্দে উচ্ছল প্রাণ অরণ্যদুহিতা—
যেন বা[illegible]বন তার, সাজায়ে গুহায়,
শৃঙ্খলিত বাঁধিয়া শাবকে শিলাখণ্ডে,
বিশুষ্ক শূকর-মাংস রাঁধিল অনার্যা
সুদক্ষা কামিনী। দানিয়া শাবকে অংশ
নিশাহার সারি, কহিল সে প্রণয়িনী
"আজি মধু-যামিনী যাপিব তোমা সাথে
সন্তান-কামনা আশে। মোদের তনয়—
হবে সে সবলতনু, অরণ্য-সম্রাট,
জিনিবে মগধ শেষে কিরাত-নায়ক।...
নৃপতি সে চন্দ্রগুপ্ত পিতামহ মম।"
"চন্দ্রগুপ্ত ?—চন্দ্রগুপ্ত পিতামহ তব ?

এ কী অবিশ্বাস্য কাহিনী ! সম্রাট-পৌত্রী
তুমি ?'' "জন্ম মম রাজরক্তে—রাজপৌত্রী
আমি''—সমুন্নত গ্রীবা হেলায়ে কহিল
নারী, "বলি নাই এতদিন, ছিল বাধা,—
দ্বিধা মনে।" "জন্মকথা কহিতে আমারে ?"—
জিজ্ঞাসে মিহির, সবিস্ময়ে। গাঢ়স্বরে
মিহিরে জড়ায় গলে বলিল রমণী—
"ছিনু প্রতীক্ষায় লভিব তোমারে স্বামী
নিজগুণে আমি। সে আশা বিফল হ'ল
দাবানলদাহে।—আর তো আসেনি যোগ—
কহিব কেমনে ? নহি অনার্য শোণিতে
পিতৃকুলে। পিতা মোর চন্দ্রগুপ্ত-সুত,
হেলেনার সখী—রুমেলার গর্ভে জাত।
মহাকূট চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রী সে-ব্রাহ্মণ
কৌটিল্য নির্দেশে--নিবিড় অরণ্যে ত্যক্ত
পরিচয়হীন শিশু—জনক আমার।
শ্বাপদের গ্রাস হতে ত্রাণিল তাহারে
দৈবক্রমে নিষাদ কালক। উলুপীর
পিতা, বৃদ্ধ—মাতামহ মম। ব্যাধগৃহে
জন্মিনু উলুপীক্রোড়ে সুকর্ণ-ঔরসে।
সুকৃষ্ণা উলুপী মাতা—আমিও সুকৃষ্ণা—
কহে লোক—শুনিয়াছি, নহিক কুরূপা—
কিবা জানি অভিমত তব ? আর্যদেহী
রাজেন্দ্রসদৃশ তুমি অতি-গৌরতনু।"

মিহিরকিরণ কহে, "নহ রূপহীনা—
কহ তারপর ?" চাহি ক্ষণকাল স্থির—
গভীর নয়নে নিরখি মিহিরে, কহে
কঙ্কতিকা—"আমা হতে অধিক সুন্দরী
নহে কিবা হারীত-জননী ?" শিল্পী ভণে
বিব্রত, "সেকথা থাক্। জীবিত নহেক
যারা ধরামাঝে আর—কেন কঙ্কতিকা !—
জাগাও পূর্বের স্মৃতি আজিকার দিনে ?
হেথায় অরণ্যে শুধু দুইজন মোরা—
নাহি কেহ আর—মুক্তিদাত্রী সাহসিকা
সুদুর্লভা তুমি, বলো বীরবালা—বলো
তারপর ?"

বলি যায় কাহিনী রমণী—
"আর্যদেহী নর, গৌরতনু—সিংহসম
বলবান—পিতা সে আমার। রাখিলেন
মাতামহ সুকর্ণ তাহার নাম। রহি
এক সাথে, একগৃহে—যুক্ত প্রাণমন—
শৈশবের সাথী, কিশোর কিশোরী, ঘুরি
বনে বনে, মঞ্জুল যৌবনে। জন্মিলাম
যবে জননীর ক্রোড়ে, বাঁধিল পিতারে
ছলে বিন্দুসার-দূতী। বিষকন্যা এক
পরমা রূপসী ভুলাইল যুবা-মন
বিদিশা-অটবী মাঝে, নাশিল অকালে।
মৃগয়া-বিহারে আসি হেরিয়া পিতারে,

আকৃতি-প্রকৃতি-বর্ণে চন্দ্রগুপ্ত-ছবি—
পিতারে বধিল বিনা দোষে বিন্দুসার !”

“সিংহাসন প্রশ্ন যেথা রাজনীতি ক্রূর—
কহ তারপর—?” “বাঁচিয়াছি ভাগ্যযোগে
বনচর মাতামহ কালক-সাহসে।”
ভেদিয়া প্রহরা-জাল নিশীথ আঁধারে,
লইল আমারে দূরে, কলিঙ্গ-সীমান্তে
নিবিড় অরণ্যে। সেথা রাজা নাহি কেহ,
সুদূর যোজন-ব্যাপী বিস্তৃত বিশাল—
সে অরণ্যে বাঁচিলাম মোরা। শুনিয়াছি
জন্মকথা জননীর মুখে—মৃত্যুমুখে
কহিল আমারে। কিবা বুঝি রাজনীতি—
মাতামহ মৃত মোর, নাহি কেহ আর,
একাকিনী আমি—শুধু স্মৃতি সে প্রখর,
ভুলি নাই কোনো কথা আজিও মানসে।—
স্মরি আমি জনকেরে—দেখি নাই যারে
জ্ঞানচক্ষে কভু—শুনিনু জননীমুখে
সে-কাহিনী একদা সন্ধ্যায়। অন্ধকার
ঘোর—যবে শেষ শ্বাস ত্যজিল জননী—
আসিল ক্রান্তক—যুবা প্রাতিবেশী ব্যাধ
আমার আলয়ে। সে কালে ছিল সে নর
সহৃদয়—কিবা জানি— ?—প্রেত-আত্মা-ভয়ে
অবোধ বালিকা ভুলিনু আশ্বাসে তার,

বরিনু তাহারে—হায়! মজিনু জীবনে!
যেথা আসমুদ্রমেখলা-ধরণী-স্বামী
পিতামহ মোর—কাটাই জীবন আমি
বিজনে দারিদ্র্যে!—বিদ্যাহীনা, স্বামীহীনা—
পুত্রহীনা। চাহে মন জানিতে বারতা
নিগূঢ় এ জগতের—জানিয়াছে যাহা
ধর্মদত্তা। 'কর মোরে মানস-সঙ্গিনী!—
কামনা! কামনা!—সে যে মোর সীমাহীন
দিগন্তপ্রসারী!—চাহি যে ভবন মোর—
চাহি স্বামী, চাহি পুত্র, চাহি ছত্রচ্ছায়া
পৌরুষের!—চাহি আমি সম্পূর্ণ সম্পদ্
রমণীবিকাশ শ্রেষ্ঠ তোমারে বরিয়া!
এবে নাহি বাধা আর কহিল ব্রাহ্মণ
অরণ্যে পূজারী।—পুত্রহীনা যেবা নারী
পতির ক্লীবত্বে—নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত
কিবা যার পতি—আছে—আছে মুক্তি তার
শাস্ত্রের বিধানে।—বরিতে নূতন স্বামী
আর্য-পরিণয়ে।...যেদিন প্রথম আমি
হেরিনু তোমায়—সেই দিন, সেইক্ষণে
ছিনু ভুজঙ্গিনী—তীব্রজ্বালা দেহে মনে—
অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার—নাহি কোনো
জ্যোতি-রেখা নয়নে আমার—তুমি এলে
জাদুকর, বাজালে বাঁশরী।—কোথা বিষ—
কোথা জ্বালা!—সুধাস্রোতে ভাসিনু অকূলে

অমিয়-হরষে !···নাহি কি স্মরণে তব ?—
ছলিতে তোমায় ছলিনু নিজেরে আমি ?—
লইলে আমারে তুলি ছলনায় ভুলি ?
বাহুমাঝে আসঙ্গ মধুর– ভুলি নাই—
ভুলিব না কভু। কোথা তুমি প্রিয়তম
খুঁজি আমি।—খুঁজিয়াছি তোমা দীর্ঘদিন,
পথে পথে ঘুরি একা।—পথের বিপদ
লয়ে শিরে নগরে, অরণ্যে।—রণক্ষেত্রে
আহতের মাঝে। কোথা তুমি ? ভাবি আমি
কেবা মৃত সেথা ?—নিহত নায়কে হেরি
দূর হতে, ভ্রান্তিবশে। বিষপান করি,
অগ্নিদাহ বরি—অশোক-সৈনিক শত
নাশিয়া সমরে জুড়াইব তীব্র শোক
বিরহ-অনল—ভাবিয়াছি কতবার
উন্মাদিনী-প্রায়। কভু উল্লসিত প্রাণ
রচিয়াছি স্বর্গনীড় তরুতলে বসি
আনমনে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলি। প্রিয়তম
বুঝি এল ওই—ভাবিয়া ছুটিয়া যাই
সরসীকিনারে শশাঙ্ক-আলোকে কভু
স্বপ্নমাঝে জাগি। দূর গ্রামে একাকিনী
লোকচক্ষু অন্তরালে শ্রান্তিভরে যবে
খুঁজি শয্যা তৃণমঞ্চে দুর্জনের ভয়ে—
বারবার জাগে মনে স্মৃতিশিহরণ
রজনীর। ব্যর্থ অভিসার।—তবু সে কী

সুধাময়-স্মৃতি—পরশবিহীন মোরা
মানব-মানবী চাহি দুইজনে মিলি
রচিতে সুখের নীড়! কেন বিধি বাম
হায়, যেথা তনুমন কাঁপে উভয়ের—
অধীর হৃদয়ানন্দে, সর্ব লাজ ত্যজি!"

প্রণমিল কঙ্কতিকা ভাস্কর-চরণে
অরণ্য-কুসুমমালা পরাইয়া গলে
কুসুম-শোভিনী। ঘনালো রজনী ক্রমে
লক্ষ কোটি তারকার হাসি উর্ধ্বনভে,
জ্বলিছে জোনাকী নিম্নে বাহিরে আঁধারে,
রমণী-নয়নে। "কিরাতিনী কঙ্কতিকা,
ক্রান্তক-ঘরণী—সে নহে সে নহে মোর
সত্য পরিচয়। নহিকু অযোগ্যা তব—
রাজবংশজাতা আমি, চন্দ্রগুপ্ত-পৌত্রী—
হৃদয়ের মাল্য লও—প্রণাম তোমায়।..."

পলে পলে পুনরায়, পোহায় প্রহর
বিজন গুহায়। বিফলযৌবনা চাহে
অজেয় যৌবনে। দাহক্ষত দ্যুতিক্ষয়
নিষ্ঠুর পীড়নে অবসন্ন তনু তার
অতিশ্রান্তি-ভরে ঘুমায় ভাস্কর কিবা
রজনীর স্নেহে? রজনী সে স্নেহময়ী
ভাস্কর-বান্ধবী নিভায় মিহির-বুকে

চেতনার জ্বালা ক্ষণতরে সুপ্তিক্রোড়ে।
হায় চেতনার জ্বালা—সূর্য-শোকানল!
লাভাস্রোত বিকীর্ণ গলিত ব্যোমপিণ্ডে
প্রচণ্ড সে সৃষ্টিদাহ!—অনাদি উচ্ছ্বাস—
দেবতা মানবে দহে অনন্ত প্রণয়ে
অনির্বাণ! মহাশূন্যে কোথা বা নির্বাণ?
তামস বলয়গ্রাসে তপন তাপস
জিনে কি তিমিরে? নয়ন সুমুখে উষা
গহ্বর আঁধার ঊর্ধ্বে হাসে সুহাসিনী
সুনীলবসনা। মিলাইল পুণ্যজ্যোতি
দিব্যবিভা কনকবরণা। "ধর্মদত্তা—
ধর্মদত্তা—কোথা যাও আমারে ত্যজিয়া?"—
নিদ্রামাঝে ফুকারে মিহির। নিদ্রাভঙ্গে
বসিল শয়নে শিল্পী লাজনত শিরে।

মৃদু হাসি কহে কঙ্কা, "কোথা ধর্মদত্তা?
লইনু তোমার শির আপনার ক্রোড়ে
সারা নিশা জাগি। ঘুমাও অঘোরে তুমি
নাহি দাও সাড়া।—আসিল ভুজঙ্গ এক
হরিতে পরাণ তব রজনী-আঁধারে,
বধিয়াছি তারে।" বিস্মিত ভাস্কর কহে
বিস্ফারিত-আঁখি—"বধিয়াছ তারে তুমি!"
"বধিয়াছি তারে আমি, নহি আনমনা।
হের ওই বিসর্পিত বিষধর সেথা

গুহাগাত্রে রহে মৃত বদন মেলিয়া।”
“কালসর্প হেরি ভয়ঙ্কর বিষধর!”—
নিকটে আসিয়া নিরখি যতনে, কহে
শিল্পী—“নাশিয়াছ কুঠার আঘাতে?” হাসে
কঙ্কতিকা—“নাশি নাই বিষধরে শুধু,
তাড়াইনু পশুরাজে মশালপাবকে।
হুঙ্কারে গহ্বরমুখে পাষাণনিরোধে—
ভাঙে না তোমার নিদ্রা—বিচিত্র মানুষ!”

“শুনিনু হুঙ্কার, ভাবি স্বপন মাঝারে,
ঘুমাই অঘোরে আমি অতিশ্রান্ততনু।
রণক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ে—অবসন্ন আমি—
পূর্বস্বাস্থ্য নাহি আর—নাহি বল দেহে।”—
প্রকাশ্যে কহিল শিল্পী, নারীর বেদনা
বুঝিয়া নয়নে। অবমানিতা মানিনী
চাহিল যে লুকাতে কাহিনী—শিল্পী-দৃষ্টি
পারে না ছলিতে। নিজমনে কহে নর—
“ক্ষম মোরে রূপবতি! মহাকাল-কন্যা
তুমি অপরূপা!—নহি আমি যোগ্য তব—
প্রণয়ে, মিলনে। মনে হয় তুমি যেন
অনাদি তমিস্রা!—গতি-ছন্দে তালে তালে
তব দেহ-কূলে নাচে অনন্ত সে তৃষা
মহাসমুদ্রের, হায়!—নাহি তৃপ্তি যার।—…
ক্ষমা কর—ক্ষম মোরে তিমির-রূপসি!”

ধর্মদত্তা

অরণ্যকুসুমগুচ্ছ তুলিয়া যতনে
দানিল রমণী-করে কৃতজ্ঞ মানব
ক্ষুদ্র উপহার। পরিয়া কুসুমকলি
নিবিড় অলকে, সুনেত্রা ফিরিয়া চাহে
ভাস্কর-নয়নে। "কোথা তুমি নিলে মোরে
হৃদয়মাঝারে? ভুলিয়াছ কোথা তুমি
ধর্মদত্তা-স্মৃতি? হারীত—হারীত মৃত—
আসিত হারীত-ঊর্ধ্বে বীরেন্দ্রকিশোর।—"
কহিতে পারে কি সকল মনের কথা
নিজ মুখে নারী?—প্রিয় পুরুষের কাছে?
ক্লিষ্টমুখ ঘুরাইল ব্যর্থ প্রণয়িনী—
স্বভাবসরমে। ঝরিল গোপন অশ্রু
রমণী-নয়ন বাহি, নীরব লগনে।

পুনঃ পথে চলে শিল্পী মিহিরকিরণ
মৌন। সমাহিত ধীর, যেন সে পুরুষ
প্রকৃতির সাথে চলেছে অনন্ত কাল
ধরি—দূর অভিসারে—উদ্দেশ্যবিহীন,
শ্রান্তিহীন। ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে সুবন্ধুর
গিরিপথে—সীমাহীন তরুর বিস্তারে
যেথা মেঘ নিত্য ঝরে, আকণ্ঠ হরষে
ধরণী উদ্বেলবাহু মৃদঙ্গবাদক
বেগবতী-স্রোতে—মিটাতে প্রান্তর তৃষা,
বনে বনে বাজায়ে বাঁশরী। দিন যায়,

রাত্রি আসে, কভু বা গহ্বরে, বৃক্ষশাখে
কোথাও কোটরে রহি—মানবমানবী
যাপে নিশাক্ষণ, স্নান করে বারিস্রোতে,
মূল তোলে তরুতলে পাষাণফলকে
খননী রচিয়া। সৃজনকুশল শিল্পী—
গলায়ে শৃঙ্খলখণ্ড, গড়িয়া কুঠার,
ধনুক সায়ক আদি জৈব প্রয়োজনে—
পশু পক্ষী মধু মৎস্যে, তরুমূলে কভু
মিটায় জঠর-জ্বালা—আরণ্যক যথা
আদিম কিরাত ভ্রমে কিরাতিনী সাথে
প্রান্তর-পর্বতচারী অটবী-দুলাল।
হিমার্ত নিশীথে কভু শিহরিয়া ক্ষণে
তনু থরথর—নিদ্রামাঝে অচেতন,
যুবতীরে জড়ায় যুবক বাহুডোরে,
অর্ধাবৃত পথিক-শয়নে। "এত কাছে—
এত দূ—রে!"—ভাবে নারী নীরব বিস্ময়ে,
অঙ্গস্পর্শে, নিদ্রাভঙ্গে—সহসা জাগিয়া—
"কি বিচিত্র! বক্ষোলগ্ন মোর!—নিদ্রা যায়
তবু নর? পরম নিশ্চিন্তে?—কোথা ক্ষুধা
যৌবনের?—দেহমাঝে নাহি কি চেতনা?..."

উপল-বিকীর্ণ পথে ফিরিতে একদা,
আকস্মিক কাতর বিলাপে, কঙ্কতিকা
লুটালো ভূতলে সংজ্ঞাহীনা। হাহাকার

করে শিল্পী চকিতে ফিরিয়া। হতবোধ—
লইল নারীরে ক্রোড়ে সযতনে তুলি—
সমুদ্বিগ্ন, ব্যথিত বিহ্বল। ক্ষণপরে
স্নেহের কোমল স্পর্শে জাগিল রমণী,
করুণ হাসিয়া কহিল সে ক্ষীণস্বরে—
"কালকূটবিষ দেহে—নাহি প্রতিকার।"
অনভিজ্ঞ শিল্পী চাহে চারিদিকে,
সবিস্ময়ে, "কোথা সর্প কালকূট হেথা—
সু-উচ্চ প্রদেশে হিমালয়ে?—কোথা ক্ষত?—
দেখাও আমারে।" বিস্মিত ভাস্কর অতি,
নাহি বুঝে রমণীর গোপন ইঙ্গিত!
প্রহরীনায়ক-বীর্যে সন্তানসম্ভবা
দিয়াছে ভাস্করে মুক্তি, নিজেরে জড়ায়ে—
হায় সুযৌবনা নারী!—যাহারে বধিল
সে নিষ্ঠুরা ভয়ঙ্করী, বিজলীসমান—
তাহারি কামনাচিহ্ন ধরিয়া ধারিণী
যুবতী জননীতনু প্রকৃতি-বন্ধনে!
করপুটে লুকায়ে আনন—কঙ্কতিকা
কহে—"নিদারুণ লাজ, একি পরিহাস!
চল নিম্নে ফিরি।—ওষধি মিলিবে সেথা
হেরিয়াছি পথে—নাশিব অজাত ভ্রূণে
ওষধি সহায়। ঘৃণা কর তুমি মোরে,
বুঝিনু নয়নে। বুলায়ে কোমল কর
রমণীর শিরে, চুমিয়া বিবর্ণ গণ্ড

স্নেহের পরশে মিহিরকিরণ কহে—
"আমি রূপমুগ্ধ রূপকার। শ্রদ্ধাভরে
হেরি তব রূপ—ঘৃণা কোথা ? ভ্রম তব—
আমার নয়নে হের অপার বিস্ময়,
গভীর বেদনা। ভাবি আমি নিজ মনে—
হায়রে আদিম অন্ধ প্রকৃতি-বাসনা!—
কোথা শিশু আকাঙ্ক্ষিত লভে সে মেদিনী ?
অঙ্কুর জনকে নাশি ধরিত্রী শ্যামলী
কেমনে বহিবে ভার—কোথা স্নেহ মনে ?"
"তুমি বহু ঊর্ধ্বে মোর"—কহে কঙ্কতিকা,
বুঝি না তোমারে আমি, সুগম্ভীর তুমি—
নিয়ত বিষণ্ণ—হেরি তোমা ধ্যানমৌন
বিরাগী সন্ন্যাসী। বাক্যে তব অর্থ কিবা
নাহি জানি—নহি তো বিদূষী—আমি—আমি
সামান্যা রমণী।" মিহিরকিরণ কহে,
"রাজেন্দ্রনন্দন-সুতা তুমি অসামান্যা—
চন্দ্রগুপ্ত-পৌত্রী তুমি—কোথা বিদ্যাবতী
তোমা সম বুদ্ধিমতী হেরিনু জীবনে!"
ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসে রমণী—"কিবা আমি
বুদ্ধিমতী ধর্মদত্তা সম ?" শিল্পী কহে,
"তুমি—তুমি প্রেরণা দুর্বার।" ম্লান হাসি
মুখে তার, কহে কঙ্কতিকা মৃদুস্বরে,
"আরো কাছে এস, হৃদয় দুর্বল মোর,
নাহি কণ্ঠে বল।" "থাক্ থাক্, কেন কও

কথা আর ?”—বলে শিল্পী সমুদ্বিগ্ন স্বরে।
“চিরতরে প্রিয়, মৌন হবে কণ্ঠ মোর—
ক’রো না নিষেধ।—কহিতে যাহা সে চাই
কহিতে পারি কি তাই ?—নাহি ক্ষোভ আর,
ঘুচিয়াছে অভিমান।—তবে তাই হোক্।
তাই হোক্। আমি শুধু প্রেরণা দুর্বার।
আমি সন্ধ্যা, ঘোর অন্ধকার।—নহি যোগ্যা,
তব, জানি। জানি ধর্মদত্তা সেই শুধু
শিল্পীর প্রেয়সী।—সাহসিকা ? অসামান্যা ?—
মিথ্যাস্তোকে ভুলায়ো না আর। নাহি বিদ্যা,
নাহি রূপ—জানি জানি কোথা স্থান মম
গোপন হৃদয়ে তব। বিনিদ্ররজনী
শুনিয়াছি—জানিয়াছি—হৃদয়প্রেয়সী
কেবা।—ডাক তুমি অচেতন স্বপ্নঘোরে,
ধর্মদত্তা—ধর্মদত্তা। কনক-বরণা নহি—
আমি বন্যা—আমি কৃষ্ণা—অনার্যা রমণী—
জানি জানি—দুর্বার প্রেরণা আমি—জানি,
অন্তিম মুহূর্ত আসে গগনছায়ায়।
কে যেন কহিছে মোরে—কিবা বনদেবী ?—
প্রেত-আত্মা জননী আমার ? ওই শোনো
দূরাগত ধ্বনি বনমর্মরের মাঝে
সুমধুর বাজে, কহে কণ্ঠ “আয় আয়—
আয় চলে আয়।” “স্থির হও কঙ্কতিকা।
কেন কাঁদ অকারণে ? বীরবালা তুমি।

শান্ত হও, শান্ত হও।”—উদ্বিগ্নমানস
শিল্পী কহে। রমণীর শিথিলকবরী
যতনে সাজায়ে, আঁকি দেয় স্নেহস্পর্শ
পুনরায় মানিনী-অধরে। কঙ্কা-মুখে
মৃত্যু-ছায়া—কিবা সে ঘনায় ঘনমেঘ
গগনে, দিবান্ধকারে কালিমা ঢালিল
ক্ষণিক ছলনা? একাগ্রনয়নে হেরি
মূর্তিদক্ষ চমকে সহসা—মৃত্যু যেন
মহাকালী স্থিরদৃষ্টি দেখিছে নারীরে
কাজলনয়নে। অতল অমেয় সিন্ধু—
মহাপারাবারতটে—যেন বা জিজ্ঞাসা
তরঙ্গের নিরুত্তর, নাহি জানে কেহ
সৃজনরহস্যমূলে সৃজক-প্রেরণা—
নিয়ত গরজে ক্ষোভে ফেনিল সাগর—
অনন্ত ক্রন্দন কেন দিগন্তে, গগনে?

মুছি অশ্রু হাসে কঙ্কা, কহে পুনরায়—
“এত কাছে, তবু বহুদূরে!—ভালোবাসো
যাহাদের—ভুলিবে কেমনে? কি নির্মম
হৃদয়বিহীন তুমি! নাহি যারা ভবে,
আসিবে না কোনদিন তোমার জীবনে
ধরণীর পথে পুনরায়—তাহাদের
স্মৃতি শুধু রাখিলে স্মরণে! ক্ষত তব
সুগভীর মনে!—অনার্যা রমণী বলি,

ধর্মদত্তা

বর্ণ-অহঙ্কারী তুমি—নাহি চাও স্পর্শ
মোর।” কহে ভাস্কর হাসিয়া—“কোথা সেই
আর্য, বর্ণ-অহঙ্কারী—মহাপুণ্যবান—
নাহি ধায় পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিকুণ্ডে ?—
নির্বোধ রূপসি! সুঠাম মূরতি তব
অরূপ রেখায় আঁকা গোপন মানসে
মোর, নাহি জানি ভুলিব কেমনে। কোথা
মুক্তি রূপবতি ? তোমার অনলে জ্বলি
দিবানিশি। নিত্য তুমি হৃদয় মাঝারে
বাসনা-প্রতিমা! ভালবাসি তোমা যত—
এত ভালো বাসি নাই জীবনে কখনো
কাহারে। তুমি যে বন্ধনবিহীন কায়া
দুর্নিবার প্রেরণা মানসী। ভ্রম তব,
কহি পুনরায়—ধর্মে দত্তা নহ—তপ্ত
আকর্ষণে তব পাপ-পুণ্য নাহি মানি,
গোপন হৃদয়ে জানি। এত রূপ তাই
রাখিতে আপন করি হিয়ার মাঝারে
শাসিনু নিজেরে—শার্দূলশাবকে তুমি
রেখেছ যেমন, নিয়ত শৃঙ্খলে বাঁধি।
শিল্পীর সাধনা সে যে নিয়ত শাসন—
ওগো অনুপমা!—ত্যজ অভিমান তব।”

কহে কঙ্কতিকা—“দুর্বার প্রেরণা আমি
জানি তাই, প্রেরণা সহায়—কালপূর্ণ—

আয়ু শেষ মোর।—অন্তিম মুহূর্ত আসে
গগনছায়ায় বনপথে—নাহি ক্ষোভ
প্রিয়তম !—বল মোরে, বল নিজমুখে
'অনুপমা'—'অনুপমা' !—মধুর ছলনা ?
হোক্ তাও—শুনি কণ্ঠে অন্তিম সান্ত্বনা।"

"মরিবে কেন বা ? আসিয়াছে যেবা শিশু
নিয়তি-লেখনে—তারে কেন ভয় কর,
চাহ বিনাশিতে—তুমি পুত্রহীনা নারী ?
হেথায় বিজন বনে নাহিক সমাজ—
প্রতিবেশী মানব-মানবী কুতূহলী
কলঙ্কপ্রমোদী রটাবে রটনা যাহে
ভীত তুমি মানিনী রামিণী। নাহি তব
লাজ কোনো—প্রিয়তমা !—আমার নয়নে।
আমারি কারণে যারে ধরেছ জঠরে
পালিব সন্তানে—আপন সন্তান গণি'।
কন্যা পুত্র যেবা হোক্ যাহা—সে কি নহে
আমার সন্তান ?' স্বগত ভণিল শিল্পী—
"আরণ্যকামনা মাঝে ধর্মদত্তা তুমি।
চরম লাঞ্ছনা বরি আমারি লাগিয়া
দিয়াছ রূপসি !—প্রেমময়ি ভয়ঙ্করি !
অপূর্ব সাধকধ্যেয় মূরতি সন্ধান !
পরম কামনা সেই বাসনা নির্বাণ !"
"ভয়ার্ত বিলাপ শুনি। কোথা সে শাবক !—

টুটিয়া শৃঙ্খল বুঝি যুঝিছে শূকরে ?
অদূরে বিলাপধ্বনি !—কিবা সে লোমশ
হিমাদ্রি-ভল্লুক নাশিছে শাবকে মোর ?"
গর্ভবতী চকিতে উঠিয়া—শিলাকীর্ণ
অরণ্যের পথে শার্দূল-জননী যেন
ছুটিল নিষাদনারী কুঠার-ধারিণী।
ডাকে বৃথা মিহিরকিরণ—"ফিরে এস!
ফিরে এস!—মরুক শাবক।—কঙ্কা—কঙ্কা!
গর্ভবতী তুমি!—দাঁড়াও ক্ষণেক সেথা—
ধনুক আনিতে দাও—রহে যে গুহায়।—
যাইব সেথায় আমি, বধিব ভল্লুকে।—
বিপদ অনেক। শোনো, শোনো—কহি তোমা।"
দুর্বার!—দুর্বার জননী-প্রকৃতি। হায়
অনিবার অকরুণ করাল নিয়তি।
ভয়াল ভল্লুক এক জড়ায়ে শাবকে
কুহেলিমাঝারে সেথা—হেরিয়া সরোষে
নির্ভীক রমণী অরণ্যকামিনী ক্ষিপ্রা
সম্রাটনন্দন-সুতা—ক্ষাত্র রক্ত তার—
ধাইল সে উর্ধ্বশ্বাসে শাবকের পাশে।
তুলিয়া কুঠার প্রহারে ভল্লুক-শির
অসম সাহসে। শার্দূল-শাবকে ত্যজি
লোমশ ঘুরিল দন্তী নখর মেলিয়া
কঙ্কতিকা-পানে। হতবোধ শিল্পী যবে
বিঁধিল ভল্লুকে, গুহা হতে ফিরি বেগে

ধনুক টঙ্কারি'—অসম সমরে শ্রান্তা—
নখরপ্রহারে ছিন্না লুটালো গর্ভিণী
শোণিতে ভাসিয়া। যাতনাকাতর নারী
মরিল প্রসূতি।
হিমাদ্রি-বিজনপথে
বর্ষা নামে সুদূর প্রান্তরে, শৈলমেঘ
নিদ্রিত অলস সহসা জাগিয়া শোকে
অবিরল অশ্রুময় দেবদারু-বনে;
ভূধরশিখর ঢাকে তপন-গোলক,
কৃষ্ণযবনিকা বৃক্ষচ্ছায়ে সন্ধ্যা আসে
ক্লান্তপদে হিমালয়-বধূ—সিক্ত স্নাত
দরিদ্রদুহিতা—ভবনদুয়ার কোথা
রোধিবে হিমল শীত?—শত ছিদ্র সেথা
পাষাণ গহ্বরে বহিছে সলিলস্রোত
কাঁদিছে বনানী, পত্রে পত্রে বারিধ্বনি,
নাহি নভে চন্দ্রতেজ, বিলুপ্ত তারকা।

শোকার্ত ভাস্কর চলিল বৈশালীপথে
লক্ষ্যহীন বিরাম-বিহীন। হেরি মুগ্ধ
রাজেন্দ্রসদৃশ কান্তি, প্রণমে বিস্ময়ে
অন্তেবাসী নরনারী। সরল বিশ্বাসী
আনে ডালি ফলমূল বনদেব-ভ্রমে।
মৌন শিল্পী সুগম্ভীর চলে উদাসীন
বনান্তে, গ্রামান্তে কণ্টক কঙ্কর দলি

সলিলে, কর্দমে। নাহি ডরে পথচারী
নিরস্ত্র মানব, আত্মঘাতী হতাশায়—
নখী দন্তী অরণ্যের ক্ষুধার্ত গর্জন।
ঝঞ্ঝা, শিলা, বজ্রপাত অশনিঝলকে
নির্বিকার—ছিন্নবাস শুনিল একদা
সুমধুর-স্বরে কে যেন কহিছে কারে
তরু-অন্তরালে—'হের ওই পিপীলিকা
অতিক্ষুদ্র সৃষ্টিমাঝে অমেয় সবল।
নাহি ডরে ব্যাঘ্র সিংহে নিবিড় অরণ্যে,
নহে ভীত হেরি নরে নগরভবনে,
নিরলস ওরা নিজ নিজ কর্মে রত
মৈত্রীবলী সুধার্মিক অজেয় ধরায়।"

মহারাজ অশোকের গুরু মহাজ্ঞানী
উপগুপ্ত তীর্থ হতে ফিরি চলেছেন
শত শিষ্য লয়ে—কহিলেন সৌম্য বৃদ্ধ
প্রণত ভাস্করে—"হারীত-জনক তুমি
মিহিরকিরণ! তোমারে চাহি যে মোরা
সুধর্ম-প্রচারে। রূপদক্ষ রূপকার!—
বধিয়াছ কিবা ভদ্র, মৃগয়াবিলাসী—
মায়ামৃগে?—মোহমুগ্ধ—প্রতারিত যেথা
ধরিত্রী-রাঘব আজো জানকী-সন্ধানী?..."
সৌম্যশান্ত জ্যোতির্ময়ে হেরি, তাপদগ্ধ
মূর্তি-শিল্পী, অভিমান ত্যজি, কহে ধীরে—

"প্রভু, আমি দুঃখী।—অতি দুঃখী।—প্রতারিত
আমি—ঘুরি পথে পথে উদ্দেশ্যবিহীন।
মরিতে চাহিনু আমি স্বদেশ-বঞ্চিত
পত্নীহীন—পুত্রহীন। ক্রীতদাস আমি,
নিত্য নিপীড়িত কষাঘাতে তনুক্ষয়ে
কিরূপে জীবিত আজো—মানি এ বিস্ময়।
যেথা জ্বরে মরে লোক বৈশালী-উত্তরে,
ঢলে পথপ্রান্তে; গ্রামান্তে অরণ্যে ঘোরে
তরক্ষু ক্ষুধিত দলে দলে; ছিন্ন করে
প্রান্তেবাসী-ভাগ্যহতে হিমাদ্রি-ভল্লুক,
অরণ্যকেশরী সিংহ চিত্রিত শার্দূল;—
কভু নাশে পথিকের প্রাণ মত্ত শৃঙ্গী
কানন-মহিষ, দন্তাল শূকর ক্ষিপ্ত;
কোথাও ভুজঙ্গরাজ বাসুকী-বেষ্টনে
মানবে জান্তবে টানে মোহন নয়নে
তরুশাখে,—সেথা প্রভু,—নিত্য পথচারী
রহিনু জীবিত!—গুরুদেব, শুনিয়াছি
জনশ্রুতি মগধে কলিঙ্গে—অলৌকিক
শক্তিধর পারেন আপনি যোগবলে
পূরাতে ভক্তের বাঞ্ছা, আশীর্বাদ দানি।
এই আশীর্বাদ মাগি চরণে প্রণত—।"
কহেন সহাস্যে উপগুপ্ত "কহ, কিবা
ইচ্ছা তব, ভগবান তথাগতে স্মরি।"

শিল্পী কহে—"মরি যেন নিমেষে, মুহূর্তে,
এইক্ষণে আজি। ঘুচেছে বাসনা মোর
সকল কামনা।" হাসিলেন উপগুপ্ত,
কহেন প্রকাশ্যে সৌম্য—"তথাস্তু মিহির!
নিমেষে মরিয়া এস অনন্ত জীবনে।
বৎস, দিনু তোমা আশীর্বাদ।" শিল্পী ভণে—
"অনন্ত জীবন?" "জীবন অনন্ত যেথা
পরম নির্বাণ"—কহেন সদ্ধর্মনিধি
প্রশান্তলোচন। পরম বিস্ময়ে মুগ্ধ
মিহিরকিরণ ভাবে আপনার মনে
হতবোধ—"পরম নির্বাণ?" মৃদু হাসি
কহেন সন্ন্যাসী পতিতপাবন, জ্ঞানী
হেমকান্তি পীতবেশধারী—"ওঠ বৎস,
তাপদগ্ধ তুমি, স্থির নহে মন তব।—
আছে সুসংবাদ। মরে নাই ধর্মদত্তা,
সে সহধর্মিনী তব; আজিও জীবিত
সুশান্ত তনয় তব কিশোর হারীত।"

বিস্ফারিত-আঁখি মিহিরকিরণ কহে—
"ধর্মদত্তা!—হারীত! কিরূপে অসম্ভব
এ, সম্ভব প্রভু? নাহিক ভুবনে যারা
ফিরিবে কেমনে? কহিলেন উপগুপ্ত
শান্তদৃষ্টি প্রসন্ন বদন—"অসম্ভব
হয় কি সম্ভব কভু? নিবিড় অরণ্যে

ক্ষুধিত বিক্ষোভে মরেনি শিল্পীর জায়া,
শিল্পীর তনয়—অতীব বিচিত্র বটে।
কিবা জানি ঘটে ইহা সুগত-আশিসে
ধর্মচক্র-প্রয়োজনে? জীবন মরণ
দুর্জ্ঞেয় রহস্য বৎস!" জিজ্ঞাসে মিহির—
"গুরুদেব, সুদাস—? বৃদ্ধ সে কুলদাস
আছে কি বাঁচিয়া?" উত্তরে কহেন সৌম্য—
"জীবিত সুদাস। কিরূপে জানিও পরে
সুদাসে জিজ্ঞাসি। হারীতজননী সাথে
এসেছে সুদাস। এসেছে হারীত সেও
তীর্থ-যাত্রী।" "কোথা—কোথা—কোথা তারা?"
"আসিবে অগৌণে হেথা। রহ ক্ষণকাল।
তীর্থযাত্রী ওরা, তোমার সন্ধানে আসে,
দূরপথে দেখা হল—রহে পরিশ্রান্ত
অনন্তবর্মন্-গৃহে। হের সুপ্রাচীন
দারুময় সে ভবন-চূড়া—তরুমাঝে
অদূরে উত্তরে ভক্ত-বর্মন্-ভবন।
বৈশ্যশ্রেষ্ঠী সংঘ-সেবক দানিয়াছে
বিশাল ভবন তার সুধর্মপ্রচারে,
যাও ওই পথে।" শিল্পী, মৌন ক্ষণকাল
কহে অবশেষে—"যাব না কোথাও প্রভু।
রহিব চরণে আপনার—নাহি চাই
ফিরিতে সংসারে আর, আমি ক্রীতদাস—
সমুদ্যত রাজদণ্ড খড়্গাসম শিরে,

হেরুক-শিবির হতে পলাতক আমি—
কিবা জানি প্রাণদণ্ডে লবে প্রতিশোধ
নিষ্ঠুর বণিক ?” কহিলেন রাজগুরু,
নির্নিমেষ নিরখি মিহিরে—“তুমি মুক্ত
সম্রাট-আদেশে।” “এ করুণার কারণ ?”—
জিজ্ঞাসে মিহির। “জানিও হারীতমুখে—”
কহেন আচার্য, স্থিরপ্রাজ্ঞ, স্নিগ্ধকণ্ঠে।

“গুরুদেব, দীক্ষা মাগি। হইব সন্ন্যাসী।
ঘুচেছে বাসনা মোর সংসারকামনা”—
ভাবাবেগে অভিভূত কহিল মিহির,
প্রণমি জ্ঞানীরে আভূমি-আনতশির,
বাষ্পাকুল-আঁখি। কহিলেন উপগুপ্ত,—
মৃদু হাসি সুগোপন রাখি সুগম্ভীর,
“ঘোচে কি বাসনা বৎস শ্মশান-বৈরাগ্যে ?
এ তনু-বাসনা-ত্যাগ সুকঠিন অতি।
বিজয়ী সেজন শুধু—যেজন নন্দিত
ছড়ায় আনন্দ লোকে সুগতিসেবক।”
“গুরুদেব—নাহিক কামনা আর—চাহি
সে-নির্বাণ—অবাঙ্‌মানসগোচর সে
আনন্দ মহান্”—
“নিত্যমুক্তি, সদাতৃপ্তি—
তুরীয় সে সুতুঙ্গশিখরে—এস বৎস !
চিরতুষার-অমল সেই গৌরীশৃঙ্গে

এস মোর সাথে। তীর্থযাত্রী আমি, নহি
মহান্ মানব অলৌকিক শক্তিশালী
যোগবলে। মথুরানিবাসী বৈশ্যবংশে
জাত আমি মোগ্‌গলিসুত, নহি গুরু
মানবের। চরণে প্রণমে জনগণ,
মানে না বারণ। ক্ষুদ্র আমি—অতি ক্ষুদ্র,
সামান্য সন্ন্যাসী—ঘুরি দেশে দেশান্তরে
ভিক্ষু জরাগ্রস্ত, স্বল্পজ্ঞানী—তথাগতে
সুগতে প্রচার করি সুগতি-প্রসারে—
তবু শোনো কহি সে তোমায়—বৃদ্ধ আমি
দীর্ঘপথ-যাত্রী—অন্ধ দ্বেষ, ক্রুর ক্রোধ,
উন্মত্ত হিংসার পথে ক্ষুধিত অরণ্যে
শিবশৃঙ্গকামী—কল্যাণসুন্দর তব
দেবতা মহান্।—জিনিবে না অন্তে কভু
অসুর পিশাচ পশু মহান্ মানবে।—
দিকে দিকে তীর্থযাত্রী আসে ওই; হের
বনদেশ নহে আর একান্ত নির্জন।
দর্পী সিংহ ছাড়ি পথ গিয়াছে ফিরিয়া
আপন গুহায়। পূর্বাচলে স্বর্ণবিভা
নবীন অরুণোদয়—দিগন্তে বিভাস।—
শিল্পী তুমি—হও ব্রতী অহিংসাপূজারী।"
"আমি ক্ষুদ্র নর—কিবা ব্রত সাধিব এ
কুটিল ভুবনে? যেথা হিংসা নিত্যসত্য
বাস্তব নিষ্ঠুর—সেথা ব্রত উদ্‌যাপিব

অহিংসা-পূজারী ?”—কহে শিল্পী সবিস্ময়ে।
“নাহিক সংশয়, বুদ্ধিদীপ্ত, সংঘবদ্ধ—
একদা পাশবে জিনি জয়ী হবে ধ্রুব
নিখিল মানব”—হাসিয়া বলেন যোগী
প্রবীণ স্থবির। “আদেশ করুন তবে—
রহে সাধ্য, রচিব যতনে সংঘ লাগি
প্রয়োজন যাহা। নাহি ধনবল মোর
উৎসর্গ করিব যাহা সংঘ-প্রয়োজনে,
শিল্পী আমি অতি ক্ষুদ্র বিশ্বশিল্পী পাশে—
যেথা স্রষ্টা বিশ্বকর্মা স্বয়ং অপারগ
রোধিতে করাল নাশ প্রকৃতি মাঝারে
সেথা আমি কেমনে সাধিব অসাধ্য সে
অহিংসা-প্রসার ? হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী—
লোভ-মোহ-দ্বন্দ্ব-কুটিল এ বিশ্বে, প্রভু !
কভু কিবা আসিবে সুদিন—সমুন্নত
সুশিক্ষিত মানবসমাজ ধর্মপথে
চাহিবে বিকাশ ? আকাশে বাতাসে আর
ধ্বনিবে না বিজয়ীর স্পর্ধিত উল্লাস—
দিকে দিকে স্তব্ধ রণভেরী, ধর্মঘোষে
ভরিবে ভুবন ? তাই ভাবি নিজমনে।”
“ছড়াও প্রশান্তি-বীজ মানব-অন্তরে।
রচ শিল্পি ! প্রশান্তি-প্রতীক, নবযুগ
লাগি। রাজা-অশোক-ঘোষণা—স্তব্ধ হবে
ভেরীঘোষ ধর্মঘোষরবে। দেবপ্রিয়,

অনুতপ্ত কলিঙ্গসমরে, শুনাবেন
ভুবনে নবীন বারতা—চিরকাম্য
চিরশান্তি মানবের। শেখরশিখরে
জাগো শিল্পী, জাগো ব্রতী সুগতিপ্রসারে—
রচ নবধর্মচক্রে অশোকবিজয়।
কর্মের অধীন ঘুরিছে জীবনচক্র
নিয়ত ভুবনে—সুকর্ম-কুকর্ম ভেদে
মানবের ত্রাণ—লভিতে পরম সত্য
প্রশান্তি অপার নাহি পথ আর, জেনো
বৎস, কহি পুনরায়—শোন মন দিয়া,
ধ্যানে লও মর্মবাণী—উদিত মানসে
মোর এইক্ষণে—ধর্মজ্ঞ সুগত বুদ্ধ
গৌতম-আশিসে। সিংহ যবে হিংসাহীন
চাহিবে চৌদিকে যবন-ভুবনে, দূর
দ্বীপে, দ্বীপান্তরে ছড়াবে শান্তির বীজ
কালক্রমে মহানাশ-ভয়ে। নরকুল
মুক্ত হবে দেশে দেশে সুগতি-প্রচারে।
সাধক ভাস্কর! পাপচক্র ঘোরে ওই
বেগবান! শ্রান্তিহীন ভ্রান্তিনাশে ব্রতী,
ঘুরাও সকলে ধর্মচক্র, কর্দমাক্ত
ধরাপথে প্রোথিত পাতালে। মহামুক্তি
মহাসৃজনের মাঝে আপনা বিলাও,
মিলাও আপন কর কোটি-কর সাথে।
লভ চিরত্রাণ—সে মহানির্বাণসুধা

অমেয় মধুর অতি, মহানন্দময়।
নহে সে অলসলভ্য কাপুরুষগতি,
লোকবন্ধু—কর্মাশ্রয়ী—জনহিতে ব্রতী—
তারে বৌদ্ধ গণি। দেশে দেশে যুগে যুগে
বোধিসত্ত্ব বৌদ্ধ ওরা মানব-সেবক।
করি আশীর্বাদ বৎস,—সুগতি-প্রচারে
প্রেম ও করুণা মৈত্রী প্রতীক সৃজনে
ধর্মচক্র-শিল্পী তুমি রহিবে জীবিত
মানব-অন্তরে সদা নিখিল ভুবনে।

[বিংশ সর্গ শেষ]
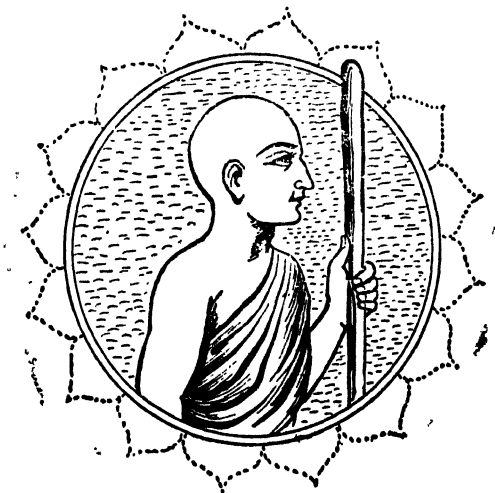
একবিংশ সর্গ

[মুকুলিত তরু এবে ফলভারানত]

চিন্তামগ্না, বসিয়া কাননে অপরাহ্নে
মহাদেবী কারুবাকী, গান্ধার-দুহিতা,
চাহি রন দূরপথপানে আনমনে
মহার্ঘবসনা। রাখিয়া গণ্ডের ভার
করতল 'পরে, পদনখে বৃত্ত আঁকি—
সচকিতা হেরিলেন—দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
হাসিছে তরুণী ত্রয়ী কারুবাকী-সখী।
কহে মালবিকা, তন্বী, ক্ষীণাঙ্গী যুবতী
বজ্রসেনপ্রিয়া—"অনুরূপা! দ্বিজকন্যা
তুই—গণি দণ্ডপল বল্—রাশিচক্রে
আর কত কাল—রহিবেন গ্রহরাজ
রাহুগ্রস্ত কন্যালগ্নে—সপ্তমে চাহিয়া?
ধর্মাধিকরণ-কন্যা অনুরূপা কহে
বিম্বাধরা—"আন্ তবে মসী ও লেখনী।
রাশি-লগ্ন-ভোগ্যফল দেখিব গণিয়া,
কার ভাগ্যে রহে কিবা গভীর নিশীথে
আজি। আহা, কন্যালগ্ন! সুখে
চন্দ্র হেরি!—
দৈত্যগুরু-পার্শ্বে বুধ শায়িত দ্বাদশে :
পরাশরনীতি—অতি গুরুতর ক্ষতি—
নিশাদণ্ডে গণ্ডে ক্ষত সুনিশ্চিত আজি।"

সুরসিকা নববধূ মালবিকা বলে
পরিহাসচ্ছলে—"হায়! ভাগ্য নিদারুণ—
কন্যালগ্নে জন্ম মোর, শুনিয়াছি, সুখে
চন্দ্র—রাশিচক্রে লেখা।" "নাহি ভয়"—হাসে
অনুপমা—"মহাদেবী যাহার সহায়—
কোথা দন্তী দুর্বিনীত পামর ভ্রমর
পরশে পেলব গণ্ড কুসুমে দঁশিয়া?"—
হাসি মৃদু কহিলেন কারুবাকী—"নাহি
ভয়। অনুপমে! তুই ধন্যা মন্ত্রশিষ্যা
মোর—কহি পুনরায়—নাহি ভয়।" গাহে
সুধাকণ্ঠী অনুরূপা—"নাহি ভয় সখি!
নাহি ভয় আর—দন্তক্ষতে গণ্ডজ্বালা
হরিবে মদন—সে ভৃতক—কাপুরুষ—
স্বামিনী-কটাক্ষে ভীত চরণে লুটিয়া।"

মালবিকা

"জয় হোক মহাদেবীর! মদন-শত্রু
রুদ্রদেব দেবতা আমার—বলি নাই
ভৃঙ্গভয়ে অন্তরের সাধ—গীতিপ্রিয়
বিশ্বনাথ—।"

কারুবাকী

"হের, ভুলিয়াছি ক্ষণে আমি
গীতিনাট্যকথা। অগ্রামাত্য-অনুমতি
লয়ে, শীঘ্র আয়—বজ্রসেনে স্তব্ধ করি'
অধরে অধরা। আমন্ত্রণ-লিপি লয়ে—"

অসমাপ্ত রহে বাক্য কারুবাকী-মুখে।

মালবিকা

"অগ্রামাত্য-অনুমতি—? নাহি প্রয়োজন
আর। মাতামহ-আমন্ত্রণে কলাবতী
কলিঙ্গনর্তকী আসিল পাটলিপুত্রে,
দেখাতে সদলে কলিঙ্গের নৃত্যকলা।"

কারুবাকী

"শুনিয়াছি পরমা সুন্দরী কলাবতী
নৃত্যপটীয়সী—" কহিলেন কারুবাকী,
সখীগণ পানে চাহিয়া অপাঙ্গে। ভণে
অনুরূপা ব্যগ্রকণ্ঠে—"শুনিনু প্রভাতে
পিতাপাশে—নহেক নর্তকী।—ভদ্রবধূ
কলাবতী।—উচ্চবংশজাতা।"

অনুপমা

"রূপবতী
বটে, নহে পরমাসুন্দরী। সুনিশ্চিত
আমি। দেখিয়াছি তারে। মহাদেবীসম
রূপবতী কোথা এ ভুবনে?

কারুবাকী

"না না, কি যে
বলিস্।—কোথা সে রূপ মোর?—আমি—
আমি—"

মালবিকা

"প্রমোদভবন-দ্বারে কলরব শুনি—

কেবা ওরা যায় সেথা ? আহা রল্লা !—রল্লা !
প্রমীলাবাহিনী-নেত্রী ! চলেছে পশ্চাতে
কলাবতী ।—কেশবতী বটে । বাদ্যযন্ত্র—
দৃশ্যপট নেয় ওরা কলিঙ্গকৃষক ।
বৃদ্ধ ভীম পক্ককেশ ?—”

কারুবাকী

“দেখ দেখ সেথা !—
দিব্যকান্তি কেবা ওই কিশোর বালক ?”—

মালবিকা

“কলাবতী-দলে কেহ ।”

অনুপমা

“আসিছে সন্ধ্যার
ঘোর—দেবালয়শিরে শ্বেত পারাবত
সরবে উড়িয়া যায় ভবনকোটরে ।”

মালবিকা

“সরস ধরণী আজি নিদাঘকুন্তলা ;
ইন্দ্রনীল মুগ্ধনভে মিলিয়া কাননে
চাহিছে পুলকে যেন অধরচুম্বন !”

অনুপমা

“বজ্রমেঘ—হায় মূঢ়মতি ! হের সেথা
ধাইছে সবেগে চক্রবালে ।”

অনুরূপা

“যেন মেঘ
বজ্রসেন, সম্রাট-পশ্চাতে ! গুরুগুরু

ডাকে মেঘ সেন-সম সুগম্ভীর।"

অনুপমা

"নহে

মেঘ অরসিক—চুম্বনে দেয় না বাধা
দিক্‌চক্রবালে! বর্মধারী বজ্রসেন
বর্মসম রসহীন—তাড়িল দেবীরে
উপবনে।"

কারুবাকী

"বিষকন্যা গণি' অন্ধকারে—
সম্রাট্‌জীবন-রক্ষী নায়ক প্রধান।"

মালবিকা

"বীরবাহু বন্ধু তাঁর উভয়ে সমান।
নাহি জানে ভিন্ন রস রণের বাহিরে।"

অনুপমা, বীরবাহুপ্রিয়া, খলখল
হাস্যে ঢলি, জড়ালো সখীরে—"রণে রস
কোথা আর রহিবে ভুবনে? তরবারি
লয়ে সবে গর্ত খোঁড়ে, হেরিনু স্বপনে,
ভুবনে কাননে।"

মালবিকা

"নহে স্বপ্ন, শুনিলাম
মাতামহ পাশে—মহারাজ অনুতপ্ত
কলিঙ্গসমরে। ভেরীঘোষ স্তব্ধ হবে
ধর্মের নিনাদে।"

কারুবাকী

ধর্মমানবতা নাশে

একান্ত দুঃখিত আর্যপুত্র।”

অনুপমা

“ফিরিলেন

গুরু মোগ্‌গলিসুত মহাজ্ঞানী ভিক্ষু

পঞ্চমনায়ক! বোধিসত্ত্ব, শান্তসৌম্য

সুহাস-আনন—হেরি নাই হেন রূপ

বুদ্ধের শরীরে। তেজপুঞ্জ স্নিগ্ধজ্যোতি

অপরাহ্ন তপন-কিরণ।” কহিলেন

মহাভিক্ষু নিজমুখে রাজসভা মাঝে—

হেরুকের অপমৃত্যু নহে আকস্মিক।

কুচক্রীর কর্মফল—অমোঘ নিয়তি!

এবে ঘুচিয়াছে বাধা—সুগত-আশিসে

সুমতি প্রসার পাবে ভারতে, ভুবনে!”

অনুপমা

“হেরুক—হেরুক—শুনি জল্পনা নগরে।”

অনুরূপা

“হেরুকের আত্মহত্যা—বিচিত্র ঘটনা।

শ্রেষ্ঠ ধনী মগধে ভারতে। নাহি তুল্য

ছিল কেহ রাজদ্বারে—সম্মানে, প্রভাবে।—

পারিষদ অগ্রণী কলিঙ্গ বিজয়ী সে

জনতা-বন্দিত।”

অনুপমা

"আকস্মিক আত্মহত্যা—
নাহি বুঝি কারণ ইহার"

অনুপমা

"আকস্মিক
মৃত্যু নহে। শুনিয়াছি বিষপান করি—
শ্রেষ্ঠী ত্যজিলেন প্রাণ।"

মালবিকা

"ভ্রান্ত এ কাহিনী"
প্রচারিল জনতা-রসনা। শুনিয়াছি
মাতামহ-মুখে, উন্মীলিত নেত্রদ্বয়ে
অন্তিম প্রকাশ—কাতর যাতনা মিশ্র
ভয়ার্ত মিনতি। বৈদ্যরাজ কালিকের
সুদৃঢ় ধারণা—বিভীষিকা-ভীত শ্রেষ্ঠী
মরিয়াছে গৃহে—প্রাণপিণ্ড গতিহীন
বিদীর্ণ সহসা।"

অনুরূপা

"নানামুখে নানা রব,
কেহ কহে পক্ষাঘাতে মরিল ধনিক;
কেহ কহে, ঝাঁপিল বণিক স্নায়ুরোগে
গঙ্গাস্রোতে নিদ্রাহীন বিকৃতমানস।—
মিথ্যা যদি নাহি বলি, গোপন অন্তরে
নাহিক মমতা মোর বণিকের প্রতি।"

মালবিকা

"ধূমকেতুসম বণিক জনতা-শত্রু
করে নাই পাপ হেন নাহি ধরামাঝে—
বিজিত কলিঙ্গপুরী হেরুক-চক্রান্তে।
লুব্ধ পাপী অরণ্য-উদ্ধারে সুকৌশলী
কিনিল অসংখ্যভাট, প্রকাশ্যে দানিল
মূল্য, মহারাজে তুষি। বচনে বিনয়ী,
কূটচক্রী, হরিল গোপনে ধনরত্ন,
সম্রাটের প্রাপ্য। কলিঙ্গবিজয়ে খল
সরায়েছে কোটিমুদ্রা পঞ্চদশ উর্ধ্বে—
শুনিয়াছি বিজ্ঞ-মুখে।"

কারুবাকী

"কে সে বিজ্ঞ ব্যক্তি?"

মালবিকা

"নাহি লব নাম তার—প্রতিশ্রুত আমি।"

কারুবাকী

"হেন হীনমতি! নীচ! হেরুক বণিক?
নাহি মনে লয়। হোত যদি সত্য ইহা,
শুনিতাম মহারাজপাশে। মালবিকে!
মৃত নরে দোষারোপ অনুচিত গণি।"

মালবিকা

"মহাদেবি! দোষারোপ দোষাবহ—কিন্তু
ভুজঙ্গে ভুজঙ্গজ্ঞান নিরাপদ নীতি।
খল অতি ভয়ঙ্কর!—শরাহত করী

বিষাক্তসায়কে বিদ্ধ ধাইল সবেগে
রাজপথে জনতা দলিয়া—"

কারুবাকী

"কে সে ঘৃণ্য
দুরাকাঙ্ক্ষ দুরাশয়—চাহিল পাপিষ্ঠ
বিনাশিতে আর্যপুত্রে ? শিহরি আজিও
সেদিনের স্মৃতিচিত্র মানসে স্মরিয়া !—"

মালবিকা

"চাহে নাই ক্রুর চক্রী নৃপতি-বিনাশ।"

কারুবাকী

"চাহে নাই ক্রুর চক্রী নৃপতি বিনাশ ?"

মালবিকা

"অঘটন ঘটায়ে নাশিতে চাহিল সে
খল, বিষধর—অগ্রামাত্য মাতামহে।"

কারুবাকী

"কিরূপে ?"

মালবিকা

"ঢালিয়া বিষ—সন্দেহ গরল
মহারাজ-মনে।"

অনুরূপা

"আশ্চর্য নারকী-বুদ্ধি !"

মালবিকা

"অকাট্য প্রমাণ বলে—ধন্য শেষনাথ
কলিঙ্গবণিক !—মাতামহ মুক্ত আজি।

সে অতি দীর্ঘকাহিনী, জানিনা সকল
কথা, শুনিয়াছি—ক্ষুরধার বুদ্ধিবলে
মিহিরকিরণ-বন্ধু শ্রেষ্ঠী শেষনাথ
ভেদিল দুরাত্মা-চক্র। নিষ্ফল হেরুক,
বিনাশ নিশ্চিত জানি, মরিয়াছে শেষে
আপন গরলে জ্বলি বিকৃতমানস।
পাপচক্রে পিষ্ট নর—দুরাত্মা-নিয়তি।"

কারুবাকী

"শুনি নাই হেন কভু আর! মগধের
শ্রেষ্ঠ ধনী বণিক হেরুক জানিতাম
বিজ্ঞ, মহারাজ-সখা। কলিঙ্গবিজয়ী,
পারিষদ অগ্রণী—কুচক্রী বিষধর?
শুনি এ বিস্ময়ে।—কিন্তু সত্য যদি হোত,
শুনিতাম এ কাহিনী আর্যপুত্রমুখে?"

অনুপমা

"মহারাজ বিবেচক"—কুসুমকোমল
বিকশিত শতদল হৃদয় যাহার,
তাঁরে কিবা দহিবেন বীরচূড়ামণি
সুতপ্ত সলিলে?"

মালবিকা

"আর্যাবর্তস্বামী তিনি
বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্—রহেন নীরব,
কিবা জানি রমণীসুমুখে। শুনিয়াছি
চাণক্যের নীতিবাক্য কণ্ঠস্থ তাঁহার।"

অনুরূপা

“হলা মালবিকে! রাখ তোর রাজনীতি
পুরুষের তরে—”

কারুবাকী

“অগ্রামাত্য-দৌহিত্রী যে!—
রাজনীতি বহে ওর শিরায় শিরায়!—”

মালবিকা

“চাণক্যের খুল্লতাত-পৌত্র মাতামহ
মম, রাধাগুপ্ত। প্রতিষ্ঠিত পুনর্বার
মৌর্যরাজ্য হেরুক-বিনাশে। নন্দ-রক্ত
ছিল সত্য কুচক্রী সে হেরুক-শিরায়।—
সুগোপন এ বারতা প্রকাশ পেয়েছে
ভাগ্যচক্রে হেরুকের উন্মত্ত প্রলাপে।
মনে লয় অগ্রামাত্যপদ লভি' শেষে,
দুরাত্মা নাশিত মহারাজে। চাণক্যের
পুণ্য-আশীর্বাদে—মাতামহ বুদ্ধিবলে—
থাক্ সে কাহিনী—এ যে আত্মশ্লাঘা মোর!
ক্ষমা চাই মহাদেবী পাশে।

কারুবাকী

“আত্মশ্লাঘা
নিন্দনীয়, নহে কূটনীতি। তুমি সখি!
বুদ্ধিমতী—ভুলিলে কেমনে? হের, শ্রেষ্ঠ
কূটনীতি জানি তাও—শিখাব তোমায়।
এস সখি হেথা!—বজ্রসেনবর্ম-ভীতা,

বিশীর্ণা রূপসী লতা! রহ ক্ষণকাল
বক্ষে মোর—নহে অকোমল—জানিয়াছি
সত্যনিষ্ঠ রূঢ়ভাষী আর্যপুত্রপাশে।"

অনুপমা

"মহাদেবি! ঘনায় আঁধার—গৃহে গৃহে
বাজে শঙ্খ—সন্ধ্যা সমাগত—অসম্পূর্ণ
প্রসাধন—"

মালবিকা

"চল্ সবে—সাজাবো দেবীরে
আজি—বিমোহিনী গান্ধাররূপসী-বেশে
অপূর্ব প্রতিমা।" হাসিলেন কারুবাকী
গান্ধারদুহিতা গৌরী, তিবরজননী,
সুগঠিতা, শুচিস্মিতা, মধুর মূরতি।

বাজিল মঙ্গলশঙ্খ প্রমোদভবনে।
ধ্বনিল মৃদঙ্গ শৃঙ্গ মুরজমুরলী
ঐকতানে মিলি কাহল বিপঞ্চী সাথে
মধুর গভীর রবে আবাহনসুর।
ঘোষিল দুন্দুভিনাদে মেঘমন্দ্র ঘোষ—
"সম্রাট অশোক! দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী,
আসমুদ্রপৃথিবী-বান্ধব মহারাজ
আর্যাবর্তস্বামী!" সশস্ত্র প্রমীলা চমূ
দাঁড়ায়ে কাননমাঝে বিনীতে প্রহরা—
নানাবর্ণে সুশোভিত স্ফটিক-আবৃত

সহস্র আলোকস্তম্ভ-বিচ্ছুরিত পথে
হিরণ্যশিবিকারোহী আসেন নৃপতি
প্রেক্ষাগৃহে, মহাদেবী কারুবাকী সাথে।
রত্নোজ্জ্বল বরতনু সুদৃঢ়-আনন—
মহাভুজ। দীর্ঘনাসা—আয়তলোচন
মহারাজ।—যেন সিন্ধু প্রশান্ত গভীর
নীলিমা করুণাঘন—ঝটিকা পবনে
ক্ষুব্ধ যবে অদূরে ধরিত্রী, ছিন্নতরু,
অন্ধ-আঁখি, কাঁপে ভীতা ভূধর-চরণে।
দাঁড়ায়ে সম্ভ্রমে সম্রাটে জানায়ে নতি
বসিলেন একযোগে বরেণ্য অতিথি,
পাত্রমিত্র সভাসদগণ—নিজ নিজ
সুনির্দিষ্ট কোমল আসনে। রঙ্গালয়ে
রাজ্ঞীসহ সুখাসীন সম্রাট অশোক,
অদূরে অমাত্যবর্গ রাধাগুপ্তপাশে
সমুদ্‌গ্রীব—রাজপুরোহিত বামদেব
অতিবৃদ্ধ স্থূলাঙ্গ ব্রাহ্মণ, তাম্রবর্ণ,
চাণক্যের জ্ঞাতিবংশজাত ;—রাজভ্রাতা
বৈমাত্রেয় মুক্ত সবে সম্রাট আদেশে,
রাজপুত্র পৌত্রসহ সবান্ধবে বসি
অগ্রাসনে——সভাস্থ সকলে মুগ্ধচিত্তে
শোনেন সঙ্গীত, সুমধুর—রঙ্গমঞ্চে
নিবদ্ধলোচন।—মধুর, মধুর--কহে
সর্বজন পরম বিস্ময়ে। দেবভোগ্য

ধর্মদত্তা

মহার্ঘ স্থুরভিসার ছড়ায়ে ভবনে
বন্দিল সবারে পরিচারিকা রূপসী—
কুসুম বিলায়ে। অগুরু, চন্দন কেয়া
মালতী বিলাসে ভরিল প্রমোদী-মন
সুরম্য কাননে। ময়ূর-ময়ূরী মৃগ,
মরালমিথুন ভ্রমে রজতকিরণে
চন্দ্রালোকে তৃণমাঝে সায়র কিনারে।—
সম্মুখে পশ্চাতে, চারিদিকে উপবনে
নিদাঘ শ্যামল তরুরাজি সারি সারি
সহকারশাখে বল্লরী মঞ্জরী লতা
জড়ায়ে প্রণয়ে মুগ্ধ গভীর আবেশে
শুনিছে সঙ্গীত যেন করতালি দিয়া,
বাজিছে নূপুর সাথে ঝিল্লী কলগীতি
মালতীমাধবী-কুঞ্জে রহিয়া রহিয়া ;
দোলে শাখে চূতফল—সুগন্ধমদির
বহিছে সমীর ধীরে প্রেক্ষাগারমাঝে
বাতায়নপথে। "মুকুলিত তরু এবে
ফলভারানত"—কহিলেন পুণ্ডরীক,
সম্রাট-আহ্বানে আসি সুহাস-আনন।
ভিন্ন বৃত্তে অন্তরালে বসিয়া বিলাসে,
কারুবাকী-সখীগণ-সাথে—কবিজায়া
হেমাঙ্গিনী হেরিলেন অপার আনন্দে—
কলাবতী ছদ্মবেশে সুনীলবসনা
দেবদাসী ধর্মদত্তা—কলিঙ্গ-রমণী।

গীতিনাট্যে রচিয়াছে আপন জীবনী
কবির সাহায্যে। কহে নাই দ্বিজ যবে
নায়িকার নাম, দেখিবে ব্রাহ্মণী সেও
ব্রাহ্মণে, শয়ন-কক্ষে, ফিরিয়া ভবনে।
প্রকাশিল বামোরু নর্তকী ধর্মদত্তা
সুগায়িকা—মানসকামনা, সুকৌশলে।
স্বপনে লভিয়া অশোক-স্থপতি-পদ,
মহানভারত-রূপ গড়িল মানসে
নায়িকার স্বামী—শিল্পী তপনকিরণ।
রচিল নায়ক সুন্দর প্রতীক শত
জম্বুদ্বীপ-কল্যাণ প্রসারে। ব্যর্থ স্বপ্ন!
কোথা সত্য? কোথা শিব? হায়রে সুন্দর!
নায়িকা সে বসুমতী—নামিয়া সুগতে—
জানায় রাজেন্দ্রবৌদ্ধে কলিঙ্গবেদনা।
আজিও যে সার্ধলক্ষ বন্দী ক্রীতদাস
কাটায় জীবন ওরা পশুর অধম—
গৃহহীন—আশাহীন—বিজয়ী-বিদেশে!
বণিকের চক্রান্তে বিজিত রাজপুরী—
বঞ্চিত কলিঙ্গ! গৃহে গৃহে ধর্মনাশ!
লুণ্ঠিত নারীত্ব! মর্মভেদী হাহাকার!—
করালবুভুক্ষাজ্বালা—নগরে, বন্দরে!

কলগুঞ্জনিত ক্ষণবিরতির ক্ষণে
রাধাগুপ্তে ডাকি, কহিলেন প্রিয়দর্শী

সুগম্ভীর—"মহামন্ত্রি! কে এ কলাবতী
তরুণী ষোড়শী—সুনায়িকা রূপবতী?
নহে কভু সামান্যা নর্তকী। কী আশ্চর্য!
কিরূপে জানিল বালা—হৃদয়ে গভীরে
যে-মূরতি সুগতের বিরাজে নিয়ত
ভারত ভুবন লাগি প্রশান্তি প্রসারে?
গীতিনাট্য শুনিনু বিস্ময়ে। হেরিলাম
নিজচক্ষে সে নিষ্ঠুর পাপচক্র মোর
চলিয়াছে চণ্ডবেগ মানবে দলিয়া—
দয়াহীন—মায়াহীন—দানব-উল্লাসে!"
কহিলেন অগ্রামাত্য, সুগোপন মনে
দেবতাচরণে নমি—"মহারাজ! নহে
কলাবতী তরুণী নর্তকী। পুত্রবতী
সোমা, ধর্মদত্তা—নহে নবীনা ষোড়শী।
কলাবতী ছদ্মনাম—হারীত-জননী
ধর্মদত্তা—কলিঙ্গ-তনয়া। হতবাক্
পরম বিস্ময়ে, কহিলেন প্রিয়দর্শী—
"হারীত-জননী? হারীত—হারীত—সেই
কিশোর বালক, শান্ত? দাঁড়ালো নির্ভীক
প্রমত্তবারণ-মুখে? মৃত্যুদ্বার হ'তে
ফিরিয়াছি বালকসহায়। বিষদগ্ধ
উন্মত্ত কুঞ্জর পথে—নাহি জানি কোন
ঐশীশক্তিবলে মন্ত্রমুগ্ধ ঐরাবত
থমকে সহসা!" "প্রিয়দর্শী মহারাজ

মহানুভব। লভিল সে বালক সৌম্য
যোগ্য পুরস্কার রাজদ্বারে''—অগ্রামাত্য
কহিলেন স্থিরদৃষ্টি, ভূতলে চাহিয়া
সবিনয়ে। "যোগ্য পুবস্কার ?—পুরস্কার
কোথা লয় নির্লোভ বালক ? দীনজনে
স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছে বিলায়ে—শুনিলাম
গুপ্তচরমুখে—পরিচয় নাহি দেয়
বিনীত কিশোর।" "বালক অরণ্যে ত্যক্ত
হেরুক-চক্রান্তে—বাঁচিল সুদাস সহ
ক্ষেমঙ্কর-কৃপায়।" "সন্ন্যাসী ক্ষেমঙ্কর—?
অরণ্যে নিবাসী ?"—জিজ্ঞাসেন প্রিয়দর্শী,
"আজীবক কঠোর তাপস ?—রূঢ়ভাষী
প্রৌঢ়—জটাজুটধারী ?'' উত্তরে কহেন
অগ্রামাত্য—"মহারাজ-অনুমান সত্য।
বাঁচিল হারীত, বাঁচিয়াছে কুলদাস
প্রবীণ সুদাস—উপবিষ্ট মঞ্চে সেথা—
ক্ষেমঙ্কর-কৃপায়। লোকেন্দ্র বনাধ্যক্ষে
জানিয়াছি ইহা।" "অপূর্ব কাহিনী শুনি—"
কহিলেন প্রিয়দর্শী বিমর্ষবদন।

"মহারাজ! হারীত-জননী ধর্মদত্তা
প্রণমে সম্মুখে।" "ধর্মদত্তা! থাক্-থাক্
প্রণাম চাহি না ভদ্রে! শুভ ইচ্ছা লও
অশোকের। কল্যাণি, কলিঙ্গভগিনী! কহ

কোন্ পুরস্কারে তুষিব তোমারে আমি ?—
কিবা কাম্য তব ?” “কাম্যতর কোথা আর
রহিল কামনা—লভিয়াছি পুরস্কার।”
“লভিয়াছ পুরস্কার !” “লভিয়াছি শ্রেষ্ঠ
পুরস্কার, মহারাজ। সম্রাট-ভগিনী
আমি, ভাগ্যবতী।—মিটিবে সকল সাধ
চাহিব নিমেষে।” কহিলেন পুণ্ডরীক
উচ্চহাস্যে—“হাঃ হাঃ—শ্রেষ্ঠিকন্যা সুচতুরা—
বুদ্ধিমতী বিনিময়ে লভিয়াছে শ্রেষ্ঠ
পুরস্কার বাণিজ্যে নিপুণা !” “বুদ্ধিমতী
ভগ্নী চাই দিকে দিকে আজ—প্রচারিতে
তথাগতে স্বদেশে বিদেশে। নহে ভীত
কোটিমুদ্রা-রৌপ্যব্যয়ে হিসাবী অশোক—
লভ্য যেথা স্পর্শমণি—অমেয় সুবর্ণ-
বিপুল অঙ্গার রাশি হইবে ভাস্বর।”
“জয় হোক সম্রাটের ! রচিব সাহসী
নবীনা কবিতা, শোনাবো প্রাচীন সুরে
ভারতের গীতি মানবের প্রীতি জয়ে
দূর-অভিযান। স্তব্ধ হবে ভেরীঘোষ—
বাজিবে মন্দিরে মন্দিরা—নৃপতিনেতা
দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ধর্মাশোকজয় !”

দিকে দিকে বার্তা গেল রটি—বৃত এবে
অশোকস্থপতি-পদে কলিঙ্গনায়ক,

সুবিখ্যাত মিহিরকিরণ। বহুগুণী—
শিল্প-স্রষ্টা রচিবে প্রাসাদ শিলাময়,
অগ্নিদগ্ধ দারুময়ে ত্যজি। অভিনব
কলাকার সৃজিয়াছে নূতন প্রতীক;
লভিল সে পুরস্কার সম্রাট-ঘোষিত,
প্রতিশ্রুত সমাজ-উৎসবে। নানাদেশ
আগত সুদক্ষ বিচারক, বিজ্ঞ সবে
দিয়াছেন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি একবাক্যে—
বিজয়ী কলিঙ্গদেশ সার্থক সৃজনে।
অপূর্ব ভাস্কর্য! নাহিক সংশয় তাহে—
শ্রেষ্ঠ মূর্তিস্রষ্টা কলিঙ্গগৌরব শিল্পী
মিহিরকিরণ।—অনন্যারূপসী-স্বামী।
জীবন্মুক্ত-দেবশিশু-হারীত-জনক।
ভাগ্যহত ক্রীতদাস কলিঙ্গসমরে
সার্ধ লক্ষ মুক্ত হল সম্রাট্-আদেশে।
ক্রেতাগণে মুক্তিমূল্য দানিবে ভাণ্ডারী
নৃপতির। সুগভীর বেদনা-মলিন—
বিজিতকলিঙ্গ-ক্ষতি স্মরিয়া মানসে
মহারাজ অনুতপ্ত—দয়ার্দ্রহৃদয়—
যুদ্ধনীতি চিরতরে ত্যজিলেন জয়ী।
যুদ্ধের মহিমা সে যে মরীচিকা সম
ভুলায় মানবে মরুতৃষামোহে। কোথা
ধর্ম রাজ্যজয়ে—নিরীহ মানবে দলি?
লুণ্ঠন বন্ধন—অধর্মে প্রমত্ত জেতা

নাশিয়া নিজেরে ছড়ায় করাল পাপ
ব্রাহ্মণ, শ্রমণে নাশি—স্বদেশে বিদেশে ?
কোথা সেই স্থান, যেথা নাহি ভিক্ষু, দ্বিজ,
পুণ্য ব্রতচারী—শান্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী ?
সমূহ সে সর্বনাশ !—কোথা পাপচক্র
ধরামাঝে—যুদ্ধসম নৃশংস কুটিল ?
ধ্বংসের নির্দয় রথে চলে সে ঘাতক—
বধির দানব—জানে না, মানে না মুক্তি,
চাহে না জনকে ভক্তি জননীর সেবা।
মানবতা, মৈত্রী, ক্ষেম—সর্ব পুণ্যক্ষয় !—
সাধু, জ্ঞানী, অগ্রভূতি—গুরুজনে সেবা—
মাতাপিতা পরিচর্যা, আশ্রিত-বাৎসল্য—
মায়ামমতানিহন্তা সমরবিজয়ী !…
লেখি যান পুণ্ডরীক বেদনাবিভোর :
হায়রে বিজয় ! বিজয়ী বিজিত জ্বলে
উভয়ে সমান ! হিংসায় উন্মাদ—ক্ষোভে,
লোভে মদমত্ত—প্রতিশোধ—প্রতিরোধ—
কামনা কটাক্ষে তপ্ত হলাহলে মজি—
নাশে ধর্ম— ধরণীর আশা—বিষধূম-
দাহে ! হায়, হায়রে বিজয় ! লোকপিতা
নরপতি প্রকৃতিরঞ্জন—প্রজাভাগ্যে
সমভোগী—প্রজাদুঃখে দুঃখী !—লক্ষ্যশূন্য
লক্ষ মৃত্যু—পুঞ্জীভূত আহতের শেষ
আর্তনাদে শোকাকুল নৃপতি-জিজ্ঞাসা

সকল নায়কে—'জিনিয়াছ কিবা বীর
প্রকৃত সমরে শাশ্বত বিজয়ী তুমি
মহান্ সাম্রাজ্য ?—কোথা—কোথা স্থান তব
মহাকাল-প্রাঙ্গণে—প্রণতা পূজারিণী
বিশ্বরমা গাহে যেথা অভিযানস্তুতি,
ইতিবৃত্তে তোমারে স্মরিয়া ? বৃথা—বৃথা—
হের সৌধ তব কালমসী-কলঙ্কিত
ডুবিছে অলক্ষ্যে অগ্নিগিরি বহ্নিদাহে
মানবমানসসিন্ধু অতলান্ত নীরে !

[একবিংশ সর্গ শেষ]
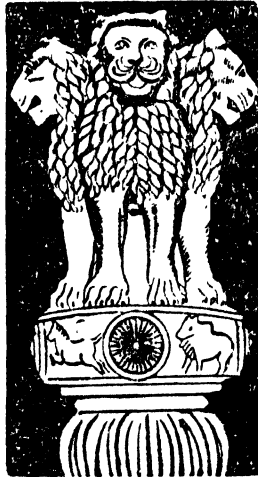
দ্বাবিংশ সর্গ

উপসংহার

[নাহিক কুহেলি আর দিক্‌চক্রবালে]

অষ্টাদশবর্ষ পরে—একদা প্রভাতে
ভাগীরথীতীরে, স্নিগ্ধ উষার আলোকে
সুরঞ্জিত, সুবিজন ভবনকাননে
নমিল তরুণ এক বৃদ্ধের চরণে—
দীর্ঘতনু দিব্যকান্তি। ধীর মৃদু কণ্ঠে
কহিল সে ধর্মামাত্যপ্রধান হারীত,
"পিতা,এবে অতি গুরুভার দিয়াছেন
মহারাজ !—কেমনে বহিব নাহি জানি !—
আমি অনভিজ্ঞ—নাহি বুঝি জনতায় ;
নাহি গুরুদেব নায়ক সদ্ধর্মনিধি—
জনপ্রিয় সুবিজ্ঞ স্থবির ইহধামে।
কেমনে শিখাই নিগূঢ় ধর্মের বাণী—
যেথা চিরচঞ্চল জনতা সে নিয়ত
প্রমোদ-প্রমাদী ?—জননীরে কহি এবে
মুক্তি দিন আমারে—লইব সন্ন্যাস সে
জ্ঞানী আজীবক সাধু ক্ষেমঙ্কর পাশে।
দীর্ঘবর্ষ যাপিনু ভবনে—স্নেহময়ী
জননী-কারণে।" মৃত সুদাসের স্মৃতি
মর্মরমূরতি নিম্নে—বসিয়া বিরলে

ছায়াসুশীতল স্থানে—মিহিরকিরণ—
সৌম্য বৃদ্ধ শান্তনেত্র কহে—"স্নেহহীন
বৃদ্ধপিতা হেতু নাহি কি ভাবনা তব?"

"পিতা—পিতা!"—ফিরালো নয়ন পিতৃভক্ত
ভাগীরথী-স্রোতে—কহিতে পারে না আর
লাজুক হারীত। "কহ তুমি জননীরে,
নিজ মুখে আপনি বুঝাও। সেথা যাও
অনাথ-সদনে। তোমার সঙ্কল্পে বাধা
দিবে না জনক তব পাষাণহৃদয়।
কিন্তু—কিন্তু, একমাত্র পুত্র জননীর—
বার্ধক্যে আশ্রয় তুমি কেমনে কহিব
আমি তারে? কেমনে বুঝাবো? ধর্মদত্তা
মাতা তব, ধর্মশীলা—বুঝাও তাঁহারে।"

নমিল হারীত সৌম্য জননীচরণে
অনাথ-সদনে। বালকবালিকা সাথে
কানন মাঝারে ঘুরি, জলঘট লয়ে
জলসেচরতা, প্রৌঢ়া তবু রূপবতী—
মনে হয়' জরা বুঝি দেবতা-আদেশে
দূর হতে প্রণমি তাহারে বর্ষে বর্ষে
নিয়াছে বিদায় সসম্ভ্রমে,—কহে দত্তা
সস্নেহে, তনয়-শিরে রাখি আশীর্বাদ,
"মুক্তি চাস্ তুই স্নেহের বন্ধন হতে?—

ওরে ও নিষ্ঠুর! একমাত্র পুত্র তুই,
নাহি কন্যা তাঁর—পৌত্রপৌত্রী নাহি কোনো—
কোথা পুত্রবধূ?—তবু যাইবি ছাড়িয়া
জনকে?" "কেমনে তুমি জানিলে জননি!
গোপন মনের কথা? কহিনু জনকে
ক্ষণপূর্বে, ভবন-কাননে! ছিলে দূরে,
শ্রবণ-বাহিরে!" "দূরে ছিনু—দশমাস
দশদিন ছিলি কোথা অবোধ বালক?—"
ভাবে দত্তা স্নিগ্ধদৃষ্টি, তনয়ে নিরখি
নির্নিমেষ-আঁখি। প্রকাশ্যে কহিল মাতা,
"জানি মন্ত্রবলে, বাছা—যে মন্ত্র জানে না
যোগী—সেই মন্ত্রে। যাক্ সে কথা।—কেন বা
যাইবি ছাড়িয়া—এ দুঃখী সমাজবাসী
অজ্ঞানী মানবে?" হাসে মৃদু জ্যোতির্ময়ী
পুনরায় অপলক হেরিয়া তনয়ে।

"মাগো, এবে মুক্তি দাও। লইব সন্ন্যাস
আমি জ্ঞানী ক্ষেমঙ্কর পাশে! মূঢ়, মুগ্ধ
মানব-সমাজ! হেথা লোক চাহে ধন,
পুত্র, যশ, খ্যাতি, মান—আহার, বিহার
নিদ্রা, তনুসুখ সদা!—সমাজ!—সমাজ!—
এ সমাজে কোথা মোর স্থান? নহি আমি
পরিত্রাতা—বোধিসত্ত্বদেহী।—আমি, আমি
সামান্য মানব!—সামান্য সে শক্তি মোর!

কেমনে ঘুচাব দুঃখ নিখিল জগতে
মানবের—সেথা দুঃখ আছে—নাহি বোধ
দুঃখের কারণে।…দুঃখের কারণ মূল
ত্যজিবে বাসনা কোথা বিশ্বে নরনারী?
বৃথা—বৃথা—কেন বৃথা শান্তি নাশ করি
নিজমনে? আমি—আমি—দাও মুক্তি মাগো,
দাও মুক্তি মোরে—স্নেহের বন্ধন তব
স্বর্ণরজ্জুসম বাঁধিয়া রেখেছে মোরে
কর্মচক্রে নিশিদিন—সংসারের তপ্ত
চুল্লীপাশে স্বেদাক্ত প্রয়াসে। খ্যাতি নয়,
মান নয়, ধন নয়, মাগো—নাহি চায়
মন মোর যৌবন-উল্লাস—কত দিন,
কত বর্ষ হয়েছে অতীত—একে একে
দিন যায়—কোথা, কোথা সেই মহামুক্তি—
অনন্ত সমাধি-স্থিতি পরম নির্বাণ?
মাতা, মাতা—দিয়ো না, দিয়ো না বাধা আর
ধর্মের সাধনে।”

“ওরে মূঢ়! মহামুক্তি
কোথা পাবি সমাজ ছাড়িয়া? বন্ধনের
ভীতি সেও মানসবিভ্রম—জানি আমি,
অধীর-বিলাস।—আমি?—আমি নহি তোর
স্বর্ণরজ্জু!—কিবা জানি—একমাত্র পথ
প্রশস্ত সোপান সেই সুতুঙ্গশিখরে
দুরারোহ সুবিজন? মাতা হতে মন পায়

সন্তানসন্ততি—কহি তোরে, নিত্যমুক্ত
তুই পুত্র মোর—শুভব্রতী—সদানন্দ
নির্ভীক প্রেমিক মানবের। ক্লান্তিহীন
সমাজসেবক নিরাসক্ত, শুভব্রতী—
সেই শুধু প্রকৃত সন্ন্যাসী। ভাগ্যচক্রে,
এ সত্য জেনেছি আমি আপন জীবনে।
ছিনু সন্ন্যাসিনী শেখর-ভবনে আমি
বহুবর্ষ ধরি—পাই নাই মুক্তিপথ
শেখর-সন্ধান।—জীবন ত্যজিয়া কেবা
লভিল জীবনে পরমজীবন সেই
সুগত-শিখর? যা-যা তুই যেথা ইচ্ছা
তোর—দিব নাক বাধা—বুঝিবি আপনি।"

আরক্তিম গণ্ডে তার চম্পকলাবণি,
স্নিগ্ধজ্যোতি, পুত্র কহে নমি, "দাও মাগো,
দাও পদধূলি তব হারীতে! তুমি মা
ধর্মদত্তা—গৃহনারী তবু সন্ন্যাসিনী।
মোহহীনা ছাড়িয়া আজিকে একমাত্র
পুত্রে তব—দীক্ষা তারে দিয়েছ জননি
সন্ন্যাসে! আসক্তিহীন তুমি স্নেহময়ী—
নিরলস সুনির্ভীক নিয়ত প্রয়াসে
বিলালে নিজেরে অনাথ আতুর জনে,
আপন গৃহের কার্য সমাপন শেষে!
'তথাগত-প্রচারে'—কহেন প্রিয়দর্শী

সভামাঝে, ভগিনী আমার ধর্মদত্তা,
নাহিক তুলনা তার ভুবনমাঝারে,—
দাও মাগো, দাও তব জ্ঞান, তব নিষ্ঠা
অজ্ঞানী হারীতে!”
"আর্যভট্ট ছাত্র তুই
সুবিখ্যাত ধর্মামাত্য-প্রধান, বিদ্বান।—
কিবা ধর্ম—কিবা জ্ঞান তোরে দেব বাছা
আমি মূর্খা নারী?” “তুমি যদি মূর্খা হও—
মূর্খা সম হোক তবে সকল জননী
ভুবনে ভবনে!”—কহিল হারীত হাসি—
“গ্রন্থবিদ্যা—জীবনসাধনা—দুই কভু
এক নয়—সে জ্ঞান হয়েছে হারীতের
তব তনয়ের—সে গর্ব তাহার।” হাসে
ধর্মদত্তা সুহাসিনী, জলঘট রাখি,
হারীতের শিরে কর বুলায়ে লগনে।

নাহিক কুহেলি আর দিক্‌চক্রবালে,
উড়িয়া চলেছে ডাকি উর্ধ্বনভে পাখী—
সুদূর আকাশপথে আলোকে মিলিয়া।
কোন সিন্ধুপারে নব প্রাণ-শিহরণ?—
তৃণাঙ্কুরমাঝে সাগরবিহগ কিবা
জানে সে আপনি? ধর্মামাত্য-প্রধান সে
অশ্বারোহী চলিল হারীত, পুনরায়
দূরপথে—কৃষকের গ্রামে। দলে দলে

ধর্মদত্তা

আসে ওরা বালক কিশোর প্রৌঢ় বৃদ্ধ
গ্রামসভাগৃহে। জনতা হারীত-মুগ্ধ
শুনিবে ভাষণ, আসিয়াছে অগণিত,
নাহি স্থান গৃহে ; মুক্তাঙ্গনে রহে কেহ,
কেহ উঠে বৃক্ষশাখে কৌতূহলভরে।
বেদী 'পরে উপবিষ্ট কহিল হারীত—
"শোনো ভাই সব বুদ্ধবাণী ! রুগ্ন বীজে
শ্রেষ্ঠ ফল পায় কি কৃষক ? নিরলস
সুকর্মা নহে কি সুখী জীবনে ভুবনে ?
অলস বিলাসী জড় সুখভোগী কোথা ?
আছে কি সৌভাগ্য তার পরানন্দলাভ ?
সুগভীর ক্ষতসম শকটের চিহ্ন
হের ওই গিয়াছে বাঁকিয়া। যায় কভু
গ্রামপথে চক্রচিহ্ন সহজে মুছিয়া ?
"না না"—কহে গ্রামবাসী সমস্বরে সবে।
কহিল হারীত—"যায় যদি সবে মিলি
ঢালো শিলা—গ্রামপথ রাজপথ হয়।"
মহৎ সরল কথা বুঝিয়া সহজে
জয়ধ্বনি করে সবে আনন্দিত মন—
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং
গচ্ছামি।' মধুর রবে ধ্বনিত গগন,
প্রতিদিন নব গ্রাম জাগে—প্রতিধ্বনি
তার—হারায়েছে কোথা আজিও ভুবন
সহৃদয়-মনে ?—'চরথ ভিক্‌খবে ভো

চারিকং! বহুজনহিতায়। বহুজন-
সুখায়। লোকানুকম্পায়। ইচ্ছতি হি
দেবানাং পিয় সব্বভূতানাম্ অক্‌খতি
সংযমম্। মহাবিজয়পীতিরসো সো
হ্লাদো ভোতি পীতিধম্ম-বিজয়েপ্‌সী।'

[দ্বাবিংশ সর্গ শেষ]

গ্রন্থ সমাপ্ত

আখ্যান-সংক্ষেপ

প্রথম সর্গ

কলিঙ্গ দুর্গের স্রষ্টা বাসবের পুত্র মিহিরকিরণ। প্রখ্যাত ভাস্কর, স্থপতি ও বহুগুণী কলাকার। ধনী যুবক—পিতৃমাতৃহীন, শিল্পসাধনায় নিমগ্ন ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ভাস্কর-রচিত মূর্তির সহিত শেখরমন্দিরের দেবসেবিকা সুন্দরী ধর্মদত্তার আকৃতিগত সাদৃশ্যে কুলদাস সুদাসের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টি। ধর্মদত্তার নিকট প্রার্থনা, মন্ত্রসিদ্ধা তপস্বিনী যেন সুদাসের প্রভু মিহিরকিরণের মানসিক বিকার দূর করে। বিস্মিতা ধর্মদত্তার গোপনে আগমন ও ক্রমে মিহিরকিরণের প্রতি অনুরাগসঞ্চার। কলিঙ্গের প্রধানমন্ত্রী রত্নপালের কন্যা সনকাও মিহিরকিরণের প্রতি অনুরাগিণী। মিহিরকিরণ কর্তৃক বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও রত্নপালের মনে ক্রোধের সঞ্চার। বজ্রদেব (শেখর-দেবালয়ের প্রধান পুরোহিত) ও ধর্মদত্তা।—রুষ্ট বজ্রদেব ও মহামন্ত্রী রত্নপালের যোগাযোগ। মিহিরকিরণের প্রতি শাস্তিবিধান—তুষানলে মৃত্যু। রাজাজ্ঞা ঘোষিত হবার পূর্বেই মিহিরকিরণ ও ধর্মদত্তার স্থানত্যাগ।

দ্বিতীয় সর্গ

সুদাস-পুত্র সুবল ও অন্যান্য কৃষকগণের সাহায্যে অরণ্যপ্রান্তে মিহিরকিরণ ও ধর্মদত্তার আগমন। নগরপালের অশ্বারোহীবাহিনী কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবন। কারাগারমুক্ত সুদাসের গোপনে আগমন। সুদাসের মন্ত্রণায় মিহিরকিরণ ও ধর্মদত্তার পুনরায় স্থানত্যাগ। কৃষকগণের উপর রাজবাহিনীর অত্যাচার, কৃষকগণ কর্তৃক দলে দলে গ্রাম ত্যাগ ও সুদূর অরণ্যদেশে আগমন। স্থপতি মিহিরকিরণের নেতৃত্বে কৃষকগণ কর্তৃক নব উপনিবেশ গঠন। শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। ধর্মদত্তা ও মিহিরকিরণের গান্ধর্ব বিবাহ—হারীতের জন্ম। ধ্যানমগ্ন মিহিরকিরণ—ধর্মদত্তার মনে আশঙ্কা।

তৃতীয় সর্গ

বিজন অরণ্যে মৃগয়ান্বেষী মিহিরকিরণের সহিত কিরাতিনী কঙ্কতিকার আকস্মিক যোগাযোগ। মগধ-বণিক হেরুকের আগমন; সুদাসের অসাবধানতার ফলে ধর্মদত্তার সহিত হেরুকের সাক্ষাৎ। কূটচক্রী লম্পট হেরুকের মনে কামনার উদ্রেক। মত্ত হস্তীদলের আক্রমণ। মিহিরকিরণ কর্তৃক কঙ্কতিকার উদ্ধার। হারীতের আমন্ত্রণে উপগুপ্তের আগমন। মিহিরকিরণের মানসিক চাঞ্চল্য—দুঃস্বপ্নে ধর্মদত্তার নিদ্রাভঙ্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুদাস-জামাতা পবন কর্তৃক মৃগমণি-বিক্রয়। স্বর্ণমূল্যে ক্রেতা হেরুকের কপট বদান্যতা ও হারীতের মন জয় করার প্রয়াস। হারীতের আমন্ত্রণে মিহিরকিরণ ও ধর্মদত্তার সহিত হেরুকের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার সুযোগ। মগধের বারবনিতা মতিকার সাহায্যে ধর্মদত্তাকে অপহরণ ও মিহিরকিরণকে কলিঙ্গরাজদ্বারে সমর্পণের চক্রান্ত। পুত্রের শিক্ষালাভ ও স্বামীর জাগতিক উন্নতির

আশায় পাটলিপুত্রে যাইবার জন্য ধর্মদত্তার আগ্রহ। মিহিরকিরণের দ্বিধা। শুকসারী বিক্রয়ের ছলে মিহিরকিরণের নিকট কঙ্কতিকার আগমন।

পঞ্চম সর্গ

কঙ্কতিকা ও মিহিরকিরণ।—অভিসারিকা কঙ্কতিকা ও দাবানল।

ষষ্ঠ সর্গ

কঙ্কতিকার আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায়—পাটলিপুত্রগমনে মিহিরকিরণের সম্মতিদান। পিতা ও পুত্রের কথোপকথন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনর্বার আত্মিক মিলন। বঙ্গের ত্রিবেণী পথে নৌকাযোগে পাটলিপুত্র-যাত্রা। ইন্দ্রভূতি (হেরুক-সচিব), মতিকা ও চিন্তার (মতিকার কিশোরী কন্যা) সাহায্যে চক্রান্তকারী হেরুকের সাফল্য। রজ্জুবদ্ধ হারীত ও সুদাসকে বনপ্রান্তে নিক্ষেপ। শৃঙ্খলিত মিহিরকিরণকে কলিঙ্গরাজদ্বারে সমর্পণ। বন্দিনী ধর্মদত্তা—ঔষধপ্রয়োগে নিদ্রাচ্ছন্না। ভাগীরথীপথে ইন্দ্রভূতি ও মতিকার অগ্রগতি।

সপ্তম সর্গ

পাটলিপুত্র—ভাগীরথীতীর। উপগুপ্তের বিদায়গ্রহণ—ভিক্ষুণী বাসবদত্তা, হেরুকজামাতা নিরুপম ও বঙ্গকবি পুণ্ডরীক। রথারোহী নিরুপম ও পুণ্ডরীকের নগর-পরিক্রমা ও উপকণ্ঠস্থিত হেরুকের প্রমোদ-কাননে পুণ্ডরীকের আগমন। হেরুক ও কবি পুণ্ডরীক। সমাজ-উৎসবে খ্যাতি-অর্জনের প্রলোভন। কবি পুণ্ডরীক কর্তৃক রণের বন্দনায় হেরুকের স্বার্থ। দরিদ্র বঙ্গকবি কর্তৃক হেরুকের প্রস্তাব-গ্রহণ ও কাব্য-রচনা।

অষ্টম সর্গ

পাটলিপুত্রের প্রশস্ত প্রান্তরে সমাজ-উৎসব। কবি পুণ্ডরীক কর্তৃক সম্রাট অশোক সম্মুখে কাব্য-পাঠ। কৌশলে রণের বন্দনা—কলিঙ্গবিজয় অভিযানে পরোক্ষ উৎসাহদান।

নবম সর্গ

বঙ্গের ত্রিবেণী। গঙ্গাতীরে স্নান-অন্তে হেমাঙ্গিনী (কবি পুণ্ডরীকের স্ত্রী)। হেমাঙ্গিনী কর্তৃক ধর্মদত্তার জীবনরক্ষা ও আশ্রয়-দান। ইন্দ্রভূতি ও মতিকার পলায়ন।

দশম সর্গ

পুরুষের ছদ্মবেশে তাম্রলিপ্তির পথে ধর্মদত্তা। হেমাঙ্গিনীর দেবর ভরত কর্তৃক সাহায্য দান। ধর্মদত্তা ও ভরতের কথোপকথন। কথাপ্রসঙ্গে ধর্মদত্তার পিতা বণিক কুশল সম্পর্কে ভরতের বিবৃতি—দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত কুশলের উদ্ধার ও কুশলের সহিত ভরতের কলিঙ্গে গমন—পত্নী, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ একযোগে বিসূচিকারোগে মৃত্যুসংবাদে কুশলের মস্তিষ্কবিকার। ধর্মদত্তার সংজ্ঞাবিলোপ ও পথিমধ্যে পতন। সন্ধ্যার অন্ধকারে পান্থালয়ের দৃশ্য। আশ্রয় ও সাহায্যলাভের জন্য ভরতের প্রচেষ্টা। বাহিনী-নায়ক অগ্নিমিত্র ও ধর্মদত্তা। আহত ভরত ও পদ্মাবতী।

ধর্মদত্তা, শ্রেষ্ঠী শেষনাথ, সন্ধ্যাকর নন্দী ও অন্যান্য পান্থবাসী। কলিঙ্গবণিক শেষনাথের সাহায্যে অগ্নিমিত্রের কবল হইতে ধর্মদত্তার মুক্তিলাভ এবং কলিঙ্গে প্রত্যাবর্তন। ধর্মদত্তা ও উন্মাদ কুশল।

একাদশ সর্গ

পিতা ও পুত্রী। মানসিক বিকার হইতে কুশলের ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ। জ্ঞাতিপুত্র শঙ্খপাণি (কুশলের বাণিজ্যকার্যে একান্ত-সচিব) ও তার স্ত্রী মন্দরবার মধ্যে কথোপকথন। সম্পত্তির লোভে সপরিবারে কুশলকে ধ্বংস করবার জন্য উভয়ের হীন চক্রান্ত। মগধ বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত ত্রিকলিঙ্গে জনতার মনের উপর প্রতিক্রিয়া, মিহিরকিরণ ও ধর্মদত্তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রসার। বজ্রদেবের নেতৃত্বে জনতার দাবি, অবিলম্বে তুষানলে মিহিরকিরণের শাস্তিবিধান, মগধবাহিনী-রোধের একমাত্র পন্থা, দেবরোষ প্রশমন। উন্মত্ত জনতা কর্তৃক কুশল বণিকের গৃহ আক্রান্ত—কুশলের মৃত্যু। শেষনাথের সাহায্যে আসন্ন বিপদ হইতে ধর্মদত্তার উদ্ধার। ধর্মদত্তা ও শেষনাথ। গোপন রত্নাগারে সাময়িকভাবে ধর্মদত্তার আশ্রয়লাভ।

দ্বাদশ সর্গ

কলিঙ্গরাজ কীর্তিধ্বজের নিকট শেষনাথের আবেদন। যুদ্ধের প্রয়োজনে সমরকুশল স্থপতি মিহিরকিরণের জীবনরক্ষা করা উচিত বলিয়া প্রধান সেনাপতি শূলপাণি কর্তৃক শেষনাথের যুক্তি সমর্থন—কীটদষ্ট মানচিত্র—কলিঙ্গদুর্গস্রষ্টা বাসবের পুত্র মিহিরকিরণ ব্যতীত অন্য কেহই গোপন সুড়ঙ্গপথে সাগরের স্রোত বহাইয়া কলিঙ্গনগরকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। বজ্রদেব কর্তৃক রাজ-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান—তুষানলকুণ্ড ও শৃঙ্খলিত মিহিরকিরণ—রজনীর অন্ধকারে ধর্মদত্তার আকস্মিক আত্মপ্রকাশ, স্বামীর সহিত সহমরণে অধিকার প্রার্থনা। ধর্মদত্তা ও বজ্রদেব—বজ্রদেব কর্তৃক মৃত্যুপথযাত্রীর (অশাস্ত্রীয় নয় এমন) একটি প্রার্থনা পূরণের ঘোষণা—ধর্মদত্তার কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে বজ্রদেবের অক্ষমতা, জনতার মধ্যে মতভেদ এবং অবশেষে বজ্রদেব কর্তৃক ধর্মদত্তা ও মিহিরকিরণকে মুক্তিদান। বজ্রদেবের মৃত্যু।

ত্রয়োদশ সর্গ

মগধ-সম্রাট অশোকের রাজসভা। ভগ্নদূত চম্রের আগমন ও কলিঙ্গনগর আক্রমণে মগধ-বাহিনীর ব্যর্থতা বর্ণনা। বাসবপুত্র মিহিরকিরণের স্থাপত্যকৌশলে নিম্নদেশ প্লাবন ও মগধ-বাহিনীর বিপর্যয়—হেরুক কর্তৃক সম্ভাবনা সমর্পিত, কিন্তু কিরূপে মিহিরকিরণ এতদিন জীবিত থাকিবে ভাবিয়া হেরুকের মনে সংশয় উদয়। হেরুক কর্তৃক কলিঙ্গের দেশদ্রোহী শঙ্খপাণির নিকট সঙ্কেতবাহী পারাবত প্রেরণ।

চতুর্দশ অধ্যায়

বারবার কলিঙ্গনগর-বিজয়ে মগধবাহিনীর ব্যর্থতা। মগধবাহিনীর প্রতি প্রত্যাবর্তনের আদেশ—সম্রাট অশোক, মহামাত্য ও সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে গোপন আলোচনা। হেরুকের প্রস্তাব—অর্ধমাত্র সৈন্য লইয়া কলিঙ্গবিজয়, নতুবা নিজ সম্পত্তি ও ধনরত্নাদি রাজকোষে অর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি। সম্রাট অশোক কর্তৃক হেরুকের প্রস্তাবগ্রহণ।

পঞ্চদশ সর্গ

সম্রাট অশোকের নামে ঘোষিত শান্তি-প্রস্তাব—হেরুকের প্রতারণা।—মিহিরকিরণের সতর্ক-বাণীর প্রতি কলিঙ্গনগরীর অধিবাসীদিগের অবহেলা। বিষকন্যা রত্নাবতী কর্তৃক প্রলুব্ধ গিরিপথ-দ্বাররক্ষী নিষাদ-নায়ক শাবরের অসতর্কতায় হেরুকের অগ্রগতি ও কলিঙ্গনগরের পতন।—প্রতি গৃহ হইতে যুদ্ধবন্দীগ্রহণ; সার্দ্ধলক্ষ মানবমানবীকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরূপে মগধে প্রেরণ। অর্থবলে শেফনাথের মুক্তি। ক্রীতদাসরূপে শৃঙ্খলিত মিহিরকিরণের প্রতি অগ্নিমিত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহার। অরণ্যউদ্ধারে মিহিরকিরণের উপযোগিতা ও সুবিস্তৃতভূমি-স্বামী হেরুকের স্বার্থ। অগ্নিমিত্রের প্রতি হেরুকের নির্দেশ।

ষোড়শ সর্গ

পাটলিপুত্রের প্রশস্ত প্রান্তরে সম্রাট অশোক কর্তৃক কলিঙ্গবিজয়ী হেরুকের সম্মান। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বিক্রয়মণ্ডপে জনসমাবেশ—রাজকোষে বিপুল অর্থসঞ্চয়। সম্রাট অশোকের আকস্মিক অসুস্থতা—মৃগয়া-বিহার পরিত্যাগ ও প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন। নাগরিকদিগের মধ্যে আলাপ-আলোচনা—হেরুকের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি ও অগ্রামাত্য রাধাগুপ্তের ক্ষমতা-হ্রাস, কবি পুণ্ডরীক, বিদেশী কলিঙ্গ বণিক শেফনাথ ও যবনী আন্দ্রোমিদা-সম্পর্কে জনশ্রুতি।

সপ্তদশ সর্গ

কবি পুণ্ডরীক ও যবনী আন্দ্রোমিদা। হেরুকের আগমন। হেরুক ও পুণ্ডরীকের মধ্যে কথোপকথন। ঘোর বিপদের আশঙ্কা।

অষ্টাদশ সর্গ

হেরুক ও শঙ্খপাণি। অতি লোভীর পরিণাম।

ঊনবিংশ সর্গ

হিমালয়-পাদদেশে হেরুকের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি—দ্বাদশ সহস্র ক্রীতদাস ও দ্বাদশ সহস্র ক্রীতদাসীর আগমন—হেরুক কর্তৃক নব উপনিবেশ স্থাপন—শৃঙ্খলিত মিহিরকিরণ ও প্রহরীনায়ক। কঙ্কতিকার আগমন, বন্দীদশা হইতে মিহিরকিরণের উদ্ধার।

বিংশ সর্গ

বিজন বনদেশে মিহিরকিরণ ও কঙ্কতিকার পলায়ন। কঙ্কতিকার অতীত ইতিহাস। কঙ্কতিকার জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক।

একবিংশ সর্গ

সখীগণ ও রাজ্ঞী কারুবাকীর মধ্যে কথোপকথন—হেরুকের পরিণাম—সম্রাট অশোক-সম্মুখে ছদ্মবেশিনী ধর্মদত্তা কর্তৃক নাটক অভিনয়—ক্রীতদাসদিগের মুক্তিলাভ—অশোক-চক্রের স্রষ্টা মিহিরকিরণের খ্যাতিলাভ—মহারাজ দেবপ্রিয়ের পরিপূর্ণ রূপান্তর—ধর্মদত্তা-পুত্র হারীতের প্রভাব।

দ্বাবিংশ সর্গ

উপসংহার। মিহিরকিরণ ও হারীত। হারীত ও ধর্মদত্তা। হারীত কর্তৃক সদ্ধর্মপ্রচার।

[শুদ্ধিপত্র]

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৩	কোনে	কোনো
১৮	২০	ছিন্নবেশ	ছিন্নবেশ
৩৭	১০	—শোণিত	— —শোণিত
৩৮	১২	সুগভীর	সুগম্ভীর
৬৪	৯	অবুঝ	অবু ঝ
৬৫	৫	গর্ভিনী	গর্ভিণী
৭৪	৫	মীমাংসুকি	মীমাংসুকি।
৭৮	১৫	ধূর	দূর
৮০	১০	পশু হারা	পশু তারা
„	১২	শাস্তে শাস্তে	শান্ত শান্ত
৮৬	৪	অনুনয়…	অনুনয়…।"
৯৫	১১	পোট	পোঢ়
৯৯	১৫	মত্তহাস্য	মত্তহাস্য
১১৩	১৭	অকিঞ্চন	অকিঞ্চন
১৩৫	১৭	করি ?	করি ?"
১৪৫	৮	বিশ্বাস।	বিশ্বাস।"
১৫২	৯	ক্ষিপ্রবেগে।	চলি, ক্ষিপ্রবেগে।
১৭০	৮	বাণী তাঁরে	বাণী তাঁরে
১৭৫	১০	কবিকুলে	কবিকুলে
„	„	ভাগ্যবান	পরা-ভাগ্যবান
১৭৭	১৩	কেহ	কহে
১৮৮	১২	লাড্ডুক	লড্ডুক
২১৭	৪	পাগুনিবাসেতে	পথিকনিবাসে
২১৯	১৬	চমৎকারেতে	চমৎকারে
২৩৫	১৯	মুক্ত কর তারে	মুক্ত কর তুমি তারে
২৪৫	১	ফরি	ফিরি
২৬৮	১০	র	দূর
৩২৯	১৪	সিন্ধুস্রোতে	সিন্ধুস্রোতে
৩৩৫	৭	প্রয়দর্শ	প্রিয়দর্শী
৩৫০	৫	জনশূন্য-অরণ্য মাঝারে	জনশূন্য-বনমাঝে